CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

7·3

बाङ्‌लार कीर्तन ओ कीर्तनीया

लेखक :- साहित्यरत्न
डा० हरेकृष्ण मुखोपाध्याय

प्रकाशक :- श्री महेन्द्र दत्ता -शिशु- साहित्य संसद

प्रथम प्रकाशन - 1971

बंगला

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

সাহিত্যরত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সা হি ত্য স ং স দ্
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৭১
প্রকাশক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
শ্রীশ্যামল সেন

মূল্যঃ দশ টাকা মাত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশকের নিবেদন

কীর্তন বাঙলার প্রাণসম্পদ। আপামর জনসাধারণ যুগযুগ ধরিয়া কীর্তনের শাশ্বত ধারায় নিজেদের সঞ্জীবিত করিয়াছে ও আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে। অথচ দুঃখের বিষয় বাঙলার এই অমূল্য সম্পদ কীর্তনের বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের আলোচনা বা কীর্তনীয়াদের জীবন-কথার আলোচনা এযাবৎ বিশেষরূপে হয় নাই।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত বর্ষীয়ান্ লেখক সাহিত্যরত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সারাজীবনের অনুশীলন দ্বারা এই অসম্পূর্ণ কাজটি উত্তরসাধকদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা বইটি প্রকাশ করিলাম। সুধীজনের নিকট ইহা আদৃত হইলে কৃতার্থ বোধ করিব।

৩১ মার্চ ১৯৭১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'আনন্দবাজার' ও 'দেশ'

সম্পাদক

শ্রীমান্ অশোককুমার সরকার

দীর্ঘজীবেষু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভূমিকা

পদাবলী আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বয়স যখন আমার ছয়-সাত, পিতৃদেবের জন্মভূমি মঙ্গলডিহির ঠাকুরবাড়িতে রসিক দাসের কীর্তন শুনিলাম। শুনিলাম পর পর দুই বৎসর। কিছুই বুঝিলাম না। কিন্তু গায়কের সুরঝঙ্কার এবং পদাবলীর শব্দঝঙ্কার অন্তরে একটা অননুভূতপূর্ব উন্মাদনা আনিয়া দিল। পরে শুনিয়াছি—রসিক দাস তদানীন্তন বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন, 'বড় মূল গায়ন'। জীবনে আরো একবার তাঁহার গান শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ১৩০৫ সালে পাশের গ্রাম জাহানাবাদে শুনিলাম গণেশ দাসের কীর্তন। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল গণেশ দাসের। সেই অবধি পদাবলীই আমার উপজীব্য হইল।

পরবর্তী কালে শচীনন্দন দাস, বিপিন দাস (বড়), অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমদাস, ফটিক চৌধুরী, বনওয়ারী দাস, অখিল দাস প্রভৃতি বহু বিখ্যাত কীর্তনীয়ার গান শুনিয়াছি। অনেকের সঙ্গেই সৌহার্দ্য হইয়াছে। কীর্তনের পদের পাঠ, ব্যাখ্যা, আখর ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত লইয়া দিনের পর দিন তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। অনেক জানিয়াছি, অনেক জানাইয়াছি। পদাবলী ও পদের পাঠান্তর সংগ্রহে সংযুক্ত-বাঙ্গালার ঢাকা, ত্রিপুরা, আসাম এবং উড়িষ্যার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। কীর্তন আজিও আমার প্রিয় বস্তু।

গান জানি না, কিন্তু গানের ভালমন্দ বুঝিতে পারি। তাই বহুবার রাত্রি জাগিয়া স্বর্গত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী, শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, স্বর্গত কালীপদ পাঠক, বড়ে গোলাম আলি, শ্রীমতী মালকা জান, হীরাবাঈ বরদেকার, সরস্বতীবাঈ রানে, গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল প্রমুখের গান শুনিয়া অতুলনীয় আনন্দলাভ করিয়াছি।

কিন্তু আমার মনে হইয়াছে, কীর্তনগানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কীর্তন-গান বাঙ্গালীর এক অভিনব সৃষ্টি, বাঙ্গালীর স্বকীয়তা-মাখানো বাঙ্গালার এক অতুলনীয় সম্পদ্। কথা ও সুরের মর্যাদানুরূপ মিলনে কীর্তন বাঙ্গালীর এক দিব্যাবদান। কীর্তনের এই বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা আমি লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঐশ্বর্যকে মাধুর্যে পরিপ্লুত করিয়া মানুষের মাঝে আসিয়া ধরা দিয়াছেন। মানুষ জানিয়াছে তাঁহাকে সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। শ্রীবৃন্দাবনে বাৎসল্যের অমোঘ স্নেহডোরে তাঁহাকে বাঁধিয়াছেন জনক-জননী। সৌহার্দ্যের অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বন্দী হইয়াছেন তিনি সখাগণের নিকটে। আর স্বার্থগন্ধহীন অপ্রাকৃত প্রেমের অচ্ছেদ্য আকর্ষণে আপনি গ্রহণ করিয়াছেন বল্লবী বালাগণের সর্বস্ব-সমর্পণ। ব্রজবধূগণের শিরোভূষণ শ্রীরাধার মান ভাঙ্গাইতে গিয়া বলিয়াছেন, 'দেহি পদবল্লবমুদারম্'। এই দিব্য উদাহরণে মানুষ ভরসা পাইয়াছে।

কয়েকজন ধ্রুবা-স্মৃতি-সমৃদ্ধ জাতিস্মর সাধক আপন অনুভূতির রঙ্গীন তুলিকায় এই সমস্ত অপার্থিব প্রেমের নিরবদ্য চিত্র আঁকিয়াছেন, যাহার নাম বৈষ্ণব পদাবলী। ব্যক্তির অনুভূতি বিশ্বজনীনতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবতন্ময়তার উপলব্ধি বিশ্বের রসিকজনের আস্বাদ্য বস্তুতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। গোষ্ঠীগত চেতনা সম্প্রসারিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে এক মহনীয় ব্যঞ্জনার অপূর্ব রসভাবাঢ্য আনন্দনন্দন।

'পদাবলী-পরিচয়' গ্রন্থে আমি পদাবলীর রসপর্যায়, নায়ক-নায়িকা পরিচয়, প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি। অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা গ্রন্থেও এই বিষয়ে অল্পস্বল্প আলোচনা আছে। পদাবলী-পরিচয় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় প্রকাশিত কয়েকটি বিষয় এই গ্রন্থেও সন্নিবেশিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বীরভূম-বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে আমি চণ্ডিদাস প্রসঙ্গে কীর্তনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে গিয়া রসিক দাস, গণেশ দাস ও অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ও দেশ-সম্পাদক শ্রীমান্ অশোককুমার সরকার আমাকে অন্যান্য কীর্তনীয়াগণের জীবনী সংগ্রহের অনুরোধ করেন। অতঃপর বার্ধক্যজীর্ণ দেহেও আমি নানা স্থানে গিয়া যতদূর পারিয়াছি আরও কয়েকজন কীর্তনীয়ার জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি। জীবনীগুলি আনন্দবাজারেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এইজন্য বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়ার উৎসর্গপত্রে শ্রীমান্ অশোককুমারের নাম লিখিয়া রাখিলাম। শ্রীমানের নিরাময় দীর্ঘজীবন ও সর্ববিধ কল্যাণ কামনা করি।

এই গ্রন্থে জীবিত কীর্তনীয়াগণের মধ্যে দুইজনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা প্রকাশ করিয়াছি। একজন প্রাচীনপন্থী গায়কগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নন্দকিশোর দাস। আর একজন বিশুদ্ধ সুরতালে কীর্তনগানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পথযাত্রী শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণপূর্বক আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। শিশু-সাহিত্য সংসদের শ্রীমান্ গোলোকেন্দু ঘোষ গ্রন্থপ্রকাশে বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন সুরসিক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীমান্ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রসিতকুমার রায়চৌধুরীর নিকট হইতে এবং ডঃ শ্রীমান্ সুকুমার সেনের পুস্তক হইতে সাহায্য পাইয়াছি। সকলকেই আমার আশীর্বাদ জানাইয়া সকলেরই কল্যাণ কামনা করিতেছি।

(২)

একটি পুরানো হাতের লেখা পুঁথির পাতায় এক প্রকারের রসপর্যায় পাইয়াছি। কোন্ পর্যায়ে, কি কি পালা গান করিতে হইবে, তাহারই একটি তালিকা। তালিকাটি তুলিয়া দিলাম।

১। অভিসার—১ উৎকণ্ঠা, ২ অনুরাগ, ৩ হিম, ৪ গ্রীষ্ম, ৫ বাদর, ৬ তিমির, ৭ জ্যোৎস্না ও ৮ দিবাভিসার।

২। বাসকশয্যা—১ পূর্বরাগ, ২ গোষ্ঠ, ৩ রূপ, ৪ আপ্তদূতী, ৫ রূপোল্লাস, ৬ কিলকিঞ্চিৎ, ৭ মিলনরাস ও ৮ পরীক্ষারাস।

৩। খণ্ডিতা—১ হোলী, ২ দান, ৩ নৌকাখেলা, ৪ জলকেলি, ৫ হিন্দোল, ৬ ঝুলন, ৭ পাশাখেলা ও ৮ বংশীহরণ।

৪। স্বাধীন ভর্তৃকা—১ নবোঢ়া মিলন, ২ মহারাস, ৩ রসোল্লাস, ৪ রসালস, ৫ সম্ভোগ, ৬ প্রার্থনা (পরস্পর), ৭ অলস ও ৮ অলসভঞ্জন।

৫। উৎকণ্ঠিতা—১ বংশীধ্বনি শ্রবণ, ২ সখীমুখে, ৩ দূতীমুখে, ৪ গুণীজনের গানে শ্রবণ, ৫ শুক মুখে শ্রবণ, ৬ স্বপ্ন দর্শন, ৭ চিত্রপটে দর্শন ও ৮ সাক্ষাদ্দর্শন (হঠাৎ নাম শ্রবণ ও হঠাৎ দর্শন এই পর্যায়ভুক্ত)।

৬। বিপ্রলব্ধা—১ বয়ঃসন্ধি, স্বয়ংদৌত্য, ২ আঙ্গিক, ৩ বাচিক, ৪ চাক্ষুষ, ৫ প্রহেলী, ৬ উত্তরগোষ্ঠ, ৭ কুঞ্জবিহার ও ৮ প্রেমবৈচিত্ত্য।

৭। কলহান্তরিতা—১ সহেতুমান, ২ নির্হেতুমান, ৩ মানভঞ্জন, ৪ গৃহাগমন, ৫ রসোদ্গার, ৬ সখীকে অনুরাগ, ৭ সাক্ষাৎ অনুরাগ ও ৮ পরোক্ষ অনুরাগ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৮। প্রোষিতভর্তৃকা—১ ভাবী বিরহ, ২ ভবন বিরহ, ৩ ভূত বিরহ, ৪ নিজ উক্তি, ৫ বারমাস্যা, ৬ চিত্রগীত, ৭ ভাবোল্লাস ও ৮ মিলন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কীর্তন লইয়া বাঙ্গালায় বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছিল।

(৩)

যাঁহারা বলেন বাঙ্গালা হইতে সঙ্গীতজ্ঞগণ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ভুল কথা বলেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রথম বাঙ্গালী যাত্রী সুবুদ্ধি রায়। তাহার পর শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী। তাহার পর শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন। সকলেই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। শ্রীপাদ রূপ হয় তো সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীবৃন্দাবনে কোন গীতিধারার প্রবর্তক নহেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরই ব্রজমণ্ডল হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া কীর্তনে তাহা প্রয়োগ করেন। তাঁহার প্রবর্তিত সঙ্গীতধারা ধ্রুপদের লক্ষণাক্রান্ত। পরে রাঢ়ের প্রচলিত ধারাকে সংশোধিত করিয়া কীর্তনের মনোহরসাহীধারার প্রচলন হয়। বহু পরে বাঙ্গালার গায়কগণ ব্রজমণ্ডলে রাঢ়ের সঙ্গীত ধারা লইয়া গিয়াছিলেন। আমি 'দেশে' প্রকাশিত 'দরবার নটি কলাবন্ত' (২৪ শে পৌষ ১৩৭৭) হইতে ব্রজমণ্ডলের সঙ্গীতধারা উদ্ধৃত করিতেছি। লেখক শ্রীমান দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীমানকে আশীর্বাদ জানাইতেছি।

ব্রজমণ্ডলের সঙ্গীতধারা

কৃষ্ণলীলার স্মৃতিরঞ্জিত ব্রজধাম। এই পর্বে কৃষ্ণ নিকুঞ্জবিহারী, বংশীধারী। তার বংশীধ্বনিতে পরিপূরিত হয়েছে ব্রজমণ্ডলের আকাশ বাতাস। সেই সুরধারায় ব্রজবাসীর নিত্য অবগাহন।

দ্বাপরে কৃষ্ণের বাঁশী। ব্রজলোকে সঙ্গীতের প্রতীক যেন তার বাঁশী। স্মরণাতীত পৌরাণিক যুগ ব্রজমণ্ডলে সঙ্গীতের ঐতিহ্য।

কালচক্রে দ্বাপরের শেষ কলিযুগ এসেছে। যদুপতির সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে সে মথুরাপুরী। কোথায় সে বৃন্দাবন! কিন্তু স্মৃতির সৌরভে আকুল হয়ে আছে পুণ্য ব্রজভূমি। কৃষ্ণ-বিষ্ণু ভক্তের পরম তীর্থ। ভূলোকে গোলোক। কালের করাল গ্রাস কিংবা বিধর্মীর কুঠারাঘাত কিছুই তার অন্তর্লীন তন্ত্রীকে আমূল ছিন্ন করতে পারেনি। বৈষ্ণবীয় মনোলোকে অক্ষয় অম্লান হয়ে আছে ব্রজমাধুরী।...

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তের

ভারতীয় সঙ্গীতের এক বরণীয় পীঠস্থান ব্রজমণ্ডল। ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির অঙ্গরূপে যে সঙ্গীতের সাধনা যুগযুগান্ত ধরে প্রবহমান রয়েছে, কৃষ্ণ-কিশোরের এই লীলাঞ্চলও তার এক মহান দৃষ্টান্ত। পরম্পরাগত সেই সঙ্গীতধারার বিবরণ অবশ্য আনুপূর্বিক উদ্ধার পায়নি। কোন্ কালে বৃন্দাবনের হোলি উৎসব থেকে এক অভিনব প্রবন্ধ সঙ্গীত হোরি ধামারের উৎপত্তি, কোন পর্বে প্রথম রূপায়িত হয় বৃন্দাবনী সারঙ্গের মধুর রাগরীতি, সেসব সমাচারও এ যাবৎ অপ্রকাশিত। কিন্তু মধ্যযুগের যে পর্যায় থেকে স্থানীয় সঙ্গীতের ক্রমিক পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে ধর্মসাধন ও সঙ্গীতসেবা অঙ্গাঙ্গীরূপে প্রকটিত। ভজন ও পুজন একাত্ম এই ব্রজধামে। এখানে সে যুগের সব নেতৃস্থানীয় কলাবন্তই সাধু সন্ত!…

ব্রজমণ্ডলের পরিধি বিভিন্ন পুরাণে নানাভাবে পাওয়া যায়। যথা আদি বরাহ: ২০ যোজন। বায়ু: ৪০ যোজন। স্কন্দ: ১২ যোজন। পদ্ম: মথুরামণ্ডল যাযাবর থেকে শৌকরী বটেশ্বর পর্যন্ত ২০ যোজন। সাধারণ ব্রজবাসীর মতে, ৮৪ ক্রোশ।

চারটি সঙ্গীতকেন্দ্র এই মণ্ডলের মধ্যে নির্দিষ্ট করা যায়: বৃন্দাবন, যতিপুরা মথুরা ও গোকুল। চারটি চিহ্নিত বৈষ্ণবতীর্থই একাধারে কৃষ্ণ আরাধনা ও সঙ্গীতসাধনার বেদীতল। সঙ্গীতের অঞ্জলিতে ভক্ত সাধকের পুজা উদ্বোধিত ও নিবেদিত হয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণ-উপাসনা ও বিগ্রহ-সেবার পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চার ধারা। মঠ-মন্দিরের আশ্রয়ে ও প্রেরণায় ব্রজমণ্ডলের সঙ্গীত সম্পদ প্রবর্তিত, প্রবর্ধিত। বৃন্দাবন, যতিপুরা, মথুরা ও গোকুলের তাবৎ গায়ককুল ভজনমন্দিরেই তাঁদের সঙ্গীতেরও সাধনা করেছেন।

গোকুলে বালগোপাল। যতিপুরায় নন্দালয়ের লীলা। বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস মথুরায় অত্যাচারী শাসকের ধ্বংসকর্তা রাজা। ৩½ ক্রোশ ব্যাপী গোবর্ধন পর্বত, তারই অন্তর্গত যতিপুরা। এখানে কৃষ্ণ গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেন। তাই অন্নকূট উৎসব গোবর্ধন পুজা। সেই প্রাচীন অন্নকূট উৎসবের স্মৃতি বহন করে বর্তমান আনিওর গ্রাম। এখনো গোবর্ধন পুজার সময় এখানে অন্নকূট হয়ে থাকে।

যমুনার পুর্ব দিকে গোকুল, যতিপুরা পশ্চিমে; মথুরা থেকেও পশ্চিমে। গোকুল মথুরার দক্ষিণ পুর্বে, যমুনার অপর পারে। মথুরা থেকে মাত্র তিন ক্রোশ দূরত্ব গোকুলের। তেমনি মথুরা থেকে কিছু কম ১১ ক্রোশ পশ্চিমে যতিপুরা। বৃন্দাবন থেকে মথুরায় তিন ক্রোশ—মাঝে দুটি গ্রাম: অহল্যাগঞ্জ ও জয়সিংহপুরা। বৃন্দাবনের পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর তিন দিকেই যমুনার ধারা।

এত সন্নিকট হলেও ব্রজমণ্ডলের চারটি ধামে চার স্বতন্ত্র সঙ্গীতকেন্দ্র গড়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উঠেছিল বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদকে ভিত্তি করে। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের দুই শ্রেষ্ঠ তীর্থ যতিপুরা ও মথুরা। এই সম্প্রদায়ে গোকুলের স্থান তার পরে। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় অর্থাৎ বাংলার বৈষ্ণবদের প্রাধান্য।

সঙ্গীতচর্চার পীঠস্থানরূপে চারটির মধ্যে প্রথমে বৃন্দাবন ও যতিপুরা। মথুরা পরে সঙ্গীতে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। বৈষ্ণব সাধক বল্লভাচার্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের কল্যাণে সঙ্গীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধি হয় যতিপুরায়। সঙ্গীত জগতে বিখ্যাত অষ্টছাপ বল্লভ সম্প্রদায়ের দান, যতিপুরা তার প্রধান কেন্দ্র। বৃন্দাবনের সঙ্গীতচর্চা তারও পুর্ববর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বৃন্দাবন ও যতিপুরার দুই ধারাই জয়দেবের গীতগোবিন্দকে আদি প্রেরণার উৎসরূপে স্বীকার করে।

বৃন্দাবন ও যতিপুরা দুটি স্থানই ধ্রুপদ ও ধামার গানের কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। তবে বৃন্দাবনে ধামারের তুলনায় ধ্রুপদ চর্চা সমধিক। যতিপুরা ধ্রুপদ ও ধামারের চর্চায় ধামারে বিশেষভাবে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। সেখানে বল্লভ সম্প্রদায়ের অষ্ট শিষ্য প্রত্যেকেই ধ্রুপদের সঙ্গে গাইতেন স্বরচিত ধামার গান। বৃন্দাবনের সঙ্গীতাচার্যদের সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। বৃন্দাবনের সঙ্গীত অনুষ্ঠানে বিশেষ করে হোলির সময় ৫।৭ দিন ধামার ও অন্য সময়ে অনুষ্ঠিত হয় ধ্রুপদ। কিন্তু যতিপুরায় (ও গোকুলে) ৪০ দিনব্যাপী বসন্তকালীন উৎসবে শুধুই ধামার গান পরিবেশিত হয়ে থাকে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গের আগে বৃন্দাবনের কথা। রাধার সখী বৃন্দা এই বনে তপস্যা করেন বলে বৃন্দাবন নাম। তা ছাড়া রাধারও এক নাম বৃন্দা। তাই বৃন্দার বন বা বৃন্দাবন। রাধা বা সখী ভাব বৃন্দাবনে প্রধান। (কৃষ্ণের রাজধানী মথুরায় সখা ভাবের প্রাধান্য।)

তবে সে বৃন্দাবন বহুকাল আগেই লুপ্তকীর্তি হয়ে যায়। পুনরুদ্ধারের পর তাকে নতুন করে ভারতবাসীর তীর্থরূপে পরিচিত করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ।

কৃষ্ণপ্রেমে ভাবোন্মাদ চৈতন্যদেব। কৃষ্ণলীলাধন্য ব্রজভূমির আকর্ষণে তিনি এখানে তীর্থে এসেছিলেন। শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তমে যেমন যাত্রা করেছিলেন 'জগন্নাথস্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে' মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করে, তেমনি আকুলতা নিয়ে তিনি উপনীত হন শ্রীবৃন্দাবনে। তেমনি একান্ত আবেগে তিনি এখানে কৃষ্ণলীলার স্থানগুলি সন্ধান করেছিলেন। কোথায় শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল ! কোথা শ্রীবিগ্রহের মন্দির !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কিন্তু তখন কোন প্রাচীন মন্দির, দেবস্থান, বিগ্রহ, কৃষ্ণসেবা প্রচার কিছুই দেখতে পাননি। ঐতিহ্যমণ্ডিত সব চিহ্নই ধ্বংস হয়ে যায় যুগ যুগ ব্যাপী বর্বর বিধর্মীর আক্রমণে ও কালের প্রকোপে। পরে তাই রূপ গোস্বামী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'যত্নপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী'!

চৈতন্যদেবের আদেশে তাঁর শিষ্যরা বৃন্দাবনের তীর্থস্থানগুলি উদ্ধারে ও কৃষ্ণ-সেবা প্রচারে ব্রতী হন। প্রথমে লোকনাথ ও পরে রূপ সনাতন প্রমুখ গোস্বামীরা বৃন্দাবনবাসী হয়ে অনুসন্ধান করেন কৃষ্ণলীলার সব ক্ষেত্র। ভাগবত, আদি বরাহ, স্কন্দ ও পদ্মপুরাণ, মথুরামাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে তাঁরা প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে বৃন্দাবনে দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও কৃষ্ণ উপাসনা প্রচারেও শ্রীচৈতন্যের প্রধান ছয় শিষ্য বা ষড় গোস্বামীর দান সর্বাধিক। দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে তখন বাবরের সংঘর্ষ বেঁধেছে। উত্তর ভারতে লুণ্ঠন, আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডে পাঠান মোগলের সেই তাণ্ডব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে বৃন্দাবনাদি লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধারে হিন্দুরা কিছু সুবিধা পেয়ে যান। সেই ৮৪ ক্রোশ বিস্তীর্ণ ব্রজমণ্ডলে তখন ছিল মাত্র ১২টি দেব বিগ্রহ। বৃন্দাবনে একটিও না। শুধু ক'টি ধ্বংসস্তূপ টিলা ও ঘাটের নামমাত্র অবশিষ্ট ছিল। চৈতন্য শিষ্যদের পুনরুদ্ধার কার্যের ফলে ক্রমে তীর্থযাত্রীদের আধিক্য দেখা যায় কৃষ্ণসেবা ও তীর্থমাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উদ্‌যোগেই মথুরা অপেক্ষা বৃন্দাবনে দেবমন্দির বেশি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পরে রূপ গোস্বামীর প্রভাবে রাজা মানসিংহ স্থাপিত গোবিন্দজীর মন্দির এ বিষয়ে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

শ্রীচৈতন্যের শিষ্যবৃন্দ ছাড়া যাঁরা বৃন্দাবনে দেবমূর্তি স্থাপন ও গ্রন্থ প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন—বল্লভাচার্য, তাঁর পুত্রদ্বয় বিঠ্‌ঠলনাথ ও গোপীনাথ, হিত হরিবংশ, স্বামী হরিদাস, হরিদাস ব্যাসজী, সুরদাস, মদনমোহন প্রমুখ।

বৃন্দাবনে তীর্থের পুনরুদ্ধারে শুধু নয়, সেখানকার সঙ্গীতচর্চার সঙ্গেও বাংলার সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। ভারতীয় প্রবন্ধ সঙ্গীতের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র তৎ-কালীন বৃন্দাবন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৃন্দাবন বাস উপলক্ষে সঙ্গীতচর্চাও কেউ কেউ করেন ধর্ম-জীবনের অঙ্গস্বরূপ। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মাধ্যমে সেই ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা বাংলা দেশেও আসে। কখনো তা নব রূপ ধারণ করে বাংলায়। যথা—রাজশাহী অঞ্চলের নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩৪—১৬১৫)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় বৃন্দাবনবাসী হন ও লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে দীক্ষিত সন্ন্যাসী হন। বৃন্দাবন নিবাসী হয়ে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত-চর্চাও বিশেষভাবে করেন বিদগ্ধ সঙ্গীতগুরুর শিক্ষাধীনে। নরোত্তমই পরে সেই পদ্ধতিগত সঙ্গীতের ভিত্তিতে বাংলার পদাবলী কীর্তন-গানের প্রবর্তন করেন। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহীর খেতরিতে সেই বিখ্যাত বৈষ্ণব মহোৎসবে তিনি প্রথম অনুষ্ঠান করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শে লীলাকীর্তন। ক্রম-নির্দিষ্ট রাগালাপ ও গৌরচন্দ্রিকা-সমন্বিত সেই পদাবলী সংকীর্তনরীতি পরে গড়েরহাটি বা গরাণহাটি কীর্তন নামে সুপরিচিত হয়। তারই আদর্শে বাংলায় প্রবর্তিত হয় কীর্তন সঙ্গীতের দূরপ্রসারী ধারা। সুতরাং বাংলা দেশের এই বিপুলপ্রবাহ সঙ্গীতের উৎসমূলে আছে বৃন্দাবন থেকে লব্ধ সঙ্গীতের ঐতিহ্য।...

চৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগেই বৃন্দাবনের সঙ্গীতাচার্যরূপে স্বামী হরিদাসকে পাওয়া যায়। সন্ত সঙ্গীতজ্ঞ হরিদাসের গুরু ছিলেন আশু ধীর। নিধুবনে তাঁদের উভয়েরই সমাধি। হরিদাস স্বামী সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি এই যে, গন্ধর্ব কৃষ্ণদত্ত নামক সন্ন্যাসীর নিকটে মান সরোবরে অবস্থানের সময় তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন।

হরিদাস নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। তাঁর পূজিত বাঁকেবিহারী বা কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণের মূর্তি বৃন্দাবনেই আছে। ২৫ বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে তিনি বাস করতেন মান সরোবরে, বৃন্দাবনের অপর পারে। সেখানে কুণ্ডের তীরে কুটির বেঁধে একাকী সাধন ভজনে মগ্ন থাকতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বৃন্দাবনে বাস করতে এলে তিনিও চলে আসেন এইখানে। তারপর নিধুবনের বিশাখা কুণ্ড থেকে বাঁকেবিহারীর বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। যেমন সাধকরূপে, তেমনি গায়ক-রূপেও তিনি যশস্বী হয়ে ওঠেন লোকমুখে। কৃষ্ণলীলার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল তাঁর সঙ্গীতাগুলি।

হরিদাস স্বামী যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতসাধক ছিলেন সে সম্পর্কে এত জীবন্ত শ্রুতিস্মৃতি বৃন্দাবনে আজো বর্তমান যে সেসব কদাপি নস্যাৎ করা যায় না। তানসেন তাঁর সঙ্গীত-শিষ্য যদি নাও হয়ে থাকেন, তবু তাঁর পুণ্য নাম স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবে সঙ্গীতক্ষেত্রে। স্বামী হরিদাস অধ্যাত্মমার্গের পথিক ছিলেন, তাঁর সঙ্গীতচর্চার কথা অলীক কিংবদন্তী মাত্র—ইত্যাকার যাঁদের 'গবেষণা' তাঁরা যেমন পল্লবগ্রাহী তেমনি ইতিহাসবোধ-বর্জিত। মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয়দের সঙ্গীতসাধনা অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে কতখানি সম্পৃক্ত ছিল তা তাঁদের ধারণার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতীত। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই যে, সেকালের সঙ্গীতাচার্যদের ধারায় স্বামী হরিদাসও ছিলেন একাধারে গান রচয়িতা, গায়ক ও সুরকার। উত্তর ভারতে সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে তাঁর স্মৃতি অন্যতম সঙ্গীতাচার্যরূপেই আজো সসম্মানে রক্ষিত আছে। ভাদ্র মাসের রাধাষ্টমী তিথিতে তাঁর স্মরণে বার্ষিক মেলা বসে মৌনীদাস বৈষ্ণব স্থাপিত মন্দিরচত্বরে। আশাবরী রাগে গঠিত স্বামী হরিদাসের একটি মনোরম পদ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

সোহেরি তেরে চার চার চুরি করণ,
কণ্ঠশ্রী তুল্‌রি তিল্‌রি নাসা মুক্তা ঢরণ ॥
তেস্‌রি নয়নন ফরবয়ো কাজরা, দেখত কান্‌হ ভরণ।
শ্রীহরিদাসকে স্বামী শ্যাম কুঞ্জবিহারী রিঝ্‌ রিঝ্‌ পগ পরণ ॥

হরিদাস স্বামীর সঙ্গীতসম্পদ আংশিকভাবে রক্ষা পেয়েছে শিষ্য পরম্পরায়, যদিও ক্রমপর্যায়ে সকল সঙ্গীতসাধকের নাম পাওয়া যায় না। মথুরার অনেক সঙ্গীতজ্ঞও লাভ করেন বৃন্দাবনের সঙ্গীতধারা। বিভিন্ন সময়ে গোয়ালিয়র পর্যন্তও তার যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে অসামান্য কণ্ঠসম্পদের অধিকারী ধ্রুপদী ছিলেন চন্দন চৌবে। তিনি মথুরার সন্তান এবং বল্লভ সম্প্রদায়ের শিষ্য হলেও হরিদাস স্বামীর সঙ্গীতধারার অনুবর্তী। গোয়ালিয়রের গুণী লক্ষ্মণদাস (তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণরাও-ও উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন) মথুরায় বাস কালে চন্দন চৌবেকে ধ্রুপদ শিক্ষা দেন, যা বৃন্দাবনী ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে যুগের সঙ্গীত সম্মেলন ও আসরে বিপুল সমাদর ছিল চন্দন চৌবের। কিন্তু তিনি মথুরায় যখনই অবস্থান করতেন, সন্ধ্যার পর শিবতালাওতে দেবতার উদ্দেশে উদাত্ত সুমিষ্ট কণ্ঠে সঙ্গীত নিবেদন করতেন। নিস্তব্ধ রাতের আকাশ বাতাস বহুদূর পর্যন্ত পূর্ণ করে রাখত তাঁর সুরলহরী। তাঁর সমসাময়িক বৃন্দাবননিবাসী সাধু গোয়ারিয়া বাবাও একজন গুণী গায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।···

(৪)

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই আমরা নবধা ভক্তির কথা জানিতে পারি। শ্রীমান্ প্রহ্লাদই তাহা প্রকাশ করেন। শ্রবণ ও কীর্তন নবধা ভক্তির প্রথম দুইটি অঙ্গ। এইজন্য আমি প্রহ্লাদের সাধনা দিয়া বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়ার শুভারম্ভ করিতেছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আঠার

শ্রীপ্রহ্লাদের সাধনা

বেশ বড় গ্রাম। গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যাও কম হইবে না। একটী পাঠশালাও আছে। ছাত্রসংখ্যা অধিক বলিয়া গুরুমশায় আছেন দুই জন। ছাত্রদের বেতন চারি আনা হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা একটাকা। গ্রামের লোকে পালা করিয়া গুরুদ্বয়কে দুইবেলা খাইতে দেয়। পুজাপার্বণে অন্নপ্রাশনে উপনয়নে বিবাহে কিছু উপরি পাওনা হয়, শিক্ষক দুই জন ভাগ বাঁটোয়ারায় আপন আপন অংশ গ্রহণ করেন। কখনো কখনো ধুতি চাদরও এক-আধখানা পাওয়া যায়। সামান্য সরকারী সাহায্য আছে, তাই মাঝে মাঝে পরিদর্শক আসেন। সাহায্য সামান্য হইলে কি হইবে, পরিদর্শককে তুষ্ট করিতেই হয়। ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা চাই-ই। কারণ মন্তব্য বহিতে তাঁহার লেখায় যদি সামান্য কটাক্ষও থাকে, তাহা হইলেই নানান ঝঞ্ঝাট। তাই সাবধান হইতে হয়। পরিদর্শক আসিয়াছেন। বড় গুরুমশায়—তাঁহার পরোক্ষ পরিচর্যায় ব্যস্ত। তাই ছোট গুরুমশায় ছাত্রদের লইয়া পরিদর্শকের সম্মুখীন হইয়াছেন। ছাত্রগণও যথাযথ ক্ষারে সিদ্ধ পরিষ্কার জামা কাপড় পরিয়া আসিয়াছে। পরিদর্শক একটী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরধনু কে ভাঙ্গিয়াছে ?' ছাত্রটি বলিলেন 'আমি ভাঙ্গি নাই'। পরিদর্শক ছোট গুরুমশায়ের দিকে চাহিলেন। গুরুমশায় বলিলেন, 'নিশ্চয়ই ওই ভাঙ্গিয়াছে। ওই তীর ধনুক তৈরী করে, তীর ধনুক লইয়া খেলা করে। আমরা উহার উপদ্রবে উত্যক্ত'। পরিদর্শক বড় গুরুমশায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, 'ছোট পণ্ডিত পুরানো লোক, তিনি এই গ্রামেরই লোক এবং অনেক দিন হইতেই আছেন। আমি তাঁহাকে জানি, তিনি মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন।' পরিদর্শক উপরওয়ালার নিকট এত্তেলা পাঠাইলেন। কিছুদিন পরে কর্তৃপক্ষ লিখিলেন—এই লইয়া আর ঝামেলার প্রয়োজন নাই, শিক্ষা-বিভাগ কিছু টাকা মঞ্জুর করিলেন। একখানি হরধনু কিনিয়া লইতে বলুন। রসিদ দেখাইলেই এখান হইতে টাকা মিটাইয়া দিব। একটী পুরানো গল্প। মনে পড়িয়া গেল লিখিলাম। এই ধরনের দুইজন গুরু-মশায়ের কথা বলিবার জন্যই গল্পটির অবতারণা। এই ছাত্রটীর পরিদর্শক কিন্তু তাঁহার পিতা।

ত্রৈলোক্যাধিপতি হিরণ্যকশিপুর ক্রোধের কারণ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াছে। আজ পর্যন্ত তিনি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাই। এ দিকে গৃহেই বিভ্রাট। আপন পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণু-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুধের বালক, কিন্তু অনন্যসাধারণ তাহার মনের দৃঢ়তা। কত সাধ্য সাধনা, কত প্রলোভন, কত ভীতি প্রদর্শন, সমস্তই ব্যর্থ হইল। কিন্তু বালক প্রহ্লাদকে কৃষ্ণনাম ভুলানো প্রয়োজন। অনন্যোপায় সম্রাট হিরণ্যকশিপু তাই দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন,—যণ্ড ও অমর্ক। কিছুদিন শিখাইয়া পড়াইয়া গুরু-মহাশয়দ্বয় সম্রাটকে নিবেদন করিলেন প্রহ্লাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলতো বৎস, কেমন লেখাপড়া শিখিলে। তোমার অধ্যয়নের সংবাদটা জানিতে চাই।'

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তি সাক্ষাৎভাবে বিষ্ণুকে অর্পণপূর্বক উহার আচরণই উত্তম অধ্যয়ন। শ্রীপ্রহ্লাদের বলিবার উদ্দেশ্য—কর্ম করিয়া তাহার ফল অর্পণ নহে। সমগ্র কর্মই সাক্ষাৎভাবে বিষ্ণুকে অর্পণপূর্বক তাহার আচরণ করিতে হইবে, সর্ব কামনা শূন্য হইয়া একমাত্র বিষ্ণুরই প্রীতি কামনায়। উদাহরণ এইরূপ, আমি কাহারো বাড়িতে দেব পূজা করি বেতন লইয়া। গৃহস্বামী আমাকে গয়াধামে লইয়া গেলেন। আমি গয়া গিয়া আমার স্বোপার্জিত অর্থে এক প্রস্থ পাথরের থালাবাটী-আদি কিনিয়া কর্মস্থানে ফিরিয়া ঐ পাথরের থালাবাটীগুলি শ্রীমন্দিরে দেববিগ্রহকে নিবেদন করিয়া দিলাম। অতঃপর প্রতি-দিন ঐ থালা বাটীতেই শ্রীবিগ্রকে অন্নব্যঞ্জনাদি সমর্পণ করি। ইহাই সাক্ষাৎরূপে শ্রীবিষ্ণুপদে কর্মার্পণপূর্বক তাহার অকপট আচরণ। হয়তো ঠিক বুঝাইতে পারিলাম না। তথাপি মর্মার্থটি বোধহয় কথঞ্চিৎ পরিস্ফুত হইল। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—এই নবধা ভক্তির 'এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ'।

প্রহ্লাদের প্রত্যুত্তরে হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এবং পরিণাম তাহার বিষময় হইল। আরম্ভ হইল প্রহ্লাদের উপর অকথনীয় দানবীয় বা পৈশাচিক নির্যাতন। রাজাদেশে প্রহ্লাদকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করা হইল, প্রহ্লাদের কোন ক্ষতি করিল না রাজহস্তী। পর্বতশিখর হইতে ভূমিতলে তাহাকে আছাড়িয়া ফেলিয়া দিল রাজসৈনিক। কঙ্করাকীর্ণ ভূমিতল হইল প্রহ্লাদের কুসুমশয্যা। প্রহ্লাদের দেহ রহিল অক্ষত। অগ্নিকুণ্ডে, অগাধ জলেও প্রহ্লাদ পরিত্রাণ পাইলেন। সর্বত্রই প্রহ্লাদ নির্বিকার। প্রহ্লাদের নিকট রহস্য জানিয়া লইলেন হিরণ্যকশিপু—শ্রীভগবান সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তিনিই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাকে রক্ষা করেন। হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার শ্রীভগবান এই প্রস্তরস্তম্ভেও আছেন?' সুদৃঢ় প্রত্যয়ে প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়, তিনি স্তম্ভেও আছেন।' হিরণ্যকশিপুর তরবারি স্তম্ভকে দ্বিখণ্ডিত করিল, আবির্ভূত হইলেন শ্রীনৃসিংহদেব। হিরণ্যকশিপুর কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি নৃসিংহহস্তে নিহত হইলেন। প্রহ্লাদের এই বিশ্বজয়ী বীর্যবত্তার মূলে ছিল শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে অকপট এবং অকুণ্ঠ শরণাগতি।

এই বিজ্ঞানের যুগে অনেকেই উপাখ্যান বিশ্বাস করিবেন না। আমি তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করিব না। শুধু বলিব, কোন্ স্মরণাতীত কালে এই হিংস্র পৃথিবীবক্ষে মানবকল্পনা কেমন একটা অহিংস প্রতিরোধের আখ্যান রচনা করিয়াছিল দেখ। একবার শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে আখ্যানটীর আলোচনা কর। মানুষের বাস্তব জীবনে প্রহ্লাদের এই সাধনা বার বার প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছে স্মরণ করিয়া ধন্য হও। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে যাঁহার পুণ্য জীবনে প্রহ্লাদের সাধনা মূর্ত হইয়াছিল তিনি শ্রীল হরিদাস, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার বিগ্রহ। প্রহ্লাদের সাধনাই হরিদাসের পরেই আর একজন মহামানবের জীবনে আকার পরিগ্রহ করিয়াছিল তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভু।

বেশী দিনের তো কথা নয়। প্রত্যক্ষদর্শী আমরা এখনো বাঁচিয়া আছি। নিজের চোখেই তো দেখিলাম—চারিশত বৎসর পূর্বে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে অস্ত্র সমাজজীবনে প্রয়োগ করিয়াছিলেন—সেই মহাস্ত্রই প্রয়োগ করিলেন মহাত্মা গান্ধী ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। সত্যেন দত্তের ভাষায় 'কৃষাণের বেশে কে ও কৃশতনু কৃশানু পুণ্য ছবি' গান্ধীজী কোথা হইতে এই অপরিমেয় বল সংগ্রহ করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর প্রহ্লাদের সাধনা হইতে, মহাপ্রভুর সাধনা হইতে।

যষ্টিমাত্র হস্তে একাকী অগ্রসর হইয়াছেন এই খর্বতনু গণদেব ডাণ্ডীর পথে। এক দুই তিন—ঘর ছাড়া পথিকের পদশব্দে ভারতের জনহীন পথ মুখর হইয়া উঠিল। সম্মুখে বিবিধ মারণাস্ত্রে সজ্জিত—সভ্যতার সমুজ্জ্বল মহার্ঘবেশবাসে সমাবৃত, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অত্যাচারে অভ্যস্ত বর্বর বৃটিশ অমলাতন্ত্র। আর পশ্চাতে—দীর্ঘশ্বাসক্লিষ্ট সজলচক্ষু স্বজনবৃন্দ। কই কেহ তো তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। এই দৈবী দৃশ্য তো এখনো আমাদের মনশ্চক্ষে অম্লান। ভারতের আকাশ হইতে এই চিত্রপট তো আজিও অপসৃত হয় নাই। এই আলেখ্য বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারেন এমন মানুষ কয়জন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আছেন ভারতবর্ষে? ভারতের এই শাশ্বত সাধনাকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার সামর্থ্য রাখেন কয়জন শক্তিধর?

পুস্তকে বহু ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইবে, তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। পুস্তকখানি সাধারণের নিকট সমাদৃত হইলে আনন্দিত হইব। ইতি—

কুড়মিঠা, বীরভূম
শ্রীগৌর পূর্ণিমা
২৬শে ফাল্গুন সন ১৩৭৭ সাল

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

(শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী)

শ্রীজয়দেব	...	১
বড়ু চণ্ডীদাস	...	৮
দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	২১
দীন চণ্ডীদাস	...	২৭
বিদ্যাপতি	...	৩৭
বাঙ্গালী বিদ্যাপতি	...	৪৭
শ্রীরূপ গোস্বামী	...	৫৮

দ্বিতীয় খণ্ড

(কীর্তন)

কীর্তন	...	৭১
নাম সঙ্কীর্তন	...	৯৪
লীলা-কীর্তন	...	৯৯
অষ্টকালীয় নিত্যলীলা	...	১০১
কীর্তনের আখর	...	১০৭
কীর্তনের বৈচিত্র্য ও বিবর্তন	...	১১৩
ঢপ-কীর্তন	...	১১৯
বৈষ্ণব পদাবলী	...	১২৬

তৃতীয় খণ্ড

(শ্রীধাম নবদ্বীপের কীর্তনীয়া)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য	...	১৩৫
ব্রহ্ম হরিদাস	...	১৪৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবাস পণ্ডিত ... ১৫১
শ্রীমহাপ্রভু ... ১৫৭
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ... ১৭১

চতুর্থ খণ্ড

(শ্রীপুরীধামে কীর্তনীয়াগণ)

প্রথম সম্প্রদায় ... ১৮৩
স্বরূপ. দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত

দ্বিতীয় সম্প্রদায় ... ১৮৮
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, ছোট হরিদাস, শ্রীমান পণ্ডিত, শুভানন্দ, শ্রীরাম পণ্ডিত

তৃতীয় সম্প্রদায় ... ১৯২
মুকুন্দ দত্ত, শ্রীবাসুদেব দত্ত, গোপীনাথ পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন

চতুর্থ সম্প্রদায় ... ১৯৫
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, হরিদাস, বিষ্ণুদাস, শ্রীরাঘব, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত

পঞ্চম সম্প্রদায় ... ১৯৮
নর্তক সত্যরাজ খান

ষষ্ঠ সম্প্রদায় ... ১৯৯
নর্তক অচ্যুতানন্দ

সপ্তম সম্প্রদায় ... ২০০
নর্তক শ্রীরঘুনন্দন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চম খণ্ড

(বাঙ্গালার কীর্তনীয়া)

ময়নাডাল	...	২০৩
শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু	...	২০৫
শ্রীনিবাস আচার্য	...	২০৭
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর	...	২১০
শ্রীশ্যামানন্দ	...	২১৩
কৃষ্ণদয়াল চন্দ	...	২১৬
মনোহর চক্রবর্তী	...	২১৯
অদ্বৈত দাস (পণ্ডিত বাবাজী)	...	২২৪
রসিক দাস	...	২২৭
অখিল দাস	...	২৩১
শচীনন্দন দাস	...	২৩৩
গণেশ দাস	...	২৩৭
অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৪১
ফটিক চৌধুরী	...	২৪৫
যদুনন্দন দাস	...	২৫০
রাধারমণ দাস	...	২৫২
অবধৌত দাস	...	২৫৫
চোঙ্গাধারী বাবাজী ও ত্রিভঙ্গদাস	...	২৫৭
নন্দকিশোর দাস	...	২৬২
শ্রীরথীন ঘোষ	...	২৬৪
পরিশিষ্ট	...	২৬৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

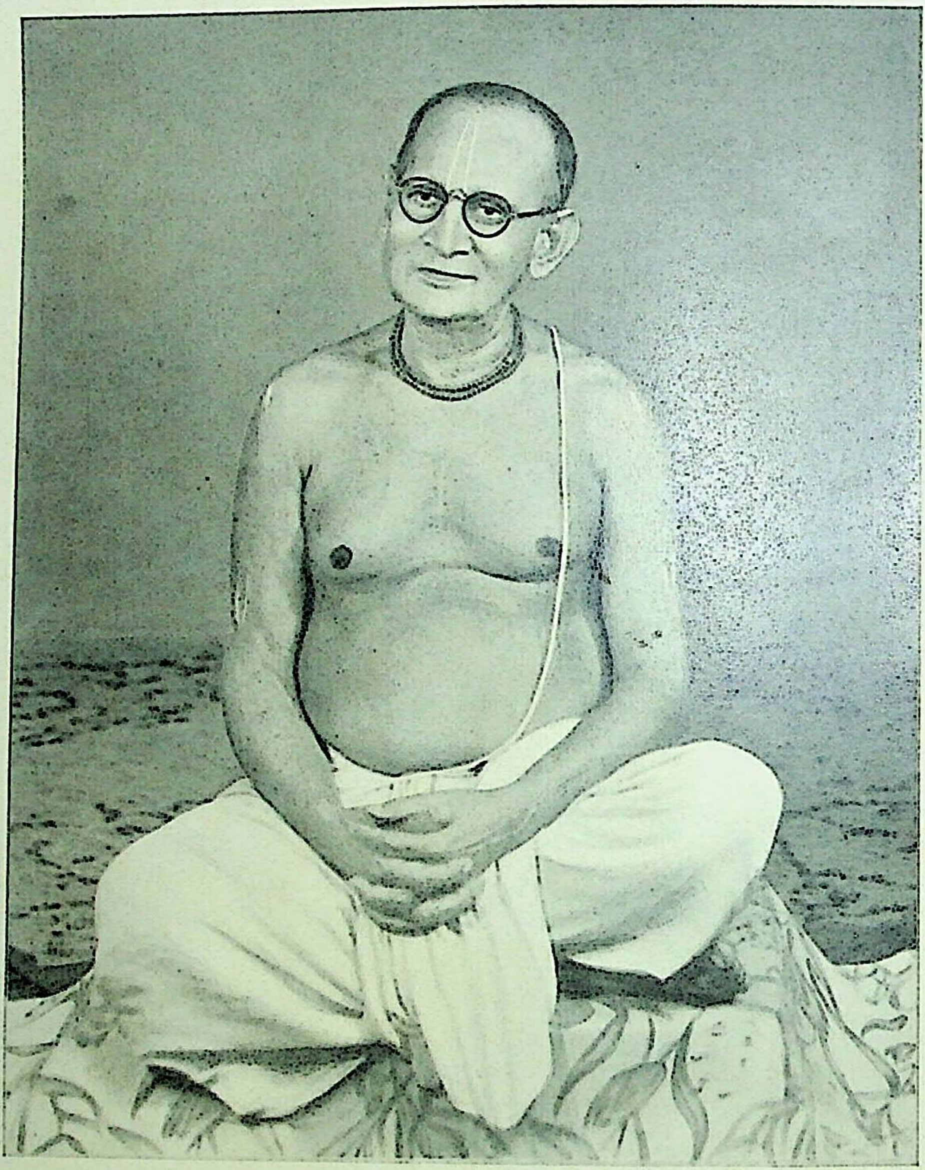

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী

(প্রথম খণ্ড)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাঙ্গালার

কীর্তন ও কীর্তনীয়া

শ্রীজয়দেব

বৈষ্ণব-পদাবলীর মূল উৎস শ্রীগীতগোবিন্দ। কীর্তনের কথা বলিতে গেলেও শ্রীজয়দেব হইতে আরম্ভ করিতে হয়। জয়দেব মহাকবি, জয়দেব পরম ভক্ত, পরম প্রেমিক। জয়দেব সঙ্গীতশাস্ত্রেও অভিজ্ঞ এবং প্রামাণ্য পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রতিটি গানে তিনিই তাল ও রাগের নির্দেশ দিয়াছেন। বর্তমানকাল পর্যন্ত সেই ধারা চলিয়া আসিতেছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সঙ্গীতজগতেও অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অনুমিত হয়, জয়দেব নিজেও সুগায়ক ছিলেন। জয়দেবের পূর্বে, সংস্কৃতে ও অপভ্রংশ-প্রাকৃতে রচিত নানা রসের ছোট ছোট কবিতা পাওয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যবান্ সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্য—

ওগ্‌গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা। গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্ছা। দিজ্জই কন্তা, খাই পুণবন্তা॥

ওগরা ভাত, কলার পাতা, গাওয়া ঘি, ভাল দুধ, ম'য়ে (মৌরলা) মাছ, নালতে (পাট) শাক—কান্তা পরিবেশন করে, পুণ্যবান্ খায়।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলতি আছে—'ঘরে যদি তেল থাকত, আর একটা টাকা ধার পেতাম, তা হলে আজ ফুলুরি ভেজে খেতাম।'

অনুরূপ কবিতা—

সের একক জই পাবউ ঘিত্তা। মংডা বীস পকাবউ নিত্তা।
টংকু একক জউ সেধব পাআ। জো হউ রংকো সো হউ রাআ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক সের ঘি যদি পাই, রোজ বিশটা মণ্ডা তৈরি করি। এক টাকা ওজনের সৈন্ধব (লবণ) পেলে দরিদ্রও নিজেকে রাজা বলে মনে করে। (ঘৃত দিয়া তো মণ্ডা পাকান যায় না। লাড্ডু তৈরি হয় বেশমে। লেখক বোধ হয় পশ্চিমের লোক।)

বিরহিণীর বর্ণনা—

কাঅ হউ দুব্বল তেজ্জি গরাস।
খণে খণে জানিঅ অচ্ছ নিসাস॥
কুহু রব তার দুরন্ত বসন্ত।
নিদ্দঅ কাম কি নিদ্দঅ কন্ত॥

দেহ দুর্বল হইয়াছে, (অন্ন) গ্রাস ত্যাগ করিয়াছে। (সে যে বাঁচিয়া আছে) ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাসই তাহা জানাইয়া দিতেছে। (কোকিলের তারস্বরে) একটানা কুহুধ্বনিতে বসন্ত দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মদন নির্দয় কি কান্ত নির্দয়? (বুঝা যাইতেছে না।)

হেঁয়ালীতে প্রশ্নও ছিল (মিশ্র রচনা, সংস্কৃত ও অপভ্রংশ)—

শব্দঃ কঃ স্যাৎ পুরুষবচনং কুণ্ডলৌ কৌ স্মরারেঃ
কামান্তোধের্হরি রুদহরদ কী বীবধমৃচ্ছতীদম্।
হাণ্ডী কুণ্ডী আনেসি ন বড়া কীস অম্হার এত্থং
জো পুচ্ছিল্লা সে পুনু পুরুসা উত্তরং কীস দেই॥

'নাহি কুম্ভার'

পুরুষ শব্দ কি (না), শিবের দুইটি কুণ্ডল কি (অহি); শ্রীহরি জলধিজল হইতে কি উদ্ধার করিয়াছিলেন (কুম পৃথিবী), বাঁক কি চাহে (ভার), মূর্খ কেন ইহাতে আমার হাঁড়িকুড়ি আনিলি না? যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সে পুরুষ কি উত্তর দিল? না-অহি=নাহি, কুম-ভার=কুমার।

নাহি কুম্ভার (কুমার নাই)

১২০৫ খ্রীষ্ট বর্ষে সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে একটি শ্লোক পাইতেছি—

চলৎ কাষ্ঠং গলৎ কুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডু পদার্থি মণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেওয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে, আমার জীর্ণ গৃহে এখন ব্যাঙের দল কেঁচো খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বাঙ্গালী জনগণ আপনাদের রাজা নির্বাচন করিল শক্তিশালী যোদ্ধা ও শাসনকুশলী গোপালদেবকে। ইহারই স্বনামধন্য পুত্র ধর্মপাল, ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গর্গদেবের মন্ত্রণাকৌশলে সমগ্র উত্তরাপথে চক্রবর্তী পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। তাম্রশাসনাদি রচনায় সুকবি এবং স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, অঙ্কনে ও তক্ষণে সুদক্ষ শিল্পীরা আসিয়া দেখা দিলেন। এই সময় হইতেই সারা উত্তর ভারতে শৌরসেনী অপ-ভ্রংশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কবিগণের রচনায় শৌরসেনী অপভ্রংশের সঙ্গে স্থানীয় মাগধী অপভ্রংশ মিশিয়া নূতন বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিল। বাঙ্গালী জৈন কবিগণ, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও সহজিয়াপন্থী সাধকগণ, নাথ ও শৈব যোগিগণ এই ভাষাতেই গ্রন্থ ও কবিতাদি রচনা করিতে লাগিলেন। মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজকীয় গ্রন্থাগার হইতে বৌদ্ধগান ও দোঁহার পুঁথি আনিয়া হাজার বছরের পুরানো এক পুণ্যপীঠের আবিষ্কারপূর্বক তাহার উপর বঙ্গভারতীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বেদীমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া পৃথিবী-বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণিত করিলেন, বাঙ্গালা ভাষার বয়স প্রায় সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়াছে।

বৌদ্ধগান ও দোঁহাবলীর মধ্যে গোপনীয় সাধনসঙ্কেত আছে। সহজ আচারের অনেক গূঢ় রহস্য আছে। বর্তমানে তাহার অর্থ নির্ণয় করা সাধ্যাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। টীকাকারগণের সাহায্যে যদিও বা কোন কোন সঙ্কেতের অর্থ আবিষ্কার করা যায়, বহু ক্ষেত্রেই তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ হয়, রুচিতে বাধে। অনেক দোঁহায় লোক-প্রচলিত উপমার ব্যবহার দেখিতে পাই। ডোম, চাঁড়াল প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে দলে টানিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। চর্যার সিদ্ধাচার্যের দল ব্রাহ্মণগণকে বেশ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটি উদাহরণ—

নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িয়া।
ছোই ছোই জাই সো ব্রাহ্মণ নাড়িয়া ॥

ওগো ডোমনী, নগরের বাহিরে তোর কুঁড়ে-ঘর। ব্রাহ্মণ নাড়িয়া সেখানে ঘন ঘন যাতায়াত করে। (ছোঁক ছোঁক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।)

মীননাথের একটি দোঁহা—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম কুরঙ্গ সমাধি কপাট ॥
কমল বিকশিল কহই ন ডামরা।
কমল মধু পিবি ধোকে না ভমরা ॥

গুরু পরমার্থ পথের কথা কহিতেছেন। সমাধি কবাট দিলে সে পথে কর্ম-হরিণ আর যাইতে পারিবে না। পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে, শামুক কাহাকেও বলে না (অর্থাৎ শামুক পদ্মের নিকটে থাকিয়াও কোন খবর রাখে না, তাহার মর্ম বুঝে না)। কিন্তু সেই পদ্মের মধু পান করিতে ভ্রমরের কোনদিন ভুল হয় না।

একটি কবিত্বময় চর্যাগীতি উদ্ধৃত করিতেছি।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পিচ্ছ পহিরণ সবরী গীবত গুঞ্জর মালী ॥
উমত সবরো, পাগল সবরো মা কর গুলি
গুহাড়া তোহারি।
নিঅ ঘরিণী নাম সহজ সুন্দরী ॥
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত, লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেম্হ রাতি পোহাইলি ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক্ পুঞ্ছিআ বিন্ধ নিঅ মণ বাণে।
একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কৈসে ॥

উচ্চ উচ্চ পর্বত, শবরী বালিকা সেইখানে বাস করে। শিরে তাহার ময়ূরপুচ্ছ, গলদেশে গুঞ্জামালা। উন্মত্ত শবর পাগল শবর গোল করিও না। তোমার গোহারি (তোমাকে বিনয় করি) ঐ তোমার নিজ ঘরণী, নাম সহজ সুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হইল, গগন ছুঁইল তাহার ডাল। কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারিণী শবরী একাকিনী সারা বন তোলপাড় করিতেছে। তিন ধাতুর খাট পড়িল (সত্ত্ব রজ তম অধঃকৃত হইল) তাহার উপর শবর শয্যা বিছাইল। শবর নায়ক, নৈরামণি দারা (প্রণয়িনী), প্রেমে রাত্রি পোহাইল। হৃদয়-তাম্বুলে (নিষ্ঠা) কর্পূর মিশাইয়া মহাসুখে খাইয়া শূন্যারূপিণী নৈরামণিকে কণ্ঠে লইয়া মহাসুখের রাত্রি যাপন করিল। গুরুবাক্যরূপ ধনুতে (সাধনারূপ) বাণ জুড়িয়া মনকে বিদ্ধ কর। ঐ একাগ্রতার শরসন্ধানে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কর। উন্মত্ত শবর গুরুয়া রোষে (একাগ্র নিষ্ঠায়) গিরিবর শিখর (তীব্র সাধনায়) সন্ধিতে প্রবেশ করিল, কেমন করিয়া ফিরিবে ?

লক্ষ্য করিয়াছি, অপভ্রংশ কবিতায় অন্ত্য মিল প্রায় সাধারণ প্রথা। উদ্ধৃত কবিতাটি আদিরসের কবিতা। আদিরসের আবরণে, তাহার মধ্যে গূঢ় সাধনসঙ্কেত অনুস্যূত রহিয়াছে। জয়দেব এই ছন্দ ও অন্ত্যানুপ্রাসকে আত্মসাৎ করিয়া, সাধনসঙ্কেত নিহিত রাখিয়া উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গীতিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন—শ্রীগীতগোবিন্দ। তাহারও অন্তরে বাহিরে আছে আদিরস, উজ্জ্বলরস—অপ্রাকৃত প্রেমরসায়ন। সমসাময়িক অনাচার ব্যভিচারের প্রতিবাদে কামগরল প্রশমনের অমৃতধারা বিতরণ করিয়াছিলেন জয়দেব—বিতরণ করিয়াছিলেন বৃন্দাবনবার্তা। ভক্ত কবি, প্রেমিক কবি, পদ্মাবতীরমণ জয়দেবই অপ্রাকৃত চিন্ময়ধাম শ্রীবৃন্দাবনের সন্ধান দান করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত মিলাত্মক কবিতার কথা সংস্কৃত কবিদেরও অজ্ঞাত ছিল না। জয়দেবের প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে সুদূর কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বপ্রণীত দশাবতার-চরিতে গোপীদের বিরহগীতি রচনা করিয়াছিলেন যেন জয়দেবেরই পূর্বসূরিরূপে।

ললিত বিলাস কলা সুখ খেলন ললনা লোভন শোভন যৌবন
মানিত নবমদনে।
অলিকুল কোকিল কুবলয় কজ্জল কাল কলিন্দ সুতামিব লজ্জল
কালিয় কুল দমনে॥
কেশি কিশোর মহাসুর মারণ দারুণ গোকুল দুরিত বিদারণ
গোবর্দ্ধন ধরণে।
কস্য নয়ন যুগং রতি সঙ্গে মজ্জতি মনসিজ তরল তরঙ্গে
বররমণী রমণে॥

সুতরাং জয়দেব অপভ্রংশ কবিতার রীতিনীতি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন ইহাও যেমন অনুমান, তেমনই দশাবতার-চরিত হইতে তিনি প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন একথাও অনুমানে কোন বাধা নাই। কিন্তু এই সব তথ্য জয়দেব-মাহাত্ম্য বিন্দুমাত্র খর্ব করিতে পারে না। শুধু ভারতীয় সাহিত্য নয়, পৃথিবীর সাহিত্যেও জয়দেবের তুল্য প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ছন্দনৈপুণ্যে, ভাষার কারুতায় ও চারুতায়, ভাবের প্রাবল্যে, রসের প্রাচুর্যে, ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যে শ্রীগীতগোবিন্দ দ্বিতীয়-রহিত গীতিকাব্য। শ্রীগীতগোবিন্দ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের মণিমঞ্জুষা, তথা অধ্যাত্মতত্ত্বের রত্নসম্পুট। শ্রীগীত-গোবিন্দ রাধা পারম্যবাদের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার প্রামাণ্যপুরাণ। পরমপূজ্য জয়দেব আমাদের বন্দনীয় কবি।

প্রায় দেড় হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী কবি কালিদাস বৃন্দাবনের কথা বলিয়াছেন রঘুবংশে। ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত গোপবেশ বিষ্ণুকেও তিনি স্মরণ করিয়াছেন মেঘদূতে। কিন্তু জয়দেব কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন। 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে', যমুনাতীরবর্তী ধীর-সমীর-কুঞ্জের সংবাদ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। কবির আশ্চর্যজনক নূতন বার্তা 'নামসমেতং কৃতসঙ্কেতম্' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নাম লইয়াই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেণুধ্বনি করিতেন সঙ্কেত ছলে। বংশীতে শ্রীরাধার নামই তিনি গান করিতেন।

গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন বিচারে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে সমান মর্যাদায় একই আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই গ্রন্থখানিকে প্রেমধর্মের সূত্রগ্রন্থরূপে পূজা করিয়া থাকেন। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় আমি এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পড়িলে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বড়ু চণ্ডীদাস

কলিকাতায় এক পুরানো পুস্তকের দোকানে পুস্তকের সন্ধানে গিয়া ১৩৬৪ সালের একখানি মাসিকপত্র হাতে পাইলাম। নাম 'হিমাচল'। হিমাচলের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি লেখা দেখিলাম— 'কেতুগ্রামের কবি'। লেখাটি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। লেখার আরম্ভ এইরূপ—

তিনি ছিলেন কবি···

সেদিন কবির চোখের জল বাঁধ মানছিল না। "মঙ্গ আঙ্গুল কাটিঞা কলম বানাইহুঁ, চোখের বারিতে কালি" কবি তাঁর ভাবাবেগে নিজস্ব সাহিত্যের ভেতর দিয়ে মা চণ্ডীকে নিবেদন করেছিলেন সমস্ত প্রাণ; যে প্রাণে আছে তাঁর ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, এই প্রাণেই কবি মা চণ্ডীকে পেয়েছিলেন। শুধু পাওয়াই—কখনো কেউ সহজে পায় না। সেই প্রাচীন যুগে—যে যুগে ছিল না সাহিত্য, ছিল না ভাষা সেই যুগেরই কবি তিনি। কবি এমন সাহিত্য রচনা করেছিলেন যা আজ অবধি বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েচে। তাঁর অমর লেখনী কখনো ব্যর্থ হয় নি, মুছে যায় নি তাঁর কাব্যসাধনা বাঙ্গালীর অন্তর থেকে।

আজ থেকে কয়েক শ বছর পুর্বে বাঙ্গালা দেশের রাঢ় অঞ্চলে তাঁর বিকাশ হয়। তিনি জাতিতে ছিলেন কুলীন অর্থাৎ উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ, জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার কেতুগ্রামে। প্রথমে চরণদাস ঠাকুর এই নামে ছিল তাঁর পরিচয়। তিনি পূজাদি কার্য করতেন বলে কেতু-গ্রামের অধিবাসীরা তাঁকে ঠাকুর বলে সম্বোধন করত। তারপর তাঁর কাব্য-সাধনায় মা চণ্ডীকে তিনি জাগালেন সর্বসাধারণের হৃদয়ের মাঝে। লোকে তাঁকে চণ্ডীদাস বলে অভিহিত করল।

কেতুগ্রামের উত্তরপ্রান্তে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছিল। এখন তাঁর নামানুযায়ী সেই জায়গাকে গ্রামের লোকে বলে 'চণ্ডীভিটা'। বর্তমানে সেই জায়গা এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের কর্তৃত্বাধীনে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লেখক অতঃপর উক্ত প্রবন্ধে কেতুগ্রামের আরো প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাস গ্রামের নীচজাতীয়া একটি বিধবাকে বিবাহ করেন। গ্রামের লোক এইজন্য চণ্ডীদাসের উপর বিরক্ত হইলে তিনি স্বপূজিতা বিশালাক্ষীদেবীকে লইয়া কেতুগ্রাম হইতে নানোরে এক বন্ধুর আশ্রয়ে চলিয়া যান। গ্রামের লোক তীর ধনুক লইয়া নানোর আক্রমণ করিলে নানোরের লোক সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। ব্যর্থমনোরথ গ্রামবাসীরা ফিরিয়া আসিয়া পীঠাধিষ্ঠাত্রী বহুলাক্ষীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ততদিনে বিবাদ মিটিয়া গিয়াছিল। কেতুগ্রামের অধিবাসীরা বহুলাক্ষী প্রতিষ্ঠার জন্য চণ্ডীদাসকেই পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বহুলাক্ষী ছিলেন কেতুগ্রামের পাশে মড়াঘাটে। তাঁহাকে গ্রামের মধ্যে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দুর্গাপূজার সময় নানুরে বিশালাক্ষীদেবীর চার দিন বার্ষিক পূজা হয়। এই পূজায় মহানবমী পূজার দিন কেতুগ্রামের তিলিদের পূজাই সর্বাগ্রে গৃহীত হয়। তাহাদের প্রেরিত ছাগই বলিরূপে প্রথম প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই প্রথা আজিও চলিয়া আসিতেছে।

কেতুগ্রামের অধিবাসী শ্রীব্রজগোপাল গুপ্তের নিকট হইতে পত্র পাইয়া কেতুগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাঁহার গৃহে উঠিলাম তাঁহার নাম শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। তখন জানিতে পারিলাম, 'হিমাচল' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির লেখক শ্রীমান্ দীপ্তি ইঁহারই পুত্র। কয়েক দিন থাকিয়া ফণিভূষণের সাহায্যে গ্রাম হইতে হিমাচলে লিখিত প্রবাদের সমর্থনমূলক বহু তথ্যের সন্ধান পাইলাম। গ্রামের বহু লোক এখনো এই প্রবাদে বিশ্বাস করে। গ্রামে যেমন চণ্ডীদাসের ভিটা আছে, তেমনই বিশালাক্ষী-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। কেতুগ্রামে ভূপাল নামে এক রাজা ছিলেন। ভূপালের পুত্রের নাম চন্দ্রকেতু। ভূপাল পুত্রের নামে কেতুগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামখানি প্রকাণ্ড, রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভূপাল ছিলেন জাতিতে তিলি। তাঁহার বংশ-ধরগণ আজিও বিশালাক্ষীর পূজা পাঠাইয়া দেন নবমী পূজার দিন বীরভূম নান্নুরে।

কেতুগ্রামে চণ্ডীদাসের বংশে নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন, তিনি 'গণমার্তণ্ড' নামে ব্যাকরণের গণপাঠের বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে নৃসিংহ আত্মপরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—(প্রবাদের চণ্ডীদাস যে কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন সে কথা এখনো লোকে ভুলিতে পারে নাই। ভট্টাচার্য ইঁহাদের পাণ্ডিত্যের উপাধি)।

ধীরঃ শ্রীল নৃসিংহজে মুখ কুলে জাতঃ কবীনাং রবি
বিদ্যায়া মনুকম্পয়া বিতরণে মহ্যাং সুপর্ণদ্রুমঃ।
নানাশাস্ত্রবিচারচারুচতুরোঽলঙ্কারটীকা কৃতী
ভট্টাচার্য্যশিরোমণির্বিজয়তে শ্রীচণ্ডিদাসাভিধঃ।

এই গণমার্তণ্ডে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে নৃসিংহ একে একে পূর্ব-পুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পাঁচ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম গোপীনাথ। তৎপুত্র মাধব, মাধবের পুত্রের নাম নয়ন, নয়নপুত্র কুমুদ, কুমুদতনয় শ্রীহরি। শ্যামাদাস বিদ্যাবাগীশ শ্রীহরির আত্মজ। বিদ্যাবাগীশের পুত্র গোপাল সার্বভৌম। গোপালের তিন পুত্রের অন্যতম কুশল তর্কভূষণ। কুশলের পুত্র নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন। কুশলের পরিচয় দিয়াছেন নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন।

চণ্ডিদাসকুলাব্জার্ককুশলস্তর্কভূষণঃ।
নৃসিংহ তৎসুতং বক্তি, গণবৃত্তি নতং হরি॥

চণ্ডীদাসের সময় হইতেই এই বংশ হরিপরায়ণ। কেতুগ্রামে কয়েকবারই গিয়াছি, নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের ভিটা এবং তাঁহার টোল-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেতু-গ্রামের চণ্ডীদাসই নান্নুরের বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন তাঁহারই রচনা। কেতুগ্রাম হইতে আমি একখানি দলিল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংগ্রহ করিয়াছি। তারিখ ১২১৮ সাল ৪ঠা অগ্রহায়ণ। এই দলিলে তর্কপঞ্চাননের পৌত্র শ্রীজগদানন্দ ভট্টাচার্য একটি পুষ্করিণী খরিদ করিতেছেন। বার শত আঠার সালের পূর্বেই তর্কপঞ্চাননের পুত্র রমাকান্ত ভট্টাচার্য ও তর্কপঞ্চানন উভয়েই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন —দলিল হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাসের পিতার নাম অশ্বপতি। চণ্ডীদাস ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই দিক্ দিয়া এবং তর্কপঞ্চানন হইতে দশম পুরুষ পূর্বের কাল গণনা করিয়া চণ্ডীদাসের সময় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে অনুমান করিতে হয়। আমি তাঁহাকে শ্রীমহাপ্রভুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করি। পূর্বেই বলিয়াছি ভূপাল জাতিতে তিলি ছিলেন। কেতুগ্রামে তাঁহার বংশধরগণ বর্তমান রহিয়াছেন। ভূপাল-রাজবংশের সঙ্গে বিশালাক্ষীর পূজার সম্বন্ধ ছিল। রাজবংশধরগণ আজিও এই সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছেন। কেতুগ্রামের বহু পুরাতন প্রবাদে অবিশ্বাসের কোনো হেতু নাই। আধুনিক গবেষকগণ গিয়া কেহ এই প্রবাদ সৃষ্টি করেন নাই। কেতুগ্রামে নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননকে পাইতেছি। তাঁহার প্রদত্ত বংশতালিকার সঙ্গে কুলগ্রন্থ-কথিত কৃত্তিবাসের বংশধারার ঐক্য রহিয়াছে। সুতরাং চণ্ডীদাস যে কেতুগ্রাম হইতেই নান্নুরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লইয়া আমি ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত বীরভূম-বিবরণে (তৃতীয় খণ্ড) বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি এই আলোচনায় চণ্ডীদাসের কবিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাকবির রচনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে বহু পদ উদ্ধৃত করিয়া আমার মতের সমর্থক প্রমাণ দিয়াছিলাম। বইখানির তেমন প্রচার না হওয়ায় আমার অভিমত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। বীরভূম-বিবরণ তৃতীয় খণ্ডের রচনার সময় আমার ধারণা ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিই পদাবলী-প্রচলিত দ্বিজ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চণ্ডীদাস ভণিতার পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠ করিয়া এখন সে মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে দ্বিজ চণ্ডীদাস পৃথক্ ব্যক্তি এবং তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি। তবে এ কথা ঠিক যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডের এবং রাধাবিরহখণ্ডের প্রচুর প্রভাব আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সুর—

বড়ায়ি গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলি ঝাঁপ দিল সে মোর সুখাইল লো
মুই নারী বড় অভাগিনী॥

অথবা

সুখ দুখ পাঁচ কথা কহিতে না পাইল।
ঝালিয়ার জল যেন তখনই পালাইল॥

একেবারে দ্বিজ চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের বাঁধা সুর। বংশীখণ্ডের 'কেনা বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নঈ কূলে'—বুক ভাঙা আকুলতায় দ্বিজ চণ্ডীদাসকেও অতিক্রম করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আজিও ইহার সম্পূর্ণ মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাদের অবগতির জন্য কয়েকটি সূত্রের সন্ধান দিতেছি।

১। জয়দেবের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের যে লৌকিক ধারা, তাহার মধ্যে দুইটি ধারা প্রধান। প্রথম ধারা বিরুদ্ধপক্ষের ভক্তকে নানা দুঃখ-কষ্ট দিয়া আপনার মতের সুদৃঢ় সমর্থনকে রূপান্তরিত করা। উদাহরণঃ মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর, চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর। দ্বিতীয় ধারায় বিরুদ্ধপক্ষের অভক্তকে বধ করিয়া আপন ভক্তের বিজয় ঘোষণা। যেমন ধর্মমঙ্গলের লাউসেন ধর্মের কৃপায় কালীভক্ত ইছাই ঘোষকে বধ করিয়া ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রথম ধারার অন্তর্গত কাব্য। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর হেঁতালের বাড়ি মারিয়া মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিয়াছেন। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত ফুল পান বড়ায়ি-এর হাত হইতে লইয়া রাধা দু পায়ে দলিয়াছেন। বড়ায়িকে চড় মারিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নানা ছলে কৌশলে শ্রীরাধাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। মনসামঙ্গলে, চণ্ডীমঙ্গলে চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা রমণী। সুতরাং আত্মসাতের পদ্ধতি পৃথক্ হইতে বাধ্য।

২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'বাণখণ্ড' সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু বাণখণ্ডের প্রকৃত রহস্য কেহই উদ্‌ঘাটন করেন নাই। বহুদিন পূর্বে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় আমি 'রসশাস্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম—দেখিতেছি সে প্রবন্ধও কাহারো দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। আদিরসের দুই ভাগ, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ চারি ভাগে বিভক্ত। পুরাতন মতে এই চারি ভাগ—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। করুণাখ্য বিপ্রলম্ভের লক্ষণ "যূনো রেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে"। যুবক-যুবতীর দুই-জনের মধ্যে একজন লোকান্তরিত হইবেন এবং পুনরায় সেই দেহেই তাহাদের মিলন ঘটিবে। ইহাই করুণাখ্য বিপ্রলম্ভ। লোকান্তর অর্থে মৃত্যুও হইতে পারে, কিংবা অন্য কোনো লোকও হইতে পারে। কাদম্বরীতে চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু দেহটি অবিকৃত ছিল এবং পুনরায় সেই দেহেই কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের মিলন ঘটিয়াছিল। লোকান্তর, শকুন্তলাকে তাহার মাতা মেনকা অপ্সরাতীর্থ হইতে অপহরণপূর্বক কশ্যপের আশ্রমে লইয়া যান। শকুন্তলা সেখানেই ছিলেন। মহারাজা দুষ্মন্তের স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার সঙ্গে সেইখানেই পুনর্মিলন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাণখণ্ডে এই করুণাখ্য বিপ্রলম্ভ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পূর্বরাগ, মান, করুণ এবং প্রবাস আছে। একেবারে বিপ্রলম্ভের সম্পূর্ণ বর্ণনা।

বাণখণ্ডে কৃষ্ণ বড়ায়িকে বলিতেছেন—আমি রাধাকে মন্মথ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাণ মারিব। বড়ায়ি কৃষ্ণকে সমর্থনপূর্বক বিশেষরূপে উত্তেজিত করিতেছেন। বলিতেছেন—

হান পাঁচবাণে তাক না করিহ দয়া।
গোয়ালিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥

কথা কয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সব মায়া খণ্ডনের অর্থ—সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি নহে। তিনি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, এই স্মৃতি তাঁহার জাগ্রত হউক ইহাই নিগূঢ়ার্থ। বড়ায়ি বলিতেছেন—

ত্রিজগতে নাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী ॥
উলটিঞা সে যাচু তোহ্মাকে যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥

এই বাণখণ্ড হইতেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধারা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বংশীখণ্ডে ও রাধাবিরহে শ্রীরাধাই কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়াছেন। আর পূর্ব পূর্ব পালায় যে সমস্ত কথা বলিয়া রাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—কৃষ্ণ রাধাকে ঠিক সেই সেই কথা বলিয়াই গালাগালি সুদ-সহ শোধ করিয়া দিয়াছেন। বাণ মারিবার পূর্বে বড়ায়ি রাধাকে কৃষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়াছেন, রাধা সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। আবার বাণের ভয়ে কৃষ্ণকে কত যে কাকুতি করিয়াছেন রাধা, তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে ফুলশরাঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছেন। যে বড়ায়ি রাধাকে বাণ মারিবার জন্য কৃষ্ণকে উত্তেজিত করিতেছিলেন, এখন রমণী-হত্যার জন্য সেই বড়ায়ি তাঁহাকে বাঁধিয়াছেন। সখীগণ কত কটূক্তি করিয়াছেন। শেষে রাধাকে কৃষ্ণ জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আক্ষেপানুরাগের পদ আছে। কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্য নাই। আর সুদূর প্রবাসের পর যে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ রসশাস্ত্রসম্মত, চণ্ডীদাস এই বাণখণ্ডেই রাধার চেতনালাভের পর তাহার বর্ণনা দিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝুমুর গানের ধারায় রচিত। সঙ্গীতদামোদরে ঝুমুরের সংজ্ঞা —

প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ।
একৈব ঝুমরি র্লোকে বর্ণাদি নিয়মোজ্ঝিতা ॥

শৃঙ্গার রসবহুলতা, মধুজাত সুরার ন্যায় মৃদুতা এবং বর্ণাদির কোনো নিয়ম না থাকা ঝুমুরের লক্ষণ। 'বর্ণাদি নিয়ম নাই অনিবদ্ধ গীতে'। সুতরাং ঝুমুর অনিবদ্ধ গীত। শ্রীমান্ রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁহার সঙ্গীতসমীক্ষা গ্রন্থে অনুমান করিয়াছেন প্রাচীন ঝোম্বড়াই এখন ঝুমুর নামে পরিচিত। তিনি বলিয়াছেন প্রবন্ধ গানের তিন বিভাগ— সূড়, আলি, বিপ্রকীর্ণ। শুদ্ধ সূড় হইতেছে আটটি। সিংঘ ভূপাল ইহাদের মার্গসূড় বলিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে এলা, করণ, ঢেঙ্কী, বর্তনী, ঝোম্বড়া, লম্ভ, রাসক এবং একতালী। ঝোম্বড়া প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহের প্রথমার্ধটি দুইবার ও উত্তরার্ধটি একবার গাওয়া হয়। তাহার পর বিকল্পে গমক-সংযুক্ত প্রয়োগাত্মক মেলাপকের অনুষ্ঠান হয়। অবশ্য এটি যে হইবেই এমন কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। কল্লিনাথ বলিয়াছেন, এটি একেবারে অক্ষরবর্জিত প্রয়োগ হইবে এমন নহে। কিছু বাচক পদযুক্ত হইতে পারে। ইহার পরে দুইবার ধ্রুব অংশটি গাওয়া হয়।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধে দশটি তাল প্রশস্ত। কল্লিনাথ বলিয়াছেন, এই দশটির মধ্যে যে কোনো একটিকে অবলম্বন করিয়া গাওয়াই নিয়ম। সবগুলি একত্র করিয়া ঝোম্বড়ার সংখ্যা হইল নব্বুই। আরও কয়েকটি ভেদ যেমন মাতৃকা, শ্রীপতি, সোম, রুচিত, সঙ্গত প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় শার্ঙ্গদেব ইহাদের পরিচয় দেন নাই।

বিশেষ বিনিয়োগ অনুসারে এই নব্বুইটি ঝোম্বড়ার তেরটি করিয়া ভেদ হইতে পারে। যথা—ব্রহ্মা, চক্রেশ্বর, বিষ্ণু, চণ্ডিকেশ্বর, নরসিংহ, ভৈরব, হংস, সিংহ, সারঙ্গ, শেখর, পুষ্পসার, প্রচণ্ডাংশু।

উপমা, রূপক, শ্লেষ এই তিনটি অলঙ্কারে বদ্ধ ঝোম্বড়ার নাম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মা।…সম্ভবত অধুনা প্রচলিত ঝুমুরের আদিরূপ এই ঝোম্বড়া। ইহারই একটি শ্রেণী ক্রমে ঝুমুর নামে রূপান্তরিত হইয়াছে।*

আমার অনুমান শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'ব্রহ্মা' ঝোম্বড়ার অন্তর্ভুক্ত। পদাবলীতে আছে—'ঝুমরী গাহিছে শ্যাম বাঁশী বাজাইয়া'। 'ঝুমরী দাতুরি বোল' ইত্যাদি। ঝুমুর গানের আর একটি লক্ষণ—সম্পর্ক পাতাইয়া দুই দলে গান আরম্ভ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম দিকে যেমন রাধিকা মামী হইয়া ভাগিনেয় কৃষ্ণকে চাপান দিয়াছেন—দ্বিতীয় দিকে তেমনই কৃষ্ণ ভাগিনেয় হইয়া মাতুলানী রাধাকে উত্তর দিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যে চাঁদ সদাগর মনসাদেবীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগর চণ্ডীকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিতে সঙ্কোচবোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য—রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েই উভয়কে যাহা খুশি বলিয়াছেন। ইহাই ঝুমুরের সম্পর্ক পাতানোর উদাহরণ। পদের মধ্যেও ঝুমুর গানের ধারা অতি সুস্পষ্ট।

যশোদার পোঅ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী।
তোমাকে দেখিল রাধা অধিক রূপসী॥ দানখণ্ড।
যশোদার পোঅ আহ্মে নাম গোবিন্দ।
তোর রূপ দেখিঞা চক্ষুত নাইসে নিন্দ॥ দানখণ্ড।

এই যে বিনা কারণে নিজের পরিচয় দিয়া রাধাকে তাহার রূপের কথা বলা, আপন মনের অবস্থা জানানো—ইহা ঝুমুর গানের বিশিষ্ট লক্ষণ। বাণখণ্ডে—

তিরিবধিয়া কাহ্নাঞি ল
কাহ্নাঞি মোরে নাহি ছো।
মোরে নাহি ছো কাহ্নাঞি বারানসী যা।
অঘোর পাপে তোর বেয়াপিল গা।

ইহা ঝুমুরের নাচের ছন্দ।

—*'সংগীত সমীক্ষা' পৃ ১৬৫-৬৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বড়ায়ির নিকটে রাধার সমস্ত পরিচয় জানিয়াও কৃষ্ণ রাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি কে, কোথায় যাইতেছ? রাধা উত্তর দিতেছেন। (দানখণ্ড) রাধা বড়ায়িকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাঁশী কেমন, কৃষ্ণ কেমন করিয়া বাঁশী বাজায়। বড়ায়ি উত্তর দিয়াছেন। (বংশীখণ্ড) বাঁশীর গান শুনিয়া রাধা রন্ধনে বিষম গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন, বড়ায়িকে এই কথা বলিলে বড়ায়ি বলিলেন, এক রাঁধিতে গিয়া অন্য রাঁধিয়াছ বলিতেছ, সেটা কি রকম তাহার তালিকাটা শোনাও, রাধা অমনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—অম্বলে বেশর দিয়াছি ইত্যাদি, এ সমস্তই ঝুমুর গানের ধারা। বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণ ফুলের সঙ্গে রাধার দেহটিকে মিলাইয়াছেন। বাণখণ্ডে রাধা স্বর্গের দেবতাদের ধরিয়া নিজের দেহরক্ষা করাইয়াছেন। লক্ষ্য সাধারণ শ্রোতা।

কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দের অধিষ্ঠানভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ এই মহাসত্যের উপরে। তাহার পরও মাঝে মাঝে সর্গান্ত শ্লোকে অথবা সর্গের মধ্যে কিংবা সর্গারম্ভে বার বার আমাদিগকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। চণ্ডীদাসও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের জন্মখণ্ডে কৃষ্ণাবতারের কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণের সম্ভোগ জন্য লক্ষ্মীদেবীই দেবগণের প্রার্থনায় রাধারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন সে কথাও বলিতে বিস্মৃত হন নাই। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধাকে আপন পরিচয় দিয়াছেন।

আমিই বেদ উদ্ধার করিয়াছি মীনরূপে। বরাহরূপে ধরণীর উদ্ধারসাধন করিয়াছি, রামরূপে রাবণের হন্তারক আমি, কতবারই তো বলিয়াছেন। কিন্তু রাধা একটিবারও কৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করেন নাই। শ্লেষের সঙ্গে কটুবাক্য বলিয়া বার বার সে কথায় উপেক্ষা করিয়াছেন। রাধা বলিলেন—

বল না কর মোরে কাহ্নাইল
আল বচন আহ্মার শুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেবধরম কি সহিব তোরে
এহাত হৃদয়ে গুণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—(পাঠককে সর্বদাই এই উত্তর মনে রাখিতে হইবে।)

তবেসি ধরমের ভয় রাধা ল
আল যদি মোএঁ হয়োঁ পর নারী।
আপন অঙ্গের লখিমী হইআঁ
তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুই একটি ভিন্ন বাকি সমস্ত পালাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ধরনের প্রত্যেক পালাতেই এমন সব উত্তর-প্রত্যুত্তর আছে যেন ইহার পূর্বে রাধা-কৃষ্ণের পরস্পর পরিচয় ছিল না, কিংবা পূর্বে তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটে নাই। যমুনাখণ্ডে কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যেন পরিচয় নাই, পরিহাসরসে দেব দামোদর সেইভাবেই রাধার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। রাধাও সঙ্গে সঙ্গে যথাযোগ্য উত্তর দিয়া চলিলেন। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলি কবির স্বরচিত। শ্লোকগুলির মধ্যে কবিত্বের পরিচয় আছে।

বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীরাধার আত্মনিবেদন চরম উৎকর্ষের শেষ প্রান্তে পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। গোপীগণকে কোন্ উপায়ে ভুলাইতে হইবে, শ্রীরাধাই কৃষ্ণকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রাধার পরামর্শ অনুসারে গোপীগণকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণ যখন রাধা-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন রাধাই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ‘যদি কিছু বোল বোলসি’—জয়দেবের ‘বদসি যদি’ গান করিয়া রাধার মান ভাঙ্গাইতে না পারিয়া রসান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৃন্দাবনে ফুলের ডাল ভাঙ্গিয়া গাছ নষ্ট করিবার অপবাদ দিলেন। রাধার অন্তরে অভিমানের পরিবর্তে ক্রোধ আসিয়া দেখা দিল। সুযোগ বুঝিয়া কৃষ্ণ পুনরায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধার স্তুতি করিতে লাগিলেন। রাধার অন্তর হইতে ক্রোধ গেল, বলিলেন—

তোমার আহ্মার দুই মনে।
এক করি গাস্থিল মদনে॥
তার অনুরূপ বৃন্দাবনে।
তোর বোল না করিব আনে॥
বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহে॥
সে নেহ তিন্নজ নাহি সহে।
সে পুনি আহ্মার দোষ নহে॥

বিশ্বের প্রেমিকা নায়িকাগণের কণ্ঠে দেশে দেশে যুগে যুগে এই বাণীই উচ্চারিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস এই শাশ্বত বাণীরই গীতি-কবি। ডক্টর শ্রীমান্ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "পাত্র-পাত্রী ইহাতে তিনটি মাত্র—কৃষ্ণ, বড়ায়ি, রাধা। তিনটি চরিত্রই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে; তন্মধ্যে রাধা-চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে কবি যে দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত। তাম্বুলখণ্ডে যে চন্দ্রাবলী রাহীর সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইল সে সংসার অনভিজ্ঞা রূঢ় অথচ সত্য-ভাষিণী অশিক্ষিতা গোপবালিকা। কিন্তু কবি প্রত্যেক ঘটনায় অসামান্য কৌশলে এই মূঢ় বালিকাচিত্তের উন্মেষ ও জাগরণ দেখাইয়া যখন পাঠককে শেষ পালায় লইয়া আসিলেন তখন দেখি সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বতরসিকচিত্ত-বলভীর প্রৌঢ় পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হইয়াছেন, তাহা জানিতেও পারি নাই।"

ডক্টর সেনকে আমি এজন্য অজস্র আশীর্বাদ জানাইয়াছি। কিন্তু আমার মতে চণ্ডীদাসের রাধা মূঢ়া গোপবালিকা নহেন। তিনি রসশাস্ত্রসম্মত সর্বগুণান্বিতা নায়িকা। বাহু তুলিলে কেশবন্ধন ছলে প্রভৃতি কৃষ্ণের উক্তির তিনি যে তীক্ষ্ণ সরস উত্তর দিয়াছেন, তাহা হইতেই আমার কথার সত্য প্রমাণিত হইবে। অনেকে আবার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণচরিত্রের কোনো মহিমাই বুঝিতে পারেন না। এই ত্রিদশের নাথ দেবরাজকে দেখিতে জানিলে এবং মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণ করিতে পারিলে, তাঁহারা দেখিতেন যে মহাকবির হাতে ভক্তের ভগবান্ যথাযথরূপেই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড হইতে ভারখণ্ড ছত্রখণ্ড প্রভৃতি প্রতিটি খণ্ডেই ইহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাবিরহের চাতুর্মাস্য আছে, আবার বাঁশী শুনিয়া রাধার চারি প্রহর রাত্রির ও স্বপ্নদর্শনে চারি প্রহর রাত্রির আকুলতার পরিচয় আছে। ছন্দের দর্পিত গতি এবং ভাষার পারিপাট্যও লক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কবিত্বপূর্ণ একখানি গীতিকবিতার সম্পুট।

কেতুগ্রাম পালরাজত্বের সময়েই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনকালে কেতুগ্রাম হইতে একটি চামুণ্ডা মূর্তি লইয়া গিয়াছিলেন। মূর্তিটি সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে আছে। কেতুগ্রামের স্তূপগুলির প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিজ চণ্ডীদাস

দ্বিজ চণ্ডীদাসের পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তিনি যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক অথবা অব্যবহিত পরবর্তী সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দ্বিজ চণ্ডীদাস একজন পৃথক্ কবি, তিনি বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, দীন চণ্ডীদাসও নহেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস মহাকবি। শ্রীরাধার পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া—মাথুর বিরহ তথা বিরহান্ত মিলনে—সর্বত্রই একজন মহাকবির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় আমি যে চণ্ডীদাস-পদাবলী সম্পাদনা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যেই দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদগুলি সাজাইয়া দিয়াছিলাম। সেই পদসমূহ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত পদ একজন কবিরই রচনা। পদাবলীর মধ্যে কোথাও কোন অসামঞ্জস্য নাই।

দ্বিজ চণ্ডীদাসকে আমি বাসুদেব সার্বভৌমের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে করি। বিশারদের চারি পুত্র—সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি, কৃষ্ণানন্দ এবং চণ্ডীদাস। আমার অনুমান, এই চণ্ডীদাসই দ্বিজ ভণিতার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর সমকালীন ব্যক্তি।

'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' এই পদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রভাব সুস্পষ্ট। 'কেমনে বা পাসরিব তারে' ইহার মধ্যে বিদগ্ধ মাধবের ছায়া আছে। ঐ এক ছত্রেই চণ্ডীদাসের শ্রীরাধাকে চিনিতে পারা যায়।

'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়' এই পদটি উজ্জ্বলনীলমণির নিম্নোক্ত শ্লোকের মর্মানুবাদ।

ত্বমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশন্ত্যসৌ
ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারান্ শতং ব্রজসীমনি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অগণিত-গুরুত্রাসা শ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরি দৃশোর্দ্বয়ম্ ॥
[পূর্বরাগ। শ্লোক ১২১]

কিশোরী কেন মুহূর্তমধ্যে শীঘ্র শীঘ্র শতবার গৃহ হইতে ব্রজসীমায় যাতায়াত করিতেছ। কেনই বা গুরুজনের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কদম্বকাননে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ ?

'রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা' এই পদেরও মূল আছে উজ্জ্বল-নীলমণির মধ্যে।

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং তদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি ॥
[ব্যভিচারিপ্রকরণ শ্লোক। শ্লোক ৬৭]

এই শ্লোকটি সাহিত্যদর্পণ ৪র্থ পরিচ্ছেদে আছে। সুতরাং শ্লোকটি পুরানো। বলিবার উপায় নাই যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ পড়িয়া কেহ সেই ভাবের শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত থাকায় প্রমাণিত হইতেছে, দ্বিজ শ্লোকের অনুবাদেই পদ রচনা করেন। ঘরের বাহিরে পদের মূল উজ্জ্বলনীলমণিতে থাকায় কবি যে পরবর্তী তাহাই প্রমাণিত হইল। দ্বিজ চণ্ডীদাসের রাধা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছেন, বংশী-সঙ্কেত শুনিয়াছেন, পরে সাক্ষাতেও দেখিয়াছেন। কৃষ্ণকে ভাল না বাসিয়া তাহার উপায় ছিল না। আর ভালবাসিয়াই তাহার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। সংসার গিয়াছে, স্বজন গিয়াছে, লজ্জা ধৈর্য এমন কি দৈহিক চেতনাও গিয়াছে; আপনার বলিতে আর কিছুই নাই। কিন্তু সব হারাইয়াও তাহার শান্তি নাই, সোয়াস্তি নাই। লোকে তাহার শিরে কলঙ্কের পশরা তুলিয়া দিয়াছে; দিবারাত্রি যেখানে সেখানে তাহারই কলঙ্কের কাহিনী কহিয়া বেড়াইতেছে। এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। এ দুঃখ শুনাইবার লোক নাই। এত বড়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃথিবীতে এমন কেহ মরমী নাই যাহাকে এই দুঃখের কথা বলিয়া মনের ভা'র লাঘব করা যায়। দ্বিজ চণ্ডীদাসের দুঃখ—

গোকুল নগরী মাঝে এতেক রমণী আছে
তাহে কোন না পড়িল বাধা ॥
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেনে বলে রাধা রাধা।

গোকুলে তো অসংখ্য রমণী। বাঁশী কি আর কাহারো নাম জানে না, নাম শোনে নাই; আর কাহাকেও ডাকিতে পারে না? নির্মল কুলশীল লইয়া আপন অন্তঃপুরে কেমন নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি, বাঁশী কেন আমারই নাম ধরিয়া ডাকিল! কি আকুল আহ্বান তার, কি দুর্বার আকর্ষণ! বাঁশী কি জানে না, অবরোধে বন্দিনী আমি! একাকী সহায়হীনা অবলা আমি। এই কঠোর পাষাণ-প্রাকারের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া পথে বাহির হওয়া আমার পক্ষে কত কঠিন। আর পথ,—পথে বাহির হইয়াও তো পরিত্রাণ নাই, পৌঁছিতে হইবে তো লক্ষ্যস্থল বংশীবাদকের পদপ্রান্তে। সে পথ কত কণ্টকাকীর্ণ, কত কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল, কত বন্ধুর, কত দুর্গম। এদিকে সংসার, স্বজন-পরিজন, কেহ তো আপনার নয়, কেহ তো আপনার হইল না। আর নিজের ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহারাই কি আমার আপনার? তাহারাই কি স্ববশে আছে! শ্রীরাধা বলিতেছেন,—

এ পাপ নয়ন মোর ফিরানো না যায়।
আন পথে ধাই, পদ কানু পথে ধায় ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম না লইব লয় তার নাম ॥
এ ছার নাসিকা মুঞি যত করু বন্ধ।
তথাপি দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥
যার কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
চণ্ডীদাস বলে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥

তাই শ্রীরাধা সঙ্কল্প করিয়াছেন—এদেশে আর থাকিব না। পাপ পিরীতির কথা যেখানে শুনিতে হইবে না সেই দেশে গিয়া বাস করিব। কখনো বা মনে করিতেছেন, প্রিয়তমের তরে যোগিনী হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিবেন। মনের সঙ্গেই প্রিয়তমের কথা কহিবেন। দৈবাৎ যদি কোন মরমী পাওয়া যায়, তাহাকেই মনের কথা বলিবেন; চণ্ডীদাস পরাধীন জীবনকে ধিক্কার দিয়াছেন। কিন্তু তাহারও অধিক ধিক্, শত ধিক্কার দিয়াছেন পরবশ পিরীতিকে। আক্ষেপানুরাগের প্রতি পদেই এই হাহাকার। এই বুকভাঙ্গা আকুলতা। কবি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন, পিরীতি সুখের সরোবর দেখিয়া স্নান করিতে নামিয়াছিলাম। কিন্তু স্নান করিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতেই কোথা হইতে দুঃখের বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিল। এই কবিই বলিয়াছেন—

চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখলাভ তরে পিরীতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঁই ॥

মাথুর বিরহে ঐ একই সুর—

ওপারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হইয়া উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি ॥

কোন অপার সাগরের পরপারে তোমার ঘর বন্ধু। গৃহ-কারাগারে অবরুদ্ধা ক্ষুদ্রা রমণী আমি, আমার পাখা নাই যে উড়িয়া গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

কবি যেখানে পরাধীন জীবন ও পরবশ প্রেমকে ধিক্কার দিয়াছেন সেখানে বলিয়াছেন, শীতল বলিয়া যদি পাষাণকে আলিঙ্গন করি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পিরীতি-অনলতাপে পাষাণ গলিয়া যায়। ছায়া দেখিয়া যদি তরুলতার বনে গিয়া বসি, লতাপাতা-সনে তরু জ্বলিয়া যায়, যমুনার জলে ঝাঁপ দিলে প্রাণ জুড়ায় না, আরো উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

আর, এখানে বলিতেছেন—আগুনেতে ঝাঁপ দিই, আগুন নিভিয়া যায়, তরুতলে গিয়া ছায়া পাই না। পাষাণকে কোল দিয়া দেখি, (বক্ষে পাষাণ চাপাইতে চাই) পাষাণ মিলাইয়া যায় (অন্তর্হিত হয়)। যমুনায় ঝাঁপ দিব কি, সাঁতার জানি না তো, ওপারে পৌঁছিব কিরূপে ?

পুনর্মিলনেও সেই একই সুর। 'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে। দেখা না হইত পরাণ গেলে।' এলে বন্ধু, বহুদিন পর এলে, ভাগ্যে দেহে প্রাণ ছিল, তাই দেখা হইল। প্রাণ গেলে তো দেখিতে পাইতাম না। কোন অনুযোগ নাই, তিরস্কার নাই। বলিতেছেন—

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ॥

আমি তো চিরদুখিনী, দুখিনীর দিন দুঃখেই অতিবাহিত হইবে। এ আর বেশী কথা কি ? কিন্তু তুমি তো কুশলে ছিলে বন্ধু ? এ সব দুঃখ আর মনে পড়িতেছে না, গণনার মধ্যেই আনি না অতীত দুঃখ। এখন তোমার কুশলেই কুশল মানিতেছি।

পদাবলীর এই চিত্রেই দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রকৃত পরিচয়।

স্বর্গত শিবরতন মিত্র একজন দ্বিজ চণ্ডীদাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

আছিল প্রপিতামহ দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥
তাহার নন্দন হয় দ্বিজ রত্নেশ্বর।
ঠাকুর জয়ন্তী নাম তাহার কোঙর ॥
জয়ন্তী নন্দন সদানন্দ ভণে পায়।
সমাপ্ত ভগবদ্গীতা অষ্টাদশাধ্যায় ॥

*   *   *   *

দ্বিজ চণ্ডীদাস মহেশ পুত। রত্নেশ্বর দ্বিজ চণ্ডীদাস সুত ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সদানন্দ ভগবদ্গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। পুঁথির লিপিকাল ১২১২ সাল। চারি পুরুষে এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ১০৯২ সালে চণ্ডীদাসকে পাইতেছি। আমার মনে হয় সদানন্দ নিজেদের দ্বিজত্ব প্রতিপাদন জন্যই 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ রত্নেশ্বর' ইত্যাদি পরিচয় দিয়াছেন। এই দ্বিজ চণ্ডীদাস যে কবি ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কবি কাশীরাম দাসের পিতা কমলাকান্তের এক সহোদর ছিলেন চণ্ডীদাস। ইঁহাকেই দীন চণ্ডীদাস বলিয়া মনে হয়। অনেক পদে দেব চণ্ডীদাস ভণিতাও পাওয়া যায়। এই বংশে অনেকেই কবি ছিলেন। কিন্তু দীন চণ্ডীদাস বিষয়ে সুনিশ্চিত হইবার উপায় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দীন চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস-পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া কতকগুলি পদ 'একক-সম্পূর্ণ'। পদাবলীর সমগ্রতায় সুরের ঐক্য আছে, কিন্তু রসে ভাবে গাঢ়বন্ধ পদগুলির বক্তব্য যেন তাহারই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং সেই পূর্ণতার মধ্য হইতে এক আবেগাকুল ব্যঞ্জনার অসমাপ্ত বাণী তাহাকে বাক্যাতীত অসীমের পথে অগ্রবর্তী করিয়া দিয়াছে। বেদনার সে কি তীব্রতা, অনুভূতির সে কি সুধা-বিষের জ্বালা, যেন বুঝিতে পারি, অথচ সহ্য করিতে পারি না। এই অসহ আনন্দের অননুভূতপূর্ব আস্বাদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামধেয় গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাসের কয়েকটী পদেও যেমন, চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত অপর কতকগুলি পদেও তেমনি। তদ্ভিন্ন চণ্ডীদাসের নামে বহু পদ প্রচলিত একটি আখ্যায়িকা অনুসরণ করিয়াছে। সেগুলির কবিত্ব অতি নিম্নশ্রেণীর ; ছন্দের আড়ষ্টতা, ভাবপ্রকাশের দৈন্য এবং অন্ত্যানুপ্রাস মিলনের অক্ষমতা তাহার মধ্যে এতই সুস্পষ্ট যে একজন সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রের দৃষ্টিতেও তাহা ধরা পড়িবে। চণ্ডীদাস-পদাবলীর এই পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াই বহুদিন পূর্বে গত সন ১৩৩৩ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আমি 'দীন চণ্ডীদাস' নামক দ্বিতীয় একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং তাহার পরিচয় প্রকাশ করি। অতঃপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয় হইতে ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আমার সম্পাদনায় চণ্ডীদাস-পদাবলী ও পণ্ডিত ৺বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুই খণ্ডে 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রকাশ করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পদ-সন্নিবেশের যে রীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা যে নিতান্তই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কল্পনাশ্রিত, সুতরাং ভ্রমসঙ্কুল, সম্প্রতি 'দীন চণ্ডীদাসের পদের পুঁথি' আবিষ্কৃত হওয়ায় আর একবার তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পুঁথিখানির পরিচয় দিয়া পরে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

বীরভূমের খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় মাঝে মাঝে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ১৩৪৮ সালে 'চণ্ডীদাস-নান্নুর' সাহিত্য-সম্মেলন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি তাঁহার বন্ধু বর্ধমান জেলার সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত বনপাস্ গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গ রায় মহাশয়ের নিকট চণ্ডীদাস-সাহিত্য-সম্মেলনের গল্প করেন। কথা-প্রসঙ্গে ত্রিভঙ্গবাবু বলেন যে তাঁহাদের বাড়ীতে একখানি পুঁথি কয়েক পুরুষ ধরিয়া পূজাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। পুঁথিখানি তিনি দেখিয়াছেন, সেখানি চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলীর পুঁথি। সতীশবাবুর নির্বন্ধাতিশয্যে ত্রিভঙ্গবাবু পুঁথিখানি কলিকাতায় লইয়া আসেন। পুথিখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া সতীশবাবু আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি এই প্রবন্ধে তাহাই ব্যবহার করিয়াছি এবং তজ্জন্য সতীশবাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। ৩১০ সংখ্যক পদ হইতে ১২০২ সংখ্যক পদ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যেও পুঁথির অনেক পাতা পাওয়া যাইতেছে না। মাঝে মাঝে এইরূপ লেখা আছে—"এই অবধি একানই পাত। পরে ছিয়ানই পাতে লেখে॥" (এইস্থানে পদসংখ্যা ৪৯৮, মাঝে কয়েকটি পদ নাই, পরের পদ-সংখ্যা ৫১৭) * * "এই হইতে একশত দুইএর পাত বেবাক হইল। তারপর একশত চত্তিশ পাতের প্রথম লেখা যায়।" (৫৫১ পদের পর ৭৩২ পদ, মাঝের পদগুলি নাই) * * (১০১৭ সংখ্যক পদের তিন পংক্তির পর) "এই অবধি বাসরের দুই শত পাত তামাম। তাহার পর ২১৯ পাতে লেখে॥" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় আদর্শ পুথিতেও এই পাতাগুলি ছিল না। তজ্জন্যই লিপিকার ঐরূপ লিখিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাখিয়াছিলেন। পুথির লিপিকাল কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়।

এই পুঁথি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় দীন চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণ লীলাত্মক একখানি সুবৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অন্যত্র প্রাপ্ত পুঁথি দৃষ্টেও জানা যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ও শ্রীরাধার জন্ম-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক-অপৌরাণিক প্রায় কোন লীলাই বর্ণন করিতে বাকী রাখেন নাই। তিনি ঝুলন, গোষ্ঠ, রাস, দোল ইত্যাদিও যেমন বর্ণন করিয়াছেন, তেমনি অভিসার, বাসক, সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা -আদি লইয়াও কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে মাথুর বিরহ -আদিরও অভাব নাই। আবার কাকমাল্য দান, ভ্রমরদূত, পবনদূত প্রভৃতিও আছে। আমাদের আলোচ্য পুঁথি হইতে জানা যায়—দীন চণ্ডীদাস শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর পরবর্তীকালে বর্তমান ছিলেন, অন্ততঃ তাঁহার কাব্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর 'দানকেলীকৌমুদী'র পরে রচিত হইয়াছিল। দীন চণ্ডীদাসের ১১৭১ পদে আছে—

বড়াই রসের তরু দোঁহে রসাইয়া।
দানকেলি কৌমুদিনী কহিয়াছে ইহা॥

কবি লিখিয়াছেন—"বিচিত্র পালঙ্কপরে সোনার তুলিচা। সুরঙ্গ পাটের তুলি সুরঙ্গ গালিচা॥" সোনার তুলিচা হয় কিনা জানি না, তবে তুলিচা গালিচা দিয়াও কবির সময় নির্ণীত হইতে পারে। পুঁথির প্রথম দিকের পাতাগুলি পাওয়া গেলে এবং তাহার মধ্যে পুঁথি আরম্ভের ধারা দেখিলে কবিকে আরো একটু ভালভাবেই ধরিতে পারা যাইত। আমাদের ভাগ্যহীনতা সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। পুঁথির এক দিকের যে অংশটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাকে নায়িকা-বর্ণনার উপক্রমণিকা বলিতে পারি। অংশটী এইরূপ—

শ্রীমতী রাধিকা রাজার বালিকা তিঁহো সে রসের সখা।
তাহার প্রধান আট ডাল ভেল এই সে ব্যাসের লেখা॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক ডাল ভেল	তাহে উপজল	ললিতা তাহার নাম।
তাহা হত্যে হল	নবোঢ়ার রস	শুন অতি অনুপাম ॥
তাহাতে মঞ্জরি	সপ্ত সপ্ত করি	জে হয়ে রসের নাম।
প্রেম সে মঞ্জরি	হইতে হইল	রসোল্লাস গুণ গ্রাম ॥
লিলা সে মঞ্জরি	রতি সে সুন্দরী	সে কহে ভাবের কথা।
তাহারে বলিয়ে	ভাবের উল্লাস	শুনিতে হিয়াতে বেথা ॥
কস্তুরি মঞ্জরি	তাহা শুন পুন	কহনে নাহিক যায়।
প্রেম রস কথা	সদা উচাটন	প্রেমের উল্লাস কয় ॥
লালস মঞ্জরির	সতত আমোদ	রূপের উদ্গার রসে।
তাহাতে হইল	রূপের উল্লাস	রূপ অনুপাম বেশে ॥
রাগ মঞ্জরির	রাগেতে মোহিত	ধরিয়া হাথেতে তাল।
তাহাতে হইল	রসে উল্লাস	কহিল রসের সার ॥
কেলি সে মঞ্জরি	কেলি কলা রসে	গৃহেতে গৃহিণী হয়া।
সতত কহয়ে	গৃহের চাতুর্য	দিল গৃহল্লাস কয়া ॥
কেলি মধু	মঞ্জরির কথা	কহিতে কতেক জানি।
শ্রীমতীর কাছে	সতত থাকয়ে	সখির উল্লাস বাণি ॥
চণ্ডীদাস কহে	নবোঢ়া কহিল	কহিয়ে উৎকণ্ঠা রস।
শুনিতে শ্রবণে	হেন লয় মনে	যাহাতে সকল বস ॥

মোক্ষ (মুখ্য) সখী ললিতা ১ মঞ্জরি ৭ এব ৮ ॥ রস ভোলা ॥ এইরূপে প্রধানা অষ্ট সখীর সম্বন্ধেই বর্ণনা ছিল। বিশাখা সখীর বর্ণনা অসম্পূর্ণ। তাহার পর পাতা পাওয়া যায় নাই। কবি ললিতাকে নবোঢ়া রসের ও বিশাখাকে উৎকণ্ঠিতা রসের উৎপত্তি-হেতু বলিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে বিরাট্ ভ্রান্ত ধারণা সাধারণে প্রচলিত আছে।" 'পদকল্পতরু'র ভূমিকায় ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহার মত তৃতীয় শ্রেণীর একজন কবির দ্বারা চণ্ডীদাস ও দ্বিজ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাবলী রচিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। একান্তই যদি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলে পরিশিষ্টে দেওয়া কর্তব্য। এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক।" কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর সুবিস্তৃত ভূমিকায় মাত্র উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিয়াই বক্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন—"... তাঁহার (বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দীন চণ্ডীদাস-পদাবলী সম্পাদকের) লেখার অনবধানতা হেতু মনে হয় যেন তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস অভিন্ন পদকর্তা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐরূপ তাঁহার সিদ্ধান্ত হইলে উহাতে পূর্বোক্ত হেত্বাভাস ঘটে এবং ঐ মন্তব্য পদাবলীর আলোচনার দ্বারাও সমর্থিত হয় না। কেননা চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের বহু পদ পাওয়া যায়।...দীন চণ্ডীদাসের ভণিতার পদে যখন লিপিকরদিগের ভ্রম-প্রমাদ মানিতে সম্মত নহেন, তখন দ্বিজ চণ্ডীদাসের এই পদ-গুলিতেই কি জন্য লিপিকরদিগের ভুল বলা যাইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কৃষ্ণকীর্তনের প্রবল শক্তিশালী কিন্তু পদাবলীর উন্নত আধ্যাত্মিকতার লেশশূন্য কবি চণ্ডীদাস বরং কোন অচিন্তনীয় সাধনার বলে পদাবলীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি চণ্ডীদাসে পরিণত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে। সুতরাং আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলিকে বরং বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াও মানিতে রাজী আছি, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসকে কিছুতেই দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়া মানিতে পারি না।" (পদকল্পতরু, ভূমিকা ৯৪ পৃঃ)

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' এই পদ যাঁহার রচিত, অথবা বিরহের এবং আক্ষেপানুরাগের উৎকৃষ্ট পদগুলি যিনি রচনা করিয়াছেন, নিম্নের পদটী তাঁহার রচিত বলিলে কবি-প্রতিভার সম্মান রক্ষা হয় কিনা সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদটীও বিরহের পদ এবং দীন চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট রচনাবলীর অন্যতম।

আর কবে পুন শ্রীমুখমণ্ডল পরশ করিব হেন।
শ্রীমুখমণ্ডলে কর্পূর তাম্বুল কবে তুলি দিব পুন ॥
শ্রীঅঙ্গ শীতল পাখার বাতাসে তুষিব পিয়ার মন।
দু বাহু পসারি নিজ কোরে করি এ দশা করয়ে কোন ॥
যদি সুফল সুদিন থাকয়ে এবে সে কুদিন দশা।
কোলের মাণিক রাখিতে নারল হইল সুদিন ভাসা ॥
মনে ছিল সাধ লইয়া সে পিয়া করব আনন্দ কেলি।
এ সুখ সম্পদ সুখের আমোদ বিধি সে ভাঙ্গল ভালি ॥
কোথা হতে আল' অক্রূর মুরতি ক্রূর সে হৃদয় তার।
তেঞি তার পিতা মাতা সে বুঝিয়া এ নাম রাখিল যার ॥
হিয়া ভেদি ছেদি কাড়িয়া লইয়া চলিলা মথুরাপুর।
চণ্ডীদাস বলে সো হরি মিলব হব মনোরথ পুর ॥

ভাবের দৈন্য, প্রকাশের আড়ষ্ট ভঙ্গি, দুর্বল ছন্দ এবং অধম মিল একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মাথুর বিরহের পদের যদি এইরূপ দুর্দশা হয়, তবে আর অন্য পদে কৃতিত্বের আশা কোথায় ?

৮৮৯ পদে—এবে কহি শুন পরকীয়া সুখ স্বকীয়া থাকুক দূরে।
পরকীয়া সনে রস আস্বাদন কহিতে মরম সরে ॥

এই বলিয়া কবি ভ্রমর-সংবাদে রাধার কৃষ্ণনাম শ্রবণ, রূপ শ্রবণ, চিত্র দর্শন, কুটীলা তিরস্কার, পূর্বরাগ আদি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' পদটী এখানে নাই, পুঁথির অন্যত্রও নাই। এই পদ দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইলে এই স্থানেই লিখিত থাকিত। কারণ কবি এই স্থানেই কৃষ্ণনাম শ্রবণের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। শ্রীরাধার রূপ বর্ণনের পদ চণ্ডীদাস-ভণিতায় কয়েকটিই পাওয়া যায়। এই পুঁথিতে তাহাদের একটিও নাই।

দীনের কবিতা পড়িয়া মনে হয় বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে কবির কোন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। যদিই বা মনের মধ্যে কোন কিছু কল্পনা করিতেন, তাহাও প্রকাশের সামর্থ্য ছিল না। গতানুগতিকতা রক্ষা করিতে গিয়া নিরর্থক বাজে বকিয়া পুঁথির কলেবর বাড়াইয়াছেন।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'প্রথম প্রহর নিশি' পদটী পড়িয়াছেন এবং জ্ঞানদাসের সুপ্রসিদ্ধ "মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা শুন শুন মরমের সই" পদটী অবগত আছেন, তাঁহারা দীন চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটি পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিবেন।

শুন লো মরম সখি তোরা।
নিশি অবশেষ কালে ঘুমে অচেতন ভালে স্বপনে দেখিল চিত চোরা॥
একে নব ঘনশ্যাম পীতবাস অনুপাম বান্ধে চূড়া নানা ফুল দিয়া।
হাসিয়া নাগর রায় আসিয়া বৈঠল ঠায় দুটী করে কর আরোপিয়া॥
একে হাম বিরহিনী কহেন একটী বাণী কোপে দিল কর ছাড়াইয়া।
পুনরপি করে ধরি সেই না রসিক হরি বসাইল যতন করিয়া॥
সুতান চতুর ধরি মোহে নিজ কোরে করি আলিঙ্গন বেরি আচম্বিতে।
দারুণ কোকিলনাদ মনে না পুরিল সাধ বুঝিলাম হইল প্রভাতে॥
যেমন সতিনী প্রায় ঘন ডাকে উভরায় মনে না পুরল মন আশা।
ননদিনী পাপমতি জানিবা দেখয়ে কতি হেন বুঝি নিশি ভেল উষা॥
তুরিতে নাগর রাজ রাখিয়া নূপুর সাজ বড় দুখ রহল মরমে।
হেনক সময় কালে ভাঙ্গি ঘুম অবহেলে মিলি আঁখি দূরে গেল ঘুমে॥
নিশির স্বপন এই দেখিল মরম সই পিয়া সনে না পানু বঞ্চিতে।
চণ্ডীদাস কহে ধনী মেলিব নাগরমণি হেন বুঝি আসিব তুরিতে॥

(৫২০ সং)

মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত এই কবিও এক 'ছত্রিশ অক্ষরের করুণা' লিখিয়াছেন। এমন নিকৃষ্ট রচনা মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও আছে কি না সন্দেহ। ছত্রিশ অক্ষরের মধ্যে একটা অক্ষর তুলিয়া দিলাম।

টলবল করে টলটল দেহে টেরা সে বিষম বাঁশি।
টানিলে না টলে বুকে টেরা হয়ে হৃদয়ে রহিল পশি॥

কী—৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

টাটক হইয়া সুধামুখী ধনী টেরা সে নয়নে চেয়া।
টারিয়া যাইবে তটস্থ রমণী টুটিল বিরহ দিয়া॥
টানাটানি করে টেরেতে লইয়া মরিতে টাকর দিয়া।
টান টোন করি টাকাই তা সনে টের দূর দিকে রয়া॥
টিপ টাপ করে টেটালির পারা টিকাদিনী পারা রাধা।
টল টল করে অবলা পরাণ সকল করিল বাধা॥
টাটক হইয়া টানিয়া রাখিব আপনার নিজ পতি।
টেরেতে থাকিয়া টেটকারি দিয়া অক্রূর সে মহামতি॥
চণ্ডীদাস কহে টাটক হইয়া টারল গোকুলনাথ।
টিপানে জানিল টেরা হয়ে নাথ ছাড়ব গোপীর সাথ॥

মথুরায় শ্রীমতীকে স্মরণ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ বকুলতলায় বসিয়া মুরলীধ্বনি করিয়াছেন এবং মথুরা-নাগরীগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মুরলী তাঁহাদের মনোহরণ করিয়াছে। কাঁখে কনক গাগরি লইয়া জল ভরিবার ছলে বকুলতলে আসিয়া তাঁহারা বিতর্ক করিতেছেন, এ কি নবজলধর না অন্য কিছু? কেহ বলিলেন, মেঘ হইলে বৃষ্টি হইত, আমরা সিঞ্চিত হইতাম, ইত্যাদি। পবন দূত, ভ্রমর দূত ইত্যাদিও আছে, কিন্তু কোথাও কবিত্বের সম্বন্ধ নাই। এই কবির একটি উৎকৃষ্ট রচনা তুলিয়া দিতেছি, অনুকরণ করিতে গিয়াও কবির অক্ষমতা ধরা পড়িয়াছে। এই পদটিই বোধ হয় দীন চণ্ডীদাসের সর্বোৎকৃষ্ট পদ। তথাপি "ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি। পাখী হঞা উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি॥" এই পদের সঙ্গে কিংবা—"ধিক্ বহু জীবনে পরাধিনী যেহ। তাহার অধিক ধিক্ পরবশ নেহ॥" প্রভৃতি পদের সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না। আমরা এত বড় প্রকাণ্ড পুঁথিখানায় দ্বিজ বা বড়ু ভণিতার আক্ষেপানুরাগ বা বিরহের উৎকৃষ্ট পদগুলির একটীও পাইলাম না। আমাদের নির্বাচিত পদটী এই—

আর কি পুছসি বারে বার
সে নব নাগর বিনে সব সুখ দূরে গেল দেখি যেন সকলি আন্ধার॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যমুনা কদম্বতলা দেখিতে পরাণ ফাটে
শূন্য যেন কদম্ব কানন।
ঘর হইল বনবাস বিষের পুকুরে থাকি
হেনক লইছে মোর মন ॥
দারুণ শ্বাশুড়ি শুনে বঞ্চিতে না পারি ঘরে
কান্দিতে নারিয়ে কোন ছলে।
বিষম ননদী তায় আহুতি ভেজায়া দিয়া
সদা রাধা কান্দে কার তরে ॥
শুইলে সোয়াস্ত্য নাই ক্ষুধা দূরে গেল গো
কি মোর কহিস মন জ্বালা।
মুরলী বদন বিনে তিলেক না জিব আমি
কালা সে হিয়ার জপ মালা ॥
কে জানে এমন হব পরিণামে পরাভব
তবে কি করিব নব লেহা।
ভাবিতে গণিতে মোর পাঁজর হইল সারা
নিদান তেজিতে হইল দেহা ॥
মথুরা নগরে রহে তিলাঞ্জলি দিয়া তাহে
সে বড় কঠিন শ্যাম রায়।
হেনক করিয়ে সাধ পাখী হৈয়া উড়ি যাও
দীন চণ্ডীদাস পুন গায় ॥

পুঁথিখানির আদি অন্ত খণ্ডিত বলিয়া কবির কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। কবি যে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর পরবর্তী একথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পুঁথিখানি আলোচনা করিয়া কাব্যের বিষয়বস্তু, রচনারীতি ও আখ্যানমালা দেখিয়া কবির বয়স বেশী বলিয়া মনে হয় না। এখন হইতে কম-বেশী তিন শত বৎসরের মধ্যেই দীন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বীকার করিতে হয়। আচার্য নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের একজন শিষ্য ছিলেন—নাম চণ্ডীদাস। ইঁহার নরোত্তম-বন্দনার পদও পাওয়া গিয়াছে। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ কবি কাশীরাম দাসের এক পিতৃব্য ছিলেন—নাম চণ্ডীদাস।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাশীরাম, গদাধর ও কৃষ্ণদাস ইহারা তিন ভ্রাতাই কবি ছিলেন। এই দেববংশ বৈষ্ণব ছিলেন, অন্ততঃ বৈষ্ণব-ধর্মের এবং—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুরক্ত ছিলেন, এইরূপই মনে হয়। এই বংশের চণ্ডীদাস যদি রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক এক সুবৃহৎ কাব্যই রচনা করিয়া থাকেন, দেব-বংশের এইরূপ অধ্যবসায়, উদ্যম ও ধৈর্য স্বাভাবিক ধরিয়া লইয়া তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমি দীন চণ্ডীদাস ভণিতা-যুক্ত কোন কোন পদে পুরানো পুঁথিতে দেব চণ্ডীদাস ভণিতাও দেখিয়াছি। আলোচ্য পুঁথির একটি পদে 'নরহরি' নাম পাইতেছি। দীন চণ্ডীদাস কি শ্রীখণ্ডের শাখাভুক্ত ছিলেন? এ-সম্বন্ধে আরো অনুসন্ধান আবশ্যক। নরহরি উল্লেখযুক্ত পদটী এইরূপ—

চান্দনী রাতি চন্দনে ভরা অঙ্গ। গোপ নাগরী করে বেশ তরঙ্গ॥
বেশ বিভূষণ আভরণ ভার। নানা রঙ্গ তরঙ্গ অনিবার॥
গোপ নাগরী যত বেশ বনায়। রাধা মাঝে রূপ কহনে না যায়॥
নানা আভরণ কৌতুক কেলি। মুরলী নিশান দেয়ত বনমালী॥
শুনত শ্রবণে সঙ্কেত বোল। তব ধনী রমণী অথির ভেল ভোর॥
কোই হেরু গুরু দুরুজন পথ। ধাধসে নরহরি ভেল অনরথ॥
প্রতিজন ঘুমল জানল কাজ। সাজল কুঞ্জ নিকেতন মাঝ॥
চলল রমণীগণ রাইক মেল। রস পরসঙ্গে সভেই চলি গেল॥
ঐছনে হরষে চলল বরনারী। চান্দনী রাতি চলতহি ভোরি॥
গমন নব নব করু বরনারী। চণ্ডীদাস রস কহ তাহে ভোরি॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদ্যাপতি

রাজধানীতে একজন স্থপতি আসিয়াছেন। পূর্তশাস্ত্রে পারঙ্গম পণ্ডিত, আবার হাতে-হাতিয়ারেও কাজ করিতে সুদক্ষ। স্থপতির মালমসল্লার ভাগবাটোয়ারার হিসাব-নিকাশ যেমন নির্ভুল, মিশ্রণ-কৌশলের পারিপাট্য যেরূপ নিখুঁত, পরিকল্পনাও তেমনই মনোরম, আর কারুকলাও সেইরূপ চমৎকার। হাতে যাদুদণ্ড আছে। রাজ্যেশ্বর শিল্পীকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। রাজা, যুবরাজ, মন্ত্রী, রাজমহিষী, যুবরাজ্ঞী, মন্ত্রী-পত্নী, রাজসভাসদগণ, রাজ্যের জনসাধারণ সকলেই শ্রদ্ধায় সমাদরে শিল্পীকে আপনার জন করিয়া লইলেন।

রাজসভা হইতে নির্দেশ পাইয়া, রাজাবরোধ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া স্থপতি বিশ্রাম-নিকেতন, প্রমোদ-গৃহ গড়িয়া দেন, মনোরম আশ্রয় পাইয়া সকলেই সন্তুষ্ট। দিন যায়, ক্রমে শিল্পীর ভাবান্তর ঘটিল। আত্মসমাহিত স্থপতি নিরালা সাধনায় একদিন এক অপূর্ব ভবন রচনা করিলেন। উপকরণরাজির বস্তুপুঞ্জের সে কি সুসমঞ্জস সমাবেশ! নরনারী প্রাঙ্গণে আসিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিল। মানবের বিলাস-নিকেতন কখন দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে, শিল্পীর কিন্তু সাধনার বিরাম নাই। মন্দিরের লতাপাতা ফুল কোকিল ভ্রমর একদিন জীবন্ত হইয়া উঠিল। মন্দির কুঞ্জে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সহজ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মাধুর্যের যুগলবিগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় আসিয়া কুঞ্জে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই স্থপতি বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি অভিজাত বংশের সন্তান। তিনি বিদ্বান্, তিনি সুরসিক সামাজিক। বিদ্যাপতি একাধারে কবি, পণ্ডিত, লোকশিক্ষক, ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্ত-প্রণেতা, কাহিনী-রচয়িতা, স্মৃতির নিবন্ধকার এবং বিধি-বিধানের গ্রন্থ-লেখক। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, ভূয়োদর্শনে সুশিক্ষিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বিদ্যাপতি। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসজ্ঞতার, বুদ্ধির সঙ্গে মননশীলতার, ভূয়োদর্শনের সঙ্গে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের, সৌন্দর্যপ্রিয়তার সঙ্গে কালোচিত সুরুচি ও সংযমের মিলনে কবি-জীবন এক মহিমান্বিত সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি। রাজার, সভাসদবর্গের, এমন কি অন্তঃপুরিকাগণের সন্তুষ্টির দিকেও কবির সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সুতরাং তাঁহার কবিতায় বুদ্ধির চাতুর্য আছে, মনোবিলাসের কলাকৌশল আছে। আবার পাণ্ডিত্যের অনুরূপ ছন্দ-ঝঙ্কার ও ভাষার অলঙ্কারের সঙ্গে রসভাবোচ্ছলিত হৃদয়ের তরঙ্গ-হিল্লোলও আছে। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি এবং জনসাধারণেরও কবি। তিনি সংস্কৃত ছাড়িয়া প্রাদেশিক ভাষায়, জনসাধারণের ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন। মানুষের ভালবাসার কথা বলিয়াছেন, লৌকিক উৎসবের গান রচনা করিয়াছেন। দেশপ্রথার অনুকরণে, বংশানুক্রমের অনুসরণে হর-গৌরী-লীলার মহিমা গাহিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা-গানই কবির অভীপ্সিত বিষয়। এই গানে তাঁহার অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত ভাবলহরী ছন্দে বন্দী হইয়া আছে। এই গানে তিনি আপনার জীবনের সুর খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

বিদ্যাপতির রচিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাত্মক কতকগুলি গান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আস্বাদন করিতেন। তজ্জন্য ঐ সমস্ত গান একটি বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ ঐ গানের কয়েকটি বাঙ্গালা ভিন্ন অপর কোথাও পাওয়া যায় নাই। এমন কি কবির জন্মভূমি মিথিলার কোন একজন লোকও সে গান মনে করিয়া রাখে নাই। কোন পুরানো লেখকের পুঁথির পাতায় তাহার নিদর্শন মিলে না। কোন রাজকীয় গ্রন্থাগারেও তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐ একই কারণে গানগুলি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাপতির গানের অনুকরণ হইয়াছিল প্রচুর। অনেক বাঙ্গালী পদকর্তার পদ বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কিছুদিন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্বে একজন সম্পাদক কয়েকজন বিভিন্ন পদকর্তার পদ বিদ্যাপতির নামে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। পরে অবশ্য তাহার কিছু কিছু সংশোধিত হইয়াছিল। সর্বশেষ সংস্করণে এ বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। একজন বাঙ্গালী পদকর্তার উপাধি ছিল বিদ্যাপতি, ছোট বিদ্যাপতি। তাঁহার রচিত দুই-চারটি পদও বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে।

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলি প্রসিদ্ধ। কিন্তু মিথিলায় প্রচলিত নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদের সঙ্গে বাঙ্গালায় প্রচলিত বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদের পার্থক্য আছে। বাঙ্গালায় একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন নয়নানন্দ কবিরাজ। ইহার বয়ঃসন্ধির পদের প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস প্রণীত রঘুনন্দন-শাখা-নির্ণয় গ্রন্থে লিখিত আছে—

রঘুনন্দন শাখা নয়নানন্দ কবিরাজ।
যাঁর শাখা উপশাখায় ভরিল ভবমাঝ॥
বয়ঃসন্ধি রসে হয় যাহার বর্ণন।
ভাগ্যবান যেই সেই করয়ে স্মরণ॥

দুঃখের বিষয়—নয়নানন্দ কবিরাজ রচিত কোন পদই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ ঠাকুর একজন বিখ্যাত পদকর্তা। হয়তো ইঁহার পদের সঙ্গে নয়নানন্দ কবিরাজের পদ মিশিয়া আছে। আমি নয়নানন্দ ভণিতার একটি মাত্র বয়ঃসন্ধির পদ পাইয়াছি। ইহা কবিরাজ নয়নানন্দ রচিত বলিয়াই অনুমান করিয়াছি।

বিদ্যাপতি-পদাবলীর অধিষ্ঠানভূমি—মানবতার ভূমি। মানবীয় সুখ-দুঃখবোধই বিদ্যাপতির কবিহৃদয়ের অনুভূতির রংএ অনুরঞ্জিত হইয়াছে। এই অনুভূতির বৈশিষ্ট্যই বিদ্যাপতির কবিত্ব। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে বিদ্যাপতির অভিনবত্ব এক চিরন্তন চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। বয়ঃসন্ধির শুভ সন্ধিক্ষণেই বিদ্যাপতি আপনার অনুভূত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৌন্দর্যের ঘনীভূত বিগ্রহকে, শ্রীমতী রাধারাণীকে দেখিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দৃষ্টি পূজার দৃষ্টি না হইলেও উপাসনার দৃষ্টি। যেন অন্তরঙ্গ অন্তঃপুরিকার প্রণয়াঞ্চিত দৃষ্টি। মিথিলা অথবা নেপালে প্রাপ্ত বয়ঃসন্ধির পদগুলি হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত পদগুলি অধিকতর ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঊষার অরুণোদয়ে বিকাশোন্মুখ শতদলের প্রতিটি দল কবির দৃষ্টিসম্পাতে অভিনন্দিত হইয়াছে। শৈশবের নিদ্‌মহল হইতে কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যে আধ-তন্দ্রা আধ-জাগরণের রহস্যলোকে কবি ক্ষণেকের জন্যও কিশোরীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ড হাতে পাইয়া মণিকার যেমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে, কবি তেমনই করিয়া কিশোরী শ্রীরাধাকে অন্তর-বাহির কত দিক হইতে কত রূপে কত দিন ধরিয়াই না দেখিয়াছেন। আবার এই দর্শনের সার্থক পরিণতি ঘটিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে। গোধূলির ম্লান পাণ্ডুর আলোকে মন্দির হইতে পথে বাহির হইয়াছেন শ্রীরাধা। যৌবন-গরবিনী অলস মন্থরগমনে চলিতে চলিতে চঞ্চল কটাক্ষে ঈষৎ হাসিয়া পালটিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গিয়াছেন। যমুনা-সলিলে স্নানরতা শ্রীমতী, স্নানান্তে সিক্ত বসনে গৃহপ্রত্যাগতা শ্রীরাধা—এই অপরূপ সৌন্দর্যময়ীকে শ্রীকৃষ্ণ যখনই দেখিয়াছেন তখনই শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির সঙ্গে কবির দৃষ্টিভঙ্গী মিলিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছেন—না, শ্রীরাধা তাঁহাকে দেখা দিয়াছেন! শ্রীরাধার দেখা দিবার, নিজেকে দেখাইবার সে ভঙ্গীই বা কত অপরূপ, কত সুন্দর, কত মনোহারী।

প্রথম দর্শনে কিন্তু শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল না। কে যেন জোর করিয়াই দেখাইয়াছে। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

অবনত আনন কএ হম রহলিহু বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওঅল জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহু সঞে হঠে হটি মোঞে আনল ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ তইঅও পসারএ পাখি॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাধব বোললি মধুর বাণী সে স্নুনি মুহু মোঞে কান।
তহি অবসর ঠাম বাম ভেল ধরি ধনু পচবান ॥
তনু পসেবে পসাহনি ভাসলি পুলক তইসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি বাহু বলয়া ভাগু ॥
ভণ বিদ্যাপতি কম্পিত করহো বোলল বোল ন যায়।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন সাম স্নুন্দর কায় ॥

অপূর্ব চিত্র! মাধবের সহিত যখন দেখা হইল, আমি মুখ নীচু করিয়া রহিলাম। লোচন চোরকে বারণ করিলাম। (নয়ন চুরি করিয়া তাহাকে দেখিতে গেল। আমি নয়নকে নিবৃত্ত করিলাম।) কিন্তু চকোর যেমন চাঁদের দিকে ধায়, আমার নয়ন তেমনই প্রিয়-মুখরুচি পান করিবার জন্য ধাবিত হইল। সেখান হইতে জোর করিয়া আমি চোখকে হঠাইয়া আনিলাম, চরণের দিকে চোখ রাখিলাম। মধুপানোন্মত্ত মধুকর যেমন উড়িতে পারে না, তথাপি পক্ষ বিস্তার করে (তেমনই আমার চোখ চরণে লাগিয়া থাকিলেও বারংবার মাধবের মুখ দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল) মাধব কথা বলিল, আমি শুনিয়া কান বন্ধ করিলাম। সেই অবসরে পঞ্চবাণ মদন ধনু ধরিয়া আমার প্রতি শত্রুতা করিল, অর্থাৎ আমাকে আহত করিল। স্বেদে দেহের প্রসাধন ভাসিয়া গেল। এমন পুলক জাগিল কাঁচুলি চুন চুন করিয়া ফাটিয়া গেল। বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কর কম্পিত হইতেছে, বলিবার কথা বলা যায় না। রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ শ্যামসুন্দর-কায়।

কবিতাটি অমরুশতকের একটি শ্লোকের মর্মানুবাদ। তথাপি শ্লোকের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারি এ কবিতা মৌলিক রচনার মতই রসোত্তীর্ণ।

তদ্‌বক্ত্রাভিমুখং মুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়ো
স্তৎ সংলাপ কুতূহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পাণিভ্যাং চ তিরাবৃত সপুলকস্বেদোগ্‌মো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কিং করবাণি যান্তি শতধা মৎকঞ্চুকীসন্ধয়ঃ ॥

[অমরুশতক ১১ শ্লোক]

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুখোমুখি হওয়া মাত্র নামায়ে লইনু মুখ
আঁখি রাখি পায়ের উপরে।
তার মুখে দুটি কথা শুনিতে কি ব্যাকুলতা
তবু রই কর্ণ রুদ্ধ করে॥
রোমাঞ্চিত দুই গণ্ডে ফুটে ওঠে স্বেদবিন্দু
ঢেকে রাখি করতল দিয়া।
কিন্তু কি করিব সখি কাঁচুলিটা বুঝি মোর
ফেটে যায় শতধা হইয়া॥
(ডাঃ শ্রীবামাপদ বসুর অনুবাদ)

অমরুর এই শ্লোক কোন মানিনীর সখীর প্রতি উক্তি। আর বিদ্যাপতির পদটি পূর্বরাগে শ্রীরাধা বলিতেছেন সখীকে। বিদ্যাপতির পদ বর্ণনামাধুর্যে সমধিক সুন্দর হইয়াছে। আর একদিনের কথা; এই দিনই বিদ্যাপতির রাধার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আপনার মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

সামর সুন্দর এ বাট আএল তা মোরি লাগলি আঁখি।
আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে সবে সখীজন সাখি॥
কহা হি মো সখি কহা হি মো কথা এ তাহেরি বাসা।
দুরহু দুগুন এড়ি মৈঁ আবওঁ পুনু দরসন আসা॥
কি মোরা জীবনে কি মোরা জৌবনে কি মোরা চতুর পনে।
মদন বাণে মুরছলি আছঞো সহওঁ জীব অপনে॥
আধ পদে যে ধরইতে দেখল নাগর জনসমাজে।
কঠিন হিরদয় ভেদি ন ভেলে জাও রসাতল লাজে'॥
সুরপতি পাএ লোচন মাগওঁ গরুড় মাগওঁ পাখী।
নন্দেরি নন্দন মৈ দেখি আবওঁ মন মনোরথ রাখী॥

পদটিতে ভণিতা নাই। তথাপি চিনিতে কষ্ট হয় না যে এ পদ বিদ্যাপতির। শ্যামল সুন্দর এই পথে আসিল, সেই হেতু আমার চোখে লাগিল। অনুরাগপ্রাবল্যে অঞ্চলে (অঙ্গ) সাজানো হইল না, সখীগণ সঙ্গেই আছে। সখি আমাকে বল, আমাকে বল, কোথায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার অধিবাস (বাসস্থান), দ্বিগুণ দূর হইলেও পুনর্বার দর্শনের আশায় আমি ঐ দ্বিগুণ পথ এড়াইয়া আসিব (দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করিব)। আমার জীবনে, যৌবনে ও চতুরপনায় (চাতুরীতে) কি প্রয়োজন। মদনবাণে মূর্ছিত হইয়া রহিয়াছি। কোনরূপে জীবনের ভার সহ্য করিতেছি। সেই নাগর জনসমাজে অর্থাৎ লোকজনের সামনে আমাকে তাহার দিকে আধ পা আগাইতে দেখিল। (আমার) কঠিন হৃদয় ভিন্ন হইল না। লজ্জা রসাতলে গেল। ইন্দ্রের চরণে লোচন প্রার্থনা করি, গরুড়ের নিকট পাখা প্রার্থনা করি। মনোরথে মন রাখিয়া নন্দের নন্দনকে দেখিয়া আসি।

এই যে নন্দনন্দনকে দেখিবার জন্য অন্তরের আকুতি, এই যে দুর্নিবার আবেগমিশ্রিত কৌতূহল, ইহাই বিদ্যাপতির রাধার প্রকৃত স্বরূপ। দ্বিজ চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা শ্যামনাম শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছেন—"পাসরিব করি মনে পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়"—তাহাকে ভুলিতে চাই, ভুলিতে পারি না, কি উপায় হইবে সখি ? দ্বিজ চণ্ডীদাসের রাধা বলেন—"যেখানে তাহার বসতি, নয়নে দেখিয়া আমার যুবতিধর্ম কিরূপে রক্ষা করিব ?" আর বিদ্যাপতির রাধা বলেন—"আমায় বল সখি, আমায় বল কোথায় তাহার বাস, দ্বিগুণ দূর পথ এড়িয়াও আমি তাহাকে দেখিবার আশায় আসিব।" কিন্তু দেখিবার বিপদ্‌ও তো কম নয়। ছি ছি কি লজ্জার কথা—আমি শ্যামকে দেখিবার জন্য সকল লোকের সমক্ষেই যন্ত্র-চালিতার মত একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার অজ্ঞাতসারেই আধ পদ আগাইয়া গিয়াছিলাম, আর শ্যাম কিনা স্বচক্ষে তাহা দেখিল। না দেখিয়া থাকিতে পারি না, আবার দেখা না দিয়াও থাকিবার উপায় নাই। অথচ সামনাসামনি দেখার কত না বিড়ম্বনা ! বয়ঃসন্ধিতে, পূর্বরাগে, রসোদগারে বিদ্যাপতির রাধার এই একই চিত্র। উদ্ভিন্ন যৌবনের স্বভাবধর্ম এক সুশিক্ষিতা রাজকুমারীর হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া প্রিয়তমের প্রতি উন্মুখ হইয়াছে। অন্তরে বাহিরে অস্থিরতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তরে চঞ্চল প্রেম ধৈর্য জানে না, বাহিরে উচ্ছলিত যৌবন বাঁধ মানে না। গৃহে গুরুজন, বাহিরে প্রতিবেশী স্বজন, সমাজ। যমুনা যাইবার সঙ্কীর্ণ পথে দেখা হয়। কিন্তু নয়ন ভরিয়া দেখিবার সাধ্য নাই। দেখা দিবার বড় সাধ, কিন্তু সমাজের সহস্র চক্ষু নিরোধের উপায় নাই। এমনই দ্বন্দ্বের মাঝখানে একদিন মিলন ঘটিল। সখীগণ কত না সাবধানে গৃহের বাহির করিয়া, কত না যতনে সাধিয়া বুঝাইয়া বন্ধুর হাতে হাতে আনিয়া সঁপিয়া দিল। কিন্তু মিলন তো স্থায়ী হইল না। দেখিতে দেখিতে সুখের দিন ফুরাইয়া আসিল। আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাধব মথুরায় চলিয়া গেলেন। উৎসবময়ী কিশোরীর কলগান, তাহার নটন হিল্লোল মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। গোকুল ভরিয়া করুণার রোল উছলিয়া উঠিল, গৃহে গৃহে হাহাকার। কানু-বিরহাতুরা শ্রীরাধার সে কি মর্মন্তুদ বেদনা! যাতনা মরণাধিক, কিন্তু মরণ বোধ হয় মাধবের মতই অকরুণ!

বিদ্যাপতির মিলনের আনন্দ এবং বিরহের বেদনা, দুয়েরই পরিমাপ হয় না। আবার বিরহের পর মিলনের রাজকীয় সমারোহ, সে উৎসবও বোধ হয় তুলনাহীন। "আজু রজনী হম ভাগে পোহায়ল পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা" কোন্ বিদ্যাপতির রচনা জানি না। এ গান যিনিই লিখিয়া থাকুন, মৈথিল কোকিলের সঙ্গীতময়ী শ্রীরাধার সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। মিথিলার রাজসভাকবি বিদ্যাপতির শ্রীরাধাকে তিনি একান্ত নিবিড়ভাবেই চিনিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। চিত্রের এমন সুসঙ্গত চিত্রণ, উপক্রম-উপসংহারের এমন সুসমঞ্জস মিলন অতি অল্পসংখ্যক চিত্রকরের তুলিকাতেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় বিদ্যাপতির পদাবলী লইয়া বিশেষ আলোচনা হয় নাই। তথাপি অকুণ্ঠ অন্তঃকরণে একথা স্বীকার করিতেছি যে বিদ্যাপতি-সম্পাদনে কলিকাতা গ্রে স্ট্রীটের মিত্রগোষ্ঠী একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বর্গগত সারদাচরণের আরব্ধ ব্রত তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ৺শরৎকুমারের স্মরণীয় কৃতিত্বে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিনি রাজোচিত মর্যাদায় রাজসভা-কবিকে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ৺খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পদাবলীর পাঠ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কবির জীবন-কথা ও জীবন-কাল লইয়া আলোচনা করিয়াছেন—ডক্টর ৺বিমানবিহারী মজুমদার। এই সুসম্পাদিত গ্রন্থখানিকে আমরা বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের পক্ষ হইতে স্বাগত জানাইতেছি।

এই সংস্করণ সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক ছিল। কিন্তু এখানে তাহার স্থানাভাব। মাত্র একটী প্রসঙ্গে দুই কথা বলিব। বিমানবিহারী বলিতেছেন—"কবি প্রথম জীবনে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা লইয়া শৃঙ্গার রসের কবিতা লিখিলেও পরিণত বয়সে বৈষ্ণবীয় সাধনার রসে নিমগ্ন হইয়া রাধা-কৃষ্ণের লীলারস গান করিয়াছেন। বর্তমান যুগের মৈথিল পণ্ডিতেরা এই সহজ সত্যটী মানিয়া লইতে চাহেন না।" কিন্তু এজন্য মাত্র মৈথিল পণ্ডিতদেরই দোষ দেওয়া যায় না। অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিতও এই অভিমত পোষণ করেন এবং এই কথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে জয়দেব বিদ্যাপতি ইঁহারা পঞ্চোপাসক স্মার্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের মতানুবর্তী বৈষ্ণব না হইলেও ইঁহারা যে বৈষ্ণব ছিলেন—সেকালেও যে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারিত ছিল এবং যুগের অগ্রবর্তিরূপে অনেক সাধক অনেক কবি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, একথা অস্বীকার করিয়াই তাঁহারা বিশেষ একরূপ আনন্দ অনুভব করেন। তবে বিমানবিহারী যে আপন অভিমতের সমর্থনে বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন পদ দুইটী প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমি তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আচার্য শঙ্কর-বিরচিত স্তোত্রে যদি পাওয়া যায়—রচয়িতা বলিতেছেন—বাল্যে বালাভিলাষী জড়িত-জড়মতি বাল্যলীলায় প্রসক্ত ছিলাম, যৌবনে বিষয়বিষধরের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষদংশনে বিষাক্ত অন্তঃকরণে তোমাকে স্থান দিতে পারি নাই ইত্যাদি। আর সেই কথা ধরিয়া যদি তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যাই তাহা হইলে কোথায় গিয়া উপস্থিত হইব? যাঁহারা জনসাধারণের প্রতিনিধি, যাঁহারা জনসাধারণের পাথেয় রচনা করেন, তাঁহারা কি আপনাদের কথাই বলেন, না মানুষ যাহা অবলম্বন করিয়া যুগ হইতে যুগান্তরের পথে যাত্রা করিবে সর্বসাধারণের উপযোগী সেই শাশ্বত আশ্রয় রচনা করেন! বিদ্যাপতির আত্মনিবেদনের পদ বাঙ্গালা ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই পদ লইয়া বিদ্যাপতি-বিচার কতদূর যুক্তিযুক্ত, বিবেচনা করিতে বলি। বিদ্যাপতির রচিত প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেমের কবিতা, হরগৌরী-বিষয়ক কবিতা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার কবিতা লইয়া আলোচনা করিলেই বুঝা যায় কোন্ কবিতা রসসমৃদ্ধ, কোন্ কবিতায় বিদ্যাপতি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, কোন্ কবিতায় বিদ্যাপতি চিরজীবী এবং বিদ্যাপতির কোন্ কবিতা কালজয়ী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাঙ্গালী বিদ্যাপতি

একখানি পুঁথি পাইয়াছি, পুঁথিখানি খণ্ডিত। ৪২ পাতা হইতে ৫০ এবং ৫৬ পাতা হইতে ৬০, মোট এই ১৬ খানি পাতা আছে। পদাবলীর পুঁথি,—পুঁথির মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, যদুনাথ, জ্ঞানদাস, শ্যামানন্দ ও লোচন এই ছয়জন পদকর্তার পদ আছে। নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগাদি অবস্থার লক্ষণ বর্ণনার পর তাহারই উদাহরণস্বরূপ এক একজন পদকর্তার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা বা লিপিকরের কোনো পরিচয় নাই।

অত্র পদং বলিয়া প্রথমেই এই পদটি আছে,—শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ ॥

"অম্বর হেরি রহল ধনি সম্বিত কম্পিত ঘন ঘন অঙ্গ।
বাহু পশারি ধাই ধরু কাকরু কো বুঝে মরম তরঙ্গ ॥
সুন্দরী হাসি বচন কঁহু থোর।
নিল অঞ্চল লই সঘনে আলিঙ্গই নয়নে অঝরে ঝরো লোর ॥
কি শুনিলুঁ কি করলুঁ কো জানে কৈছন ঐছন পুন কহে বাত।
দরশন পরশে সরস মন মানস কোই করব হাত হাত ॥
অধমুখ হোই রহই কুল কামিনি ভাবিনি ভাব গভীর ॥
বিদ্যাপতি ভণ মরমহি জাগত অদভূত শ্যাম শরির ॥ ১ ॥
তত্রৈব ॥

নিশি দিবী ভাবি ভবনে ধনি রহই।
দারুণ মদন দহনে তনু দহই ॥
সুন্দরী আকুল পরাণ।
মরম কি দুখথ কোই নাহি জান ॥
ঘন তনু কম্পই ঝম্পই কাম।
মনে মনে সঘনে জপয়ে প্রিয় নাম ॥
কানু কমল তনু অতুল উজোর।
স্মঙরিতে মনোহি নয়নে বহে লোর ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সখিগণ পরশে সরস যদি হোই।
মনোমথ হৃদয়ে বিদারই সোই ॥
রেণু পর পতই সোতই খিতি মাঝ।
উঠইতে লোটই ঘটই বহু লাজ ॥
সখিগণ দেখি নিমিখ নাহি ছোড়।
বিদ্যাপতি ভণ ঘন তনু মোড় ॥ ২ ॥

ইহার পর গোবিন্দদাসের বিখ্যাত—"ঢল ঢল সজল জলদ তনু সোহন মোহন অভরণ সাজ" এই পদটি আছে।

অথ কৃষ্ণস্য পূর্বরাগ ॥ পদম্ ॥
"রতন মন্দির মাঝে বৈঠল সুন্দরী"

গোবিন্দদাসের পদ ॥ ইহার পরই বিদ্যাপতির পদ।

রাই কো পেখি উপেখি জগ ভাবিনি ভাবি রহই হৃদি মাঝ।
এ অপরূপশী কো নিরমায়ল কো বিধি বিদগধ রাজ ॥
মাধব মদন দহনে তনু ভোর।
ক্ষেনে ক্ষেনে উঠই মূরুছি তনু লোটই সুবল সখা করু কোর ॥
মরম সখাসনে সকল নিবেদন কিয়ে ভেল পাপ পরাণ।
তছু মুখ নিরখি তরখি জীউ জায়ত কতহিঁ করব সমাধান ॥
অরুণিম অধরে সুধাকত বরিখত বচন অমিয়া তছু মাঝ।
হেন মনে হোই চরণে ধরি রোদই পরিহরি গৌরব লাজ ॥
সো নাহি পায়ল বিধি না ঘটায়ল পুন যদি অনুকুল হোয়।
বিদ্যাপতি ভণ এই নিবেদন আনি মিলায়বি মোয় ॥ ৫ ॥

উদ্ধৃত পদে সুবল সখার নাম প্রমাণিত করে, পদটি বিদ্যাপতির নহে।

শুনহে সুবল সখা আর কি হইব দেখা
পাষরিতে নারি সুধামুখি।
এ কথা কহিব কায় কেবা পরতীত যায়
মোর প্রাণ আমি তার সাখি ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সখা হে ভাবিতে গুণিতে তনু শেষ।
না জানি কি করে বিধি যদি কার্য্য নহে সিদ্ধি
আনলে করিব পরবেশ॥
শুনিয়া সুবল কয় কিছু না করিহ ভয়
অবিলম্বে আনি দিব তারে।
পুরাব তোমার আশ তবে সে জানিবে দাস
বিলাস করিবে রসভরে॥
কর যোড় করি শ্যাম সখায় করে পরনাম
ইহ লোকে তুমি মোর বন্ধু।
বিদ্যাপতি বোলে রাখ রাঙ্গা পদতলে
এইবার তরাহ ভবসিন্ধু॥

বলা বাহুল্য, মৈথিল বিদ্যাপতির পদে সুবলসখার স্থান নাই।

পদগুলি একই বিদ্যাপতির লেখা। একই পুঁথিতে এইরূপ উদাহরণের মধ্যে ইহাই স্বাভাবিক। এই সমস্ত পদ নগেনবাবুর 'বিদ্যাপতি' অথবা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পদকল্পতরুর সঙ্গে মাত্র একটী পদের মিল আছে। পদগুলি মিথিলার বিদ্যাপতির নহে। ইহাও সম্ভব নয় যে কোনো 'জয়গোপাল' নিজের রচনা বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া দিয়াছেন। কারণ, বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে অনুকরণ চলিতে পারে না। পরিচয় থাকিলে অন্ততঃ ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়া ভণিতা জুড়িবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। বাঙ্গালায় পদ লিখিয়া বিদ্যাপতির নামে চালাইতে চেষ্টা করিবার মত নির্বুদ্ধি জয়গোপালেরা নহেন। বাঙ্গালায় লেখা আরো অনেক পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় আছে। সহজ-সাধনের পদের অনুরূপ পদও বিদ্যাপতির ভণিতায় পাওয়া যায়। এই সমস্ত পদ আলোচনা করিয়া মনে হয় 'বিদ্যাপতি' উপাধিযুক্ত কোনো বাঙ্গালী পদকর্তা ছিলেন। এ অনুমানের বেশ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও আছে। প্রমাণ এই—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীখণ্ডের রামগোপাল চৌধুরী বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁহার 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থের নাম রসজ্ঞ সমাজে সুপরিচিত। ইনি শ্রীখণ্ডের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য। ইঁহারই পুত্র পীতাম্বর দাস রসকল্পবল্লীর কোরক লইয়া রসমঞ্জরী রচনা করেন। রামগোপাল দাস (দাস ইঁহাদের বৈষ্ণবোচিত দীনতার পরিচায়ক) "বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে" রসকল্পবল্লী রচনা শেষ করিয়াছিলেন। অঙ্গ শব্দে ষড়ঙ্গ, অষ্টাঙ্গ এমন কি নবধা ভক্তি-লক্ষণ ধরিয়া নবাঙ্গও বুঝাইতে পারে। এই হিসাবে ১৫৯৫ শকাব্দ হয়। ইঁহার রচিত 'শ্রীখণ্ডের (নরহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দন সরকার ঠাকুরের) শাখা নির্ণয়' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে—শ্রীরঘুনন্দনের শাখা গণনায় ইনি লিখিয়াছেন—

'কবিরঞ্জন' বৈদ্য আছিলা খণ্ড বাসি।
যাহার কবিতা গীতে ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দড়॥

পদং যথা—
শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ ইত্যাদি।

গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্‌বিলাসঃ।
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবিকালিদাসঃ॥
রূপেষু নির্ভর্ৎসিতপঞ্চবাণঃ।
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্বকলানিধানম্‌॥

ইহা হইতে বুঝা যায় শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বৈদ্য সুকবি ছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাপতি উপাধি ছিল। লোকে তাঁহাকে 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিত। মিথিলার বিদ্যাপতিরও 'নব জয়দেব' উপাধি ছিল এবং কবিতায় তিনি সে উপাধি ব্যবহার করিতেন। "সুকবি নব-জয়দেব ভণিওরে" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, শ্রীখণ্ডের কবি বিদ্যাপতি উপাধি ব্যবহার করিতেন বলিয়াই লোকে তাঁহাকে 'ছোট বিদ্যাপতি'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিত। অবশ্য 'নব-জয়দেবে'র মত কবিতায় কিছু নিজে নিজে 'ছোট বিদ্যাপতি' ভণিতা দেওয়া যায় না। ইহার নাম 'কবিরঞ্জন' অথবা 'কবি-রঞ্জন' অর্থাৎ নাম শুধুই রঞ্জন, লেখক বলিবার সময় কবিরঞ্জন বৈদ্য বলিয়াছেন—সন্দেহ হয়। শ্লোকে কবিরঞ্জন বলিতে গেলে ছন্দ-ভঙ্গ হয়, তাই বোধ হয় শ্রীরঞ্জন বলা হইয়াছে। ইহার অনেক গানে কিন্তু কবিরঞ্জন ভণিতা আছে। "শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ" পদটি উদ্ধৃত করিতেছি। পদটিতে শ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে—

শ্যাম গৌরবরণ একদেহ।
পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ ॥
সৌরভে আগর মুরতি রস সার।
পাকল ভেল জম্বু ফল সহকার ॥
গোপ জনম পুন দ্বিজ অবতার।
নিগমে না জানয়ে নিগুঢ় বিহার ॥
প্রকট করল হরিনাম বাখান।
নারি পুরুখ মুখে না শুনিয়ে আন ॥
ত্রিপুরাচরণ কমল মধুপান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান ॥

কোন কোন পুঁথিতে এই পদ কবিশেখরের নামে আছে। কবিশেখরও শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য, সুতরাং কোন লিপিকর-কর্তৃক এরূপ পরিবর্তন আশ্চর্যের বিষয় নহে। পদটি পদকল্পতরুতে আছে।

যে বিখ্যাত পদটির ব্যাখ্যা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদের আর অন্ত নাই, সেই "চরণ নখ রমণি রঞ্জন ছাঁদ" পদটি এই শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের। নগেনবাবু তাঁহার বিদ্যাপতি পুস্তকে পদটি "চরণ-নখর মণি রঞ্জন ছাঁদ" এই আকারে গ্রহণ করিয়া বিদ্যাপতির ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন এবং বহুবিধ ব্যাখ্যা বিস্তার করিয়াছেন। রামগোপাল দাস—সংক্ষেপে গোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে এই পদ কবিরঞ্জনের ভণিতায় গ্রহণ করিয়াছেন। রসমঞ্জরীর ভণিতা—

কহ কবিরঞ্জন শুন বরনারি।
প্রেম অমিয়-রসে লুবুধ মুরারি ॥

পিতা যে কবিরঞ্জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন, পুত্রের পুঁথিতে তাঁহারই পদ উদ্ধৃত হইয়াছে,—অন্ততঃ এই কবিরঞ্জনের ভণিতায় এইরূপই মনে হয়। উভয়েই শ্রীখণ্ডবাসী। মিথিলায় বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন ভণিতার কোন পদ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এমনও হইতে পারে যে, শ্রীখণ্ডের কোন অনুরক্ত লিপিকর কবিরঞ্জন নাম তুলিয়া ভণিতায় বিদ্যাপতি উপাধি জুড়িয়া দিয়াছেন।

পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতায় এই কয়েকটি পদ আছে—

১। আর কবে হবে মোর শুভখন দিন
২। কি কহব রে সখি আজুক বিচার
৩। কি পুছসি রে সখি কানুহ নেহ
৪। পুরুখ রতন হেরি মন ভেল ভোর
৫। উদসল কুন্তল ভারা
৬। কি কব রাইয়ের গুণের কথা
৭। আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যাওব

আমার পুঁথিতে

১। সুরচন বেশ বয়েস নব কৈশোর
২। শুন গো রাজার ঝি
৩। শুন ধনি রমণি শিরোমণি রাধে
৪। যতন করিয়া হরি
৫। সখিগণ আপন করু
৬। শ্যাম নাম যবে
৭। ধনি ভেল মানিনী
৮। সুন্দরি দূরে কর মান দুরন্ত
৯। বিমুখ দেব যব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১০। নিরসল চিত ভীত মানি
১১। সহচরি বচন শ্রবণে যব শুনল
১২। কেনে বা পোহাল্য নিশি
১৩। হোর দেখ বরজ-রাজ-কুলনন্দন
১৪। মাধব বিপিনে গমন
১৬। বেলি অবসানে বসিল ধনি
১৬। হরি যব রথপর
১৭। হোর দেখ গকুল
১৮। মাধব করে ধরি বহুত
১৯। মাধব রথপর যব
২০। তীন কারণ তীন খোঁয়াঙলু
২১। শ্যামরু শোকে সিন্ধু নিরমাওল

অথ কৃষ্ণস্য দূতী গমনং—

শুন গো রাজার ঝি কহিতে আসিঞাছি।
কানু হেন ধনে বধিলে পরাণে এ কাজ করিলে কি ॥
বেলি অবসান বেলে তুমি গিঞাছিলে জলে।
তাহারে দেখিঞা মুচকি হাসিঞা ধরিলে সখির গলে ॥
দেখি তুয়া মুখ ছান্দে স্থির নাহি প্রাণ কান্দে (বান্ধে ?)
তুরিতে গমন চিনিতে নারিলাম উহাই বলিয়া কান্দে ॥
গোপতে বরত সেবি বর দিল দেবাদেবী।
থুরি দরশনে আস না পুরল ভণে বিদ্যাপতি কবি ॥ *

---

* পদকল্পতরুতে এই পদটী যে আকারে আছে—

শুনলো রাজার ঝি, তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলে এ কাজ করিলে কি ॥
বেলি অবসান কালে কবে গিয়াছিলে জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া ধরিলি সখির গলে ॥
দেখাইয়া বয়ান চান্দে তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুঁহু তুরিতে আওলি লখিতে নারিল ওই ওই করি কান্দে ॥
হৃদয় দরশি থোর, তার মন করি চোর।
বিদ্যাপতি কহে শুনলো সুন্দরি কানু জিয়ায়বি মোর ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাদের বহুদিনের সন্দেহ ছিল—বিদ্যাপতি দুইজন। নহিলে বিদ্যাপতির নামে এই বাঙ্গালা পদ বা তথাকথিত ব্রজবুলির পদগুলি কে রচনা করিল ? তারপর রামগোপাল দাসের শাখা-নির্ণয় দেখিয়া এই সন্দেহ দৃঢ় হয়। এখন বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এই পদগুলি দেখিয়া প্রতীতি হইয়াছে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিই এই সমস্ত পদের রচয়িতা। কবিরঞ্জন ভণিতার পদগুলিও আমাদের অনুমানের সমর্থন করিতেছে। পদাবলী-সাহিত্যে কবিরঞ্জন নামধারী বা উপাধি-ধারী কোনো দ্বিতীয় কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কবি ঠাকুর রঘুনন্দনের সমসাময়িক। এই সময়েই রায়-শেখর জ্ঞানদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণ বর্তমান ছিলেন। সে আজ প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বের কথা।

কবির কবিত্ব-পরিচয় হিসাবে আর কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দুই-তিন রকমের পদ, কোনটাই বাছাই নয়।

অথ সখী ভর্ৎসন—

সখিগণ আপন করি হাম জান ;
অন্তর বাহির না কহিল ভাণ॥
স্ত্রীবধে যা কর ভয় নাহি হোয়।
তা কর আগে সোঁপিল মোয়॥
পহিলহি আদর নয়ন বিভঙ্গ।
করইতে কোর আনল ভেও রঙ্গ॥
এ সকল হামে সহা নাহি জায়।
পিরিতি পুরুখ সনে কো করু চায়॥
বিদ্যাপতি কহ অব নাহি জান।
সুপুরুখ লাগি তেজবি নিজ প্রাণ॥

ভবন বিরহ—

কেনে বা পোহাল্য নিষি দিশী কেনে আইল।
ভাবিয়া মরিব কত বিপরিত হৈল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সখি হে কি কহিব কহ।
প্রবোধ না মানে চিত করে দহ দহ ॥
গুরু গরবিত কত কহে কুবচন।
না করে আঁখির আড় নিজ পতি জন ॥
বিহানে যাইব বন্ধু আসিব জাগিনি।
কত না চাহিব পথ কুলের কামিনি ॥
বিদ্যাপতি কহে এই লয় মোর মনে।
করহ যুগতি বন্ধু না জাও গহনে ॥

ভবন বিরহ—(মাথুর)

বেলি অবসানে বসিল ধনি।
কেনে বা কি লাগি আকুল প্রাণি ॥
যেন কেহু কার করিল চুরি।
মারিতে আইসে তরাসে মরি ॥
জন ধন গৃহ না লয় মনে।
কি জানি কি লাগি এমনি কেনে ॥
হেনই সময়ে বাজিল ঢেড়ি।
ফুকারিঞা কহে সকল বাড়ি ॥
প্রভাতে উঠিয়া গকুল বাসি।
দধি দুগ্ধ ঘৃত পুরিঞা রাসি ॥
কৃষ্ণ বলরাম লইয়া সঙ্গ।
মথুরা যাইবে না হয় ভঙ্গ ॥
সুনিঞা বজর পড়িল শিরে।
বষন ভিজিল আঁখের নীরে ॥
পিছলে চলিতে পড়িয়া গেল।
জনু হৃদিমাঝে রহিল শেল ॥
বহিয়া যাইতে ডুবিল তরী।
ঐছন জানব বরজ নারী ॥
কি হবে কি হবে ক্রন্দন ধনি।
মুরুছি পড়ল রমণি মণি ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চেতন পাইঞা উঠিল রাই।
কহিছে কিরূপে রহে মাধাই॥
বুক মুখ বাঞা পড়িছে লোর।
কবি বিদ্যাপতি কান্দিয়া ভোর॥

শ্যামরু শোকে সিন্ধু নিরমাওল তথিপর আনল ডারি।
সব গুণে হারল যো কছু রহি গেল হৃদি কম্পিত বরনারী॥
সখি হে অব নাহি মিলব কান।
গোপতি নন্দন সো কাহে মারব আপহি তেজব পরাণ॥
গিরি তনয়াধব কতহিঁ নাম লব জপি জপি জীবন শেষ।
নিজ বসন লাগে আগি সব রজনী দশমি দশা পরবেশ॥
অমরাবতি পতি ঘরণি গুণদ্বয় যদি মঝু হোয়ত মাই।
বিদ্যাপতি ভণ ভাবি মরব কাহে না মিলল নিঠুর মাধাই॥

'গোপতি নন্দন' ইত্যাদির ব্যাখ্যা বোধ হয় এইরূপ হইবে—"সেই রাখালের হাতে কেন মরিব, আপনিই প্রাণত্যাগ করিব। (কামের ভয়ে কামারি) গঙ্গাধরের নাম আর কত লইব, জপিতে জপিতে প্রাণ শেষ হইয়া গেল। (অমরাবতীর পতি ইন্দ্র, তাঁহার ঘরণী শচীদেবী। গুণদ্বয় অর্থাৎ দ্বিতীয় গুণ রজঃ, লেখক রজ ধরিয়াছেন) শচীরজ অর্থাৎ শচী-অঙ্গজ শ্রীগৌরাঙ্গদেব যদি আমার হন (তবে) বিদ্যাপতি কহিতেছেন নিঠুর মাধাই না-ই বা মিলিল, কি জন্য ভাবিয়া মরিব।"

এই পদ হইতে বুঝিতে পারা যায় এই বিদ্যাপতি শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত এবং তাঁহার পরবর্তী কবি। সুতরাং আমরা যে আন্দাজ করিয়াছি, এই বিদ্যাপতিই শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি—এ পদে তাহারও কিছু সমর্থন পাইতেছি।

মহানস ব্রজভূমি মাহ।
কয়লহি ভাবরসে স্বাদু সুধাধিক যোগিনি পাক নিরবাহ॥
অগম যোগস্থল কো পরবেশব রোয়ে অমর নরবৃন্দ।
ভোখ পিয়াসে কোন বিলাওব তুলহ অমিয় মকরন্দ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জগ ভরি জয় জয় নদিয়া মহাকাশে উয়ল গউর বর ইন্দু।
দূরে গেও উচ নীচ ভাসল ত্রিভুবন উছলল কৌমুদী সিন্ধু।
অভেদ সুর নর শ্বপচ দ্বিজবর সুচির অনর্পিত প্রেমা।
অঞ্চলে পাওল গোলক বৈভব রঙ্ক নিঃশঙ্কিত হেমা।
পাই পরমান্ন দীন অধমজন ধনি ধনি কলিযুগ বন্দে।
কবিরঞ্জন ভন ঐছে নিবেদন রঘুনন্দন পদ দন্দে।

১৩৩৭।১৮......

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরূপ গোস্বামী

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর সঙ্গে বাঙ্গালার কীর্তনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। শ্রীপাদ রূপের উজ্জ্বল নীলমণির সূত্রানুসরণেই কীর্তনের রসপর্যায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমকালীন এবং পরবর্তী পদরচয়িতৃগণ সকলেরই অবলম্বন উজ্জ্বল নীলমণি। নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, পূর্বরাগাদির বিবরণ, সখা-সখীগণের পরিচয় প্রভৃতি অসংখ্যাত বিষয়ের সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে উজ্জ্বল নীলমণির মধ্যে। পদরচয়িতৃগণ তথা কীর্তনীয়াগণ সকলেরই উপজীব্য এই গ্রন্থখানি শ্রীরূপের স্মরণীয় অবদান। শ্রীরূপের সংগৃহীত পদ্যাবলী হইতেও বহু পদকর্তা স্ব-রচিত পদের বিষয় ও ভাবসম্পদ্ আহরণ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গৌড়ের স্বাধীন সুলতানের বিশ্বস্ত রাজবল্লভ ছিলেন। অতুলনীয় ঐশ্বর্য সর্বজনবাঞ্ছিত পদমর্যাদা এবং বিলাস-ব্যসন ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ পরিত্যাগপূর্বক দুই ভ্রাতাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করেন। উভয় ভ্রাতাই বিদ্বান্ ছিলেন। সনাতন যেমন ব্যবহারশাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন, রূপ ছিলেন তেমনই রসশাস্ত্র-প্রবীণ, স্বাভাবিক কবিত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব ছিলেন কবি এবং দার্শনিক। আমি সংক্ষেপে শ্রীরূপের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

যে প্রস্থানত্রয়ের উপর ভারতীয় মানব-ধর্ম—শাশ্বত ও সনাতন হিন্দুধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই তিনটির নাম শ্রুতিপ্রস্থান (উপনিষৎ), ন্যায়-প্রস্থান (বেদান্ত) ও স্মৃতি-প্রস্থান (গীতা)। অভিনব চতুর্থ প্রস্থানের উদ্গাতা রসভাবের সমন্বয়মূর্তি প্রেমবিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভু। চতুর্থ প্রস্থান রস-প্রস্থান, এই প্রস্থানের ব্যাখ্যাতা শ্রীরূপ গোস্বামী। প্রস্থান অর্থে গতি।

আচার্যগণের মতে—শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনাং ॥ জন্ম শক ১৪৩১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৃহী ২২॥ শ্রীবৃন্দাবনে ৫৩॥ বয়ঃ ৭৫॥ অপ্রকট তিথি শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী॥

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান নবদ্বীপ নগর আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছেন। আপন অসামান্য ব্যক্তিত্বে অধিকাংশ হিন্দু সন্তানকে একতাবদ্ধ করিয়াছেন, রাজনীতিকে অন্তরালে রাখিয়া তাহারই সমান্তরালে সামাজিক আন্দোলনে শৌচ সদাচারের প্রবর্তনপূর্বক হিন্দুধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথে অবাধ গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদ গৌড়-দরবারকে সচকিত করিয়াছিল। বঙ্গেশ্বর সুলতান হুসেন শাহ সংবাদ রাখিতেছিলেন আপন স্বার্থে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, আর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ সংবাদ রাখিতে-ছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে। হিন্দুর এই জাতীয় অভ্যুত্থান ভ্রাতৃদ্বয়কে আশ্বস্ত ও আশান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। কাজীদলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, পরের পর সংবাদে তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণে দুই ভাই-ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। অতঃপর রামকেলিতে বহু-প্রত্যাশিত সন্দর্শন। এবং চরমুখে মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া কনিষ্ঠ বল্লভকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগে গিয়া শ্রীরূপের মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ বাঙ্গালার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা।

আচার্য ভরত হইতে বিশ্বনাথ কবিরাজ পর্যন্ত কোন আলঙ্কারিকই ভক্তিকে রস বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুই প্রথম জগতে এই অভিনব বার্তা বহন করিয়া আনিলেন—প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। ভক্তিই প্রেমের বীজ। এমন কি "সা কস্মৈ পরমপ্রেম-রূপা"। ভক্তিই শৃঙ্গার-রসরাজকে শ্রীমণ্ডিত করে। ভজন প্রবৃত্তিই আদিরসকে উদ্রিক্ত করিবার হেতু। এই ভক্তি তথা প্রীতিই মানবের সহজাত বৃত্তি। এই বৃত্তি শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলেই কুল পবিত্র এবং জননী কৃতার্থা হন। ভক্তিই রস। রসের আস্বাদনেই আনন্দ। আনন্দই ব্রহ্ম। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর পদপ্রান্তে বসিয়া এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি এবং বিদগ্ধ-মাধব ও ললিত-মাধবে শ্রীরূপ এই তত্ত্বই আপন অতুলনীয় কবিত্ব ও রসবিশ্লেষণী প্রতিভায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারত-বিখ্যাত দার্শনিক এবং কবি শ্রীজীব ষট্‌সন্দর্ভে এই তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—অতি দক্ষতার সঙ্গে, পরিস্কৃত সুবিস্তীর্ণ পরিসরে। শ্রীজীব শ্রীরূপেরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্রয়াগে গিয়া সানুজ শ্রীরূপ দেখিলেন শ্রীমাধবমূর্তি দর্শনে ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভু প্রেমভরে নৃত্য করিতেছেন। নাচিতেছেন আর দুটি হেমদণ্ড-বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া মধুর কণ্ঠে উচ্চ হরিধ্বনি করিতেছেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে—সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগে নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥

মহাপ্রভু প্রকৃতিস্থ হইলে নৃত্য-কীর্তনের বিরাম ঘটিল। এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ প্রভুকে ভিক্ষার আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। এই বিপ্রগৃহেই শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম মহাপ্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। প্রয়াগে দশ দিন মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে মহাপ্রভু পুরীর পথে বারাণসী যাত্রা করিলেন। প্রয়াগ হইতেই শ্রীরূপের বৃন্দাবন-যাত্রা।

বৃন্দাবন হইতে অনুপমকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরূপ গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। গৌড়েই অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি ঘটে। বোধ হয় এই সময়ই এক বৎসর শ্রীরূপ গোস্বামীর গৌড়ে বিলম্ব হইল।

কুটুম্বেরে স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥
গৌড়ে যত অর্থ ছিল সব আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে সব বাঁটি দিল॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সব মন কথা গোসাঞী করি নির্বাহন।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥

বৃন্দাবন হইতে পুরীধামে আসিয়া শ্রীরূপ এক সময় দশ মাসকাল মহাপ্রভুর সঙ্গসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। আসিবার সময় পথেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ লীলার নাটক রচনার নান্দী শ্লোকাদি লিখিয়া রাখিতে-ছিলেন। সত্যভামাপুর গ্রামে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন—"আমার পৃথক্ নাটক রচনা কর"—স্বপ্নে আদেশ দিতেছেন দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণমহিষী দেবী সত্যভামা। পুরীতে আসিলে মহাপ্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণকে বাহির নাহি কর ব্রজ হইতে"। এইজন্যই তিনি দুইটি পৃথক্ নাটক রচনা করেন—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব।

পুরীতে আসিয়া দুই ভাই-ই ব্রহ্ম-হরিদাসের কুটিরে অবস্থান করিতেন। হরিদাস, রূপ ও সনাতন কোনদিন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। তজ্জন্য তাঁহাদের কোন অনুযোগ, দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল না। শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শনপূর্বক প্রণাম করিতেন। নিত্য দর্শন লাভ হইত শ্রীমহাপ্রভুর, তিনি সমুদ্রস্নানের পথে প্রতিদিন হরিদাসের কুটীরে আসিয়া ইঁহাদিগকে দর্শন দিয়া যাইতেন।

শ্রীরূপ অবস্থিতি করিতেছেন হরিদাস-কুটিরে। স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়ের সঙ্গে প্রভু নিত্য আসিয়া মিলিত হইতেছেন। রূপের নাটক লইয়া আলোচনা চলিতেছে। একদিকে দিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বুধির উদ্বেলিত তরঙ্গভঙ্গে চঞ্চল বারিবিস্তার, অপরদিকে অযুত কণ্ঠের জয়ধ্বনি-মুখরিত দারু-ব্রহ্মের গগন-গৌরবস্পর্ধী ধীর স্থির শ্রীমন্দির। মধ্যে ব্রহ্ম হরিদাসের পুষ্পোদ্যানে রসভাব-মিলিত মূর্তি জঙ্গম-ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া রসিক ও ভাবুকবৃন্দের আলোচিত কৃষ্ণলীলার উচ্ছলিত রসমাধুর্য। উপলক্ষ রূপ ও রূপের দুইটি নাটক।

সনাতনের ত্যাগ-বৈরাগ্য ছিল অনন্যসাধারণ। মাধুকরী-বৃত্তিতে জীবনধারণ, এক এক বৃক্ষের তলে এক একদিন শয়ন। কন্থা করঙ্গ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাত্র সম্বল, দৈন্যের অবতার। শ্রীজীব শ্রীরূপের নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীজীব আকুমার ব্রহ্মচারী। পাণ্ডিত্যে, কবিত্বে, রসজ্ঞতায় তিনি পিতৃব্যদ্বয়েরই সমকক্ষ ছিলেন। শ্রীরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া সংশোধন করিতে দিতেন শ্রীজীবকে। রূপ-সনাতনের প্রাণপ্রতিম ছিলেন শ্রীজীব।

একদিন এক দিগ্বিজয়ী আসিয়া শ্রীরূপকে বলিলেন, আমি আপনার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতে চাই। বিচারে জয়পরাজয় নির্ণীত হইবে। বিবাদ না করিরা শ্রীরূপ পরাজয় স্বীকারপূর্বক তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। যমুনা হইতে স্নানান্তে ফিরিবার পথে দিগ্বিজয়ীর জয়োল্লাস এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া জীব পথে দাঁড়াইয়াই তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিয়া জয়পত্রখানি কাড়িয়া লইলেন। এই অপরাধে শ্রীরূপ শ্রীজীবকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—একখানি জয়পত্র পাইয়া তিনি কত আনন্দিত হইয়া গিয়াছিলেন! জয়পত্র কাড়িয়া তুমি তাঁহাকে সেই আনন্দে বঞ্চিত করিলে। অপরের এই আনন্দ তোমার সহ্য হইল না। অভিমান তুমি আজিও ত্যাগ করিতে পারিলে না। আমি আর তোমার মুখ দেখিব না। অপরাধ বুঝিতে পারিয়া শ্রীজীব প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করেন। অবশেষে শ্রীসনাতনের অনুরোধে শ্রীরূপ শ্রীজীবকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ও পিতৃব্যের পুনর্মিলন ঘটিয়াছিল। নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকররূপে শ্রীরূপ আজিও ভারতের এক বৃহত্তর সম্প্রদায়ের বন্দনীয় পুরুষ।

(৩)

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি সুপণ্ডিত সজ্জনগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-বিগ্রহরূপেই পূজা করিয়া গিয়াছেন। অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যদেব প্রকটকালের মধ্যে ভগবান্‌রূপে পূজা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা শ্রীরূপ-প্রণীত তিনটি শ্রীচৈতন্যাষ্টক ও নাটকাদির অভীষ্ট নমস্কারাদির আলোচনা করিলেই আপন ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অবতার-গ্রহণের যে তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছিলেন, শ্রীরূপাদি সেই তত্ত্বেরই সাধনা করিতেন। শীর্ষোদ্ধৃত স্তবে শ্রীরূপ বলিতেছেন—যে লীলাকৌতুকী ভগবান্ অনির্বাচ্য মধুর রস আস্বাদন জন্য নিজ প্রণয়িগণের রসরাশি অপহরণপূর্বক তাঁহাদের অঙ্গকান্তিতে আকার গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরতনু আমাদিগের প্রতি অতিশয় কৃপা বিতরণ করুন।

শ্রীরূপ বলিয়াছেন—"গতির্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিতনবদ্বীপমহিমা"। টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিতেছেন—"নবদ্বীপস্য দক্ষিণতঃ কুলীনগ্রামোপান্তঃ পুণ্ড্রো নাম দেশঃ। তদ্ভবানাং পৌণ্ড্রাণাং যো দেবো গতিঃ সাধ্যসাধনভূতো নিস্তারক ইত্যর্থঃ"। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কুলীনগ্রাম বর্ধমান জেলার মেমারী ষ্টেশনের নিকট। তাহার দক্ষিণে পুণ্ড্র নামে কোন দেশের কথা শুনি নাই। আমার মনে হয়, শ্রীরূপ গোস্বামী এখানে নিজেদের কথাই বলিয়াছেন। পুণ্ড্র বলিতে উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলকেই বুঝাইতেছে। শ্রীরূপ মালদহের অধিবাসী ছিলেন। পূর্বে পৌণ্ড্রগণ পতিত জাতিরূপে পরিচিত ছিল। নিজদিগকে পৌণ্ড্র বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রীরূপ স্বভাবসিদ্ধ দৈন্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিকট শ্রীসনাতন নীচজাতি নীচসঙ্গী বলিয়া দৈন্য প্রকাশ করায় অনেকে কবিরাজ গোস্বামীর উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীরূপের এই নিজ মুখের উক্তি অনুধাবন করিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলীতে পদার্পণপূর্বক গৌড়ীয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(মালদহবাসী)-গণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহাই উক্ত শ্লোকের অর্থ। পুণ্ড্র বলিতে গৌড়মণ্ডলও অর্থ হইতে পারে।

শ্রীরূপ নীলাচলে জগন্নাথক্ষেত্রে আপন রসজ্ঞতার পরীক্ষা দিয়া সারা পৃথিবীর অতীত ও ভবিষ্যজন্মা মরমী সাধক ও কবিগণের সগোত্র মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। পুরীধামে রথযাত্রার দিনে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে—(চরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ)

এইভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥

স্তে যঃ কৌমারহরঃ সএবহি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপা
চোন্মীলিতমালতীস্থরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

সখি, যিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছিলেন, সেই আমার অভিমত বর। সেই চৈত্র মাসের রাত্রি, সেই মালতীস্থরভি প্রৌঢ় কদম্ববনবায়ু। সেই আমি, তথাপি আমাদের মিলন ব্যাপারে রেবা নদীর তীরে সেই বেতসী লতাকুঞ্জের জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ ॥
প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাঞী।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই ॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া ॥
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্রে স্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাহারে মিলিতে।

* *

দৈবে আসি প্রভু যবে উর্ধ্বেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তাল পত্রে সেই শ্লোক পাইলা ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপ গোসাঞী আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হইয়া॥
উঠি মহাপ্রভু তারে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে॥
এত বলি তারে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ গোসাঞীরে শ্লোক দেখাইল লইয়া॥

শ্রীরূপ-প্রণীত শ্লোক—(চৈ. চ. মধ্য, ১ম পরিঃ)
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্ মধুর মুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে এই কুরুক্ষেত্র-মিলনের বর্ণনা আছে। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে তীর্থস্নানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। সঙ্গে পিতা বসুদেব আছেন, বলদেবসনাথ, সাত্যকি-সহায় পরাক্রান্ত যদুবীরগণ আছেন, জননী দেবকী, রোহিণী ও মহিষী রুক্মিণী আদি পুরনারীগণ আছেন। এতদ্ভিন্ন অগণিত করী তুরগ, পদাতিপরিবেষ্টিত সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সুসজ্জিত স্যন্দন প্রভৃতি লইয়া তিনি রাজোচিত আড়ম্বরেই আসিয়াছেন। আবার সাক্ষাৎ প্রার্থনায় সমাগত ভোজ, মৎস্য, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি নরনাথবৃন্দ—তাঁহাদের সঙ্গেও মর্যাদার অনুরূপ সৈন্যবাহিনী। সুবিস্তীর্ণ সমন্তপঞ্চকে তিল-ধারণেরও স্থান নাই। সংবাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনেও পৌঁছিয়াছে। হৃদয়েশ্বরকে দেখিবার জন্য গোপীযূথপরিবৃতা শ্রীমতী ভানুনন্দিনী, প্রাণ-কানাইকে দেখিবার জন্য শ্রীদামাদি ব্রজরাখালগণ এবং নয়ন-পুত্তলী ননীচোরকে দেখিবার জন্য গোপরাজ নন্দ ও জননী যশোমতী কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? ব্রজের এই নয়নানন্দ! "ইহ হাতী ঘোড়া রথ মনুষ্যগহন"—এখানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাজবেশে সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তো তৃপ্তি হইতেছে না। শিরে শিখিপুচ্ছ, কর্ণে গুঞ্জাভূষণ, গলে বনফুলের মালা, পরিধানে পীতধটী, কবল-বেত্রবেণুবিষাণ-পরিশোভিত নন্দনন্দন কই? জননী যশোমতীর অশ্রুসিক্ত আঁখি খুঁজিতে লাগিল ব্রজভূমির নিরালা নিকেতনের কক্ষকুট্টিম। রাখালগণের নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠিল উন্মুক্ত আকাশতলে প্রকৃতির সেই আনন্দকানন—শ্যাম-শষ্প ক্ষেত্র—গোষ্ঠভূমি। আর শ্রীমতীর মনে পড়িয়া গেল আনন্দের শত-স্মৃতি-বিজড়িত যমুনার কালো জল, আর তারই তীরে পুষ্পিত নিকুঞ্জবন, নীপতরুতল! সেই কৃষ্ণ, সেই দর্শন, সেই মিলন! কিন্তু দর্শনে সে তৃপ্তি কই, মিলনে সে আনন্দ কই? দেখা হইল, কিন্তু সে দেখায় এ দেখায় পার্থক্য কত? মাধুর্যের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত অমৃত-প্রবাহ, প্রকৃতির আনন্দনির্ঝর গিরিবক্ষ বহিয়া বনপথ ধরিয়া সাবলীল স্বচ্ছন্দ ধারায় যে অবাধ মুক্ত গতিতে ছুটিয়া যায়, কৃত্রিম উদ্যানের মণিমণ্ডিত অববাহিকায় তাহার সে আবেগ, সে উচ্ছ্বাস, সে লীলায়িত ভঙ্গিমার স্থান কোথায়? তাই শ্রীরাধা বলিতেছেন—"সখি! সেই আমার প্রিয় কৃষ্ণ, আমিও সেই রাধা, কুরুক্ষেত্রে আমরা মিলিত হইয়াছি। সেই আমাদের মিলনসুখ, তথাপি যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর পঞ্চম স্বর তরঙ্গায়িত হইত আমার মন সেই কালিন্দীতীরবর্তী বৃন্দাবনকেই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত বিরহের স্ফুর্তিতেই 'যঃ কৌমার হর' শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন। শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ বিচার না করিয়া তাহার ব্যঞ্জনার, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত রসভাবের আস্বাদনেই শ্রীরূপ উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুরণের জন্য 'প্রিয়ঃ সোয়ং' শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তিনি ভাব-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ নিজ-সঙ্কলিত পদ্যাবলীতে কস্যচিৎ বলিয়া 'যঃ কৌমার হরঃ' শ্লোক (সং ৩৮৬) এবং নিজের বলিয়া স্ব রচিত 'প্রিয় সোয়ং' শ্লোক (সংখ্যা ৩৮৭) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরূপ-সংগৃহীত পদ্যাবলী এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিলে পদাবলীর বহু পদের মূল শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত আলোচনায় বিরত রহিলাম। রাজধানী দিল্লীর অতি নিকটে শ্রীধাম বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আপন প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য যাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ সেই ছয় জন গোস্বামীর অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী হইতেই কৃষ্ণকথা সারা ভারতে নূতনরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্মান্দোলনে, প্রেম-বিতরণে, সমাজ-সংস্কারে ও জাতিগঠনে মহাপ্রভুর পরিকর প্রধানগণের মধ্যে শ্রীরূপ অন্যতম। জলৌকা যেমন অগ্রে একটি তৃণাগ্র অবলম্বন-পূর্বক তবেই অন্য তৃণকে পরিত্যাগ করে, শ্রীরূপ-সনাতনও তেমনই অগ্রে মহাপ্রভুর কৃপারূপ শ্রেয়ঃ লাভ করিয়াই লোকদুর্লভ প্রেয়কে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। এই লব্ধ শ্রেয়ঃ তাঁহারা আজীবন লোককল্যাণেই বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ১৪৭৬ শকাব্দের শ্রাবণ-দ্বাদশী এই লোকোত্তরচরিত মহাপুরুষের তিরোভাব-তিথি। কবি কর্ণপূর শ্রীরূপ সম্বন্ধে অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততানুরূপে স্ববিলাসরূপে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্তন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্তন

"নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"—শ্রীহরির নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণই কীর্তন। নবধা ভক্তির দ্বিতীয় অঙ্গ কীর্তন। এই কীর্তন 'জপ' নামেও পরিচিত। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'। জপ ত্রিবিধ—মানসিক জপ, মনে মনে জপ, উপাংশু-জপ। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮৫ সংখ্যক শ্লোকে উপাংশু-জপের প্রশংসা আছে। মনু বলিতেছেন—

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

দশ-পৌর্ণমাসাদি বিধি যজ্ঞ অপেক্ষা প্রণবাদির জপযজ্ঞ দশগুণ অধিক শুভপ্রদ। সেই জপযজ্ঞের অপেক্ষা উপাংশুজপ (যে জপমন্ত্র উচ্চারিত হইয়া নিকটস্থ অপর লোক কর্তৃক শ্রুত হয় না) শতগুণে ফলপ্রদ এবং মানসজপ সহস্রগুণে শুভপ্রদ (শ্রীশ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণের অনুবাদ।)

অপরে শুনিতে পাইবে না, অথচ আমার ওষ্ঠোচ্চারিত মন্ত্র আমি শুনিতে পাইব, ইহারই নাম উপাংশু জপ। তৃতীয় জপ বাচিক জপ—উচ্চকণ্ঠে হরি-কীর্তন।

এই কীর্তন নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন ভেদে দুই প্রকার। নামকীর্তনে শ্রীহরির নাম ও করুণার কথাই প্রধান। আর লীলাকীর্তনে তাঁহার রূপ গুণ ও বিবিধ মনোহারী লীলার বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করে। নামকীর্তনই হউক আর লীলাকীর্তনই হউক তাহা যথাযথ তাল-প্রয়োগে এবং বিশুদ্ধ সুরে ও বিবিধ রাগ-রাগিণী-যোগে গীত না হইলে কীর্তন-পদবাচ্য হইবে না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৮ম বিলাস, ২৪৭ শ্লোকে) বলিতেছেন—

॥ বারাহে ॥
ব্রাহ্মণো বাসুদেবার্থং গায়মানোঽনিশং পরম্।
সম্যক্ তালপ্রয়োগেণ সন্নিপাতেন বা পুনঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

টীকায় আছে—

সন্নিপাতেন বিবিধ রাগাদি সমুচ্চয়েন।

ব্রাহ্মণ নিরন্তর বাসুদেবের গুণ গান করিবেন। এই গান সম্যক্ তাল প্রয়োগে এবং বিবিধ রাগাদিতে গীত হইবে।

* * *

নারায়ণানাং বিধিনা গানং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্।
গানেনারাধিতো বিষ্ণুঃ স্বকীর্ত্তিজ্ঞানবর্চ্চসা
দদাতি তুষ্টঃ স্থানং স্বং যথাস্মৈ কৌশিকায় বৈ॥

নরগণের সকল আরাধনার শ্রেষ্ঠতম হইল নারায়ণের গুণগান। ভগবান্ নাম-গুণলীলায় আরাধিত হইলে প্রীতি লাভ করেন এবং গায়ককে কৌশিকের ন্যায় নিজ স্থানে লইয়া যান।

গায়ক ভাবাবিষ্ট হইলে স্বতন্ত্র কথা। স্বাভাবিকভাবে উচ্চ কণ্ঠে হরিকীর্তন-গানে নৈর্মলতার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভক্তি-রত্নাকর বলিতেছেন—

উচ্চারণেন বাক্যস্য সম্যগর্থাববোধনম্
উচ্চারণে বাক্যের সকল বোধ হয়।
অদোষ রসযুক্তার্থ নৈর্ম্মল্য কহয়॥

শ্রীভগবানের লোককল্যাণপ্রদ কীর্তিকথনই কীর্তন। শ্রীমদ্ ভাগবতে উল্লিখিত আছে—ব্রজরাখালগণ সখা শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতেন। রাসে গোপী-গীত এবং মাথুর-বিরহে ভ্রমর-গীত ভক্ত-গণের আস্বাদ্য বস্তু। যে গানে হৃদয় নির্মল হয়, যে গানে শ্রীভগবদ্-পাদপদ্মের স্মৃতি জাগ্রত হয়, তাহাই জগতের অভ্যুদয়প্রদ সঙ্গীত। সঙ্গীত মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ভক্তহৃদয়ের অভিব্যক্তি বলিয়া কীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্তনের উল্লেখ আছে। (৭।৫।২৩-২৪)

হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্য সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

নিম্নের শ্লোকে সঙ্কীর্তনের উল্লেখ পাইতেছি—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদৈঃ
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥

নারদের নামে প্রচলিত সঙ্গীতগ্রন্থ আছে। 'নারদ-পঞ্চরাত্র' গ্রন্থখানি মহর্ষি নারদ-বিরচিত। আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি বলেন, এই গ্রন্থখানি দুই হাজার বৎসর পূর্বে বা তাহার দুই-একশত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এক জন্মে নারদ উপবর্হন নামে গন্ধর্বগণের অধিপতি ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার প্রভূত পারদর্শিতা ছিল।

নারদ-পঞ্চরাত্রের 'পঞ্চম রাত্রম্' একাদশ অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন—ব্রহ্মার আদেশে—

অথ গন্ধর্ব্বরাজস্তু ভগবানাজ্ঞয়া বিধেঃ।
সঙ্গীতজ্ঞঃ জগৌ তত্র কৃষ্ণরাসমহোৎসবম্॥
সুষমং তালমানঞ্চ সতানং মধুরশ্রুতম্।
বীণা-মৃদঙ্গ-মুরজ-যুক্তং ধ্বনিসমন্বিতম্॥
রাগিণীযুক্তরাগেণ সময়োক্তেন সুন্দরম্।
মাধুর্য্যং মূর্চ্ছনাযুক্তং মনসো হর্ষকারণম্॥
বিচিত্রং নৃত্যরুচিরং রূপবেশমনুত্তমম্।
লোকানুরাগ বীজঞ্চ নাট্যোপযুক্তহস্তকম্॥

অনন্তর ঐশ্বর্যশালী গন্ধর্বরাজ উপবর্হন ব্রহ্মার আদেশানুসারে সেই সভাস্থলে কৃষ্ণের রাসমহোৎসব গান করিলেন। সেই সঙ্গীত সুশোভন তাল মান সুতান সুমধুর বীণা মৃদঙ্গ মুরজধ্বনি মিশ্রিত শ্রুতিমধুর। সময়োচিত রাগিণীযুক্ত সেই গান রাগমূর্ছনাযুক্ত বলিয়া মাধুর্যময় ও মনের উল্লাসকারক। সেই সভায় উপস্থিত বিচিত্র রুচির নৃত্যকারী নটদিগের মনোহর রূপ ও উত্তম বেশ অনুরাগের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বীজস্বরূপ এবং হস্তাদির চালন নাট্যোপযুক্ত। উপবর্হনের গানে মৃদঙ্গের সঙ্গে বীণা ও মুরজের উল্লেখ রহিয়াছে।

সেকালের ভাষায় রচিত বৌদ্ধাচার্যগণের বহু সাধনসঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। আচার্যগণ, তাঁহাদের শিষ্যগণ এবং সাধারণ গৃহস্থ সকলেও সেই সমস্ত সঙ্গীত গান করিতেন। এই সমস্ত সঙ্গীত যে সুরে ও তালে গাওয়া হইত, সেই সেই সুর ও তাল একেবারে লোপ পায় নাই। তাহার মধ্যে কোন কোন সুর ও তাল আজিও কীর্তনে ব্যবহৃত হয়।

বৌদ্ধ সাধনসঙ্গীতের পরই কবি জয়দেবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীগীতগোবিন্দের কবিত্ব, ছন্দ ও ভাষা যেমন অনবদ্য, ইহার অন্তর্নিহিত সাধন-সঙ্কেতও তেমনই অভীষ্টপ্রদ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা-রহস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই শ্রীগীতগোবিন্দ। গ্রন্থখানি সঙ্গীতরাজ্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কি সঙ্গীতজ্ঞগণ, কি বৈষ্ণবাচার্যগণ সকলেই স্বীকার করেন কবি জয়দেব সুগায়ক এবং সুরে তালে অভিজ্ঞ ছিলেন। নিজ-রচিত সঙ্গীতে তিনি নিজেই রাগ ও তালের সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গানের পর জয়দেবের গান, তাহার পর মঙ্গলগান ও চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মধ্য দিয়া কীর্তনের ধারা প্রায় অব্যাহত আছে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব। বৈষ্ণবাচার্যগণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সঙ্কীর্তনের জনক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাহার কারণ তিনিই শ্রীহরিনামকীর্তন যুগধর্ম বলিয়া প্রচার করেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে হরিনামকীর্তনের প্রথা তাঁহারই প্রবর্তিত। তিনিই নীলাচলে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, কবি জয়দেবের শ্রীগীত-গোবিন্দ কাব্য, রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ও বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত আস্বাদনপূর্বক উক্ত পদাবলী প্রভৃতিকে শাস্ত্রের মর্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন। তদবধি উক্ত গ্রন্থাদি ভক্তগণের পরম আস্বাদ্য বস্তুতে পরিগণিত হইয়াছে। গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গে সাধ্যসাধনবিচারে শ্রীগীতগোবিন্দকে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে একই কক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুকণ্ঠ সুগায়ক শ্রীস্বরূপ দামোদর তাঁহাকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও জয়দেবের পদাবলী গান করিয়া শুনাইতেন। সেই হইতেই লীলাকীর্তন সুরু হইয়াছিল।

সংসারাশ্রমে থাকিবার সময় কেমন করিয়া অধ্যাপক নিমাই আপন ছাত্রগণকে কীর্তন শিখাইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার বর্ণনা আছে—

শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাততালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া।

(মধ্যখণ্ড)

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনের সময় শ্রীমহাপ্রভু তিনটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া গাহিয়াছিলেন এবং নাচিয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, মধ্যখণ্ড)

শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥
উষাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথে যূথে হৈল যত গায়ক সুন্দর॥
শ্রীবাস পণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায়॥
লইয়া গোবিন্দ দত্ত আর কতজন।
গৌরচন্দ্র নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃন্দাবন দাস এই নৃত্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। এই পদাংশ বোধ হয় তাঁহারই রচিত।

চৌদিকে আনন্দধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইয়া সব পারিষদ সঙ্গে॥
হরি ও রাম॥ ধ্রু॥

কাজি-দলনের দিনেও অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস এবং শ্রীবাসকে লইয়া প্রধান তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। এ-দিনের কীর্তনে এই পদ গীত হইয়াছিল—

তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে।
সারঙ্গধর (শার্ঙ্গধর?) তুয়া চরণে লাগুহুঁ রে॥

বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন॥

শ্রীমহাপ্রভুর এই কীর্তনাভিযানের বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

বিজয় হইলা হরি নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা॥

এই দুই ছত্র কবিতাও একটি পদাংশ বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্য একটি পদাংশ আছে, অনেকে ইহার ব্যাখ্যায় ভ্রমে পড়িয়াছেন। নিম্নে পদ ও ব্যাখ্যা তুলিয়া দিলাম। (আদিখণ্ড)

শ্রীরাগ:

নাগ বলিয়া চলি যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাড়ে॥
কি আরে রামগোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুরসিদ্ধ মুনীশ্বর আনন্দে দেখিছে॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন, অনন্তরূপী শ্রীনিত্যানন্দসহস্র বদনে নিরন্তর কৃষ্ণযশ গান করিতেছেন।

গায়েন অনন্ত শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু দোঁহে বলবন্ত॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই কথাটি উদ্ধৃত পদাংশে পুনরায় বলিতেছেন—"নাগ (অনন্তদেব সহস্র মুখে) শ্রীকৃষ্ণমহিমা বলিয়া বলিয়া মহিমাসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার জন্য চলিয়া যান। কিন্তু কৃষ্ণের যশের সিন্ধু কূল দেয় না। মহিমা-সমুদ্রের সীমা পাওয়া যায় না। মহিমা-সমুদ্র আরও উত্তাল হইয়া উঠে, অধিক অধিক বাড়ে। কি আহা, রাম (বলরাম—অনন্তদেব) এবং গোপালে (শ্রীকৃষ্ণে) এই মহিমাকথন ও মহিমাসিন্ধুর আধিক্যবৃদ্ধিরূপ বিবাদ বাধিয়াছে। ব্রহ্মা, রুদ্র এবং অপরাপর দেবতা, সিদ্ধ ও মুনীশ্বরগণ এই (যশ বর্ণন ও যশোরাশি বৃদ্ধি) বিবাদ আনন্দে দেখিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও কীর্তনের বর্ণনা আছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া বাঙ্গালার ভক্তগণ পুরীধামে গিয়াছেন। তাঁহাদের দেব-দর্শন ও প্রসাদ-গ্রহণের পর—

সবা লঞা গেল প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈল মহাশয়॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্য চন্দন॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সংকীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমৎকারে॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিঞা॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায়॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোক চমৎকার ॥
পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥
বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন ॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায় ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হইলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর ॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাহাঁ এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন ॥
চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ॥
চারিজনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময়—সাত সম্প্রদায় কীর্তনীয়া গান করিয়াছিলেন।

তবে মহাপ্রভু সব লঞা নিজগণ।
স্বহস্তে পরাইলা সবারে মাল্য চন্দন ॥
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দুইয়ে হইলা আনন্দ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্য চন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মার্দ্দঙ্গিক হৈল অষ্টজন॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিঞা।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিঞা॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপপ্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ শুভানন্দ।
শ্রীরামপণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভ সেন আর দুইজন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীনগ্রামের এক, কীর্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাহাঁ আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥
শ্রীবৈষ্ণব ঘটা মেঘে হইল বাদল।
সংকীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি ওঠে সংকীর্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি॥
আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তিরোধানের পর শ্রীনিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রের কর্তৃত্বে যে তিনজন আচার্য বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নাম শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীল শ্যামানন্দ। উত্তর বঙ্গের খেতরীর ভূস্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীনরোত্তম শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ব্যাকরণ ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীস্বরূপ দামোদরের অন্তরঙ্গ শিষ্য। তিনি তাঁহার নিকট সঙ্গীতও শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বিরহকাতর, দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প, দাস গোস্বামী উন্মাদের মত বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন। কৃষ্ণ দাস কবিরাজ তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবক। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরঘুনাথের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে এই সময় সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা ছিল। সঙ্গীতাচার্য তানসেনের গুরুদেব অদ্বিতীয় সঙ্গীতসাধক শ্রীহরিদাস স্বামী এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সময় শ্রীধামে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার নিকট অথবা তাঁহার কোন শিষ্যের নিকট নরোত্তম যে সঙ্গীত-শিক্ষা প্রাপ্ত হন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নরোত্তম বৃন্দাবন হইতে জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়া পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষের অনুরোধে খেতরীতে কুটীর বাঁধিয়া বাস করেন, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই। কয়েকটি বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি খেতরীতে একটি বৈষ্ণব-সম্মেলন অনুষ্ঠান করিলে শ্রীসন্তোষ এই উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এই উৎসবে তৎসাময়িক সমস্ত খ্যাতনামা বৈষ্ণব, সুপণ্ডিত সাধক, গায়ক ও বাদক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উৎসবের অধিনেত্রী ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্মিণী শ্রীজাহ্নবী দেবী। এই সম্মেলনে নরোত্তম কীর্তনগানের রস-কীর্তনের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাহা সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী-কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। এই সম্মেলনেই প্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলা-কীর্তন গানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। দেখিতেছি এই সম্মেলনে নিজে কীর্তন গাহিবার জন্য নরোত্তম বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং একটি সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ও গঠন করিয়াছিলেন। নরোত্তম যে সুরে রস-কীর্তন গান করিয়াছিলেন, খেতরী গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত বলিয়া পরগণার নামে সেই সুরের নাম হয় গড়েরহাটী বা গড়ানহাটী। নরোত্তমের প্রধান বাদক দুইজনের নাম শ্রীগৌরাঙ্গ-দাস ও শ্রীদেবীদাস। প্রধান দোহার গায়ক দুইজনের নাম শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ। প্রাচীন বৈষ্ণব সমাজে জনশ্রুতি শুনিয়াছি, ইঁহারা চারিজনে পুরীধামে গিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের নিকট গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। খেতরীর মহোৎসবে—

শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিল দেবীদাসে॥
দেবীদাস গায়ক বাদকগণ লইয়া।
আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে হর্ষ হইয়া॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

*   *   *

শ্রীগৌরাঙ্গদাস তাল পাট আরম্ভয়ে।
প্রথমেই মন্দ মন্দ বাদ্য প্রকাশয়ে॥

*   *   *

এথা সর্ব্ব মোহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে॥ —নরোত্তম-বিলাস

ভক্তিরত্নাকরে—

প্রথমেই দেবীদাস মর্দ্দল বামেতে।
করে হস্তাঘাত প্রেমময় শব্দ তাতে॥
অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লভ দাসাদি সহিত বিস্তারয়ে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদিক মনের উল্লাসে।
বায় কাংস্য, তালাদি প্রভেদ পরকাশে॥
অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদ দ্বয়ে।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়ে॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥

রাঢ়দেশ সঙ্গীতের পীঠভূমি। রাঢ়দেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই জৈন, বৌদ্ধ, সৌর, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন-ক্ষেত্র। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধকগণের অনেক গীত রাঢ়েই রচিত হইয়াছিল। অতি পূর্ব হইতেই রাঢ়ের সঙ্গীতের একটি নিজস্ব ধারা ছিল। উত্তরে রাজমহল হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যন্ত রাঢ়ের বিস্তীর্ণ সীমায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র ছিল। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত কেন্দ্রে এবং বহু নূতন প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে শাস্ত্র ও সঙ্গীতাদির শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ দুইটি পুরাতন কেন্দ্র শ্রীখণ্ড ও কান্দরা, এবং একটি নূতন কেন্দ্র ময়নাডাল। তিনটিই বীরভূমে ছিল। প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্বে শ্রীখণ্ড ও কান্দরা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খেতরীর উৎসব হইতে ফিরিয়া জ্ঞানদাস, বন্ধু মনোহর, কান্দরার মঙ্গল ঠাকুরের পৌত্র বদন, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ও ময়নাডালের মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহ মিত্র ঠাকুরকে লইয়া রাঢ়ের প্রাচীন সঙ্গীত ধারার সংস্কার সাধন করেন। কান্দরা মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত বলিয়া এই ধারার নাম হয় মনোহরসাহী। কান্দরা, ময়নাডাল ও শ্রীখণ্ড মনোহরসাহী কীর্তনের তিন প্রধান কেন্দ্র। ময়নাডালের চতুষ্পাঠী কীর্তনের সঙ্গীত ও বাদ্য-শিক্ষা এবং শ্রীখণ্ডের চতুষ্পাঠী ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত ও বাদ্য শিক্ষাদানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কীর্তন-গানের অপর একটি প্রসিদ্ধ ধারার নাম রাণীহাটী বা রেণেটী। বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়া থানায় রেণেটী এখন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা পরগণা রাণীহাটীর অন্তর্গত। রেণেটীর নিকটবর্তী দেবীপুর-নিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেণেটী পরগণার নামে একটি সুরের নামকরণ করেন 'রেণেটী'। কীর্তনের অন্য একটি সুর মন্দারিণী, সরকার মন্দারণের নামে ইহার নামকরণ হয়। রাঢ়ের প্রাচীন সুর, মঙ্গলকাব্যের গানের সুর। কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল এই সুরে গীত হয়। প্রাচীনকালে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গলও এই সুরেই গাওয়া হইত, এখনও হয়। মন্দারিণীতে নয়টি তাল ব্যবহৃত হয়। কীর্তনের আর একটি সুর আছে ঝাড়খণ্ডী। ইহাও রাঢ়ের প্রাচীন সুর, লোক-সঙ্গীতের সুর, মঙ্গলকাব্যের সুর। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ৩৫৩০।৭১বি ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ২২ পৃষ্ঠায় ত্রিপদী কবিতার সুর লেখা আছে ঝাড়িখণ্ডি। ৩৩ পত্রের পরপৃষ্ঠায়ও (২য় পৃঃ) ত্রিপদী কবিতার সুর লেখা আছে ঝাড়িখণ্ডি।

পঞ্চকোট সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল।
পুর্ব্ববাস কড়ুই কবীন্দ্র ভক্তাতুল॥ (ভক্তিরত্নাকর)

কড়ুই-নিবাসী কবীন্দ্র গোকুল সেরগড় পরগণায় আসিয়া বাস করেন। সেরগড় ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। পূর্বে বীরভূমের বক্রেশ্বর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছিল। কবীন্দ্র গোকুল এই সুরের কিছু সংস্কারসাধন করেন। এই সুর এখন লুপ্ত হইয়াছে।

সুরের গতি আপন পরিমিত কালের মধ্যে আদ্যন্ত সমভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিলে তাহাই লয় নামে অভিহিত হয়। এই লয় প্রদর্শনের নামই তাল। সঙ্গীতশাস্ত্রে তালই ছন্দ। ছন্দ আবার কতিপয় সমানুপাতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির নাম মাত্রা।

গড়েরহাটী—বিলম্বিত লয়, দীর্ঘ ছন্দ, মাত্রার সারল্য ও প্রসাদ-গুণযুক্ত। মার্গসঙ্গীতে ধ্রুপদের সঙ্গে তুলনীয়। তালের সংখ্যা একশত আট।

মনোহরসাহী—লয় ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, সুরের কারিগরী ও মাত্রার জটিলতায় সমৃদ্ধ। মার্গসঙ্গীতে খেয়ালের সম-তুল্য। চুয়ান্ন তালের গান।

গড়েরহাটী ও মনোরসাহী সুরে কীর্তনে আখরের পরিপাটি বিশেষ লক্ষণীয়।

রেণেটী—লয় ও ছন্দ সংক্ষিপ্ত। তরল সুর। আখর কম। ইহাকে ঠুংরীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। যাঁহারা বন্দীপুরনিবাসী আখরিয়া গোপালের ভাগিনেয় (হুগলী) বাসুদেবপুরের বেণী দাস কীর্তনীয়ার রেণেটী সুরের কীর্তন শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বহুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নিত্যধামগত গণেশ দাসের মুখে শুনিয়াছি যে রেণেটীর মাধুর্য মনোহরসাহী অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। তাল ছাব্বিশ।

কীর্তনের এই পাঁচটি অঙ্গ—কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট।

কথা—সঙ্গীতশাস্ত্রেও লক্ষ্য-লক্ষণের সমাবেশ আছে। লক্ষ্য অর্থে গান (কথা), লক্ষণ তাহার শাস্ত্র (রাগ ও নিয়মাদি)। কথার অন্য অর্থও আছে। শ্রীকৃষ্ণের, রাধার, বড়াইয়ের ও সখীগণের উক্তি প্রত্যুক্তি এক গান হইতে অন্য গানের যোগসূত্র, গানের কোন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটি পংক্তির অর্থ গায়ককে কথা কহিয়া বিশদ করিয়া দিতে হয়। কীর্তনে ইহাকেই কথা বলে।

দোঁহা—ছন্দে বদ্ধ দুই-চারি চরণে সূত্রাকারে অভিব্যক্ত বিষয়। বৌদ্ধদের রচিত হাজার বছরের পুরাণো দোঁহা-কোষ পাওয়া গিয়াছে। দোঁহা হইতে 'দোহার' কথার উৎপত্তি কিনা কে বলিবে? অনেকে বলেন, মূল গায়কের গাহিবার পর গান দুই হার—দুইবার গাহে বলিয়া ইহাদের নাম দোহার। দোঁহা শব্দে উভয় বুঝায়, দুই পার্শ্বের গাহিবার সঙ্গী; হয়তো এইজন্য বলে দোহার। ইহাদের গান দোহারী। সঙ্গীতে গানের সূত্র ধরাইয়া দেওয়া, গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের রেশ জমাইয়া রাখা দোহারের কাজ। চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের পয়ার বা ত্রিপদীর দুই-এক চরণ, হিন্দী কবির রচিত দোঁহা, 'উজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকাংশ কীর্তনে দোঁহা নামে পরিচিত।

আখর—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"কীর্তনের আখর কথার তান।" মহাকবির যোগ্য ব্যাখ্যা। "আখর" কীর্তনের আসরে শুনিয়া বুঝিতে হয়। ইহাকে কীর্তন গানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলিতে পারি। কীর্তনের মাধুর্য-আস্বাদনে আখর প্রধান সহায়। পদকর্তৃ-গণের বিনা সূতায় গাঁথা মালার রহস্যগ্রন্থি উন্মোচনে আখর-ই একমাত্র উপায়। ইহা রসের ভাণ্ডার অনর্গল করিবার মন্ত্র, উন্মোচনের কুঞ্চিকা। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বার্তিক।

তুক—অনুপ্রাসবহুল ছন্দোময়, মিলাত্মক-গাথা তুক আখ্যায় অভিহিত। কোন কোন তুকে গানের মত কয়েকটি "কলি" থাকে। এগুলি সাধারণতঃ তুক বা তুক্ক-গান নামে পরিচিত। তুক-কীর্তন গায়কগণের গুরুপরম্পরাক্রমে সৃষ্ট। অনেক অজ্ঞাত পদ-কর্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (ভণিতাহীন) পদ বা পদাংশ তুক্ক বা তুক নামে চলিতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুক গানের উদাহরণ—(গোষ্ঠ যাত্রা)

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পায় রহি রহি চলি যায়
যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
বুঝি উহার কেহ আছে আসিতেছে অতি পাছে
তেঞি চায় ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গো॥
হায় আমরা কি করিলাম নবনী পাসরি এলাম
খানিক রাখিতাম ননী দেখাইয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গো॥
যদি ব্রজের বালক হতাম নেচে নেচে সঙ্গে যেতাম
শ্যাম মাঝে যেত নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া গো॥
রাণী টানে ঘর পানে রাখাল টানে বন পানে
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো।
যদি ফুলের মালা হতাম শ্যাম অঙ্গে দুলে যেতাম
যেতাম হেলনে দোলনে দোলনে ভাসিয়া গো॥
রবি বড় তাপ দিছে বন্ধু মুখ ঘামিয়াছে
কপালের তিলক যায় ভাসিয়া ভাসিয়া গো।
হেন মনে করি মায়া মেঘ হয়ে করি ছায়া
বন্ধু যাক জুড়াইয়া জুড়াইয়া জুড়াইয়া গো॥
(পাঠান্তর পাইয়াছি—বন্ধুর শ্রম নাশিয়া নাশিয়া নাশিয়া গো)

কলহান্তরিতার তুক—

তোমায় নিতে আসিনি।
গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠছো কি হে, তোমায় নিতে আসিনি।
আমি ফুল নিতে এসেছি। কৃষ্ণকলি ফুল নিতে এসেছি।
বাসি ফুলে হবে না। ঝরা ফুলে হবে না।
মান রাজার পুজা হবে, করবে পুজা কমলিনী॥

ছুট—তালেরই একটির নাম ছুট। ছুট গানও আছে।

কীর্তনের আর একটি অঙ্গ "ঝুমর।" ঝুমর বা ঝুমরী একটি সুর। পদাবলীতে পাই—"ঝুমরী গাইছে শ্যাম বাঁশী বাজাইয়া।" ভক্তি-রত্নাকরে ঝুমরীর উল্লেখ আছে। কিন্তু "ঝুমর" অন্য অর্থেও ব্যবহৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়। কীর্তনে পালা গান গাহিয়া মিলন গাহিতে হয়। কিন্তু দুই-তিনজন কীর্তনীয়া একই আসরে পরপর যেখানে একই রসের পালা গান গাহিয়া থাকেন, সেখানে মিলন গাওয়া চলে না। সেখানে দুই ছত্র "ঝুমর" গাহিয়া কীর্তনীয়াকে আসর রাখিতে হয়। শেষের গায়ক মিলন গাহিয়া কীর্তন সমাপ্ত করেন।

লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন চৌষট্টি রসের গান বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সমাজের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উজ্জ্বল-নীলমণি না পাঠ করিলে কীর্তন-গায়ক এবং শ্রোতা উভয় পক্ষকেই অসুবিধায় পড়িতে হয়। উজ্জ্বল-নীলমণি রস-পর্যায় ও নায়ক-নায়িকা-লক্ষণের অপূর্ব গ্রন্থ। উজ্জ্বল রস, আদি রস বা শৃঙ্গার রস প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। অনুরক্ত যুবক-যুবতীর প্রগাঢ় রতি অ-সমাগমে উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেছে না—এই অবস্থার নাম বিপ্রলম্ভ। আর নায়ক-নায়িকার পরস্পর মিলনে যে উল্লাস, তাহার নাম সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—এই চারি ভাগে, এবং সম্ভোগ—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ—এই চারিভাগে বিভক্ত। এই আটটি রসের প্রত্যেকের আবার আট-আট করিয়া ভাগ আছে। একুনে মোট চৌষট্টি রস। চৌষট্টি রসের নায়িকার অপর যে প্রভেদ, পরে তাহার উল্লেখ করিব।

বিপ্রলম্ভ

পূর্বরাগ—নায়ক-নায়িকা উভয়েরেই পূর্বরাগ হয়। কিন্তু এখানে নায়িকার পূর্বরাগের কথাই বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ১ সাক্ষাতে দর্শন, ২ চিত্রপটে দর্শন, ৩ স্বপ্নে দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের গুণ, ৪ বন্দী বা ভাটমুখে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রবণ, ৫ দূতীমুখে শ্রবণ, ৬ সখীমুখে শ্রবণ, ৭ গুণীজনের গানে শ্রবণ, ৮ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ।

মান—মানও উভয়ের হয়। এখানে নায়িকার মানের বর্ণনা—শ্রীকৃষ্ণের অপরাধের কথা ১ সখীমুখে শ্রবণ, ২ শুকমুখে শ্রবণ, ৩ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনিতে অন্যা নায়িকার নামের আভাস, ৪ শ্রীকৃষ্ণের দেহে ভোগচিহ্ন দর্শন, ৫ প্রতিপক্ষ নায়িকার অঙ্গে ভোগ-চিহ্ন দর্শন, ৬ গোত্রস্খলন, (নায়ক কর্তৃক ভ্রমক্রমে বা স্বপ্নে অন্যা নায়িকার নাম কথন), ৭ স্বপ্নে অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন, কৌস্তুভ প্রতিবিম্বে নিজমুখ দেখিয়া অন্যা নায়িকা বলিয়া ভ্রম, ৮ সাক্ষাতে অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন।

প্রেম-বৈচিত্ত্য—নায়ক-নায়িকা দুইজনেই "দুঁহু কোড়ে দোঁহে কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"—ইহারই নাম প্রেম-বৈচিত্ত্য। কিন্তু এখানে নায়িকার অক্ষেপানুরাগকেই প্রেম-বৈচিত্ত্য বলা হইয়াছে। প্রেমের বিচিত্রতা। ইহার মধ্যে বিরহের সুর আছে। ১ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, ২ মুরলীর প্রতি, ৩ নিজের প্রতি, ৪ সখীর প্রতি, ৫ দূতীর প্রতি, ৬ বিধাতার প্রতি, ৭ কন্দর্পের প্রতি, ৮ গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

প্রবাস—নায়কের দূরে গমনে নায়িকার বিরহ। নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাস। নিকট প্রবাস—১ কালীয় দমন, ২ গোচারণ, ৩ নন্দ-মোক্ষণ, ৪ কার্যানুরোধে, ৫ রাসে অন্তর্ধানে সাময়িক অদর্শনজনিত বিরহ। দূর প্রবাস—১ ভাবী (প্রবাস গমনের বার্তা শুনিয়া) ২ মথুরা গমন ও ৩ দ্বারকা গমন। ভবন—বর্তমান বিরহ এবং ভূত—অতীতস্মরণ।

সম্ভোগ

সংক্ষিপ্ত—১ বাল্যাবস্থায় মিলন, ২ গোষ্ঠে গমন, ৩ গো-দোহন, ৪ অকস্মাৎ চুম্বন, ৫ হস্তাকর্ষণ, ৬ বস্ত্রাকর্ষণ, ৭ বর্ত্মরোধন, ৮ রতি ভোগ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্কীর্ণ—১ মহারাস, ২ জলক্রীড়া, ৩ কুঞ্জলীলা, ৪ দানলীলা, ৫ বংশী-চুরি, ৬ নৌকাবিলাস, ৭ মধুপান, ৭ সূর্যপূজা।

সম্পন্ন—১ সুদূর দর্শন, ২ ঝুলন, ৩ হোলি, ৪ প্রহেলিকা, ৫ পাশা খেলা, ৬ নর্তকরাস, ৭ রসালস, ৮ কপটনিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান—১ স্বপ্নে বিলাস, ২ কুরুক্ষেত্র-মিলন, ৩ ভাবোল্লাস, ৪ ব্রজাগমন, ৫ বিপরীত সম্ভোগ, ৬ ভোজন-কৌতুক, ৭ একত্র নিদ্রা, ৮ স্বাধীনভর্তৃকা।

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের সাক্ষাৎ দর্শনাদি প্রথম সাতটি হেতু গ্রহণীয়। শ্রীরাধার বংশী নাই। মান দুই প্রকার—সহেতু ও নির্হেতু। শ্রীকৃষ্ণের সহেতু মান অসম্ভব। তাঁহার মান নির্হেতু। শ্রীকৃষ্ণের আক্ষেপানুরাগের কোন সম্ভাবনা ঘটে না। শ্রীরাধার অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ আছে। কিন্তু শ্রীরাধার স্থানান্তরে গমন নাই। সম্ভোগেরও প্রকারভেদ আছে। যেমন মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সম্ভোগ। মুখ্য সম্ভোগ প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ ভেদে দুই প্রকার। গৌণ সম্ভোগ—স্বপ্ন-সম্ভোগ। সম্পন্ন সম্ভোগ—আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে দ্বিবিধ। লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন আগতি, আর প্রেম সংরম্ভে অকস্মাৎ আগমন প্রাদুর্ভাব, যেমন রাসমণ্ডলে আবির্ভাব। উজ্জ্বল-নীলমণিতে পূর্বরাগাদি বিষয়ে সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে।

কীর্তনীয়াগণ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের চৌষট্টি বিভাগের কীর্তনকেই চৌষট্টি রসের গান বলিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে মানের পর্যায়ে অভিসারিকাদির স্থান রহিয়াছে। নিম্নে নায়িকার অভিসারিকাদি অষ্টাবস্থার ও তাহার আট আট চৌষট্টি ভেদের বিবরণ দিলাম।

(১) **অভিসারিকা** (যিনি স্বয়ং অভিসার করেন, অথবা নায়ককে অভিসার করান) ঃ—

জ্যোৎস্নাভিসারিকা, তামসাভিসারিকা, বর্ষাভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, তীর্থযাত্রাভিসারিকা (গ্রহণাদি উপলক্ষ্যে স্নান ছলে, দেবদর্শন ছলে অভিসার), উন্মত্তাভিসারিকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(বংশীধ্বনি শ্রবণে), অসমঞ্জসাভিসারিকা (যাহার বেশ বাস অসম্বৃত)।

(২) **বাসকসজ্জা** (কান্তের আগমন প্রতীক্ষায় কুঞ্জ সাজাইয়া এবং নিজে সাজিয়া অপেক্ষমাণা) :—

মোহিনী (সুবেশধারিণী), জাগ্রতিকা (প্রতীক্ষায় জাগ্রতা রোদিতা (রোদনপরায়ণা), মধ্যোক্তিকা (কান্ত আসিয়া প্রিয়বাক্য বলিবেন এইরূপ চিন্তা ও আলাপযুক্তা), সুপ্তিকা (কপটনিদ্রায় নিদ্রিতা), চকিতা (নিজাঙ্গ-ছায়ায় কৃষ্ণভ্রমত্রস্তা), সুরসা (সঙ্গীত-পরায়ণা), উদ্দেশা (দূতী প্রেরণকারিণী)।

(৩) **উৎকণ্ঠিতা** (কান্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠা-যুক্তা), দুর্মতি (কেন খলের বাক্যে বিশ্বাস করিলাম, এই চিন্তায় অনুতপ্তা) :—

বিকলা (পরিতাপযুক্তা), স্তব্ধা (চিন্তিতা), উচ্চকিতা (পত্র-পতনে, পক্ষীর পক্ষ-সঞ্চালনে কান্ত আসিতেছেন, এই আশায় চকিতা), অচেতনা (দুঃখাভিভূতা), সুখোৎকণ্ঠিতা (কৃষ্ণধ্যান-মুগ্ধা, কৃষ্ণগুণ-কথননিরতা), মুখরা (দূতীর সঙ্গে কলহপরায়ণা), নির্বন্ধা (আমারি কর্মদোষে তিনি আসিলেন না, আমি বাঁচিব না—এইরূপ খেদযুক্তা)।

(৪) **বিপ্রলব্ধা** (সঙ্কেত করিয়াও প্রিয় কেন আসিলেন না, এই চিন্তায় নির্বেদযুক্তা) :—

বিকলা (কান্ত আসিলেন না, সমস্ত বিফল হইল, এইরূপ খেদান্বিতা), প্রেমমত্তা (অন্যা নায়িকার সঙ্গে কান্তের মিলন হইয়াছে এইরূপ আশঙ্কান্বিতা), ক্লিষ্টা (যাঁহারা সব বিষময় মনে হইতেছে), বিনীতা (বিলাপ-যুক্তা), নির্দয়া (কান্ত নির্দয় ইত্যাদি বাক্যে খেদযুক্তা), (প্রখরা শয্যা এবং বেশ ভূষণাদি অগ্নিতে অথবা যমুনায় বিসর্জন করিব, এইরূপ সঙ্কল্পযুক্তা), দূত্যাদরা (দূতীকে আদর কারিণী), ভীতা (প্রভাত হইতে দেখিয়া ভয়যুক্তা)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫) খণ্ডিতা (অন্যা নায়িকার সম্ভোগ-চিহ্ন-যুক্ত নায়ককে দেখিয়া কুপিতা) :—

নিন্দ্যা (কান্তকে নিন্দাকারিণী), ক্রোধা (অনুনয়রত কান্তকে তিরস্কারকারিণী), ভয়ানকা (কান্তকে সিন্দুর-কজ্জলে মণ্ডিত দেখিয়া ভীতা), প্রগল্‌ভা (কান্তের সঙ্গে কলহপরায়ণা), মধ্যা (অন্যা নায়িকার সম্ভোগ-চিহ্নে লজ্জান্বিতা), মুগ্ধা (রোষবাষ্প-মৌনা), কম্পিতা (অমর্ষবশে রোদনপরায়ণা), সন্তপ্তা (কান্তের অঙ্গে ভোগ-চিহ্ন দর্শনে তাপযুক্তা)।

(৬) কলহান্তরিতা (প্রত্যাখ্যাত নায়ক চলিয়া গেলে পশ্চাত্তাপযুক্তা) :

আগ্রহা (আগ্রহযুক্ত নায়ককে কেন ত্যাগ করিলাম), ক্ষুব্ধা (পাদপতিত নায়ককে কেন দুর্বাক্য বলিলাম), ধীরা (পাদপতিত কান্তকে কেন দেখি নাই), অধীরা (সখীতিরস্কৃতা), কুপিতা (কান্তের মিথ্যা ভাষণ স্মরণে কোপযুক্তা), সমা (কান্তের একা দোষ নাই, দূতীর দোষ, সময়ের দোষ এবং আমার নিজের দোষেই আমি ক্লেশ পাইলাম), মৃদুলা (পরিতাপে রোদনপরায়ণা), বিধুরা (সখীর প্রবোধ দানে আশ্বস্তা)।

(৭) প্রোষিতভর্তৃকা (পতি যাহার প্রবাসে) :—

ভাবী (কান্ত প্রবাসে যাইবেন এই সংবাদে কাতরা), ভবন্‌ (বর্তমান বিরহ), ভূত (কান্ত মথুরায়), দশদশা (চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, জড়তা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু। পদাবলীতে মূর্চ্ছাই মৃত্যুনামে অভিহিত), দূত-সংবাদ (উদ্ধবাদি মুখে), বিলাপা (বিলাপপরায়ণা), সখ্যুক্তিকা (যাহার সখী কান্তের নিকট গিয়া বিরহ-বেদনা নিবেদন করেন), ভাবোল্লাসা (ভাব-সম্মিলনে উল্লসিতা)।

(৮) স্বাধীনভর্তৃকা (নায়ক যাহার সদা বশীভূত) :—

কোপনা (বিলাসে বাহ্য রোষযুক্তা), মানিনী (নায়ক অঙ্গে নিজকৃত বিলাসচিহ্ন দর্শনে), মুগ্ধা (নায়ক যাহার বেশবিন্যাসাদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেন), মধ্যা (নায়ক যাহার নিকট কৃতজ্ঞ), সমুক্তিকা (সমীচীন উক্তি-যুক্তা), সোল্লাসা (কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা), অনুকূলা (নায়ক যাহার অনুকূল), অভিষিক্তা (অভিষেকপূর্বক নায়ক যাহাকে চামর ব্যজনাদি করেন)।

মিথিলার কবি ভানুদত্ত রসমঞ্জরী গ্রন্থে 'অনুশয়ানা' নায়িকার বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্কেতস্থানের বিনাশে সন্তপ্তা নায়িকার নাম অনুশয়ানা। বর্তমান স্থান নাশে দুঃখিতা, ভাবিস্থান নাশে দুঃখিতা, এবং সঙ্কেত-স্থানে যাইতে.না পারিয়া দুঃখিতা—এই তিন প্রকার অনুশয়ানা। সঙ্কেতস্থানে অ-গমন হেতু অনুশয়ানার উদাহরণ—

রসাল মুকুলরাজি দুলিছে শ্রবণে
পাণ্ডুর বরণ গণ্ড পরাগ-নিকরে।
এ হেন মাধবে রাধা হেরিয়া নয়নে
বরষে যে অশ্রুজল অবিরলধারে ॥

(৺সতীশচন্দ্র রায়ের অনুবাদ)

শ্রীকৃষ্ণ আম্রকুঞ্জে মিলনের সঙ্কেত করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা অনিবার্য কারণে সেখানে যাইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে আম্র-কুঞ্জে গিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধার দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্য তিনি রসালমঞ্জরী কর্ণে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকে দেখা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বুঝাইতেছেন—রসালকুঞ্জে তোমার গমনের কথা কানেই শুনিয়াছি, অদৃষ্টে দর্শন ঘটে নাই। আমি যে সেখানে গিয়াছিলাম, এই রসালমঞ্জরী তাহারই নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণের এই অনুযোগে আপনার পরাধীনতার কথা স্মরণে শ্রীরাধা কাঁদিয়াছেন।

বাঙ্গালায় ঢপ কীর্তন নামে কীর্তনের একটি ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার রূপচাঁদ অধিকারী ইহার স্রষ্টা। যশোরের মধুসূদন কান এই ধারার একজন বিখ্যাত গায়ক। ইনি কীর্তনে স্বরচিত পদও গান করিতেন। এই গান কম-বেশী প্রায় শতখানেক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৎসর চলিত হইয়াছে। এক সময় ইহা সারা বাঙ্গালায় প্রসার-লাভ করিয়াছিল। প্রধানতঃ পণ্যা রমণীগণই এই গান শিখিয়া কীর্তনের ব্যবসায় করিত। ইহারা কীর্তনওয়ালী নামে পরিচিতা ছিল। অনেক গায়কও এই গান আয়ত্ত করিয়া ব্যবসায় চালাইতেন। এক সময় কলিকাতায় ধনী ও মধ্যবিত্ত-গৃহে, এমন কি, মফঃস্বলের কোন কোন বড়লোকের বাড়ীর শ্রাদ্ধ-বাসরেও ঢপ গানের বিশেষতঃ কীর্তনওয়ালীর বিশেষ সমাদর ছিল। আজকাল ঢপ গানের চলন কমিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাম সঙ্কীর্তন

প্রবন্ধের নাম শুনিয়া লোকে হাসিবে। আজিকার দিনে কিনা নাম সঙ্কীর্তন! যে দিনে লোক চাঁদের ওপিঠ-এপিঠ তোলপাড় করিতেছেন সেদিন কিনা লোকের কাছে নাম সঙ্কীর্তনের কথা—কথাটা তোলাই তো ধৃষ্টতা। একথা আমি যে না জানি এমন নয়। আমি 'গণসংযোগের' অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক্ হইতে কথাটার উত্থাপন করিতেছি।

আমি শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু বলিয়াই বিশ্বাস করি। কিন্তু এই নিবন্ধে মহাপুরুষবাদের দিক দিয়া বিষয়টির আলোচনা করিব। মহাপুরুষগণ যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্বান্ ব্যক্তি থাকেন, সমাজের প্রভাবশালী কেহ থাকেন, ধনবানও তুই-একজনের অভাব ঘটে না। ইঁহারাই নূতন ভাবধারার ধারক ও বাহকরূপে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইঁহারা মহাপুরুষের একান্ত আপনার জন অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, কৃপাভাজন, সজ্জন।

মহাপুরুষের কিন্তু দৃষ্টি থাকে জনসাধারণের উপর। কারণ তিনি জানেন জনসাধারণ উন্নত না হইলে কোন সমাজ—তথা জাতি তথা দেশ উন্নত হয় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই রহস্য উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। তাই সর্বাগ্রে তিনি দৃষ্টি দিয়াছিলেন জনসাধারণের উপর, সে দৃষ্টি তাঁহার প্রসারিত হইয়াছিল একেবারে সমাজের নিম্নস্তরে। এমন জনদরদী, এমন অহৈতুকী করুণাপরায়ণ, এমন পতিতবন্ধু অধম তুর্গতগণের, এমন আপনার জন পৃথিবীতে বোধ হয় আর কেহ নাই।

মানব চরিত্রের রহস্যবেত্তা ছিলেন বলিয়াই লক্ষপতি ধনাঢ্য ব্যবসায়ীকে ছাড়িয়া তিনি খোল-বেচা শ্রীধরের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন ধনশালীর গৃহে না গিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। যেখানে মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, এই মহামানব সেখানেই গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাকেই বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন। গণসংযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়রূপে তিনি নাম সঙ্কীর্তনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেশের শাসক ছিলেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা তিনি পান নাই। এই জন্যই রাজনীতিকে অন্তরালে রাখিয়া তাহারই সমান্তরালে তিনি জাতি গঠনের উপাদানস্বরূপ বাছিয়া লইয়াছিলেন নাম সঙ্কীর্তন। নাম সঙ্কীর্তনে যোগ দিবার পথে কাহারও কোন বাধা ছিল না, জাতিভেদ ছিল না, উচ্চনীচ ভেদ ছিল না। সঙ্কীর্তনের উদারতর সমতলে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোলাকুলি করিতেন। কোনরূপ আইনের আশ্রয় না লইয়াই তাই তিনি এই অভিনব উপায়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান। যাহার ধর্ম নাই, যে দুর্নীতিপরায়ণ লোভী, পরশ্রীকাতর, ব্যভিচারী, অর্থলোলুপতায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সে তো নরপিশাচ। ধর্মকে ছাড়িয়া মানুষ বাঁচিবে কিরূপে, সমাজ বাঁচিবে কিরূপে, জাতি বাঁচিবে কিরূপে। তাই মহাপ্রভু কলির যুগধর্ম, সর্বোত্তম লোকধর্ম নাম-সঙ্কীর্তনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যোগ অভ্যাস করিতে হইবে না, নির্জনে গিয়া তপস্যা করিতে হইবে না, যজ্ঞ করিতে হইবে না, অকপটে নাম কর, তোমার সর্বসিদ্ধি করতলগত হইবে। এই নামের স্মিত জ্যোৎস্না তোমার চিত্তদর্পণকে পরিমার্জিত করিবে। জ্যোৎস্না-শীকর ভবদাবানল নিভাইয়া দিবে। অন্তরে শ্রেয়রূপ কুমুদকে সুবিকশিত করিয়া তুলিবে। এই নামের সুধাধারা পানে বিদ্যাবধূ পুনরুজ্জীবিতা হইবেন। নামের পূর্ণোদয়ে তোমার হৃদয়ের আনন্দাম্বুধি উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। প্রতিপদে তুমি এক অনাস্বাদিতপূর্ব অমৃতের আস্বাদনে ধন্য হইবে। তোমার মনপ্রাণ—ইন্দ্রিয় হইতে অন্তরাত্মা পর্যন্ত সেই চন্দ্র কিরণের পুণ্য-স্নানে কৃতার্থতা লাভ করিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার—প্রকাশ্যে না পার গোপনে। ইহার তো সময় অসময় নাই, দেশের কালের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য—'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয়।'

যদি বল তৃণের মত সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু এবং অমানী মানদ না হইলে নাম কীর্তনে অধিকার জন্মিবে না। না না, নামের জন্য তোমাকে কোন অধিকার অর্জন করিতে হইবে না। সদা হরিকীর্তন কর ইহাই একমাত্র বিধি, হরিই একমাত্র কীর্তনীয়। কীর্তন করিতে করিতে এই সমস্ত অবস্থা তোমার আপনিই আসিবে। নামে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের সমান অধিকার। সুতরাং আগে শুচি হও পরে নাম করিবে, এ বিধি নাম কীর্তনে প্রযোজ্য নয়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়।" এই কথা বলিয়াই উক্ত তৃণাদপি সুনীচ, তরোরিব সহিষ্ণু ও অমানী মানদ হইতে বলিয়াছেন। ইহা অধিকার অর্জনের কথা নহে। বিশেষ অবস্থার কথা। নাম কর নামে রুচি হইবে, তখন শুচিতা আপনিই আসিবে। তাই বলিতেছিলাম—প্রকাশ্যে যদি লজ্জা হয়, কিছুদিন গোপনে করিয়া দেখ। কিছুদিন গেলেই বুঝিতে পারিবে। নাম তোমার নিত্যসঙ্গী, নামকে ছাড়িয়া থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব। তখন প্রকাশ্যে নাম করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। আর পাঁচজনকে দলে টানিবার চেষ্টা করিবে। আর যাঁহারা দেশের হিত চেষ্টা করেন, লোক-সংগ্রহের জন্য যাঁহারা প্রকৃতই যত্নপরায়ণ, তাঁহাদিগকে বলি—তাঁহারা আমার এই পরামর্শ পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য, ধর্মহীন রাজ্য তো নয়। আপন আপন ধর্ম পালনে কোন বাধা নাই! তুমি ধর্মকে অবহেলা করিবে কেন? এই দেশের মাটী, জল, বায়ু, মানুষ এই সমস্ত মিলাইয়া এই সমস্তের উপযোগীরূপে ধর্ম স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছেন। ইহা কাহারো নির্মাণ করা বস্তু নহে। সুতরাং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি আপন জাতিধর্ম কুলধর্ম ত্যাগ করিবে কেন? আপন ঐতিহ্যভ্রষ্ট হইবে কেন? তোমার গৌরবান্বিত অতীতকে বিস্মৃত হইবে কেন? শোন নাই কি স্মৃতিহারা হইলে সর্বনাশ হয়। শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন, "স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। "স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ ঘটে, আর বুদ্ধিনাশে বিনাশ সুনিশ্চিত। তাই আমার বিনীত অনুরোধ অতীতের যোগসূত্র হারাইও না। স্বধর্মচ্যুত হইও না। স্বধর্মে থাকিয়া মৃত্যু বরণ করিবে। তথাপি পরধর্ম গ্রহণ করিবে না।

সঙ্কীর্তন—সম্যকরূপে কীর্তন। একাকীও করিতে পার, পাঁচ-জনকে লইয়া মিলিতভাবেও করিতে পার। নাম মনে মনেও করা চলে উচ্চৈঃস্বরেও করা যায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদে স্বরূপ দামোদরের ও রাম রায়ের সঙ্গে রজনীতে কৃষ্ণকথা আলাপনরত মহাপ্রভু বলিয়া উঠিলেন—

হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সঙ্কীর্তন হইতে সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥
সঙ্কীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

হরিনাম সঙ্কীর্তন কলিতে সর্বাভীষ্ট লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সঙ্কীর্তন যজ্ঞে একান্তচিত্তে অকপটে যে সুবুদ্ধি সজ্জন কৃষ্ণের আরাধনা করিবেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বাস কর সঙ্কীর্তন হইতেই সর্ব অনর্থ বিনষ্ট হইবে। তুমি সর্বশুভোদয়ে শ্রীমণ্ডিত হইবে। তোমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলাভে পরম উল্লসিত হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্কীর্তন হইতেই তোমার সংসার যাতনার অবসান ঘটিবে। ভব-দাবানল নির্বাপিত হইবে। চিত্তের সর্বমালিন্য অপসৃত হইবে। শুদ্ধচিত্তে সর্বভক্তি সাধনের উদ্‌গমে তুমি কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ-প্রেমামৃত আস্বাদনে ধন্য হইবে এবং মানবের চরম ও পরম প্রাপ্তি শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিবে। কৃষ্ণসেবামৃত সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে। উদ্ধৃত পয়ার কয় ছত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়—যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত সকলেই হরিনাম কীর্তনে আপন আপন অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে দুই ছত্র পয়ার আছে—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন॥

সাধক যদি অন্য কামনা বাসনা লইয়া শ্রবণ কীর্তন করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইবেন। শ্রবণ কীর্তন নবধা ভক্তির অঙ্গ। ভক্তির এক অঙ্গে নিষ্ঠা হইলেই প্রেমের উদ্রেক হইবে। আমি একমাত্র কৃষ্ণকেই চাই। সার্ষ্টি সালোক্যাদি মুক্তি কিম্বা ব্রহ্মসাযুজ্য চাই না, ইন্দ্রত্ব চাই না, অপর কিছুই চাই না, একমাত্র কৃষ্ণসেবাই আমার চরম ও পরম কাম্য। হৃদয়ে এই নিষ্ঠাই সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকা চাই, তবেই না কৃষ্ণ সেবাধিকার পাওয়া যাইবে। তাই বলিয়াছেন বহু জন্ম অন্য কামনা লইয়া শ্রবণ কীর্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু। কোন সাধনেই সে প্রেম পাইবার উপায় নাই। একমাত্র নিষ্ঠাপূর্ণ নাম সঙ্কীর্তনেই তাহা পাওয়া যায়। জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। নাম সঙ্কীর্তনে এই দাসবুদ্ধি সুবিকশিত হইয়া উঠিবে। জীবের নিত্যদাসত্ববোধকে উদ্বোধিত করিয়া সুন্দর ও সার্থক করিবে। এই দাসত্বই সম্প্রসারিত হইয়া সখ্যে, বাৎসল্যে এমন কি কান্তাভাবে রূপান্তরিত হইতে পারে। কারণ কি সখাগণ কি গুরুবর্গ কি কান্তাগণ সকলেরই অন্তরের অন্তস্তলে যে সেবা-প্রণোদনা রহিয়াছে, সেবিষয়ে তো কোন সংশয় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লীলা-কীর্তন

লীলা-কীর্তনে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ আছে, সেগুলি সংখ্যায় অল্প। শ্রীরাধাকৃষ্ণের, শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের জন্ম-লীলাদির পদ আছে, তাহারও সংখ্যা বেশী নহে। বাৎসল্য-রসের পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, নন্দোৎসব, ফলক্রয়-লীলা, নবনীহরণ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোষ্ঠাষ্টমীলীলা, শ্রীকৃষ্ণের বৎস-চারণাদি লীলা, শ্রীরাধার জন্মলীলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সখ্যরসের পদের মধ্যে গোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠ, যজ্ঞপত্নীগণের অন্নভোজন, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ সঙ্গে বনবিহারের পদ পাওয়া যায়। গোষ্ঠলীলার মধ্যেও মধুর রসের পদ আছে, কারণ গোষ্ঠেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়াছে। দান ও নৌকাখণ্ডের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দানের যেমন দুইটি পালা—একটি শ্রীরাধা ও গোপীগণের মথুরায় দধি দুগ্ধ বিক্রয়, অপরটি ভাগুরি মুনির যজ্ঞে ঘৃত দান। নৌকা-বিলাসেরও তেমনই দুইটি পালা—একটি মথুরা-যাত্রাপথে যমুনায় নৌকা-বিহার, অপরটি শ্রীবৃন্দাবনেই মানসগঙ্গায় নৌকা-বিহার। গোবর্ধন-ধারণলীলারও পদ আছে। ঝুলন ও দোল মধুররসের পর্যায়ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধির পদ নাই। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদ সুপরিচিত। শ্রীখণ্ডের নয়নানন্দ কবিরাজ-রচিত শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদ পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাসের রচিত বয়ঃসন্ধির পদই প্রচলিত।

বিদ্যাপতির রচিত বয়ঃসন্ধির পদ—

খেনে খেনে নয়ন কোণে অনুসরই।
খেনে খেনে বসনধুলি তনু ভরই॥
খেনে খেনে দশন ছটাছটি হাস।
খেনে খেনে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
খেনে আঁচর দেই খেনে হয়ে ভোর ॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ কণেঠ ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥

শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাসের শাখা-নির্ণয় গ্রন্থ হইতে নয়নানন্দ কবিরাজের বয়ঃসন্ধির পদের সংবাদ পাওয়া যায়। হেতমপুর রাজ-বাটীর বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সংগৃহীত পুঁথি হইতে নয়নানন্দের বয়ঃসন্ধির গৌরচন্দ্র ও একটি পদ পাইয়াছিলাম। উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

॥ গৌরচন্দ্র ॥ ॥ সুহই ॥

বিমল সুরধুনী তীর। কালিন্দী ভরমে অধীর ॥
বিহরই গোর কিশোর। পুরব পিরিতি রসে ভোর ॥
রাজপথে নরহরি সঙ্গে। খেনে হেরি গঙ্গ তরঙ্গে ॥
গদাধর লাজে তেজে পাশ মুরারীরে করু পরিহাস ॥
কৈশোর যৌবন সন্ধি। নয়নানন্দ চিরবন্দী ॥

॥ পদ ॥ ॥ ধানসী ॥

মাধব পেখলুঁ সো নব বালা। বরজ রাজপথ চাঁদ উজালা ॥
অধরক হাস নয়ন যুগ মেলি। হেম কমলপর চঞ্চরী খেলি ॥
হেরি তরুণী কোই করু পরিহাস। অন্তরে সমুঝয়ে বাহিরে উদাস ॥
শুনিয়া না শুনে জনু রস পরসঙ্গ। চরণ চলন গতি মরাল সুরঙ্গ ॥
বক্ষ জঘন গুরু কটি ভেল খীন। নয়নানন্দ দরশ শুভ দিন ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতানুবর্তী আচার্যগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ মনন জন্য যে লীলা ক্রমের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী, স্মরণ মঙ্গল, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তাঁহারা এই ক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত ক্ষণদা গীত চিন্তামণি বৈষ্ণব কবিগণের রচিত পদাবলীর সংকলন গ্রন্থ। চক্রবর্তী মহাশয়ের পূর্বেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত মন্ত্রের পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় বিরচিত এই পদাবলী সাধকগণের উপাসনার অবলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বনাথ শুক্লা ও কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পক্ষান্তকালের স্মরণোপযোগী পদগুলি সংকলন করিয়াছিলেন। অপরাপর কবিগণ এই ক্রম অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত। ইহাদের অনুসরণ ক্রম এইরূপ—

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নিকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্ট কালাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ ও নক্ত এই অষ্টকাল। তন্মধ্যে প্রভাত, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন দিবা-ভাগের, আর সায়ং, প্রদোষ, নক্ত ও নিশান্ত রাত্রিকালের অন্তর্গত। প্রতিটি লীলাকালের পরিমাণ ছয়দণ্ড। কিন্তু মধ্যাহ্ন ও নক্ত লীলার কাল বারদণ্ড গণনা করিতে হয়। নিশান্ত লীলায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। ইহার মধ্যে বিরহ আছে, এইজন্য সাধকগণ এবং কীর্তনীয়াগণ নিশান্ত লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ত অর্থাৎ নিশীথ কালীয় সম্ভোগ লীলা পর্যন্ত স্মরণ, মনন এবং গান করেন। ইঁহারা প্রধানতঃ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রন্থখানিরই অনুসরণ করিয়াছে। শ্রীল গোবিন্দ লীলামৃতে নিশান্ত লীলা হইতে বর্ণনা সুরু হইয়াছে।

আমরা নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রকাশিত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত হইতে সংক্ষেপে লীলা পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গ্রন্থখানি ত্রয়োবিংশ সর্গে বিভক্ত।

১ম সর্গে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য বৃন্দা কর্তৃক শুক-শারী প্রেরণ, উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ, নিদ্রাবেশে স্বভাবসিদ্ধ নিশান্ত লীলা, গৃহে গমন ও স্ব স্ব শয্যায় শয়ন।

২য় সর্গে—প্রভাতকালীন লীলা, নন্দালয়ে পৌর্ণমাসীর আগমন, শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য বহুবিধ প্রয়াস। কৃষ্ণাঙ্গে নীলবসন ও ক্ষতচিহ্ন দর্শনে যশোদার বিলাপ। কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সখ্যগণের সঙ্গে গো দোহনার্থে গমন, গো দোহনাদি।

যাবটে জটিলা গৃহে মুখরার আগমন। পুত্রবধূর সূর্য পূজার ব্যবস্থা করিতে মুখরার প্রতি জটিলার আদেশ। শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ, রাধা অঙ্গে পীতবসন ও সম্ভোগ চিহ্ন দর্শনে মুখরা ও ললিতাদি সখীগণের উক্তি প্রত্যুক্তি। শ্রীরাধার প্রাতঃকৃত্য সমাপন, স্নান ও বেশ ভূষণাদি ধারণ।

৩য় সর্গে—প্রাতঃকালীন লীলা। রন্ধনোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন জন্য দাসীগণের প্রতি ব্রজেশ্বরীর আদেশ। শ্রীরাধাকে আনয়নের জন্য কুন্দলতাকে প্রেরণ, শ্রীরাধার নন্দগৃহে আগমন ও অন্নব্যঞ্জন রন্ধন।

৪র্থ সর্গে—প্রাতঃকালীন লীলা। শ্রীকৃষ্ণের গাভী দোহনান্তে গোষ্ঠ হইতে আগমন। স্নানাদি সমাপনান্তে সখাগণের সহিত ভোজন, গোচারণের জন্য গোষ্ঠে গমন। শ্রীরাধাকে যশোদার বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান।

৫ম সর্গে—পূর্বাহ্ণ লীলা। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ গমন নন্দ যশোদার খেদ, শ্রীকৃষ্ণের বিনয় বাক্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরাধার গৃহে গমন। পুত্রবধূর সূর্য পূজার জন্য ললিতাদির প্রতি জটিলার উপদেশ। কৃষ্ণানুসন্ধান জন্য শ্রীরাধা কর্তৃক বৃন্দা ও সুবলের নিকট তুলসীকে প্রেরণ। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা।

৬ষ্ঠ সর্গে—পূর্বাহ্ণ লীলা। গোষ্ঠে সখীগণের নৃত্য গীত। বন-লতাদির প্রতি বৃন্দা-বাক্য। ভোজ্যদ্রব্যাদি লইয়া ধনিষ্ঠার আগমন। শ্রীকৃষ্ণের মানস গঙ্গায় জলকেলি ও সখাগণের সহিত ভোজন।

তুলসীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ, রাধাকুঞ্জে মিলন সঙ্কেত।

চন্দ্রাবলী সখী শৈব্যার আগমন, গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলীসহ মিলন জন্য শৈব্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ছলনা।

৭ম সর্গে—পূর্বাহ্ণ লীলা। ললিতাদি সখীগণের কুঞ্জ ও শ্যাম কুণ্ডাদির শোভাবর্ধন। কুঞ্জাদি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণ জন্য বৃন্দার সুখদা কুঞ্জে গমন। বৃন্দা ললিতাদির কথোপ-কথন। শ্রীকৃষ্ণের মধুমঙ্গলের প্রতি পরিহাস।

৮ম সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা। ধনিষ্ঠা সহ শ্রীরাধার কথোপকথন। শ্রীরাধার সূর্য পূজাচ্ছলে বনে গমন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন।

৯ম সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। কুন্দলতাদি সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রহস্য পরিহাস। শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প যজ্ঞ ও নবগ্রহ পূজা।

১০ম সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সখীগণকে আলিঙ্গন বংশীহরণ।

১১শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। বিলাসান্তে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধাকে অলঙ্কৃতকরণ। সখীগণের পরিহাস, বিবিধ ক্রীড়া।

১২শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীকৃষ্ণ করে বংশী সমর্পণ। শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন। বৃন্দার বনশোভা বর্ণন।

১৩শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ষাদি ঋতুর শোভা বর্ণন। শুক-শারীর বিতণ্ডা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি।

১৪শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীরাধা, ধনিষ্ঠা ও ললিতাদির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথোপকথন। কৃষ্ণ অঙ্গে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেম বৈচিত্ত্য। মধুপান।

১৫শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। সম্ভোগ বিলাসাদি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন-ভোজন। কুঞ্জে শয়ন।

১৬শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান। শুক-শারী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা বর্ণন।

১৭শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শুক-শারী কর্তৃক শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ বর্ণন। কৃষ্ণাষ্টক ও রাধাষ্টক।

১৮শ সর্গে—মধ্যহ্ন লীলা। শ্রীরাধার সূর্য পূজা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শুক ও শারীর দ্বারা পরস্পরের গুণ কথন। শ্রীকৃষ্ণের গ্রহাচার্য বেশে জটিলা বাক্যে শ্রীরাধার হস্তমুদ্রাদি পরীক্ষণ। মধু-মঙ্গলের নিকট হইতে সখীগণের সূর্য পূজার নৈবেদ্য গ্রহণ। প্রহেলিকা পাশক ক্রীড়া।

১৯শ সর্গে—অপরাহ্ণ লীলা। শ্রীরাধার গৃহে আগমন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিবিধ ভোজ্য প্রস্তুতকরণ। গোষ্ঠে দেবগণের কৃষ্ণস্তুতি। শ্রীকৃষ্ণের গোধন ও সখাসহ গৃহাগমন। ব্রজপথে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন।

২০শ সর্গে—সায়াহ্ন লীলা, শ্রীকৃষ্ণের গো দোহনাদি। শ্রীরাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ভোজ্য প্রেরণ। শ্রীকৃষ্ণের স্নান ভোজনাদি। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ ভোজনাবশেষ গ্রহণ।

২১শ সর্গে—প্রদোষ লীলা। ব্রজরাজ সভায় নৃত্যগীতাদি। শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমন, শয়ন। গোপনে কুঞ্জে গমন। শ্রীরাধার যথাকালোচিত বেশে সখীসহ অভিসার। সঙ্কেত কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন।

২২শ সর্গে—নক্ত লীলা। পরস্পরের সাক্ষাৎ, আলাপন, মিলন। শ্রীকৃষ্ণের বনশোভা বর্ণন। কৃষ্ণের উক্তিকে গোপীগণের শ্রীরাধা-কৃষ্ণ পক্ষে ব্যাখ্যা। সঙ্গীতাদি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২৩শ সর্গে—রাসলীলা।

পদকর্ত্তৃগণ যে গোবিন্দ লীলামৃতেরই অনুসরণ করিয়াছেন উদাহরণ দিতেছি।

দ্রুত কনক সবর্ণং সায়মেতন্মুরারে
র্বসন মুরসি দৃষ্টং যৎ সখী তে বিভর্ত্তি।
কিমিদময়ি বিশাখে হা প্রমাদঃ প্রমাদো
ব্যবসিত মিদমস্যাঃ পশ্য শুদ্ধান্বয়ায়াঃ॥

হেনই সময়ে বিশাখা দেখয়ে
উরণি পিয়ল বাস।
বিশাখাকে কহে কিবা দেখি ওহে
দেখিয়া লাগয়ে ত্রাস॥
হাহা পরমাদ বড় পরমাদ
এ কি পরমাদ হায়।
দ্রব হেম কাঁতি বসনের ভাতি
তোমার সখীর গায়॥
সন্ধ্যাকালে কালি উরে বনমালী
দেখিয়াছি এই বাস।
সতী কুল হইয়া সেরূপে ভুলিয়া
ধরম করিল নাশ॥

স্বভাবান্ধে জালান্তর গত বিভাতোদিত রবি-
চ্ছটাজাল স্পর্শোচ্ছলিত কনকাঙ্গ দ্যুতিভরৈঃ।
বয়স্যায়াঃ শ্যামং বসনমপি পীতীকৃত মিদং
কুতো মুগ্ধে শঙ্কাং জরতি কুরুষে শুদ্ধমতিষু॥

মুখরা বচন শুনিয়া তখন বিশাখা চকিতা হইয়া।
দেখি পীতবাস আছে রাই পাশ একি একি ধীর কৈয়া॥
মুখরাকে তবে কহে শুন এবে স্বভাব আন্ধল তুয়া।
একে এক দেখ আনে আন লখ নাহি কহ বিবরিয়া॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাইক কিরণ হেম দ্রব সম পিন্ধন নীলিম বাস।
তাহাতে বিহানে রবির কিরণে শোভে যেন পীতাভাস॥
গবাক্ষ জালেতে দেখ পরতেকে রবির কিরণ লাগে।
ইহার কারণে তোমার মরমে মিছা শঙ্কা কেন জাগে॥
শুদ্ধ সতি জনে কেহ কহ কেনে অবুধ জনার মত।
এ যদুনন্দন কহয়ে বিভ্রম কেন পরমাদ এত॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্তনের আখর

রবীন্দ্রনাথ একদিন কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমান্ দিলীপ রায়কে বলিয়াছিলেন—"কীর্তনের আখর কথার তান।" আখরের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা আছে বলিয়া আমি জানি না। অভিজ্ঞ কীর্তনীয়ার কীর্তন যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই আখরের মাধুর্য উপভোগ করিয়াছেন। আখর পদাবলী-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রস-ভাণ্ডারের কুলুপ খুলিবার কুঞ্চিকা। আখরকে পদের ব্যাখ্যা বলিলে আসল কথাটাই যেন বলা হয় না। পদে যাহা বলা হয় নাই, অনেক সময়ে আখরে তাহা প্রকাশ পায়। সুতরাং এক অর্থে আখরকে পদের ব্যঞ্জনা বলিতে পারি।

আসরে দাঁড়াইয়া গান করিতে করিতে আখরের সৃষ্টি করিতে পারেন এমন কীর্তনীয়া মাত্র দুই-একজনকেই দেখিয়াছি। কীর্তনের আখর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা গুরু-পরম্পরা প্রাপ্ত সম্পদ্। কীর্তনীয়াগণকে আখরের সৃষ্টি করিতে হয়। পদের বিষয়বস্তু প্রায় ধ্যানমগ্ন হইয়াই চিন্তা করিতে করিতে যে আখর তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, তিনি সেই আখর দোহার এবং বাদকদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ও গাহিয়া কণ্ঠস্থ করিতে বিস্মৃত হন না। এমনই ভাবে আখরের উৎপত্তি হয়। সেই আখর গুরুর মুখ হইতে শিষ্য পাইয়া থাকেন।

সর্বক্ষেত্রে সম্ভব না হইলেও প্রাচীন কীর্তনীয়াগণ প্রায়ই দুইটি আখরে অন্তিম মিল রাখিবার চেষ্টা করিতেন। রসিকদাস খণ্ডিতা গাহিতেছেন—

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

রাধে জয় রাজপুত্রী মম জীবনদয়িতে, আখর দিলেন—"আর আমার কেউ নাই, এইবার আমায় দয়া কর। স্থান দাও রাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচরণে, কেনা দাস বলি এ অধীনে॥” গণেশ দাস গান গাহিতেছেন—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি)

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি।

আখর দিতেন—“হোর যা কানাই ছুঁয়োনা। আমরা পরের নারী, হে কানাই ছুঁয়ো না। আমরা পরের নারী হে। পর পুরুষ তো দূরের কথা, তার গায়ের বাতাস সইতে নারি। বাতাস যদি গায়ে লাগে—আমরা সচেলে সিনান করি।

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ গাহিতেছেন—“অপরূপ পেখলুঁ রামা। কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণীহীন হিম ধামা ?” আখর—“সোনার লতায় চাঁদের উদয়। ভাগ্যে ছিল তাই দেখিলাম। অকলঙ্ক চাঁদ উঠেছে। এমন অপরূপ কে দেখেছে॥” ফটিক চৌধুরী আখর খুব কমই দিতেন। কিন্তু যখন দিতেন তুই-একটার মধ্যে মিল পাওয়া যাইত। একদিন গান শুনিলাম (শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি) “না যাইও যমুনা জলে তরুয়া কদম্বতলে, চিকণ কালা করিয়াছে থানা। নব-জলধর রূপ মুনি মন মোহে গো তেঁই জলে যেতে করি মানা॥” আখর—“সখি মানা করিহে যেও না। যমুনার জলে যেও না। কদমতলায় যেও না। চিকণ কালা পেতেছে থানা। তেঁই তোমারে করি মানা।”

* * *

প্রায় সকল কীর্তনীয়ার মধ্যেই প্রচলিত কতকগুলি বাঁধা আখর আছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া শ্রীরাধা, কিংবা শ্রীরাধার রূপ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—“রূপ বর্ণনা হয় না। বর্ণনাতীত রূপ বর্ণনা হয় না। যে দেখেছে তার বাক্ নাই, যে বলবে তার নয়ন নাই। নয়ন দেখেছে সে বলতে নারে। বদন বলবে দেখে নাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তারে॥ আরও বাঁধা আখর অনেক আছে। একটার কথা বলি। শ্রীরাধার কটির কিঙ্কিনী বাজিতেছে। কীর্তনীয়া আখর দেন "বাজে কিঙ্কিনী। কিং কিনি কিনি, বাজে কিঙ্কিনী। কি কিনি কি কিনি বাজে কিঙ্কিনী। রাধার মন কিনি। রাধার মন দিয়ে রাধারমণ কিনি॥"

শ্রীরাধার পূর্বরাগে—"এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে আপনা ভুলি।" রসিক দাসের পুত্র রাধাশ্যাম আখর দিতেন—এলাইয়া বেণী—ফুলের গাঁথনি—দেখে কাল কেশে, কাল কে—সে? কাল কেশে। শ্রীরাধার পূর্বরাগে "বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা"। অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য নন্দকিশোর দাস আখর দেন—"আহা রে আহা রে। রতি নাই আহারে"।

কথার পিঠে কথা দিয়া মিল রাখিয়া কথার মালা গাঁথা বাঙ্গালীর চিরন্তন অভ্যাস। ছেলে-ভুলানো ছড়ায় মিল, মায়েদের ঘুমপাড়ানিয়া গানে মিল, খনার বচনে মিল, প্রবাদে প্রবচনে মিল—মিল নাই কোথায়? পল্লী-জননীর কণ্ঠে আজিও ধ্বনিত হয়—

খোকন গেল মাছ ধরতে
বড়গঙ্গার বিলে।
ছিপ্ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙ
মাছ নিয়ে গেল চিলে॥

খনা বলেছেন—

কোদাল কুড়ুলে মেঘের গা।
মন্দ মন্দ দিচ্ছে বা'॥
যাও শ্বশুর বাঁধ গে আল।
আজ না হয় হবে কাল॥
(বৃষ্টির পূর্বাভাস)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রবচন—

তোমায় জানি তায় জানি।
তোমাদের তেঁতুল বেচা গাঁ জানি।
আমার কাছে ঘুরিও না
কাঁচা সুতোর জংদানি।

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় বাঙ্গালার ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াই কীর্তনীয়াগণ পদাবলীর আখরেও মিল রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই রসিক দাস, গণেশ দাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশবিখ্যাত কীর্তনীয়াগণের গান শুনিয়া শুনিয়া আমার এমন একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, সময়ে সময়ে গানের আসরেই আখর দিয়া বসি। এ অভ্যাস বহুদিনের। এবং এজন্য কীর্তনীয়াগণের কাহাকেও বিরক্ত হইতে দেখি নাই। দেখিয়াছি তাঁহারা সে আখর আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছেন। একদিনের কথা বলি। শ্রীখণ্ডের শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুরের মাতৃশ্রাদ্ধে গান করিয়া গণেশ দাস কলিকাতায় আসিয়াছেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফটিক চৌধুরী এবং গণেশ দাস আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অপর দুইজন শ্রীখণ্ড হইতেই অন্যত্র গান করিতে গিয়াছিলেন, গণেশ আসিয়াছিলেন কলিকাতায়। শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইয়া যাইতে পারি নাই। গণেশ দাস আসিয়াছেন, ভবানীপুরে গান হইবে শুনিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, জামাতা সুধীর রায় ও কন্যা অপর্ণা দেবীকে লইয়া গান শুনিতে গেলাম। বাসন্তী দেবী ও অপর্ণা দেবী মেয়েদের মধ্যে বসিলেন, আমি এবং রায় মহাশয় ভক্ত বামাচরণ বসুর পাশে স্থান পাইলাম। গণেশ দাস যখন শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীমুরারি গুপ্তের রচিত আক্ষেপানুরাগের পদ গাহিতে লাগিলেন—"সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও", আসরের নরনারী যেন অস্থির হইয়া উঠিলেন। মধুকণ্ঠ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গায়ক গণেশ দাস—ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠে গাহিলেন—"স্রোত বিঘার জলে এ তনু ভাসায়েছি কি করিবে কুলের কুকুরে।" আমি আখর দিলাম "বৃথা চীৎকার করবে। কুলে ঘুরে মরবে"। গণেশ দাস প্রণাম করিয়া দুই-তিনবার আখরটি গাহিলেন। আসরে হরিধ্বনি উঠিল। বামাচরণ বসু সার্থক আখর সার্থক আখর বলিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

পদাবলী বি.এ., এম.এ. শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণের পাঠ্য হইয়াছে। শিক্ষিত সমাজ কীর্তনের সমাদর করিতেছেন। ছাত্রছাত্রীগণ কীর্তন শিখিতেছেন। এই পরিবেশে কীর্তনের আখরকে নূতনরূপে উপস্থাপিত করিবার দিন আসিয়াছে। পদাবলীর ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে মিল রাখিয়া পদের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য নূতন আখরের সৃষ্টি করিতে হইবে। সেই সঙ্গে পদাবলীর কবিত্ব, বৈষ্ণব পদাবলীর আচার্য-সম্মত সিদ্ধান্ত প্রভৃতির কথাও মনে রাখিতে হইবে। এই পথে সুরকার, কীর্তনগায়ক, সুরসিক সাহিত্যিক এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্রজ্ঞ—সকলেরই সহযোগিতা প্রয়োজন।

রসিক দাসের শিষ্য অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার শিষ্য নন্দকিশোর দাস। নন্দকিশোরের শিষ্য রথীন ঘোষ। আমি এই চারি পুরুষের গান শুনিতেছি। "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়"—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী শ্রীরাধার পূর্বরাগের এই পদে রথীন ঘোষ আমার শিখানো আখর দেন—"দণ্ডে শতবার রে, আসে আর যায় দণ্ডে শতবার।" (কোথায় আসে কোথায় যায়?) "অন্তপুর আর বাহির দুয়ার।" (কে যায় আসে? যিনি রাজাবরোধে বন্দিনী) "আঙ্গিনা বিদেশ যাহার।" আমার মনে হয় এখন এইরূপ আখরেরই প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শোরী মিঞার টপ্পা শুনিয়াছিলাম কোন গায়কের মুখে—

কাগা তুম্ সব খাও
মেরা নজর বাঁচাকে,
পিয়াকো দেখনে আশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহারই আবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রকমারি পুনরাবৃত্তি—"কাগা তুম সব খাও, চুন্ চুন্ মারো, স্রিফ নজর বাঁচাকে, পিয়াকো দেখনে আশ।"

একবার কলিকাতায় এক কীর্তনীয়ার আসর হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলাম ইহারই অনুবাদ শুনিয়া—শ্রীরাধার উক্তি মাথুর গানে—

সর্ব অঙ্গ খেয়োরে কাক
না খেয়ো মোর আঁখি।
ব্রজে এলে শ্যাম যেন
তার রূপ দেখি॥

আমাদের গ্রামে একটি বালক-সঙ্গীতের কৃষ্ণযাত্রার দল আসিয়াছিল। আমি মাথুর গান শুনিতে ভালবাসি না। তথাপি অধিকারীর বিশেষ অনুরোধে আসরে গিয়া বসিলাম, অধিকারী মাথুর পালা আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম যে ছেলেটি শ্রীরাধা সাজিয়াছে, সে ঠিক ঐ আখরই সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছে। আমি উঠিয়া আসিলাম—বলিলাম শরীর ভাল নাই। এক শিখ বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলাম—গ্রন্থসাহিবে শেখ ফরিদের একটি শ্লোকের অংশ আছে, তাহার অনুবাদ—"কাক তুই আমার অস্থিপঞ্জর খুঁড়িয়া সকল মাংস খাইয়াছিস্। আমার এই চোখ দুটি স্পর্শ করিস্ না। কারণ, আমি এখনো প্রিয়কে দেখিবার আশা রাখি।"

শোরী মিঞাই বলুন, আর শেখ ফরিদই বলুন—শ্রীরাধার দেহ কাকে স্পর্শ করিবে, ইহা আমার নিকট একান্তই অসহ্য উক্তি।

কোথায় যেন রেডিওতে একদিন কীর্তন শুনিতেছিলাম। গায়িকা বোধ হয় মথুরার দূতীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিতেছিলেন। শ্যামচন্দ্র শুনিতে পান নাই, কিংবা না শোনার ভান করিয়াছিলেন। তাই গায়িকা শ্যামকে তিরস্কার করিতেছিলেন—"শ্যাম হয়েছে কালা হাতী।" সুরেই তিনি বলিতেছিলেন। প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। দ্বিতীয়বার শুনিয়া বুঝিলাম এবং রেডিওটি বন্ধ করিয়া দিলাম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্তনে বৈচিত্র্য ও বিবর্তন

বাঙ্গালায় শ্রীরাধাগোবিন্দের তথা শ্রীগৌরচন্দ্রের নাম, লীলা ও গুণকীর্তনের ধারা আজিও প্রবহমান। স্রোত মন্দীভূত হইয়াছে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে—সম্ভবতঃ তৃতীয় পাদে, খেতরী গ্রামে একটি বিরাট্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অভিপ্রায়-মত তাঁহার পরমাত্মীয় (রাজা) শ্রীমান্ সন্তোষ এই উৎসবের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন। উৎসবের নেত্রী ছিলেন প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের সুযোগ্যা সহধর্মিণী জাহ্নবী দেবী। এই উৎসবে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত গায়ক বাদক উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রদায় তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের প্রভাবে যোজনান্তর সংস্কৃতি-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। বহুবিধ ইষ্টাপূর্তের অনুষ্ঠানে বাঙ্গালীর নবজাগ্রত যৌবন দেশকে অভিনব আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সমাজে নূতন চেতনা, নবীন উদ্যম। সার্থক ও বাস্তব গণ-সংযোগের ফলে বাঙ্গালী নূতন জাতিরূপে অভ্যুদিত হইয়াছে। এমনই দিনে খেতরীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এই উৎসবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তিও দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্যাবদান সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নর-নারীকেও মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি অকপট নিষ্ঠার চন্দ্রাতপতলে শৌচ সদাচরণের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে সমাজের উচ্চাবচ স্তরকে প্রায় সমতলে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; উচ্চ-নীচ একত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সমাজগঠনের মূলমন্ত্র গণসংযোগের যে সর্বোত্তম সরণিতে চরণার্পণ করিয়াছিলেন, সেই চরণাঙ্কিত নরপতিপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর

কী—৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যোগ্য উত্তরাধিকারী চারিজন বিশ্রুতনামা জননায়ক—শ্রীনিত্যানন্দ-তনয় শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু, আচার্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর নরোত্তম এবং শ্রীল শ্যামানন্দ। জনতার সঙ্গে একাত্মতা লাভের জন্য তাঁহারাও মহাপ্রভু-প্রবর্তিত নাম-কীর্তন এবং লীলা-কীর্তনকেই বিতরণের উপায়ন-রূপে সঙ্গে লইলেন। নাম-কীর্তনের ধারা নির্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করিয়াছিল মহাপ্রভুর সমকালেই। খেতরীর মহোৎসবে লীলা-কীর্তনের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। ইতিপূর্বে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং রসপর্যায় স্থিরীকৃত হইয়াই ছিল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নিয়ম করিলেন, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগাদি যে লীলাগান অন্তকার অভিপ্রেত, গায়ককে তাহার প্রথমেই তদুচিত গৌরচন্দ্র গান করিয়া পালা আরম্ভ করিতে হইবে। অর্থাৎ সেই প্রেম-বিগ্রহ আদর্শ সন্ন্যাসী এই অপ্রাকৃত লীলা যেভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন—শ্রোতৃবৃন্দ যাহাতে তদ্‌বিষয়ে অবহিত হন, কীর্তনীয়া সর্বপ্রথম তাহারই সুযোগ করিয়া দিবেন।

চর্যাপদগুলির মাথায় রাগ লেখা আছে। কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দের স্বরচিত গানে আপনিই রাগ ও তালের নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণগানের প্রতি পদে রাগ ও তালের নাম পাইতেছি। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সুপ্রসিদ্ধ নরহরি চক্রবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গীত লইয়া লিখিত তাঁহার গ্রন্থ আছে। নরহরির ভক্তিরত্নাকরেও সঙ্গীতের মূল্যবান্ আলোচনা পাওয়া যায়। সুতরাং কীর্তনগান যে বিশুদ্ধ সুর ও তাল-সংযোগে গীত হইত এ-বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সেকালে স্বরলিপি ছিল না, গায়কগণ কর্মসিদ্ধ ছিলেন। গুরুর মুখে শুনিয়া শুনিয়া, শ্রুতিপথে আয়ত্তে আনিয়া তাঁহারা কীর্তনের সুরকে আপন কণ্ঠে তুলিয়া লইয়াছিলেন। ফলে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিয়াছে। সুরের এদিক্ ওদিক্ হইয়া গিয়াছে। তাল অপেক্ষা সুরের দিক্ দিয়া ক্ষতিটা কিছু বেশী হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমি তদানীন্তন বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক রসিক দাসের কীর্তন বহুবার শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি ১৩২০ সালে মরজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন। এই স্বনামধন্য কীর্তনীয়া কীর্তনে নূতনত্ব আনিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কীর্তনে কাটা-ধরা তাল তাঁহারই সৃষ্টি। ধরা তালের সঙ্গে ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই। ধরা তালের চারিটি মাত্রা। এই গান কেহবা সাত-ফের কেহবা আট-ফের ঘুরাইয়া আনেন। এক-এক ফের বা ওয়ার্দায় চারিটি করিয়া ছুট বা তালের হিসাবে এই গানে কেহবা আঠাশ চাপড়, কেহবা বত্রিশ চাপড় ব্যবহার করেন। "আঁধল প্রেম পহিলে নাহি হেরনু সো বহু বল্লভ কান, 'যাকর চরণ' নখররুচি হেরইতে মুরছিত কত কোটি কাম, চরণে লাগি হরি হার পিঁধায়ল, প্রেমক অঙ্কুর, এই না মাধবী-তলে", প্রভৃতি ত্রিপদী ছন্দে রচিত গানগুলির প্রথম পংক্তি ধরা তালে গীত হয়।

রসিক দাসের পুত্র সুগায়ক রাধাশ্যাম দাসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। একবার দক্ষিণখণ্ডে গিয়া তাঁহার বাড়িতে আমি প্রায় সপ্তাহ-কাল কাটাইয়া আসিয়াছিলাম। সেই সময় রাধাশ্যাম আমাকে বলেন—পিতাঠাকুর একদিন ভোরে উঠিয়া গ্রামের বাহিরে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে যাইতেছিলেন। পথের মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। এক পুত্রহারা বিধবা ক্রন্দন করিতেছেন। প্রভাতের বাতাসে ক্রন্দনের সেই করুণ সুর ভাসিয়া আসিতেছে। গৃহে ফিরিয়া তিনি—"কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে আসিয়া পশিল মোর কানে", "হরি করচিহ্ন পদাম্বুজে যাবক", প্রভৃতি কয়েকটি গানকে সেই ক্রন্দনের সুরের অনুসরণে রূপায়িত করেন। গানগুলি আজও রসিক দাসের সুরেই গীত হয়। ধরা তালের চারি মাত্রার প্রথম দুইটি ছুটকে বাদ দিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছুটের মধ্যবর্তী স্থান হইতে ইহার আরম্ভ। ইহা দুই ওয়ার্দা বা আট চাপড়ের গান। রসিক দাস প্রায় বড় তালের গানই গাহিতেন। রসিক ছিলেন খণ্ডিতা, কুঞ্জভঙ্গের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সিদ্ধ গায়ক। তুইটি পালা প্রাতঃকালেরই গান। পালা তুইটির অনেক গান তিনি প্রভাতী সুরেই গাহিতেন। স্বরলিপি ছিল না। পিতার নিকটেই শুনিয়া শিখিয়াছিলেন। স্বরগ্রামও তাঁহার জানা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট শুনিয়াছি তিনি প্রায় বিশুদ্ধ সুরেই কীর্তন গান করিতেন। তালেও যেমন, সুরেও তেমনই তিনি কিছু কিছু নূতন পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। এরূপ প্রতিভাধর কীর্তনীয়া তাঁহার সময়ে মাত্র তুই-একজনই ছিলেন। সৃষ্টির ক্ষমতা সকলের থাকে না।

যাঁহারা বহু কীর্তনীয়ার কীর্তন শুনিয়াছেন—তাঁহারাই ইহার বৈচিত্র্যের কথা অবগত আছেন। ধনী ঠমকি ঠমকি চলি যায়। যায় যায় বঁধুপানে ফিরে ফিরে চায়। কলিকাতার কোন শ্রোতা এই গান শুনিলে তাঁহার ঠুংরী বলিয়া ভ্রম হইবে। কীর্তনীয়া ফটিক চৌধুরী প্রথম জীবনে ধ্রুপদ খেয়াল শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি কোন কোন পদ গাহিবার পূর্বে গেয় পদগুলি যে যে রাগের সেই সেই রাগ আলাপ করিতেন। শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবাড়িতে তাঁহার বাঁধা আসর ছিল। কীর্তনের বৈচিত্র্য বিষয়ে আরো একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীখণ্ড গ্রামের বড়ডাঙ্গায় একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নাম-কীর্তনের সিদ্ধ গায়ক শ্রীল রামদাস বাবাজীর প্রিয় শিষ্য ত্রিভঙ্গ দাস বাবাজী বীরভূম একচক্রায় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবস্থানে দেব-সেবাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। ক্ষেত্রটির সংস্কার-সাধনপূর্বক রামদাস বাবাজী মহারাজই তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেন। ত্রিভঙ্গ দাস সুগায়ক ছিলেন। বড়ডাঙ্গার উৎসবে রামদাস বাবাজী মহারাজ আসিতেন। আরো কয়েকজন কীর্তনীয়াও আসিতেন। চৈতন্যমঙ্গল গায়ক অবধৌত দাস আসিতেন। ত্রিভঙ্গ দাসও আসিতেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীগৌর গুণানন্দ ঠাকুর একজন বিখ্যাত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্তনাচার্য। বহু ছাত্র তাঁহার নিকট কীর্তন শিক্ষা করিয়া পরে দল গঠন করিয়াছেন। আমি বহুদিন পূর্বে পর পর কয়েক বৎসরই বড়ডাঙ্গার উৎসবে গিয়াছিলাম। এক বৎসর গিয়াছি, সেবার কীর্তনীয়াগণের মধ্যে ছিলেন সুবিখ্যাত অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, আখরিয়া হরিদাসের পুত্র গোপাল দাস, শ্রীগৌরগুণানন্দের ছাত্র স্বর্ণহাটির শচীনন্দন। ইঁহাদের সঙ্গে অবধৌত দাস এবং ত্রিভঙ্গ দাসও ছিলেন। উৎসব-শেষের পূর্ব রাত্রে রাসলীলা গান করিয়া পরদিন প্রভাতে কুঞ্জভঙ্গ গান করিতে হয়। আমি দেখিলাম ত্রিভঙ্গ দাস বাবাজীকে রাস গাহিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। স্বয়ং গৌর-গুণানন্দ ঠাকুর দোহার। শ্রোতৃগণের মধ্যে শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী-সহ বহু গোস্বামী-সন্তান ও কীর্তন-গায়ক দুই-একজন উপস্থিত আছেন। রাস গান শেষ হইল। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাশেষে নিদ্রামগ্ন হইলেন। ত্রিভঙ্গ দাস বাবাজী গান ধরিলেন—"ধীরে ধীরে কও গো কথা রাই যেন জাগে না।" ঈষৎ বিলম্বিত লয়ে একতালাতে আমি এই গান বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু ত্রিভঙ্গ দাস বাবাজীর মুখে এ গান পৃথক্ সুরে শুনিলাম। সুরটি খ্যামটার সুর বলিয়া ভ্রম হইল। পরে গৌরগুণানন্দ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম এ সুরটিও পুরানো সুর এবং কীর্তনীয়া সমাজের অনুমোদিত সুর। রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ও এ কথা সমর্থন করিয়াছিলেন।

প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া প্রবহমান এই ধারায় বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে ইতিহাস কেহ লিখিয়া রাখে নাই। পুরাতন কিছুটা লোপ পাইয়াছে, কিছু নূতন আসিয়া সে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং কীর্তনের কাঠামোটি বজায় থাকিলেও বিবর্তন যে ঘটিয়াছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। রসিক দাস কিছুটা সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন। ফটিক চৌধুরী সামান্যরূপে হইলেও নূতনকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। আমার মনে হয় কীর্তনীয়াগণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেমন তালের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তেমনই তাঁহাদের সুরের বিশুদ্ধতার দিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বদ্ধ জলা ভয়াবহ, কিন্তু যে স্রোত বহিয়া চলে, তাহার মধ্যে প্রাণের ছন্দ স্পন্দিত হয় ইহা সুনিশ্চিত। তাহা নূতনকে পরিহার করিয়া চলে না। এইজন্যই আমি শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঘোষের বিশুদ্ধ সুরে তালে কীর্তনগানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমর্থন করিয়াছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঢপ-কীর্তন

মুর্শিদাবাদ জেলায় তালিবপুর গ্রামে (ইস্টার্ন রেলপথের সালার স্টেশনের নিকট) প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার মামার বাড়ি ছিল বেলডাঙ্গা গ্রাম (ইস্টার্ন রেলপথের নিকট)। মাতুলের সন্তানাদি ছিল না। প্রাণকৃষ্ণ মাতুলের উত্তরাধিকারিস্বরূপ বেলডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহার সম্পত্তি-সহ দেবসেবা ও বহু শিষ্য প্রাপ্ত হন। গুরুগিরি করিতেন, তাই লোকে তাঁহাকে অধিকারী বলিত। শেষে তিনি প্রাণকৃষ্ণ অধিকারী রূপেই পরিচিত হন। প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রূপচাঁদ। স্বরূপচাঁদ নামেও তাঁহার অপর এক পুত্র ছিল। ১১২৯ সালে বেলডাঙ্গায় রূপচাঁদের জন্ম হয়।

পাঠশালায় কিছুদূর লেখাপড়া শিখিয়া রূপচাঁদ এক চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি নিজেদের শিষ্যবাড়িতে এবং নিকটবর্তী গ্রামে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথকতা করিতে থাকেন। রূপ-চাঁদের কণ্ঠ মধুর ছিল। শৈশব হইতেই তিনি গান শুনিতে ও গান গাহিতে ভালবাসিতেন। কথকতা করিতে গিয়া সঙ্গীতের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মে। তিনি সঙ্গীতশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই সময়ে সালারের নিকট শিমুলিয়া গ্রামে এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। সন্ন্যাসী অতি যত্নে রূপচাঁদকে শিক্ষাদান করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে সন্ন্যাসীর নিকট আশীর্বাদস্বরূপ একটি 'ডুবকী' প্রাপ্ত হন। ডুবকী যেন মন্ত্রসিদ্ধ ছিল, ডুবকী বাজাইয়া সুগায়ক রূপচাঁদ যখন মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন, তখন নরনারী তন্ময় হইয়া শুনিত। অতঃপর কথকতা ত্যাগ করিয়া রূপচাঁদ কীর্তনের দল করেন। দলে মৃদঙ্গবাদক থাকিলেও সন্ন্যাসীদত্ত ডুবকীটি তিনি ত্যাগ করেন নাই। মূল গায়করূপে তিনি ডুবকী বাজাইয়া গান করিতেন।-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মনোহরসাহী কীর্তনের সুর ভাঙ্গিয়া রূপচাঁদ হাল্কা সুরের সৃষ্টি করেন। রূপচাঁদের কীর্তনই 'ঢপ' নামে পরিচিত। প্রবাদ আছে, কীর্তন গাহিয়া ফিরিবার পথে সদলে রূপচাঁদ একদিন দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে শ্রীভগবানের নাম গাহিবার জন্য তিনি দস্যু-দলপতির নিকট অনুমতি ভিক্ষা করেন। দলপতি অনুমতি দিলে তিনি ডুবকী বাজাইয়া স্বরচিত পদ গাহিয়াছিলেন। গান শুনিয়া দস্যুসর্দার রূপচাঁদের পদে পতিত হইয়া মার্জনা চাহিয়াছিলেন এবং সদলে রূপের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালের ঢপ-গায়কগণের মধ্যে অঘোর দাস, দ্বারিক দাস, শ্যাম বাউল, মোহন দাস ও মধুসূদন কিন্নরের নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা বহু কষ্টে রূপের কয়েকটি গান সংগ্রহ করিয়াছি; এখানে তুলিয়া দিলাম।* ১১৯৯ সালে ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোধান হয়।

১

পাড়ার লোকে গোল করে মা
বলে গৌর কলঙ্কিনী।
যেদিন হয় মা কাজীর দলন
গউর করে নগর কীর্তন
আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ যবন গউর সঙ্গেতে।
আবাল বৃদ্ধ যুব ছেলে
সবাই নাচে হরি বলে
দেখেছিলাম ঘুঙ্গুট খুলে
হয়ে গেলাম ক্ষ্যাপা পাগলিনী।
একদিন জাহ্নবীর ঘাটে
গোরাচান্দ দাঁড়ায়ে তটে
চন্দ্র সূর্য উভয় ছোটে গৌর অঙ্গেতে।
হেরে গোরা রূপের ছবি
মাগো ভুলে গেলাম সবি

* সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নিত্যধামগত ফটিক চৌধুরীর নিকট হইতে সংগৃহীত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৈবে গেল কলসী ডুবি
রূপকে দেখেছিলো পাপ ননদিনী ॥

২

আমায় দংশেছে গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ।
বিষেতে জারিল জ্বলে গেল সর্ব অঙ্গ।
এ ভুজঙ্গ দংশেছে অন্তরে
বিষ যায় না মণি মন্তরে—
নাই তাগা বাঁধবার স্থান কিসে হবে ত্রাণ
শেষে যায় যে পরাণ আশার সঙ্গ ॥
কলঙ্কিনী হইলাম জাতিকুল মজাইলাম
সাধে সাধে সখী সকলি হারাইলাম
ভুলি আঁখির ছলনে কি জানি কি ক্ষণে
তার নয়নে নয়ন মিলাইলাম
সেই দেখা আমার বুঝি শেষ দেখা
না দেখিয়া তারে দায় হল প্রাণ রাখা
ছিলাম গৃহবাসী করিয়া উদাসী
সব নাশি রূপের করলে বাসাভঙ্গ ॥

৩

কি রূপ দেখিনু কদম্ব মূলে।
কলিন্দ নন্দিনীর কূলে ॥
জন্মাবধি এমন রূপ তো দেখি নাই
অপরূপ রূপের বলিহারি যাই
রূপ বলতে নারি মুখে দেখেছি এই সুখে
বুকের জালা সয়ে আছি দুখ ভুলে।
দুখ ভুলি তারে ভুলতে পারি কই
সে কি জানে আমি কত জালা সই
জানে না অচেনা সেইজন্য বই
আমি অপর কারো নই
সব হারায়ে তারি পায়ে রূপ বিকালো বিনামূলে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪

যদি নাহি দিবে দেখা কেন বারেক দেখা দিলে।
কহিবে না কথা তার আঁখিতে কি বাখানিলে ॥
বল দেখি একি লীলে নির্দ্দোষে বিষে জারিলে
সর্ব্বস্ব হরিলে যদি আমায় কেন নাহি নিলে
কেন মনে এসো নিরাবিলে (তুমি) সুখ পাও (কি)
আমি দুখ পাইলে।
একেবারে মারিলে না মারিতে চাও তিলে তিলে
বাহির হতে কেন আমার অন্তরেতে লুকাইলে
এ কি রকম লুকোচুরি দেখা পাই নয়ন মুদিলে
বাহিরে দেখা নাহি মিলে এ খেলা কোথায় শিখিলে
রূপচাঁদ বলে ভুলবে যদি তবে কেন ভুলাইলে ॥

৫

বাঁকা শ্যাম গুণধাম নামটি তোমার প্রাণারাম।
আমি তো বামতা ছাড়ি তোমায় ডাকি অবিরাম ॥
তবে কেন তুমি বাম শুনেছি আমার গুণগ্রাম
যেমন রূপ তেমন নাম শুনি আমি অনুপাম
সকল দুখের বিরাম কেবল আনন্দ ধাম ॥
সারা জীবন ডাকিলাম তবু তো না পাইলাম
অন্তিম কালে আসিবে না অনুমানে জানিলাম
আপন করতে নারিলাম মনের কথা বুঝিলাম
রূপচাঁদ বলে রাধাশ্যাম পূর্ণ হবে নাকি মনস্কাম ॥

৬

নবজলধর কুসুম কাপড় জিনিয়া তার তনু কাঁতি।
নীলরতন দলিতাঞ্জনে তুচ্ছ করে দেহের ভাতি ॥
অঙ্গগন্ধে নানা ছন্দে অলি গুঞ্জে পাঁতি পাঁতি ॥
বাজায় বাঁশী যোগী তপস্বী শুনে আমি শ্রবণ পাতি ॥
চরণ নূপুর মধুর মধুর মনে বাজে দিবা রাতি।
রূপচাঁদ ভণে ধ্বনি শুনে কাঙ্গাল হৃদয় ওঠে মাতি ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধু-কান

ঢপ-গানের অপর একজন সুবিখ্যাত গায়ক মধুসূদন কিন্নর, চলিত নাম মধু-কান। ১২২৫ সালে যশোহরের অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন উলুশিয়াই গ্রামে জন্ম। পিতার নাম তিলকচন্দ্র কিন্নর। মধুর আরো তিনটি সহোদর ভাই ছিল। লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ হয় নাই, তিনি মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে পারিতেন, কিন্তু লিখিতে জানিতেন না। যৌবনে ঢাকার প্রসিদ্ধ গায়ক ছোটে খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। যশোহর রাঢ় খাদিয়ার মোহন বাউল তাঁহাকে ঢপ-কীর্তন শিক্ষা দেন। মধু নিজে মান, অক্রূর-সংবাদ, মাথুর, কুরুক্ষেত্র-মিলন প্রভৃতি কয়েকটি পালা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গানের সুর 'মধু-কানের সুর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মধু গানে 'সূদন' ভণিতা দিতেন। কোন বন্ধু তাঁহাকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করায় বলিয়াছিলেন—মধু পাছে বিষ হয়, তাই মধু ভণিতা দিতে সাহস হয় না। ১২৭৫ সালে নদীয়া কৃষ্ণনগরে গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ যকৃৎ ও বুকে বেদনা অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর দেখা দেয়। এই জ্বরেই কৃষ্ণনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মধুসূদনের কয়েকটি গান এখানে তুলিয়া দিলাম।

১

শ্রীরাধার পূর্বরাগ

সুরট, কাওয়ালী

কি জানি কি হল আমার মনে।
কি শয়নে কি স্বপনে কৃষ্ণরূপ হেরি দুনয়নে ॥
যদি না ভাবি অন্তরে তবু না রহে অন্তরে।
কি আছে যে তার অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারি নে ॥
যদি থাকি আপন মনে না করি মনে
সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে
মনে পাইলে মনের কথা তাইতে সদাই মনে ব্যথা
কারে বা কই মনের কথা মন দিয়ে তা কেবা শোনে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেদিকে যাই যেদিকে চাই শুধু কৃষ্ণ দেখিতে পাই
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণ বর্ণ শেষে বা বুঝি কৃষ্ণ পাই
কালরূপ চিনিলে কে সে নাম বুঝি তার হৃষীকেশে
ধরিলে আমার কেশে সুদন শেষে জানবে মনে ॥

২

শ্রীরাধার মান

বিভাস, কাওয়ালী

মোহন চূড়া লাগে পায় আমাদের প্রাণে ব্যথা পায়।
রাজার নন্দিনী হয়ে প্যারী যা করিস তাই শোভা পায় ॥
যে হরি ধরেছে ত্রিপায় তার চূড়া ভাঙ্গিলি বাঁ পায়।
তবু তারে চাইলি নে কৃপায় যার পায় ধরেও কেউ না পায় ॥
যা হতে তুই নারীর চূড়া ভাঙ্গিলি তার মাথার চূড়া
শুনিস কি ভেঙ্গে চূড়া কে কোথায় হয়েছে চূড়া
যার চূড়া তুই দলিলি পায় ত্রিজগৎ তার লুটায় পায়
সুরধুনী জন্মে যে পায় তার অপরাধ কি পায় পায়।
ঐ কৃষ্ণধন যে পায় সেপায় সেটা তুমি জানতো প্রায়
প্রাণ ধরে তায় ধরালি পায় সুদন বলে ধরি দুপায়
তায় তুমি ঠেল না দু পায় ॥

৩

দেবকীর বিলাপ

বিভাস, ঢিমে তেতালা

বলো তারে কারাগারে আর কত দিন রইতে হবে।
সে দিনের আর বাকী ক দিন চিরদিন কি কেঁদে যাবে ॥
এমনি কপাল পাথর চাপা বুকের মাঝে পাথর চাপা
নয়ন জলে নয়ন ঝাঁপা শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য প্রভাবে ॥
পুণ্য ফলে পুত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম।
তেমনি সুখে বন্দীশালে জনম গোঁয়ালাম ॥
যে সুখেতে হেথায় আছি একবার কৃষ্ণ দেখলে বাঁচ
কিম্বা কৃষ্ণ পেলে বাঁচি এ বাঁচায় আর কি ফল হবে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অসিত অষ্টমী রাতে এই কারাগারে
ব্রহ্মমূর্তি দেখাইল করুণা কোরে
কোন্ পুণ্যে এল উদরে   কোন পাপে বা কারাগারে
সূদন বলে বোলো তারে   এ বন্ধন ঘুচিবে কবে ॥

৪

মথুরায় দ্বারীর প্রতি

দেওগিরি, ঢিমে কাওয়ালী

আহূত এসেছি মোরা   রবাহূত কও কারে।
আবাহন করেছে রাজা   তাই এসেছি তোদের দ্বারে ॥
যেতে যদি দেওরে বাধা   ধর এই দেখাও গে বাধা
দেখলে আর মানবে না বাধা   আনবে বাধা মাথায় কোরে ॥
আমরা নইতো তত্র মানী   তোদের রাজার পত্রে জানি।
জানতে পারি শুনতে পারি   আগে হোক রে জানাজানি ॥
তোদের রাজা যে যদুরায়   রাধার নোকর গোকুলে গায়
কোরতে চাও কাঙ্গালী বিদায় গোকুল তোরা চিনিস নারে ॥
তোদের রাজার নীলমণি নাম ছিল মোদের বৃন্দাবনে
লয়ে তোদের সকল ধেনু চরাইত বনে বনে
সূদন বলে শোনরে দ্বারী   কেন করিস তেরি মেরি
দুঃখ ভুলি তারে হেরি   একবার এনে দেখা তারে ॥

৫

মথুরায় দূতী

শ্যাম শুক নামে প্রিয় পাখী।

এদেশে এসেছে উড়ে শ্রীরাধারে দিয়ে ফাঁকি ॥
এসেচি তার অন্বেষণে দেখা হলে বাঁচি প্রাণে
জানে না সে রাধা বিনে রাধা নামে সদা সুখী ॥
পাখা যদি দিত বিধি পাখী হয়ে উড়ে যেতাম
যে বনে প্রাণ পাখী আছে সে বনে তায় খুঁজে নিতাম
পেয়ে থাকিস দেখা দেখা পাখীর মাথায় পাখীর পাখা
তাতে রাধার নামটী লেখা দেখা নাই তাই ঝুরে আঁখি ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈষ্ণব পদাবলী

আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় সাহিত্য সর্বপ্রথম সঙ্গীতেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ইহারা উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সাহিত্য বেদমন্ত্রের উল্লেখ করেন। ঋষিগণ বেদমন্ত্র গান করিতেন। যে 'সহিত' হইতে সাহিত্য শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, সঙ্গীতেই সেই সহমিলনকে নিকটবর্তী করিয়া আনিয়াছিল। কণ্ঠ-সঙ্গীতেই সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ। সুর পরিমার্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইলে পরে তালের সৃষ্টি হইয়াছিল। যন্ত্র-সঙ্গীতের সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহারও পূর্বে।

অসম্ভব নহে গৃহবাসী অরণ্যচারী মানব কীচক-কুঞ্জে একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষজনিত শব্দে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কবিরাজ কৃষ্ণ-দাস ইহাকেই পরস্পর 'বেণুগীত' বলিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রাণ শ্রীরাধার তন্ময়তার কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতনা। বেণুগীতে শ্রীরাধার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির স্মৃতি উত্তাল হইয়া উঠে। জানি না আদিম মানব ঐ বেণুগীতে মজিয়াই বংশী নির্মাণ করিতে এবং বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিল কিনা। অসম্ভব নহে, সাগরতীরবর্তী মানব দিগন্তবিস্তৃত বালুবেলায় আপতিত শঙ্খ কঙ্কালের অভ্যন্তরে প্রবাহিত পবনোত্থিত আরাবে উৎকর্ণ হইয়াছিল। তাহারা কম্বু-মুখে অধর ফুৎকার দিয়া মন্দ্রিত করিয়াছিল দিক্ হইতে দিগন্তর। সে ধ্বনি তরঙ্গায়িত হইয়াছিল অন্তহীন নীলাম্বু-বিস্তারের লহরীমালায়। এইভাবে মানব যন্ত্র-সংগীতের দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম করিয়াছিল।

মানুষ কবে লিখিতে শিখিয়াছিল? গিরিগাত্রে না ভূর্জপত্রে, বৃক্ষ-বল্কলে না অর্ধ-শুষ্ক কর্দমাক্ত সমতলে সে প্রথম লিখিয়াছিল আপনার মর্মমথিত উল্লাস আবেগ, সুখ-দুঃখ, ব্যথা ও বেদনা, হাসি ও অশ্রুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পংক্তি-প্রচয়—তাহা কেহ জানে না। কেহ কেহ বলেন, সঙ্গীত হইতেই কবিতা, আবার কবিতার ক্রমবিবর্তনে গদ্য উদ্ভূত হইয়াছে। আমার আলোচ্য গীতি-কবিতা। যে গান কবিতারূপে আবৃত্তি করিলে অথবা যে কবিতা সুর-সংযোগ গীত হইলে চিত্ত চমৎকৃতি ও শ্রুতি-সুখের প্রায় ইতরবিশেষ হয় না, তাহাকেই আমি গীতি-কবিতা বলিতেছি। অবশ্য শব্দটি বিদেশাগত 'লিরিকের' প্রতিশব্দ।

কবিকে আমরা নানা দেশে নানা বেশে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর প্রথম শোকসভায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে আমি বলিয়াছিলাম, তোমারে দেখিয়াছিলাম পুণ্যতোয়া তমসার তীরে ক্রৌঞ্চমিথুনের একতরের বিয়োগে শোক-কাতর। দেখিয়াছিলাম, অশ্রান্ত পাদচারণে মুখরিত তমসার তীর দেশে। তোমারে দেখিয়াছিলাম উজ্জয়িনীর রাজসভা-মাঝে—উত্তুঙ্গ প্রাসাদ সৌধের মণিমণ্ডিত কক্ষকুট্টিমে।

কবিকে যেমন দেখিয়াছি রাজ-সন্নিধানে, তেমনই দেখিয়াছি উটজ-প্রাঙ্গণে কুশাসনে। ইহারা রামায়ণ-মহাভারত রচনা করিয়াছেন। মেঘদূত, শ্রীগীতগোবিন্দ ইহাদেরই রচনা। আবার ইহাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত একান্তই দীন-সামর্থ্য কেহ কেহ পল্লীগীতি গাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই অজ্ঞাতনামা স্বল্পখ্যাত কবিদের পরিচয় কেহ স্মরণ করিয়া রাখে নাই। আমি ইহাদিগকেও কবি বলিয়া সম্মান করি। ইহারা জনসাধারণের কবি। আশ্চর্যের বিষয়, ইহাদের রচিত কবিতা সাহিত্য হইত এবং সর্বসাধারণে তাহা বুঝিতে পারিত। বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্য হইতে আবির্ভূত কবিগণ দুইবার সার্থক সাহিত্য রচনা করিয়াছেন এবং সেই সাহিত্য জনসাধারণকে প্রভাবিত করিয়াছে, হাসাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে, মাতাইয়াছে। প্রথমে যাঁহাদের কথা বলিয়াছি তাঁহারা জনচিত্তের পরিবর্তনও ঘটাইয়াছেন। ইহাদেরই একদল—প্রথম দল অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, দৈবী প্রতিভায় সমলঙ্কৃত, লোকোত্তর চমৎকারিতার চিত্রকর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহারাই বৈষ্ণব কবি নামে পরিচিত। ইহারা কালজয়ী, ইহারা অমর। অপর দলের নাম কবিওয়ালা। বৈষ্ণব কবিগণের লৌকিক সংস্করণ, অতি অল্প শক্তির অধিকারী এই কবিগণ যুগ-প্রয়োজনেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতই কবি ছিলেন। ক্ষণিকের খদ্যোত বলিয়া ইঁহাদিগকে অবমানিত করিলে চলিবে না। আজ বৈষ্ণব কবিগণের কথাই আলোচনা করিতেছি।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিতার উৎস অনুসন্ধানে আমাদিগকে সম্রাট্ সভাতেই উপস্থিত হইতে হয়, উপস্থিত হইতে হয় কবি জয়দেবের পদপ্রান্তে। আকস্মিক নিদারুণ ভূ-কম্পনে বাঙ্গালার রাজধানী বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সমৃদ্ধ নগরী পরিণত হইল ধ্বংসস্তূপে। কিন্তু এই রাষ্ট্রবিপ্লবের দুর্যোগ মুহূর্তেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে উৎসারিত হইল এক মৃতসঞ্জীবনীর অমৃত প্রস্রবণ। সংবাদপত্র নাই, রেলপথ নাই, বেতার-বার্তা নাই, শ্রীগীতগোবিন্দের গীতধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলিল সারা ভারতবর্ষে। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা অন্যরূপে কল্যাণপ্রসূ হইল। শ্রীগীতগোবিন্দের অমৃত মন্দাকিনী দুইটি প্রবাহে বিভক্ত হইয়া গেল। এই দুইটি ধারার নাম চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গীতি-স্রোতস্বিনী। এই ত্রিধারারই মিলিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বাঙ্গালার শ্রীগৌরাঙ্গদেব, নিমাই পণ্ডিত।

শ্রীগৌরাঙ্গের অভ্যুদয় বাঙ্গালায় যুগান্তর আনয়ন করিল। পরাধীনতায় বন্দী বাঙ্গালী একটা জাতিরূপে সংহত হইয়া উঠিল। ভাগবত প্রেম ও মানব-প্রেমের সমন্বয় মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেব ছিলেন বিশ্বাসের প্রাণবন্ত প্রতিভূ। যেমন ভগবদ্‌ভক্তি, তেমনই লোক-কল্যাণে প্রবৃত্তি। মানব-মঙ্গলব্রতী অগণিত ভক্ত সাধক তাঁহাকে কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া একত্রে আসিয়া মিলিত হইল। ভালবাসা হইল তাঁহাদের মূলমন্ত্র ও প্রেমেই তাঁহাদের প্রাণ। সঙ্কল্পে দুর্জয়, লক্ষ্যে অবিচলিত, চরিত্রে অম্লান, নিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ এই বাঙ্গালী দল বাঙ্গালীসমাজের সর্বস্তরেরই মানুষ—তাহারা অকপট, অকুতোভয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভালবাসার শাশ্বত নিকেতন শ্রীবৃন্দাবন আর কল্পনার কল্পলোকে রহিল না, ইহাদের চক্ষের সম্মুখে বাস্তবে আসিয়া ধরা দিল। শ্রীকৃষ্ণ-রূপের দলিতাঞ্জন চক্ষে মাখিয়া বাঙ্গালার গগন-নীলিমায়, পল্লীর অমল শ্যামলিমায় ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিলেন। প্রতনু-সলিলা প্রবাহিণীর কলতানে শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের নূপুর-শিঞ্জন। কোকিলের কুহু-গানে শুনিলেন মুরলীর আকুল আহ্বান। বরষার ঘনঘটা, বসন্তের বনশোভা ইহাদিগকে নিত্য নূতন ভাবে বিভাবিত করিয়া তুলিল। এই মানসপ্রকর্ষে পরিমার্জিত, প্রাণ-প্রাচুর্যে প্রফুল্ল জাতি ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিল। দেশকে ভালবাস, জাতিকে ভালবাস, অকপট ভালবাসাই তোমাকে অমরত্ব দান করিবে। দেশকে, জাতিকে অমৃত আস্বাদন করাইবে। এই ভালবাসাই মর-জগতের মৃতসঞ্জীবনী। কিন্তু এই ভালবাসার আদর্শ কোথায় ? মানুষ কাহাকে অনুসরণ করিবে ? কাহার চরণাঙ্কিত সরণি তাহাকে পথ দেখাইবে ? কাহার পুণ্য-কথা তাহার অন্তরে প্রেরণা জাগাইবে, ভরসা আনিয়া দিবে, হৃদয়ে বল-সঞ্চারের প্রবল সহায়ক হইবে ? শ্রীমহাপ্রভু এই আদর্শের সন্ধান প্রদান করিলেন। 'তুস্ত্যজ আর্য পথ নিজ পরিজন, স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন' চিরাচরিত অনুসরণীয়। আর্যপথ ও আপনার গৃহ ও পরিজনকে পরিত্যাগপূর্বক, শত গঞ্জনা সহিয়া, সহস্র বাধা পায়ে দলিয়া যিনি ভালবাসিবার জন্য ভাল-বাসিয়াছিলেন, স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসার প্রমূর্ত বিগ্রহ সেই শ্রীরাধাকে আনিয়া লোকচক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। আপনি আচরি ধর্ম সকলকে শিক্ষাদানের জন্য শ্রীরাধার ভাব ও ইচ্ছাকে নিজ জীবনেই প্রতিফলিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার সর্বত্যাগ সমাজে সর্বতো ভদ্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। লোকে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইল। সেকালে এই ভালবাসার কথা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা কেমন করিয়া সুরধুনীধারায় আত্মসমর্পণপূর্বক মানবজীবনের চরম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও পরম কাম্য সাগরসঙ্গমে গিয়া উল্লসিত হয়, শ্রীরাধাকে আনিয়া তিনি মানুষকে এই উদাহরণের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টা সার্থকতা প্রাপ্ত হইল।

এই ভালবাসার মন্ত্র প্রচার করিবার জন্যই কবিগণের প্রয়োজন। তাঁহারা বাঙ্গালার জনসাধারণের মানসক্ষেত্র হইতেই অভ্যুদিত হইলেন। সমাজের সকল শ্রেণীরই মানুষ ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে। জনপ্রতিনিধিরূপে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্গাতারূপে এই কবিগণের আবির্ভাব বাঙ্গালার ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা। বাঙ্গালায় সে সময় এমনই সব শক্তিধর কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের কবিতা আজ চারি শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—যাঁহাদের কবিতা বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথকে মোহিত করিয়াছে, আনন্দ দান করিয়াছে, পরিতৃপ্ত করিয়াছে। এই কবিতায় ব্যক্তিগত আবেগ ছিল, সুখ-দুঃখ ছিল, আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল। আত্মগত ভাবতন্ময়তার সেই প্রাণচাঞ্চল্য কখন যে গোপীভাব-প্রবাহিণীতে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, কবি তাহা জানিতে পারেন নাই। জনমনও তাহাতে ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সে কবিতা তাই গোলোকের সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয়, এই কবিতা জনসাধারণ—সেকালের শতকে প্রায় পাঁচ জন লোক বুঝিতে পারিত। তাহারা এই কবিতা হইতেই হৃদয়ের ভোজ্য সংগ্রহ করিত, এই কবিতা উপভোগ করিয়া আনন্দিত হইত। কবি আসিয়াছেন—কবিতা বুঝিতেছেন জন-সাধারণের সর্ব শ্রেণীর সাক্ষর নিরক্ষর সর্বশ্রেণীর মানুষ—অন্তত সহস্রে তাহাদের সংখ্যা ছিল অর্ধশত। বুঝিবার ও বুঝাইবার এই রহস্যের সন্ধান জানা নাই বলিয়াই পঁচিশে বৈশাখ প্রায় গ্রামে গ্রামে সভা করিয়াও রবীন্দ্রনাথকে আজিও হাজারে একজন মানুষের বোধগম্য করিতে পারা যায় নাই। বৈষ্ণব কবিগণ সেকালের জনসাধারণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কবি, একটি বিশিষ্ট ধার্মিক সম্প্রদায়ের কবি, একটা গোষ্ঠীগত চেতনার কবি। বৈষ্ণব কবিতা ধর্মমূলক কবিতা। অনেক কবির একই বিষয়-বস্তু লইয়া লেখা কবিতা আছে। তাহা হইলেও এই সমস্ত কবিতার কিছু অংশ প্রকৃত কবিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। সেকালের মানুষ সকলেই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে নাই। তথাপি এই কবিতা অবৈষ্ণব রসিক মানুষকে আকর্ষণ করিয়াছে। যে ভালবাসা মানবের সহজাত—মানবের জন্মের সঙ্গেই তাহার অন্তরে সঞ্জাত হইয়াছিল, বৈষ্ণব কবিতা সেই ভালবাসার চরম ও পরমতম প্রকাশে উজ্জ্বল বলিয়া জনমনকে উদ্বুদ্ধ করিত।

বৈষ্ণব কবিতা মূলত সঙ্গীত, গাহিবার জন্যই তাহা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু কয়জনের কবিতা কীর্তনীয়াগণ গাহিতেন? খেতরী মহোৎসবে বিধিবদ্ধভাবে কীর্তন গানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। তাহার পর সঙ্কলিত হয় পদসংগ্রহের গ্রন্থ। আমি বাল্যকাল হইতেই কীর্তন-গান শুনিয়া আসিতেছি। বড় বড় কীর্তনীয়াগণ, নানা পালায় খুব বেশী হইলেও পনের-কুড়ি জনের অধিক কবির পদ গাহিতেন না। বর্তমানে কীর্তনীয়া দল এখনো দশ-পনের জনের কবিতাই গান করেন। যত সঙ্কলন-গ্রন্থ দেখিয়াছি, শতাধিক কবির পদ মাত্র সঙ্কলিত পাইয়াছি। অথচ পদ-রচয়িতার সংখ্যা চারি শতের কম হইবে না। বহু পদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি এখনো খুঁজিয়া পাতিয়া সংগ্রহ করিলে ছয় হাজার পদ পাওয়া যাইবে। শ্রীসরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত, সাহিত্য সংসদ-প্রকাশিত আমার সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থের জন্য আমি প্রায় সাড়ে চার হাজার পদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিছু কম চারি হাজার ছাপা হইয়াছে। আমার অনবধানতায় বাকী পদগুলি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আমি প্রায় দুই শত কবির পদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

যে কথা বলিতেছিলাম—গায়কের গানে বৈষ্ণব কবিতার প্রচার ঘটিয়াছে ইহা আংশিক সত্য। কারণ, গানের একটা আকর্ষণীয় শক্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আছে। তাহার সুরের মধ্যেও মোহকর যাদু রহিয়াছে। ধর্মমূলক বলিয়াও অবশ্যপাঠ্য হইয়াছে একটা সম্প্রদায়ের নিকট এই বৈষ্ণব কবিতা। বৈষ্ণব জানেন, বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেই তাঁহার উপাসনার মন্ত্র রহিয়াছে। পদাবলীর বহুল প্রচারের ইহাও অন্যতম কারণ। কিন্তু এই দুইটি কারণই বৈষ্ণব পদাবলীকে সর্বজন-গ্রহণীয় করে নাই। বৈষ্ণব পদাবলী সর্বজনগ্রাহ্য হইয়াছে তাহার রসের আবেদনে। এই আবেদনে সাড়া দিবার লোকের সংখ্যা ছিল সেকালে প্রচুর এবং এই সংখ্যা বৃদ্ধির হেতু হইয়াছিল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্যাবদান।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে কাহারো কাহারো রচিত এমন দুই-চারিটি কবিতা আছে, কবিতার মধ্যে এমন দুই-একটী পংক্তি আছে, জরা য়াহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তথাপি মানবদেহের মত সাহিত্য-দেহেরও যৌবন ও বার্ধক্য আছে। প্রায় দুই শত বৎসর অখণ্ড রাজ্য পরিচালনপূর্বক বৈষ্ণব কবিগণ অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পরও বৈষ্ণব কবির কোন প্রতিস্পর্ধীর দেখা মিলিল না। আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন মঙ্গলকাব্যের কবিগণ। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল—দেবতা পৃথক্ হইলেও বিষয়বস্তু প্রায় এক এবং রচনাশৈলীতেও বিশেষ কোন পার্থক্য পাওয়া গেল না মঙ্গল-কাব্যে। ইহারাই পল্লীগ্রামের অন্তিম গ্রামীণ কবি, জনসাধারণের কবি। ইহার পরই কবিওয়ালাদের আবির্ভাব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীধাম নবদ্বীপের কীর্তনীয়া

(তৃতীয় খণ্ড)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য

ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর, পঞ্চম পুরুষার্থের প্রথম সূত্রধার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। বাঙ্গালার প্রথম কীর্তনীয়া, শ্রীহরি-কীর্তনের প্রথম গায়ক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ পূর্বক যাঁহারা লোককল্যাণ-ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের অগ্রগণ্য পথিকৃৎ হইলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য। বৈষ্ণবের নাম-গণনায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু শঙ্কর-চতুরানন হইতেও যাঁহাকে অধিক সম্মান দান করিতেন, সেই শান্তিপুর-পুরন্দরের পুণ্যচরিত সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

প্রেমবিলাসের মতে গৌতম ত্রিবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পৌত্র ভাস্কর হইতেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের গণনা শুরু। ভাস্কর-বংশধর নরসিংহ নাড়িয়াল রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শান্তিপুরে বাস করিতেন, পরে শ্রীহট্টের লাউড়ে চলিয়া যান। ইঁহার সাত পুত্রের মধ্যে একজনের নাম বিদ্যাধর। বিদ্যাধরের পৌত্র কুবের ও নীলাম্বর। কুবেরের পুত্র অদ্বৈত আচার্য, আর নীলাম্বরের কন্যা শচী দেবী।

এই বংশ-তালিকায় বিশ্বাস করা চলে না। একই পিতার পুত্র কিরূপে একজন বারেন্দ্র ও অপরজন বৈদিক হইলেন বুঝা গেল না। জগন্নাথ মিশ্র বৈদিক ছিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্তী বারেন্দ্র-সন্তান হইলে কখনই বৈদিক জগন্নাথ মিশ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতেন না। নরসিংহ নাড়িয়াল রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন—প্রেমবিলাসের এই উক্তিও সত্য নহে। স্বর্গগত খ্যাতনামা ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ১৩৩২ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রে লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, অরিরাজ দনুজ মাধব ১২৫৩ হইতে ১২৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। নরসিংহ নাড়িয়াল এই দনুজ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাধবেরই মন্ত্রী ছিলেন। নরসিংহ শ্রীহট্ট লাউড়েই বাস করিতেন। কুবেরের পত্নীর নাম নাভা দেবী। কাহারো কাহারো মতে অদ্বৈতাচার্যের পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ এবং তিনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের নবগ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী অদ্বৈতাচার্যের আবির্ভাব-তিথি। লাউড়ের রাজার নাম দিব্যসিংহ। কুবের পণ্ডিত নাকি তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। কোন্ সময়ে কমলাক্ষকে লইয়া তাঁহার পিতামাতা শান্তিপুরে আসেন জানিবার উপায় নাই। শান্তিপুরে আসিয়া ফুল্লবাটীর শান্তনু ভট্টাচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কমলাক্ষ মহাপণ্ডিতরূপে খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার হিরণ্যদাস গোবর্ধন দাসের অর্থানুকূল্যে তিনি সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা সীতা ও শ্রীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

সময় সময় দেশে এক-একজন সমাজ-সচেতন মানুষ আবির্ভূত হন, ব্যক্তি তথা জাতি, তথা সমাজের দুঃখ-দুর্দশা যাঁহাকে বিচলিত করে। অন্তরের ব্যাকুলতা তাঁহাকে আহার-নিদ্রা ভুলাইয়া দেয়। এই অতন্দ্রনয়ন মানুষের তখন একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠে সমাজের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণ। তাঁহার সঙ্কল্পসুদৃঢ় চেতনা সংক্রামিত হয় একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে। এই গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই ইতিহাসের প্রবাহ আবর্তিত হয়। এই গোষ্ঠীই ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। এই গোষ্ঠীই ইতিহাসের যাত্রাপথে পথপরিচায়ক আলোকস্তম্ভ। কখন কখন এই গোষ্ঠীর চিন্তাধারাই বিদ্রোহের আকার পরিগ্রহ করে এবং গোষ্ঠীর সঙ্কল্পকে সাফল্যমণ্ডিত করে। আচার্য অদ্বৈত এমনই একজন সমাজ-সচেতন মানুষ এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোষ্ঠীপতি।

মানবের দুঃখ-দুর্দশা অদ্বৈতের চিত্তকে ব্যথিত করিয়াছিল। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের পর এই বেদনা তীব্রতর হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন কোন লোকোত্তর পুরুষের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আবির্ভাব ভিন্ন এই দুঃখ দূরীকরণ তাহাদের সাধ্যাতীত। তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবদাবির্ভাব কামনায় শ্রীভগবানের আরাধনাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ব্রহ্ম হরিদাস আসিয়া আচার্যের সঙ্গে মিলিত হন। অদ্বৈতাচার্য হরিদাসের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণভক্তি ও নামানুরাগ দর্শনে অভিভূত হইয়া পড়েন। হরিদাসের প্রতি তিনি এমনই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ-দিবসে যে শ্রাদ্ধান্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা কর্তব্য, সেই শ্রাদ্ধান্ন হরিদাসকে অর্পণ করেন। অদ্বৈত যেন একটা নূতন পথের সন্ধান পাইলেন। বুঝিতে পারিলেন এই ভক্তিযোগ ও হরিনামের বহুল প্রচার প্রয়োজন। এই দুই অপার্থিব বস্তু আচণ্ডালে বিতরণ করিতে হইবে। তিনি গোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপে শুভাগমন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চতুষ্পাঠী কৃষ্ণানুরাগী ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নবদ্বীপের প্রধান ভক্ত শ্রীবাস তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। ধীরে ধীরে একটি অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল। দিনে অধ্যাপনা এবং রাত্রে তাঁহাদিগকে লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী চলিল। ইঁহাদের মধ্যে লোকনাথ, মুকুন্দ দত্ত ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অধিষ্ঠানভূমি নির্মিত হইল। অদ্বৈতের আকুল আহ্বান মর্ত্যের সীমা অতিক্রমপূর্বক গোলোকে গিয়া প্রতিধ্বনি তুলিল। গোলোকের সম্পদ্ অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে ধরণীর ধূলি ধন্য হইয়া গেল।

ফাল্গুনের রাকা রজনী, পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। সায়াহ্নেই রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিল। সুরধুনী-সলিলে স্নানরত নর-নারীর মিলিত কণ্ঠের হরিধ্বনি গগনাঙ্গনে ছন্দিত হইল। নবদ্বীপের গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, পথে পথে হরিকীর্তন। জগন্নাথ মিশ্রের কুটীর দিব্যালোকে উদ্ভাসিত করিয়া হরিনামমূর্তি নদীয়ার চাঁদ উদিত হইলেন—অদ্বৈতাচার্যের প্রার্থিত মহামানব।

আচার্য তাঁহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট নিমাই পণ্ডিত যেদিন অদ্বৈতশিরে চরণার্পণ করেন, সেই দিনই আচার্যের সর্বসংশয় তিরোহিত হইয়াছিল। এই দিন মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

তোমার সংকল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর সাগর ভিতরে।
নিদ্রা ভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ।
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হইতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে॥

আচার্য অদ্বৈত কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন—

আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল কৈলুঁ যত অভিলাষ॥
আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণ যুগল॥
ঘোষে মাত্র চারি বেদ যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেখে॥
মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা।
তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন জনা॥

এই দিন আচার্যদেব গঙ্গাজলে এবং চন্দনাক্ত তুলসীমঞ্জরী-সহ নানা উপচারে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণ পূজা করেন। মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "সাক্ষাতে তোমাকে দেখিলাম, ইহার পর কি আমার অন্য কিছু প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? আর তুমি কি না জান? দিব্যদৃষ্টিতে কি না দেখিতে পাও?" তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন, "তোমার জন্যই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার করিব, আমার গুণগান করিয়া যেন সমস্ত সংসার নৃত্য করে। ব্রহ্মা শঙ্কর নারদাদি যে ভক্তির জন্য তপস্যা করেন, আমি সেই ভক্তিই সর্ব-সাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিব।"

তখন—

অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়া॥

[শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়]

আচার্য অদ্বৈতের প্রার্থনায় শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন—যে রূপ কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে অর্জুন দেখিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য, জগতের জীবকে জানানো যে এই অবতারে লোকক্ষয়কৃৎ মহাকালের কোন স্থান নাই। অথচ পার্থসারথিই আসিয়া ভূদেবতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ অবতারের উদ্দেশ্য, এই জন্মেই জীবের জন্মান্তর সংঘটন; পরশমণির স্পর্শে লৌহের কাঞ্চনত্ব-প্রাপ্তিতে হৃদয়ের পরিবর্তনসাধন।

কাজী-বিজয়ের দিন মহাপ্রভু যে বিরাট কীর্তনমণ্ডলী লইয়া কাজী-ভবনের দিকে অগ্রসর হন তাহার সর্বাগ্রবর্তী মণ্ডলে ছিলেন আচার্য অদ্বৈত।

শুনি সর্ববৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সভারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন॥
আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য গোসাঞী।
এক সম্প্রদায় গাহিবেন তান ঠাঞি॥
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাহিবেন তান পাশ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাহিবেন তান ভিত॥
নিত্যানন্দ দিকে মাত্র চাহিলেন প্রভু।
নিত্যানন্দ বোলে তোমা না ছাড়িব কভু।

এই দিন যাঁহারা নগর-কীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারাও ছিলেন।

গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাস।
গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাস॥
রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ শ্রীমুকুন্দ শ্রীধর॥
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে রহঃ কার্য্য॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সঙ্কীর্তনে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নাম-গানের প্রবর্তন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই বাসু ঘোষ প্রভৃতি কবিগণ গৌরলীলা লইয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্যখণ্ডের বর্ণনায় আছে—ঘটনাটি ঘটিয়াছিল নীলাচলে :

একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই অতি॥
শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজ শ্রীচৈতন্য রায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞী॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব জগৎ উদ্ধার।
আমা সবা লাগি যে গৌরাঙ্গ অবতার॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁর প্রসাদে পুজিত।
সঙ্কীর্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত॥
নাচি আমি তোমরা চৈতন্য যশ গাও।
সিংহ হই গাই পাছে মনে ভয় পাও॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রভু যে আপনা লুকায়েন নিরন্তর।
ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সবার এই ডর॥
তথাপি অদ্বৈতবাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিল চৈতন্য অবতার॥
নাচেন অদ্বৈত সিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্য মঙ্গল।
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিবশ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগৎ নিস্তারি॥
শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥

শেষের দুইটি পংক্তি আমি শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে প্রথম পদ বলিয়া মনে করি।

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক নবানুরাগিণী ব্রজবধূর মত কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এক কৌপীন, এক বহির্বাস; কোথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন কেহ জানে না। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে লইয়া আসেন। আচার্য অদ্বৈতের গৃহেই তাঁহার প্রথম ভিক্ষাগ্রহণ, আচার্যের গৃহেই তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের প্রথম নান্দীপাঠ। সকলের সম্মুখে সর্বপ্রথম আচার্যই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন এই গান গাহিয়া—

কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

মহাপ্রভু আদর করিয়া আচার্যকে নাঢ়া বলিয়া ডাকিতেন। নাঢ়া আদরের সম্বোধন। বিষ্ণুদাসের মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগর ডাকিতেছেন—

কোথা গেলি ওরে মোর নাড়ারে নফর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্বে রাজভৃত্যগণের মস্তক মুণ্ডিত থাকিত। নাড়া হইতে নাঢ়া হওয়া বিচিত্র নহে। নাড়িয়াল-বংশজ বলিয়াও নাড়া বা নাঢ়া হইতে পারে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধার একাতপত্রী অধিকারী ছিলেন আচার্য অদ্বৈত। মহাপ্রভু তাঁহাকে শুক-প্রহ্লাদ হইতেও যোগ্য পাত্র বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্ম হরিদাস

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই অমারাত্রির অবসানে অরুণোদয়ের শুভ মুহূর্তে যে পুণ্যশ্লোক পরমভাগবত উচ্চকণ্ঠে হরিনাম-কীর্তনে দেশের কলুষরাশি অপসারিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই অতি স্মরণীয় নাম ব্রহ্ম হরিদাস। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্যপ্রকাশের অব্যবহিত মাহেন্দ্রক্ষণে যাঁহার নয়নাসার মাটীর পৃথিবীকে মালিন্যমুক্ত করিয়াছিল, যাঁহার অঙ্গস্পর্শে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস পবিত্র হইয়াছিল, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিনিই ব্রহ্ম হরিদাস নামে সুপরিচিত।

ইঁহারই অন্যতর আখ্যা যবন হরিদাস। প্রচলিত বিশ্বাস, এই মহাত্মা যবন-কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্গগত ঐতিহাসিক বন্ধুবর সতীশচন্দ্র মিত্র আমাকে বলিয়াছিলেন, হরিদাস ব্রাহ্মণ-সন্তান। যশোর-খুলনার ইতিহাস ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণে তিনি এই কথা লিখিয়াও গিয়াছেন। আমি আজ সেই বিরলপ্রচারিত অধুনালুপ্ত গ্রন্থখানি হইতে সংক্ষেপে ব্রহ্ম হরিদাসের কথা বিবৃত করিতেছি।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

বুঢ়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ ॥

যশোর-খুলনার ইতিহাসে বুঢ়ণের পরিচয় এইরূপ।......"সাতক্ষীরা ও খুলনা সদর উপরিভাগের অধিকাংশ এই বৃদ্ধ দ্বীপের অন্তর্গত। এখনও সাতক্ষীরা শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে যমুনা-ইছামতী হইতে কপোতাক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড বুঢ়ণ পরগনা পূর্বতন দ্বীপের স্থান নির্দেশ করিতেছে।" (১৩৮ পৃঃ)

জয়ানন্দ স্বপ্রণীত চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

স্বর্ণ নদীতীরে ভাট কলাগাছি গ্রামে।
হীনকুলে জন্ম হয় উপরি পুর্ব নামে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুঢ়ণ পরগনায় সোনাই নামে নদী আছে। নদীতীরে ভাট এবং কলাগাছি গ্রামও আছে। কলাগাছি গ্রামই হরিদাসের জন্মস্থান। জয়ানন্দ বলিয়াছেন, হরিদাসের

উজ্জ্বলা মাতার নাম পিতা মনোহর

অপর কাহারো মতে হরিদাসের মাতার নাম গৌরী দেবী, পিতার নাম সুমতি শর্মণা। সতীশ মিত্র মহাশয় বলেন—প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক গোঁসাই গোরাচাঁদ স্ব-রচিত শ্রীশ্রীসঙ্কীর্তন-বন্দনায় লিখিয়াছেন—

মনোহর চক্রবর্তী সুমতি ব্রাহ্মণ।
জপা তপা যাহাল ব্রাহ্মণের আচরণ॥

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন—"মনোহর চক্রবর্তী সুব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। মনোহরের পূজিত শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের নাম শ্রীনন্দকিশোর ও শ্রীবাসুদেব। মনোহরের বাসুদেব বিগ্রহ নিকটবর্তী বিথারী গ্রামে শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের গৃহে অধিষ্ঠিত আছেন। কলাগাছি গ্রামে এখনও লোকে মনোহরের ভিটা দেখাইয়া দেয়। আমরা সে গ্রামে গিয়া সে ভিটা দেখিয়াছি। বিশেষত মনোহরের বংশের এখনো কেহ কেহ জীবিত আছেন। চক্রবর্তী-বংশীয়েরা ১৭।১৮ পুরুষ কলাগাছিতে বাস করিতেছেন।" মিত্র মহাশয় অনুমান করেন, হরিদাসের জন্মের দুই-তিন বৎসর পরে মনোহর স্বর্গারোহণ করিলে উজ্জ্বলা দেবী পতির চিতায় সহমৃতা হন। এই সময় পিরালীদের অত্যাচারে গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক মুসলমান সেই দুর্দিনে হরিদাসকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া লালন-পালন করেন। এই মুসলমানের নিবাস হকিমপুর, নাম হবিবুল্লা। সতীশ মিত্র একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

হবুল্লা কাজীর বেটা ব্রহ্ম হরিদাস।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমবিলাসের ২২ বিলাসে আছে—হরিদাসের—

বুঢ়ণে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে।
যবনত্ব প্রাপ্তি তার যবনান্ন দোষে॥

হরিদাসের বোধ হয় পিতৃ-মাতৃদত্ত নাম একটা ছিল। অনেকে অনুমান করেন হরিনামে অভূতপূর্ব নিষ্ঠার জন্য উত্তরকালে তিনি হরিদাস নামেই বিখ্যাত হন। প্রথম যৌবনেই হরিদাস গৃহত্যাগ করেন, এবং যশোহর জেলার বেনাপোল গ্রামের প্রান্তে কুটীর বাঁধিয়া সেখানেই নির্জনে নাম-সাধনায় সিদ্ধ হন। নিকটেই কাগজ পুকুরিয়া গ্রাম। এই গ্রামে রামচন্দ্র খাঁ নামে এক জমিদার বাস করিতেন। হরিদাসের নিষ্ঠা ও তজ্জনিত প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তোলে। তিনি স্বীয় অনুগৃহীতা এক পতিতাকে হরিদাসের নিকট পাঠাইয়া দেন। উদ্দেশ্য সুন্দরী যুবতী হরিদাসকে ছলাকলায় ভুলাইয়া অধঃপতিত করিবে। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়াছিল। হরিদাসের পুণ্য প্রভাব এই বারবনিতাকে সৎপথে পরিচালিত করে; তিনি আপনার সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া হরিপরায়ণা হইয়া জন্ম সার্থক করেন।

এক শ্রেণীর মানুষ থাকে যাহারা অপরের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারে না। মাৎসর্যের প্রতিমূর্তি ইহারা ; কিন্তু ইহাদের প্রতিঘাতই মানুষের উৎকর্ষ-শিখরে অধিরোহণের সহায়ক হয়। আমার অনুমান রামচন্দ্র খাঁর প্রতিহিংসা সহজে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। প্রতিহত হইয়া তাহা লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মনে হয় রামচন্দ্র খাঁর প্ররোচনাতেই হরিদাস মুলুকপতির রোষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। হরিনাম কীর্তনের অপরাধে কাজীর আদালতে হরিদাসের বিচার হইয়াছিল। মুসলমান সমাজ হরিদাসকে মুসলমান বলিয়াই জানিতেন। মুসলমান হইয়া উচ্চকণ্ঠে হরিকীর্তন গুরুতর অপরাধ! শত অনুরোধেও হরিদাস যখন হরিনাম ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন সর্বজনসমক্ষে তাঁহাকে বেত্রাঘাতের আদেশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেওয়া হয়। পৈশাচিক উল্লাসের নির্মম হস্ত হরিদাসকে কঠোর প্রহারে জর্জরিত করিয়াছে, কিন্তু মৃতকল্প হরিদাসের নামমাধুর্য-প্রমত্ত অমৃতসিক্ত রসনা তিলেকের তরেও হরিনাম উচ্চারণে বিরত হয় নাই। হরিদাস বলিয়াছিলেন—

খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥

কাহার প্রভাবে কাহার শিক্ষাগুণে তাঁহার নিষ্ঠায় এই রতি হইয়াছিল, ইতিহাসে সে-বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। সম্মুখে তো কোন আদর্শই ছিল না। ব্রাহ্মণকুলজাতই হউন, আর যবনকুলজাতই হউন, হরিদাস যে কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মত এই নিষ্ঠা এই প্রেম লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। প্রহারে প্রহারে প্রপীড়িত হইয়াও নিজের জন্য কোন ক্লেশবোধ নাই।

সবে যে সকল পাপীগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে ॥
এ সব জীবেরে কৃষ্ণ করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহ এ সভার অপরাধ ॥

জগতের ইতিহাসে এই দৃষ্টান্ত দুর্লভ। অপরাধীকে ক্ষমা করিয়াও তৃপ্তি নাই, তাহাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা, এ এক অভাবনীয় উদাহরণ। এ এক অদ্ভুত চরিত্র। মানুষের ভাষায় ইহার কোন ব্যাখ্যা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সাধনার মূর্ত-প্রতীক এই ব্রহ্ম হরিদাস।

সপ্তগ্রামের ধনকুবের গোবর্ধন দাস হরিদাসকে শ্রদ্ধা করিতেন। গোবর্ধন-পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস প্রথম জীবনে হরিদাসের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। তাহারই সুফল রঘুনাথের শ্রীচৈতন্য-সঙ্গলাভ, কৃপা-প্রাপ্তি। পাঁচ শত বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের মত ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানের অন্যতম নেতা আচার্য শ্রীঅদ্বৈত পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে ব্রহ্ম হরিদাসকে শ্রাদ্ধান্ন নিবেদন করিয়াছিলেন, যাহা ছিল ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোজ্য। হরিদাস একটি মূর্তিমন্ত বিপ্লব। বেনাপোল হইতে গৌড়: রাজধানী, তথা হইতে ফুলিয়া, সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর—এক কথায় সারা বাঙ্গালা তিনি এক অজ্ঞাতপূর্ব আলোড়নে আন্দোলিত করিয়াছিলেন। প্রেমোদ্দাম, অক্রোধ, পরমানন্দ নিত্যানন্দের করুণার সঙ্গে সর্বংসহা ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা-জেতা হরিদাসের সুদিব্য দৃঢ় ভক্তির এবং অদৃষ্টপূর্ব নিষ্ঠার শুভ সম্মেলনে যে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহাতে অবগাহনের সুযোগ না পাইলে দুর্ধর্ষ জগাই মাধাই—দুরাচার জগাই মাধাই—'সাধুরেব স মন্তব্যঃ' গীতার এই মহাবাক্যের দৃষ্টান্তস্থলে পরিগণিত হইতেন না, এ-কথা একেবারে ধ্রুব সত্য। উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই দুইজনকেই নাম-প্রেম প্রচারের আদেশ দান করিয়াছিলেন।

কি সর্বজন-অনুসরণীয় মর্যাদাবুদ্ধি! জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়াছেন, মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন—কিন্তু কিছুতেই হরিদাস ভক্তগোষ্ঠীতে প্রবেশ করিবেন না। অবশেষে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব পথে বাহির হইয়া ধরণীর ধূলি হইতে তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তিনি কোনদিন দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, তাই সচল ব্রহ্ম শ্রীশচীনন্দন তাঁহাকে নিত্য দর্শন দান করিতেন। পুরীতে শ্রীরূপ আসিয়াছেন, শ্রীসনাতনও আসিয়াছেন, উভয়ে তাঁহার কুটীরেই অবস্থান করিয়াছেন। কত আলোচনা, কত সিদ্ধান্ত, কত গূঢ় রহস্যের গোপনসঙ্কেত শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহার। হরিদাসের সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। মহাপ্রভুর কি ভালবাসাই না পাইয়াছিলেন তিনি। তাঁহার দেহাবসানও তেমনি অলৌকিক, সে সৌভাগ্যও কল্পনাতীত।

হরিদাস মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। একমাত্র আচার্য অদ্বৈত ভিন্ন মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে তাঁহার অধিক বয়স্ক কেহ ছিলেন না। একদিন মহাপ্রভুর একান্ত সেবক শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়া দেখিলেন হরিদাস শয়ন করিয়া আছেন। গোবিন্দ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানাইলেন, মহাপ্রসাদ আনিয়াছি। হরিদাস উত্তর করিলেন, 'নাম-সংখ্যা সম্পূর্ণ হয় নাই, অথচ মহাপ্রসাদকেও উপেক্ষা করিতে পারি না।' এই বলিয়া তিনি প্রসাদের কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন। পরদিন মহাপ্রভু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ হরিদাস? হরিদাস বলিলেন, দেহ সুস্থ আছে কিন্তু মন-বুদ্ধি অসুস্থ।

প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহতো নিশ্চয়।
তিঁহো কহে সংখ্যা সঙ্কীর্তন না পুরয়॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর॥
লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি করহ কীর্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন॥
হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্মে রত মুঞি অধম পামর॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হইতে কাড়ি বৈকুণ্ঠে চড়াইলে॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হইতে।
লীলা সম্বরিবে মোর লয় এই চিতে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার ও চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি কৃপাময়, আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি যাহা চাহিবে শ্রীকৃষ্ণ তোমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু আমার যাহা কিছু আনন্দ তো তোমাদিগকে লইয়া। আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া কি তোমার পক্ষে উচিত হইবে। হরিদাস নিবেদন করিলেন, অধমকে দয়া কর, আমার শিরোমণিস্বরূপ তোমার কত কোটি ভক্ত তোমার লীলার সহায়ক রহিয়াছেন। আমার মত পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর কি ক্ষতি হইবে?

পরদিন সদলবলে মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে শুভাগমন করিলেন। অঙ্গনে হরিনাম-সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস যেমন মহাপ্রভু এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে বন্দনা করিলেন, তেমনই সর্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ। মহাপ্রভুর মুখে হরিদাসের গুণগ্রাম শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। চতুর্দিকে হরিবোল হরিবোল ধ্বনি উঠিল। হরিদাস আপনার অগ্রে মহাপ্রভুকে বসাইয়া বক্ষে তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিলেন, হরিদাসের চক্ষু দুটি সুস্থির হইল গিয়া মহাপ্রভুর মুখারবিন্দে।

স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম বলে বারবার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম করি উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥

হরিদাসের দেহ কোলে তুলিয়া সঙ্কীর্তনের মাঝে প্রেমবিহ্বল মহাপ্রভু বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে, হরিদাসের দেহ বিমানে স্থাপিত হইল, এবং সকলে মিলিয়া নামসঙ্কীর্তন করিতে করিতে হরিদাসের দেহ লইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের দেহকে সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী চন্দন এবং প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিয়া হরিদাসকে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করা হয়। সেই সমাধিতে স্বয়ং মহাপ্রভুও হরিদাসের অঙ্গে বালুকা-মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সমাধির উপর ইষ্টক বেদী নির্মিত হইল। সঙ্কীর্তনরত মহাপ্রভু বেদী প্রদক্ষিণপূর্বক সমুদ্রে স্নানান্তে জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু

সিংহদ্বারে আসি পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই ॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে ॥

হরিদাস ঠাকুরের শ্রাদ্ধোৎসবের জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু আঁচল পাতিয়া ভিক্ষা করিতেছেন, মহাকালের বক্ষে সেই আলেখ্য অনপনেয় বর্ণসমারোহে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া আছে। মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া সুপ্রচুর দ্রব্যসম্ভার লইয়া পসারিরা ছুটিয়া আসিলেন। স্বরূপ তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত বহুবিধ মহাপ্রসাদ লইয়া তিনি গম্ভীরায় ফিরিলেন। উপযুক্ত সমারোহেই ব্রহ্ম হরিদাসের তিরোধানোৎসব সমাধা হইল।

কবিরাজ গোস্বামী অতি বিনয়ে রূপ-সনাতনকেও নীচ জাতি নীচ সঙ্গী বলিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর দীনতাবশতঃ মহাপ্রভুকে যাহা বলিয়াছিলেন, হয়তো কবিরাজ গোস্বামী তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। নানা কারণে ব্রহ্ম হরিদাসের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবাস পণ্ডিত

প্রেমবিলাসের মতে শ্রীবাসের পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। জলধরের পাঁচটি পুত্র—নলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। নলিন পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণী। সুবিখ্যাত শ্রীবৃন্দাবন দাস নারায়ণীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের পিতার নাম বৈকুণ্ঠনাথ। শ্রীবাসের পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট। শ্রীবাসের গৃহই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম লীলাক্ষেত্র। শ্রীবাস গৃহেই তাঁহার প্রথম প্রকাশ।

গয়া প্রত্যাগত প্রেমোন্মত্ত নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতই প্রথম বলিয়াছিলেন 'গোত্রং নো বর্ধতাম্' 'গোত্র বাঢ়াউক কৃষ্ণ আমা সভাকার'। নিমাইএর প্রেমোন্মাদনা দেখিয়া লোকে শচীদেবীকে বলিতে লাগিল—

লোকে বোলে তুমিত অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥
খাইবারে দেহ ডাবু নারিকেল জল।
যাবত উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল॥
কেহো বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তারে॥
পাক তৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥

এই হৈ-হট্টগোলের দিনে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতই নিমাই পণ্ডিতকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। লীলাচ্ছলে সংশয়াকুল নিমাইএর জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে—

হাসি বোলে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহাভক্তি যোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥

নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাসকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহার পরিচয় পাইলাম নিমাইএর উক্তিতে—

এতেক শুনিল যবে শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈল বড় সুখে ॥
সভে বোলে বায়ু সবে আশংসিলে তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি ॥
যদি তুমি বায়ু হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি আমি গঙ্গার ভিতরে ॥

শ্রীবাস উত্তর দিলেন—

শ্রীবাস বোলেন যে তোমার ভক্তি যোগ।
ব্রহ্মা শিব শুকাদি বাঞ্ছয়ে এই ভোগ ॥
সভে মিলি এক ঠাঞি করিব কীর্তন।
যে তে কেনে না বোলে পাষণ্ডি পাপিগণ ॥
শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন ॥
বায়ু নহে কৃষ্ণ ভক্তি বলিল তোমারে।
ইহা কভু অন্য জনে বুঝিবারে নারে ॥
ভিন্ন লোক স্থানে ইহা কিছু না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা ॥

মিশ্র পরিবারের সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পণ্ডিতপত্নী মালিনী দেবী শচী দেবীর সখীস্থানীয়া ছিলেন। সুতরাং শ্রীবাসের বাক্যে শচী দেবী কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়াছিলেন।

নিমাই পণ্ডিতকে শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রকাশের পূর্বেই আপনার প্রভু বলিয়া প্রথম চিনিয়াছিলেন আচার্য অদ্বৈত। গয়া-প্রত্যাগত নিমাই একদিন প্রিয় বন্ধু গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈত সন্দর্শনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গিয়াছিলেন। সেই দিন আচার্য নানা উপচারে নিমাইএর চরণ-পূজা করিয়াছিলেন। পূজাশেষে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়' মন্ত্রে প্রণামপূর্বক অদ্বৈত যখন নিমাইএর পদতলে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন তখন—

হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে।
বালকের গোসাঞী এমন না জুয়ায়ে॥

অবশ্য সেদিন নিমাই পণ্ডিতও অদ্বৈতের পদধূলি লইয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীবাস-গৃহে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশনপূর্বক শ্রীবাসের প্রথম পূজা তিনি সানন্দেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের সৌভাগ্যের তুলনা হয় না।

নিমাই পণ্ডিত প্রথমে নিজ গৃহেই সঙ্কীর্তন আরম্ভ করেন। কীর্তনে লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিল। নানা জনে নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিল। কেহবা শ্রীবাস পণ্ডিতকে দোষী স্থির করিয়া নানারূপ ভীতিমূলক গুজব রটাইতে আরম্ভ করিল। রাজভয়ের কথায় হয়তো শ্রীবাস পণ্ডিত কিছুটা চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। গৌরচন্দ্র দেখিলেন, আর উপেক্ষা করা উচিত নয়, কালক্ষেপও অকর্তব্য।

একদিন আপন বিষ্ণু-মন্দিরে বসিয়া শ্রীবাস নৃসিংহদেবের পূজা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া রুদ্ধদ্বারে লাথি মারিতে লাগিলেন; উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

কাহারে বা পুজিস্ করিস্ কার ধ্যান।
যাহারে পুজিস্ তারে দেখ বিদ্যমান॥
জলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধি ভঙ্গ চাহে চারিভিত॥

শ্রীবাস দেখিলেন বিশ্বম্ভর বীরাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম। মত্ত সিংহের মত তাঁহার গর্জন, বাম কক্ষে তালি দিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। স্তব্ধ শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন—এতদিনেও আমার প্রকাশ জানিতে পারিলি না। তোর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উচ্চ সঙ্কীর্তনে এবং নাড়ার হুঙ্কারে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া সর্বপরিবারে আবির্ভূত হইলাম। আমাকে আনিয়া তোরা নিশ্চিন্তে বসিয়া আছিস? নাড়া আমাকে ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছে। সাধুর উদ্ধার এবং দুষ্টের সংহারের জন্যই আমার অবতার গ্রহণ। তোর কোন চিন্তা নাই—আমার স্তব পাঠ কর।

শ্রীবাসের সৌভাগ্যের সীমা নাই। ইতিপূর্বে মহাপ্রভু এমনভাবে আর কাহারো নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই। এমনভাবে সাধিয়া যাচিয়া আর কাহারো নিকট আত্মস্তুতি শুনিতে চাহেন নাই। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবাস শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ব্রহ্মমোহাপনোদন অধ্যায়ের ব্রহ্মার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে শৈশবে কোলেপিঠে করিয়াছেন, যাঁহার প্রথম যৌবনের অজস্র ঔদ্ধত্য হাসিমুখে সহিয়াছেন—শচীদুলাল সেই নিমাই পণ্ডিতকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবানরূপে বরণ করিয়া লইলেন। কোন দ্বিধা নাই, কোন কুণ্ঠা নাই, কোনরূপ উপেক্ষা নাই, শ্রীবাস একাগ্র নিষ্ঠায় বিশ্বাস করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতিই শচীনন্দনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি স্তব করিতে লাগিলেন—

বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন জিনি বর্ণ পীতবাস যাঁর॥
শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।
নব গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাহার॥
গঙ্গাদাস শিষ্যপায়ে মোর নমস্কার।
বনমালা করে দধি ওদন যাঁহার॥
জগন্নাথ পুত্রপদে মোর নমস্কার।
কোটী চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥
শিঙ্গা বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই দিন মহাপ্রভুর আদেশমতই ভ্রাতা পত্নী দাসদাসীসহ শ্রীবাস সপরিবারেই তাঁহার অর্চনা করেন। এই দিনই শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে অভয় দান করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান। সেই দিন হইতে শ্রীবাস-গৃহই তাঁহার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইল। সাতপ্রহরিয়া ভাবের মহাপ্রকাশে তিনি শ্রীবাস-গৃহেই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। রাত্রিতে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু পাছে মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্তনে কোন বিঘ্ন ঘটে, তাই শ্রীবাসের অনুরোধে শ্রীবাসপত্নী প্রভৃতি রুদ্ধকণ্ঠে সে শোক সংবরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবাসও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই নৃত্যকীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় উদাহরণ কোথায় ?

শ্রীবাস পুরীধামে গেলে মহাপ্রভু আনন্দিত হইতেন। পত্নী মালিনী অতি আদরেই তাঁহাদের শচীদুলালকে ভিক্ষাদান করিতেন। শ্রীরাধিকা ও শ্রীকমলার ঐশ্বর্য-সম্পদের ব্যাখ্যায় স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে শ্রীবাসের প্রণয়-কলহ মহাপ্রভুকে পরমানন্দ দান করিত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীবাস কুমারহট্টে চলিয়া যান। মহাপ্রভু রামকেলি যাইবার সময় এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তনপথে শ্রীবাস-গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি শ্রীবাসকে বর দান করেন—জরা তোমাকে আক্রমণ করিবে না। লক্ষ্মীকেও যদি ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি তোমার গৃহে দারিদ্র্য প্রবেশপথ পাইবে না।

শ্রীবাস নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। প্রথম যৌবনে একদিন গঙ্গাস্নানের পথে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হন। যদিও ব্যাখ্যায় ভক্তির প্রসঙ্গ ছিল না, তথাপি তিনি কৃষ্ণকথা শ্রবণে হাসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। দেবানন্দের চেলারা বিরক্ত হইয়া শ্রীবাসকে সেখান হইতে টানিয়া তুলিয়া পথে বসাইয়া দেন। পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিত কয়েকদিন দেবানন্দের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় দেবানন্দ নিজ ভ্রম বুঝিতে পারেন। মহাপ্রভুর উপদেশে দেবানন্দ শ্রীবাসের শরণ গ্রহণ করিলে শ্রীবাস দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করেন। মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস-গৃহে প্রতি রাত্রিতে কীর্তন করিতেন, সেই সময় চাপাল গোপাল নামে একজন দুষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণ শ্রীবাসের গৃহের দুয়ারে গভীর রাত্রে একটি কলাপাতায় সিন্দুর, রক্তচন্দন, হলুদের গুঁড়া, কিছু চাউল, জবা ফুল ও একটি মদের ভাঁড় রাখিয়া পালাইয়া যায়। শ্রীবাস প্রভাতে উঠিয়া সেইসমস্ত জিনিস একজন হাড়িকে ডাকিয়া তাহার দ্বারা দূরে সরাইয়া ফেলেন। বোধ হয় এইরূপ নির্যাতন তাঁহাকে আরো অনেক সহিতে হইয়াছিল। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত চাপাল গোপাল তাঁহার নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিলে তিনি তাহাকেও ক্ষমা করেন। শ্রীবাসের শাশুড়ী একরাত্রিতে মহাপ্রভুর কীর্তনের আসরে লুকাইয়া ছিলেন। মহাপ্রভুর ভাবাবেশে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় শ্রীবাস শাশুড়ীকেও ক্ষমা করেন নাই, সেখান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আচার্য অদ্বৈতের গৌরগুণকীর্তনে তাঁহার পূর্ণ সমর্থন ছিল। এমন কি মহাপ্রভু ক্ষোভ প্রকাশ করিলে শ্রীবাসই অগ্রবর্তী হইয়া নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে শান্ত করেন।

মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে শ্রীবাস প্রভূত মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এমন কি মহারাজ প্রতাপরুদ্রেরও সে সংবাদ অজ্ঞাত ছিল না। তাই একদিন রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শনরত প্রতাপ-রুদ্রের অমাত্য হরিচন্দনকে ভাবাবিষ্ট শ্রীবাস চড় মারিলে আপনি প্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের ভাগ্যের প্রশংসাপূর্বক তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমহাপ্রভু

এক

দীর্ঘ তিন শত বৎসরের পরাধীনতা। এমন এক দুর্ধর্ষ জাতি বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছে যাহাদের ভাষা পৃথক্, ধর্ম পৃথক্; অশনে বসনে, আচারে ব্যবহারে ও দায়াধিকারে যাহারা একেবারেই বাঙ্গালীর বিপরীতধর্মী। দেশে তাহারা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। যাহাদের দেশ, যাহারা ছিল দেশের একমাত্র অধিবাসী, এই নবাগত বৈদেশিকগণের সংঘাতে সেই হিন্দু জাতির সংখ্যা ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই নিদারুণ বিপদ-পাতেও বাঙ্গালী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হয় নাই। অন্ধকারেও সে পথ খুঁজিয়াছে, আত্মপ্রকাশের আত্মসম্প্রসারণের চেষ্টা করিয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে আজিও এই প্রচেষ্টার পরিচয় লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। গৌড়েশ্বর দনুজমর্দনদেব এইরূপ একজন দৃঢ়প্রচেষ্ট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ। নিজ বাহুবলে তিনি পরহস্ত হইতে বাঙ্গালার রাজদণ্ড কাড়িয়া লইলেন। সুবর্ণগ্রাম সপ্তগ্রাম ও গৌড়ের মুদ্রা-মুদ্রণালয় হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করাইলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিকে আনিয়া স্মৃতির নূতন নিবন্ধ-রচনায় নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সাধনা সফল হইল না। স্বাধীনতার বোধনবাসরেই বিসর্জনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মহারাজের লোকান্তরের শোচনীয় অশৌচমধ্যেই পুত্র যদু মুসলমানধর্ম গ্রহণপূর্বক সিংহাসন রক্ষা করিলেন।

রাজনীতির খেলায় বাঙ্গালী হারিয়া গেল। জাতি অন্য দিকে আপন মুক্তির পথ খুঁজিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একজন সন্ন্যাসী আসিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। স্মরণীয় কীর্তি এই প্রেমোদ্দাম সন্ন্যাসীর পুণ্যাভিধান শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। পশ্চিম বাঙ্গালার প্রাণকেন্দ্র তখন শ্রীধাম নবদ্বীপ। নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নজন্য দেশবিদেশের ছাত্রবৃন্দ আসিয়া গুরুগৃহে বাস করিতেন। বিভিন্ন স্থানের খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃন্দ বিবিধ শাস্ত্র আলোচনার জন্য নবদ্বীপে উপস্থিত হইতেন। নবদ্বীপের প্রান্ত-বাহিনী সুরধুনীর পুলিনপরিসর বাঙ্গালার চট্টগ্রাম, আসাম, ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলের ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে পুণ্যার্থিগণকে প্রলুব্ধ করিত। এই জন্যই চট্টগ্রামের বিষয়ী ভক্ত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, আসাম ত্রিহুতের সন্ন্যাসাশ্রমী শ্রীপরমানন্দ পুরী, নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুমারহট্টের শ্রীঈশ্বর পুরী, শান্তিপুরের আচার্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। জাতির দুঃখ-দুর্দশা যে কয়জন বাঙ্গালীর চিত্তকে ব্যথিত ও আশঙ্কিত করিয়াছিল, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎচিন্তা যাহাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের লইয়া আচার্য অদ্বৈত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গঠনপূর্বক ধীরে ধীরে একটি গণ-আন্দোলনের সূচনা করিলেন।

অদ্বৈতাচার্যের বয়স, পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল, স্বধর্মনিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি, জনজীবনের প্রতি সহজ সহানুভূতি, মানুষের অধঃপতনেও মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনায় সুতীব্র বেদনাবোধ, মমতা ও অকপট আর্তি নরনারীকে অভিনব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। হরিনাম-মন্ত্রের সিদ্ধসাধক যবন হরিদাসের প্রতি তাঁহার উদার আচরণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরিবর্তে পিতৃশ্রাদ্ধদিনে তাঁহাকে শ্রাদ্ধান্ন নিবেদন বর্ণাশ্রমের গণ্ডী পার হইয়া তথাকথিত অন্ত্যজ অস্পৃশ্যগণের অন্তর স্পর্শ করিল। গোলোক-ভূলোকের ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া গেল। অমা-রজনীর অন্ধকারকে দীর্ণ করিয়া বাঙ্গালী-ভাগ্যের উদয়শৈলে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র উদিত হইলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এদিকে সমাজপতিগণ কমঠবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। কূর্ম যেমন আপন কঠিন পৃষ্ঠাবরণের অন্তরালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লুক্কায়িত রাখিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করে, সমাজপতিগণের নির্দেশে হিন্দু জনসাধারণ তেমনই কঠোর আচার-নিয়মের প্রাণহীন কঙ্কালের আবরণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জাতির জীবনস্রোত অবরুদ্ধ হইয়া গেল। শ্বাসরোধী বিষবাষ্প সংক্রামক সর্বনাশের সৃষ্টি করিল। ওদিকে রাজধানী অরাজক। বাঙ্গালার রত্নসিংহাসনের মণিদীপ্তি দুর্দান্ত হাবসীগণকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা গৌড়ের রাজ্যাবরোধে রাজমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলায় প্রমত্ত হইয়াছে। সিংহাসনে দুইটা দিন নিশ্চিন্তে উপবেশনের উপায় নাই। কখন কি হয় সর্বদাই এই আশঙ্কা। বাঙ্গালার সে এক সঙ্কটময় সময়; শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের আট বৎসর পরে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সৈয়দ হুসেন শাহকে সুলতান নির্বাচিত করেন। সহস্র বৎসর পূর্বে পাল-নরপতি গোপালদেবের নির্বাচনের পর বাঙ্গালী এই দ্বিতীয়বার রাজা নির্বাচিত করিল।

দুই

ছাত্র নিমাই আপন প্রতিভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অধ্যাপক নিমাই অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিলেন। ছাত্রাবস্থা হইতে নিমাই উদ্ধত; গৃহ, গঙ্গাতীর, চতুষ্পাঠী—সর্বত্রই এই ঔদ্ধত্য বালক-বালিকা-যুবক-বৃদ্ধ সকলকে একটা মাধুর্যমিশ্রিত অস্থিরতায় উত্যক্ত করিয়া তুলিত। অনেকেরই সাধ যাইত এভাবে উত্যক্ত হইতে। যাঁহারা এড়াইয়া চলিতেন তাঁহাদেরও মনে হইত যেন নিমাইএর দৃষ্টিপথে পড়েন; কিন্তু ঔদ্ধত্যে অধ্যাপক সীমা ছাড়াইয়া গেলেন। নিমাইএর পিতৃভূমি ছিল শ্রীহট্ট; শ্রীহট্টের লোক দেখিলে তাঁহার ঔদ্ধত্য উদগ্র হইয়া উঠিত।

তাবৎ শ্রীহট্টিয়ারে চালেন ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীমুরারি গুপ্ত, সমবয়সী শ্রীগদাধর প্রভৃতি ভয়ে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেন। কোন অধ্যাপকই তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতেন না। শুধু নবদ্বীপে নয়, পশ্চিম ও পূর্ব উভয় বঙ্গেই নিমাইএর প্রসঙ্গে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। নিমাইএর রূপ ছিল অপরূপ; এমন রূপ যে সহজেই সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাই নিমাইএর ঔদ্ধত্যে কেহ বিরক্ত হইতেন না, কেমন যেন কৌতুকমিশ্রিত একটা আনন্দ অনুভব করিতেন এবং আপন অজ্ঞাতসারেই বার বার এই ঔদ্ধত্য আস্বাদনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতেন। এমন করিয়াই নিমাই সকলের হৃদয়েই আনুকূল্যে প্রাতিকূল্যে আপনার স্থান করিয়া লইলেন।

নিমাইকে জীবনে তিন-তিনটি শোকের আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার শৈশবেই স্নেহময় অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বাল্যেই তিনি পিতৃদেবকে হারাইয়াছিলেন। আবার প্রথম যৌবনেই পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে হারাইলেন। অতঃপর তিনি পিতৃকৃত্য সম্পাদনের জন্য গয়াধামে গমন করেন। এই গয়াধামেই তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। পূর্বেই বলিয়াছি, আচার্য অদ্বৈতের গণ-আন্দোলন যখন আবেগে তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়েই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার, জীবন-বেদনার মূর্ত প্রতীকরূপেই নিমাই পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। অধ্যাপক নিমাইএর খ্যাতি যখন দিগন্তপ্রসারিত, সেই সময় শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে শুভাগমন করিয়াছিলেন। মাসাধিক কাল অবস্থানে তাঁহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই ঈশ্বরপুরী গয়াধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরী-পাদের দর্শনে কৃতকৃতার্থ নিমাই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষাগ্রহণ ও শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শনে নিমাই পণ্ডিত যেন আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন; তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র যুগপৎ মানব-প্রেম ও ভগবৎ-প্রেমের উত্তাল সঙ্গমে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাঙ্গালার নবজাগ্রত যৌবন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই মূর্তি পরিগ্রহ করিল। গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিলেন নিমাই পণ্ডিত এক নূতন মানুষ।

তিন

তিনি হরিনাম-কীর্তনকেই মানবজীবনের সাধ্যসার বলিয়া নির্ণয় করিলেন। নামকীর্তনের মাধ্যমেই আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে একতাবদ্ধ করিবার স্থির সঙ্কল্পে সুস্থিত হইলেন; জনসংযোগ, গণ-আন্দোলন এবং জাতিগঠনের প্রধানতম উপায়রূপে হরিনাম প্রচারই হইল তাঁহার জীবনব্রত। নিমাই এই উপলক্ষে নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই প্রস্তুতিপর্বের অনুষ্ঠান তাঁহার জীবনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। স্বর্গের মন্দাকিনী ধারা যেমন বিন্দু বিন্দু রূপে গোমুখীর গুপ্ত কক্ষে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার পর একদিন উদগ্র গর্জনে, বিপুল প্লাবনে পাষাণপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া ঝরঝর নির্ঝরে সহস্রধারে ভারতের বক্ষে ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তেমনই শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনগান শ্রীবাস অঙ্গনে তাঁহার নয়নের জলে পরিস্রুত হইয়া একদিন আপনার উদ্বেলিত প্রেমপ্রবাহে সারা ভারতবর্ষকে অভিসেচন করিয়াছিল। বাঙ্গালায় মিলিতভাবে নামকীর্তন ছিল না। নামকীর্তন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভিনব সৃষ্টি। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, নিমাই কোন প্রকাশ্য স্থানে ইহার শুভারম্ভ করেন নাই; মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক মাত্র তাঁহার সঙ্গী। এই সঙ্গিগণ-সহযোগে কোন প্রকাশ্য স্থানে নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হইলে প্রতিবন্ধকতার অগ্নিদাহে অথবা বিদ্রূপের করকাপাতে ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত।

নিমাই শ্রীবাস অঙ্গনে নামকীর্তন আরম্ভ করিলেন। দুয়ারে কবাট পড়িল। কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত মাত্র সঙ্গী। তিনি একান্তভাবে তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, নানারূপে তাঁহাদের পরীক্ষা লইয়াছেন; আপনার সঙ্গে সঙ্গিগণকেও প্রস্তুত করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। হিন্দুর আপন ধর্মাচরণের, উচ্চকণ্ঠে হরিনাম কীর্তনের অবাধ অধিকার স্বীকৃত হইল। এইদিনের কথা বাঙ্গালার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার কথা। বাঙ্গালী এইদিন আপনার এক নূতন শক্তির সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছে—আপনাকে নূতন করিয়া চিনিয়াছে, আপন একতার বল প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এইদিনে বাঙ্গালীর এই জনমেই জন্মান্তর ঘটিয়াছে।

সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণে সমগ্র বঙ্গদেশ একদিকে যেমন ব্যথায় বেদনায় কাঁদিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই আশান্বিত হইয়াছে, ভরসায় বুক বাঁধিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া হুসেন শাহ কয়েকজন হিন্দুকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজবল্লভরূপে রাজনৈতিক কারণে হিন্দু জনসাধারণের আপনজন বলিয়া সামাজিক প্রয়োজনে, ইঁহারা উভয়ে নবদ্বীপের প্রতিটি সংবাদের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, সমস্ত ঘটনাই নখদর্পণে রাখিতেন। নবদ্বীপ বিদ্যানগর-নিবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের কনিষ্ঠ সহোদর বিদ্যাবাচস্পতি সনাতনের গুরু ছিলেন। সেই সূত্রে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও রূপ-সনাতন দুই ভ্রাতা যে নিমাই পণ্ডিতকে জানিতেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানিতে পারি, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে ইঁহাদের পত্র-ব্যবহার ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর হইতে ইঁহারাও সংসারত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। প্রধানতঃ ইঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্যই মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার ছলে গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে সমগ্র বাঙ্গালা আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং ভগবান্, অথবা ভগবানের অবতার, কিংবা তিনি একজন উচ্চ কোটির সাধক—নানাজনে নানারূপে তাঁহাকে দেখিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুতরাং তাঁহার সন্ন্যাস স্বাভাবিক বলিয়াই সাধারণে গ্রহণ করিয়াছিল। লোকে দুঃখানুভব করিয়াছিল মহাপ্রভুর জননী ও জায়া, শচীমাতা ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার স্মরণে। কিন্তু রূপ ও সনাতনের বৈরাগ্য একটা বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ড আঘাতে বাঙ্গালার জনমনের বৃথা গর্বকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। মানুষের মন হইতে বিদ্যা তথা পদমর্যাদার মোহ অপসারিত হইল। সে সময় ইহার প্রয়োজন ছিল। ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে আজন্ম সুখলালিত কৃতবিদ্য যুবক, বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ রাজবল্লভ—বিলাসের মোহ, ক্ষমতার মাদকতা হেলায় ত্যাগ করিয়া বিবাহিত জীবনের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য অবলীলায় বিসর্জন দিয়া কিসের প্রত্যাশায় কোন্ ভরসায় পথতরুতল আশ্রয় করিলেন, ভাবিয়া যেন লোক কূলকিনারা পাইল না। কোন্ সে বস্তু, যাহা লাভের জন্য এই দুইজন মনীষী স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যে ভিক্ষাটনেও লজ্জাবোধ করিলেন না, মানুষ তাহার অনুসন্ধানে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। স্নেহের ফল্গুধারা অন্তরে নিরুদ্ধ রাখিয়া কি কঠোর নির্মমতায় মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আদর্শের অগ্নিদাহে শ্যামিকাকে নিঃশেষপূর্বক কোন্ পদ্ধতিতে আকরের স্বর্ণকে তিনি শতবানে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, জগদ্‌গুরুর সেই শিক্ষণীয় শিক্ষকতা বাঙ্গালী যুবকযুবতীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া মনে করি। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণের মধ্যে যে কেহ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিতেন, মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রত্যেককে যেন গর্ববোধের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতেন, "শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলে, রূপ ও সনাতনকে দেখিয়া আসিলে?" শ্রীবৃন্দাবনের পুণ্যস্থানসমূহ এবং দেববিগ্রহসমূহের সঙ্গে রূপ-সনাতনও যে সকলের অবশ্য দ্রষ্টব্য, সে বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় ছিল বলিয়াই মহাপ্রভু এমন ব্যগ্রতার সঙ্গে সকলকে ইঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। সনাতন, রূপ ও তাঁহাদের অনুজপুত্র শ্রীজীবের দিব্যাবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে এক অমর মহিমায় শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস, রূপ ও সনাতনের সংসারত্যাগ মানুষকে এক নূতন প্রেরণায় উজ্জীবিত করিল। তথাপি যেন কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। সপ্তগ্রামের রঘুনাথ দাসের গৃহত্যাগে তাহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। বাঙ্গালার অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর সপ্তগ্রাম। এই গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য দুই সহোদর ভ্রাতার নাম হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস। ইঁহারা সপ্তগ্রাম অঞ্চল হইতে কুড়ি লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব আদায় করিতেন। বার লক্ষ মুদ্রা গৌড়-দরবারে প্রেরণ করিতে হইত। সুতরাং দুই ভ্রাতার বাৎসরিক আয় ছিল আট লক্ষ টাকা। হিরণ্য দাসের কোন সন্তানাদি ছিল না। গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস। রঘুনাথ বাল্যকালেই ব্রহ্ম হরিদাসের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সজ্জনসঙ্গই তাঁহাকে পরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তির সৌভাগ্য দান করিয়াছিল। রঘুনাথ মহাপ্রভুকে প্রথম দেখেন শান্তিপুরে অদ্বৈত-মন্দিরে। সন্ন্যাসগ্রহণের পরেই মহাপ্রভু শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছেন। অন্যান্য বহুলোকের সঙ্গে রঘুনাথও মহাপ্রভুকে দেখিতে গিয়াছেন—সেই প্রথম সাক্ষাৎ। দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎও অদ্বৈত-মন্দিরে। নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর বাঙ্গালায় পদার্পণে অদ্বৈত-মন্দিরে মহোৎসব শুরু হইয়াছিল। এইবার রঘুনাথ বহু উপায়ন সঙ্গে শান্তিপুরে গিয়া মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার পরম ভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। নীলাচলে ফিরিবার পথে পুনরায় আচার্য-মন্দিরে শুভাগমন করিলে মহাপ্রভুর পদধারণপূর্বক রঘুনাথ সংসারত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক ভাণ্ডাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥

বানরের বৈরাগ্য অবলম্বন করিও না। বানর যেমন গৃহপ্রাচীরে আসিয়া শান্তশিষ্টের মত বসিয়া থাকে, তাহার পর যেমন সুযোগ পাইলেই গৃহস্থগৃহে যাহা পায় তাহাই লইয়া পলায়ন করে অথবা নষ্ট করিয়া দেয়, এমন বৈরাগ্য দূরে পরিহার করিও। যখন সময়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইবে, সংসারবন্ধন হইতে শ্রীহরি তোমাকে মুক্তিদান করিবেন। বলিয়াছিলেন—

স্থির হইয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কৃপায় কিছুদিনের মধ্যেই সেই সুযোগ আসিল। রঘুনাথ একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধ সংসার, যুবকের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। পড়িয়া রহিল স্নেহান্ধ জনক-জননীর মমতা, অপ্সরাসমা সুন্দরী পতিব্রতা যুবতী পত্নীর প্রেমাকুলতা। পড়িয়া রহিল ভোগবিলাসের অজস্র সম্ভার, পার্থিব সুখের অফুরন্ত ভাণ্ডার। হৃদয়সর্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গ-পদদ্বন্দ্ব সার করিয়া রঘুনাথ পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সংবাদ দাবানলের মত সমগ্র বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িল। মানুষের মনে কাঞ্চন-কৌলীন্যের যে মত্ততা ছিল, ভোগসুখের যে মাদকতা ছিল, পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

চার

দলে দলে নরনারী শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের অনুবর্তী হইয়াছে। পরপ্রত্যাশা ও পরানুকরণ পরিত্যাগপূর্বক স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র নরনারী আপনাদের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে। যোজনান্তর সংস্কৃতি-কেন্দ্র, শাস্ত্র ও সঙ্গীত-শিক্ষার চতুষ্পাঠী ও সেই সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ, কূপখনন, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইষ্টাপূর্তের অনুষ্ঠান করিয়াছে; দেবমন্দির ও দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপূর্বক সমস্ত গ্রামকে একান্নবর্তী পরিবারের মত গড়িয়া তুলিবার জন্য যত্ন লইয়াছে। রাজকীয় সাহায্য না লইয়াই পরস্পরের সহায়তায় তাহারা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল সকলেই—চরিত্রকেই মনুষ্যত্ব, সেবাকেই অবশ্য আচরণীয় ব্রত এবং অকপট ভক্তিকেই পুরুষার্থ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানিয়া জীবনগঠনে তৎপর হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে আইনের প্রয়োজন হইল না। তথাকথিত অস্পৃশ্য ভুঁইমালী ঝড়ুঠাকুর মোহান্ত পদবী প্রাপ্ত হইলেন। সপ্তগ্রামের অভিজাত বংশীয় গোবর্ধন দাসের জ্ঞাতিভ্রাতা কায়স্থ কালিদাস তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণে দ্বিধা করিলেন না। ব্রাহ্মণ আসিয়া বৈদ্য ও কায়স্থের পদবন্দনা করিলেন। অনেকেই ইহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজকীয় সহায়তা নাই, আইনের বাধ্যতা নাই, অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা নাই, বলপ্রয়োগের ভীতি নাই, যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডস্পর্শে বাঙ্গালার একটা মঙ্গলময় রূপান্তর ঘটিয়া গেল। একজন কৌপীনসম্বল পুরুষের অঙ্গুলী-হেলনে কোটী কোটী বাঙ্গালীর এই জাতীয় অভ্যুত্থান! বৃহত্তর ভারতের পটভূমিকায় ইহার আলোচনা হয় নাই। তদানীন্তন বঙ্গের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক সংস্কারমুক্ত মন লইয়া নিরপেক্ষ কোন ঐতিহাসিক শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের পাঠোদ্ধারে ব্রতী হন নাই। অথচ ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে।

নিমাই পণ্ডিতের ঔদ্ধত্যের কথা বলিয়াছি; সে ছাত্র নিমাই, অধ্যাপক নিমাই। এইবার সন্ন্যাসী নিমাই-এর যৎসামান্য পরিচয় দিতেছি। নাম লইতে কোন বাধা-নিষেধ নাই, নাম লইতে লইতেই তুমি তৃণের মত নীচ হইবে, তরুর মত সহিষ্ণু হইয়া উঠিবে, অমানী মানদ হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিবে, ইহাই ছিল মহাপ্রভুর উপদেশ। এই আদর্শ তিনি নিজেও মান্য করিয়া চলিতেন। মহাপ্রভু ছিলেন বিনয়ের খনি। কিন্তু যথাস্থানে তাঁহার মধ্যে অধ্যাপক নিমাই জাগিয়া উঠিতেন। (সুলতান) হুসেন শাহ প্রথম জীবনে বাঙ্গালায় আসিয়া ব্রাহ্মণ ভূস্বামী সুবুদ্ধি রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে একটি পুষ্করিণী-খননের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কার্যে অবহেলা দেখিয়া কয়েকবার সাবধান করিয়া দিয়াও যখন দেখিলেন হুসেনের দায়িত্ববোধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাই, তখন একদিন তাহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। আঘাতের চিহ্নটা নাকি সুলতানীর জৌলুশেও ঢাকা পড়ে নাই। তাই দেখিয়া বেগম ক্রোধান্বিতা হন। বেগমের আদেশে বদনার জল রায় মহাশয়ের মুখে ছিটাইয়া সুলতান তাঁহার জাতি নষ্ট করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী মহামান্য শক্তিশালী সুলতানের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম এই দুর্বল জমিদারের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন— উত্তপ্ত তরল স্বর্ণ পান করিয়া প্রনষ্ট জাতিত্বকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। অর্থাৎ জাতি বাঁচাইতে নিজেকে মরিতে হইবে। রায় মহাশয় হতাশ হইয়া জাতি বাঁচাইবার পাঁতি আনিতে ৺কাশীধামে গমন করেন। কাশীর পণ্ডিতগণও অপর কোন বিধি খুঁজিয়া পান নাই। এই সময় মহাপ্রভু কাশীতে গিয়া উপস্থিত হন। সুবুদ্ধি রায় তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি নবদ্বীপ ও কাশীর পণ্ডিতগণের মতের প্রতিবাদ করিয়া সুবুদ্ধি রায়কে হরিনাম-গ্রহণে উপদেশ দেন। জাতিচ্যুত লজ্জিত জমিদার দেশে ফিরিতে অস্বীকৃত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলেন—তুমি হরিনাম লইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস কর। এক কৃষ্ণনামাভাসেই তুমি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে, এবং দ্বিতীয়বার কৃষ্ণনাম উচ্চারণেই কৃষ্ণপদে প্রেমলাভ করিবে। যবন হরিদাসের শবদেহ কোলে তুলিয়া তিনি কীর্তনমণ্ডলীতে নৃত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখেই ভক্তগণ শবদেহের পাদোদক লইয়া পান করিয়াছিলেন। তিনি অনুমোদন না করিলে ইহা সম্ভব হইত না।

প্রত্যেক ভক্তেরই তাঁহার নিকট যথাযোগ্য সমাদর ছিল। বিদ্বান্ ভূস্বামী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অপেক্ষা খোলাবেচা শ্রীধরকে তিনি কম স্নেহ করিতেন না। ভিক্ষুক শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নিকট তিনি যাচিয়া অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের গৃহদাসী দুঃখীও তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিল। তাঁহার ভক্তগণ আপন মহিমায় জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। এইজন্য মহাপ্রভু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোনদিন কাহাকেও প্রশ্রয় দান করেন নাই। ব্রাহ্মণ ভক্তকে শূদ্র রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন। টীকাকার শ্রীধরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় তিনি সুপণ্ডিত বল্লভ ভট্টকেও তিরস্কার করিয়াছেন। ভববন্ধনছেদন তীক্ষ্ণধার কর্তরী, অপ্রাকৃত ভক্তিরসঘন বল্লরী, অপার ভবজলধিতরণ তরণীর তরুণ কাণ্ডারী, ভোগবিলাস-লালসা ধ্বংসকরণের অধিকারী প্রভৃতি দন্তাপসারী সন্দংশের কোন প্রয়োজনই তাঁহার দেখা দেয় নাই। তাঁহার সম্প্রদায়ে কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ, নির্লোম গঙ্গাদাস, খঞ্জ ভগবান, এমন কি কুষ্ঠী বাসুদেবও সমাদৃত হইয়াছিলেন। এই নিয়মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী একদিন কায়স্থ রঘুনাথ দাসের হস্ত হইতে জগন্নাথদেবের পর্যুষিত অন্নপ্রসাদ কাড়িয়া খাইয়াছিলেন। মৃগচর্মপরিহিত ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাঁহারই প্রভাবে চর্মাম্বর ত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের এক ভৃত্য আচার্যের ঈশ্বরত্ব জ্ঞাপনপূর্বক প্রতাপরুদ্রের নিকট অর্থভিক্ষা করায় মহাপ্রভু কয়েকদিন তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। এমন কত উদাহরণ দিব? চৈতন্যচন্দ্রের কৌমুদী-প্লাবনে উচ্ছ্বসিত বাঙ্গালীর জীবনবন্যা বদ্ধজলার বাঁধ ভাঙ্গিয়া একদিন সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছিল। সে প্রবাহ সম্প্রতি শুকাইয়া আসিতেছে। সাগরের জোয়ারও আর তাহার মধ্যে প্রবেশ করে না। তবে যে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

পৃথিবীর মাঝে আছে যত দেশ গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

সে দিন কি আসিবে না? মহাপ্রভুর এই মহাবাণী সত্য ও সার্থক করিবার মত মানুষ কি বাঙ্গালায় কেহ নাই?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ

প্রায় পাঁচ শত বৎসর গত হইয়া গেল, দেশে যে সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছিল, আজিও তাহার নিরসন হয় নাই। বরং সে দিনের অপেক্ষা আজিকার সমস্যা আরো জটিল, সমাধানের পথ আরো বিঘ্নবহুল—বাধাসঙ্কুল ; অবস্থা সমধিক শোচনীয়।

তুর্কীগণ অল্পদিন হইল এ দেশে আসিয়াছে, কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই নবাগত বৈদেশিক সভ্যতা, আচার, ব্যবহার দেশকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, দেশবাসী ভোগবিলাসের মোহমদিরায় মজিয়া আত্মনাশের পথে দ্রুতগতিতে ছুটিয়াছে, তথাপি বিগত স্বাধীনতার মৃতসঞ্জীবনীধারা একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। হৃদয়-বিশেষে আপন স্বরূপে উত্তাল তরঙ্গে, কোথাও বা শীর্ণ স্রোতে, কোথাও বা ফল্গু প্রবাহে তখনো দেশকে সরস সজীব এবং সতেজ রাখিয়াছে। তখনো বাঙ্গালার নৌবাট হীহী রব শত্রুর হৃদয়ে ভীতির স্পন্দন তুলিত। তখনো বাঙ্গালীর করী তুরগ পদাতিক সৈন্যের প্রখর প্রতাপ দিল্লীর সুদুর্গম সম্রাট্ প্রাসাদে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিত। গৌড়-সিংহাসন বিদেশীর করারত্ত হইলেও রাজ্যরক্ষা করিত বাঙ্গালী ; তখনো সেনাপতি বাঙ্গালী, মন্ত্রী বাঙ্গালী, সৈন্যাধ্যক্ষ বাঙ্গালী ; সিংহাসনের বত্রিশ পুত্তলিকা তখনো অতীত গৌরবে গর্বান্বিত ছিল, কাপুরুষের জড়ত্বে চৈতন্যহীন হয় নাই। দনুজমর্দন, প্রতাপ, কেদার ইহার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যঞ্জনা।

কিন্তু কাল তখন পরিবর্তিত হইয়াছে, দেশের রূপ বদলাইয়াছে, দেশবাসী জনসাধারণ নূতন পথে চলিয়াছে। তাই দেশের দুর্দশায়, সমাজের বিশৃঙ্খলায় বিগলিতপ্রাণ সহৃদয় জনগণের নেত্রে যে নব গঙ্গোত্রীর প্রবাহ বহিয়াছিল, সুরধুনীতীরে নবদ্বীপে তাহারই পুঞ্জীভূত মূর্তি আকার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন যুগাবতার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবরূপে। দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী, অথচ সর্বজনীন এবং চিরন্তন যে মহাবাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন তাহাই এ যুগের একমাত্র সত্যবার্তা।

গত চারি শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর জীবন নব নব প্রতিভায় বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, জাতি কায়মনোবাক্যে সর্বান্তঃকরণে সেই মহাসত্য গ্রহণ করিয়া আজিও সাগর-সঙ্গমের সন্ধানে সমর্থ হয় নাই। অভিশপ্ত সগর-সন্তানগণ আজিও মুক্তিলাভে কৃতার্থ হইতে পারে নাই।

যাঁহারা বলেন ভগবান্ ভাষ্যকারের প্রচারিত মায়াবাদ দেশের সর্বনাশ করিয়াছে, যাঁহারা বলেন শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্ম দেশের ক্ষাত্রশক্তিকে বিলুপ্ত করিয়াছে, তাঁহারা যুগধর্মের মর্মগ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছেন কিনা জানি না। বাঙ্গালার ভাগ্য-পরিবর্তনের আমূল কাহিনী যাঁহারা জানেন, অপ্রত্যাশিত ঘটনাপরম্পরায় মুক্তিকামী বাঙ্গালীর ক্ষাত্র-প্রচেষ্টার শোচনীয় বিফলতার ইতিকথা তাঁহারা অবগত আছেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে রুধির প্রদিগ্ধ স্বাধীনতা এদেশে একালের ধাতু-প্রকৃতির অনুকূল নহে, সে কালেও ছিল না। আত্মশুদ্ধি না ঘটিলে, মনোভাব পরিবর্তিত না হইলে, যে কোন ধর্মাবলম্বীর দ্বারাই যে দেশের সর্বনাশ সংসাধিত হইতে পারে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফর, জগৎশেঠ ইহারা যে বৈষ্ণব ছিলেন, ভরসা করি এমন কথা কেহ বলিবেন না।

অবশ্য, শুষ্ক আচারের কঙ্কালকে আঁকড়িয়া ধরিয়া হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করা, খোল করতালের সম্মিলিত রোলের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত প্রসঙ্গের ব্যঙ্গাত্মক প্রাণহীন উচ্চ চীৎকার করা, অথবা অন্তরে পূতিগন্ধ লুক্কায়িত রাখিয়া বাহিরে দেহখানি কণ্ঠীতিলকে সুশোভিত করা যে ধর্ম নহে, এ কথা তো কেহ অস্বীকার করে না। ত্যাগের ছদ্ম আবরণে ভোগের যে লালসাতুর বীভৎসতা সমাজের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্বনাশ সাধন করিতেছে, বৈরাগ্যের গৈরিক বসনের অন্তরালে বিলাসের যে অভিনব সজ্জা দেশকে প্রলুব্ধ করিতেছে, ধর্মের নামে মঠমন্দির গড়িয়া প্রণামী-গ্রহণ, দীক্ষাদান প্রভৃতি যে ঘৃণিত ব্যবসায় শুরু হইয়াছে, ইহার সর্বতোভাবে উচ্ছেদসাধন যে সর্বাগ্রে বাঞ্ছনীয় এ কথা কে না বলিবে? কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তো ইহার জন্য দায়ী নহেন।

তাঁহার বাণী তো এ বার্তা প্রচার করে নাই। তাঁহার উপদেশ সুস্পষ্ট ; তিনি নিজের জীবনে আচরণ করিয়া, ভক্তদের দ্বারা আচরণ করাইয়া, সংসারী হইতে সন্ন্যাসী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানবের শৃঙ্খল-মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অধিকার এবং রুচি-ভেদে ঋজু-কুটিল নানা পথবৈচিত্র্যের কথা গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনায় বেশ পরিষ্কার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আজ তাহার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না, তবে অসাম্প্রদায়িক ভাবে কালোপ-যোগী প্রণালীতে এই সমস্ত বিষয় যে বিশদরূপে আলোচিত হওয়া উচিত এইরূপই আমাদের বিশ্বাস।

আমি দিগ্‌দর্শন হিসাবে মহাপ্রভুর অভিন্নহৃদয় সহচর অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দদেবের জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

শ্রীনিত্যানন্দদেব—বীরভূমের একচক্র গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী। নিতানন্দের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময় একজন সন্ন্যাসী একচক্রায় আসিয়া আপনার পথের সঙ্গী করিবার জন্য এবং সেবা-শুশ্রূষার জন্য হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর নিকট তাঁহাদের এই পুত্রটিকে ভিক্ষাগ্রহণ করেন। সেকালের গৃহস্থের এই আতিথেয়তা ও দ্বাদশ বৎসরের বালকের এই পিতৃ-মাতৃভক্তি বৈষ্ণব কবিগণের লেখনীকে পবিত্র করিয়াছে। কিন্তু একালে তাহার স্থান কোথায়? সন্ন্যাসী একচক্রা ত্যাগ করিলেন। বালক নিতাই অজানা পথে সেই অচেনা যাত্রীর সঙ্গী হইলেন। তাহার পর কত দিন গেল, কত দেশ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেশান্তর ফিরিতে হইল; কালে সেই সন্ন্যাসীর লোকান্তর ঘটিল। অতঃপর একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—তুমি নবদ্বীপে যাও। নিতাই নবদ্বীপে আসিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে অগ্রজের মর্যাদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীবাস অঙ্গনে তখন নামকীর্তন শুরু হইয়াছে, এইবার নদীয়ার রাজপথে প্রকাশ্যভাবে প্রচারকার্য আরম্ভ হইল। এই কার্যে অগ্রবর্তী হইলেন হরিদাস এবং নিত্যানন্দ। একজন বিশ্বাসের জ্বলন্ত মূর্তি এবং সহিষ্ণুতার অবতার, আর একজন অক্রোধ পরমানন্দ করুণার সাকার বিগ্রহ। ধর্মকে কেমন করিয়া জীবনের সঙ্গে গ্রহণ করিতে হয়, স্বীয় মতের উপর কিরূপ সুদৃঢ় নিষ্ঠা থাকিলে তাহা সর্ববিধ বিরুদ্ধতাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়, ব্রহ্ম হরিদাসের জীবন তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। ক্ষমতা-বিষমত্তের উদ্যত ফণা কিরূপে করুণার মন্ত্রে শান্ত করিতে হয়, অত্যাচারের দৃপ্ত দাবানল আপনার শোণিতদানে কেমন করিয়া নির্বাপিত করিতে হয় জগাই-মাধাই-এর উদ্ধারে নিত্যানন্দের আচরণ তাহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অধুনা সমাজ-সংস্কারের কথা উঠিয়াছে। দেশের উন্নতিকল্পে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার অঙ্গ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট-পন্থা, উপযুক্ত কর্মী, এবং জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল প্রণালীবদ্ধ কার্যের অভাবে যে তাহা সফল হইতেছে না সেদিকে তো কাহারো দৃষ্টি দেখিতেছি না। শহরের বুকে সভা বসাইয়া উচ্চ চীৎকারে আকাশ কাঁপাইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া বিংশতি মুদ্রার মিষ্টান্ন গলাধঃকরণে যে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হয় না, ইহা বুঝিবার লোক যদি বাঙ্গালায় না থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে! এই চৌরস পথটি হয়তো রাজনৈতিক চালবাজীর অথবা খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন প্রভৃতি কার্যসিদ্ধির পক্ষে প্রশস্ততর হইতে পারে, কিন্তু সমাজের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংবাদ যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বলিবেন সম্পূর্ণ কার্যসিদ্ধির একমাত্র সহায়ক খ্যাতিহীন পল্লীবাসীর সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। সাধুজনেরও করণীয় আছে, অবশ্য স্বীকার করি, তথাপি একজন অসাধুকে তুমি অসাধু নও বলিয়া আলিঙ্গন দিলেই যে তাহার অসাধুতা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় ইহা স্বীকার করিতে পারি না।

যে অস্পৃশ্য তাহাকে আপনার অস্পৃশ্যতা আপনি দূর করিতে হইবে ; শিক্ষায়, চরিত্রে, আচারে, ব্যবহারে আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। অবশ্য সেজন্য অগ্রগামীদিগের সাহায্যের ও সহানুভূতির বিশেষ আবশ্যক। নতুবা আমলাতন্ত্রের ভেদনীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক পক্ষ যদি দাবী করিয়া বসেন, কিংবা অপর পক্ষ যদি কার্যসিদ্ধির জন্য হীনতর আপোষে মিলন রচনা করেন তাহাতে অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

মিলন হয় সমানে সমানে, পরস্পরের যোগ্যতাই পরস্পরকে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া থাকে। আপনার দুর্বলতা বুঝিয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া তবে অন্যের সম্মুখীন হইতে হইবে, এ কথা উভয় পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে। চোরের দলে ভিড়িয়া সাধুও চোর হইয়া যায়, আবার সাধুর সংসর্গে চোরও সাধুতা লাভ করে। সুতরাং সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত। অনেকেই জানেন, তথাকথিত অনাচরণীয় সম্প্রদায়ের সুবর্ণবণিক-জাতীয় উদ্ধারণ দত্ত মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রদ্ধায় আজিও দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বলিয়া পূজাপ্রাপ্ত হন। উদ্ধারণ দত্ত শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয়তম ভক্ত ছিলেন। কবি বলিতেছেন—

অবধৌত নাহি ছিল জাতির কথাটী,
উদ্ধারণ দত্ত যাঁর ডালে দেয় কাঠী।

উদ্ধারণকে তিনি এতই স্নেহ করিতেন। কিন্তু এই উদ্ধারণ দত্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথবা যে তথাকথিত নীচ জাতীয় 'ঝারু ঠাকুর' আজিও সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই, যাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রকৃত অধিকারী কে। কেমন করিয়া সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হয়, সে স্পর্শমণি তোমার হৃদয়ে আছে কি, যাহার স্পর্শে লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হইবে? সে চরিত্র-বল তোমার কোথায় যাহার যাদুদণ্ড আমার সমস্ত দৈন্য, সমস্ত হীনতা মুছিয়া ফেলিয়া আমাকে মনুষ্যত্বলাভে উদ্বুদ্ধ করিবে? এ নিবন্ধে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতেছি না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য ইহাই যে যদিও ধনী দরিদ্র এবং তথাকথিত শিক্ষিত অশিক্ষিত লইয়া সমাজে নব জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, কাঞ্চন-কৌলীন্য বিস্তারলাভ করিয়াছে, তথাপি গুণের পূজা আজিও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। গুণবান্ সজ্জন ব্যক্তি যে জাতীয় হউন, পল্লীসমাজে তিনি কখনো অনাদৃত হইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। সুতরাং এ কার্যে অগ্রসর হইতে হইলে আপন অন্তরের সর্ববিধ অস্পৃশ্যতা সর্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। যে অস্পৃশ্য আছে, সমাজে তাহাকে অন্তরে বাহিরে সকল রকমে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রচুর রজতমুদ্রা না দিলে স্বজাতীয়া সুন্দরী একটি কৃষ্ণাঙ্গী বালিকা যদি বর্ণদোষেই আমার নিকট অস্পৃশ্যা বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে অন্য জাতির অস্পৃশ্যতা নাশে অগ্রসর হওয়া আমার ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? একত্র ভোজনে যদি অস্পৃশ্যতা দূর হইত তাহা হইলে এতদিন তাহার অস্তিত্ব থাকিত না, কারণ ছত্রিশ জাতি মিলিয়া আশ্রম-বিশেষে গিয়া বাবুর্চি নামধেয় সূপকার-পাচিত ভোজ্য গ্রহণে আমরা অনেকদিন হইতেই অভ্যস্ত হইয়াছি, কিন্তু সমাজের অস্পৃশ্যতার পাপ সে দিনেও যেমন ছিল, আজিও তো তেমনি রহিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমাজের প্রকৃত সংস্কারকার্য সে কালে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণ তাহাতে কিরূপ কৃতকার্য হইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার অনেক কাহিনী উল্লিখিত আছে। শ্রীনিত্যানন্দের জীবনের অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। বিরহের অসহ আকুলতায় প্রাণ তাঁহার অধীর হইয়া উঠিয়াছে, কানু-প্রেমবিষে অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। দিন যায়, রাত্রি আসে ; আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখে শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি। সন্ন্যাস-ক্লিষ্ট গোরা-তনু দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কষিত কাঞ্চনকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে, ভক্তগণের উৎকণ্ঠার আর অবধি নাই। রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর নিশিদিন বিনিদ্র নয়নে পাশে বসিয়া অবিরাম কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এমনি একদিন মহাপ্রভু

বিরলে নিতাই লইয়া হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হঞা হরিনাম লওয়াও গিঞা
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥

নিত্যানন্দকে সংসারে ফিরিয়া দার-পরিগ্রহের অনুরোধ করিলেন। নিত্যানন্দের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতদিন পরে আজ তোমার এ কি আদেশ প্রভু! তুমি কেন তবে সন্ন্যাসী হইলে! প্রেমময়ী গুণবতী ভার্যা, স্নেহময়ী মাতা, অমানুষী প্রতিভা, অসাধারণ শাস্ত্রার্থ-জ্ঞান, অলৌকিক রূপলাবণ্য, অতুলনীয় যশ খ্যাতি, গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ভক্ত বন্ধু, তোমার কিসের অভাব ছিল, নিষ্ঠুর! যৌবনে যুবতী ভার্যা পরিত্যাগ করিয়া অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার শিরে বাজ হানিয়া—জননীর নয়নের মণি তুমি, বিশ্বরূপের শোকে পাগলিনী, স্বামীর শোকে মর্মপীড়িতা স্থবিরাকে কাঁদাইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি কেন সংসার ছাড়িলে! আর আমি আকুমার সংসারত্যাগী, আমার প্রতি তোমার এই আদেশ! প্রভু তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন—

প্রতিজ্ঞা করিনু আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥
তুমিও রহিলে যদি মুনি ধর্ম ধরি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তিরস দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার তুমি কেনে বা করিলে॥
এতেক আমার বাক্য সত্য যদি চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥

নিত্যানন্দ ভাবিতে লাগিলেন—সন্ন্যাসী হইয়া কি করিয়া এমন কাজ করিব! চিরদিনের তরে এ কলঙ্ক-পশরা শিরে না তুলিয়া দিলে কি তোমার তৃপ্তি হইতেছে না! লোকে কি বলিবে বল দেখি —পরছিদ্রান্বেষী সমাজ! তাহার উপর ধৌত শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দুর মত সন্ন্যাসীর আচার-ভ্রংশতা তো সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কিন্তু আর তো প্রতিবাদের উপায় নাই, চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই; আদেশ যখন, তখন যাইতেই হইবে। নিত্যানন্দ সেই আদেশ গ্রহণ করিলেন। জীবনের আজন্মপোষিত কামনার সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের ধারণা, সন্ন্যাসের সাধনা সমুদ্রসৈকতে প্রভুপদে বিসর্জন দিয়া, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ-সঙ্গ চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বাঙ্গালার পথে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীলক্ষ্মীপতি পুরী, শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীগণের নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদানীন্তন গৌড়েশ্বর-সম্রাট্ হুসেন শাহের অন্যতম সচিব ও ধনাধ্যক্ষ শ্রীরূপ-সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়ের তীব্র বৈরাগ্য আজিও ত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর্শস্থল হইয়া আছে। সপ্তগ্রামের ধনকুবের-পুত্র যুবক রঘুনাথ দাসের সংসারত্যাগ-কাহিনী আজিও লোকলোচনে অশ্রুসঞ্চার করে। সুতরাং সে কালে শ্রীনিত্যানন্দের প্রৌঢ় বয়সে এই সংসারে প্রত্যাবর্তন যে কত বড় মহত্ত্ব, কি অপরিসীম ত্যাগস্বীকার, কি অপূর্ব দাস্য ও নিষ্ঠার পরিচায়ক, এ কালের অনেকে তাহা বুঝিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

নিত্যানন্দদেবও শিখা এবং যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আচার্য শঙ্কর-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের নিদর্শন যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না। অম্বিকা-নিবাসী সূর্যদাস সরখেল মহাশয় আপনার বসুধা এবং জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যাকে নিত্যানন্দের করে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কুলাচার্যগণ নিত্যানন্দকে বটব্যাল নামে পরিচিত করিয়াছেন। জাহ্নবীদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। বসুধার গর্ভে নিত্যানন্দের বীরচন্দ্র নামে এক পুত্র এবং গঙ্গা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের পরে পত্নীসহ নিত্যানন্দ খড়দহে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। অতঃপর কখনও তিনি জন্মভূমি একচক্রায় আসিয়াছিলেন কিনা জানিতে পারা যায় না। একচক্রা গ্রামে বীরচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবঙ্কিমরায় বিগ্রহ আজিও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর জাহ্নবী দেবীই তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজের নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার পবিত্রতম জীবন, মহান্ আদর্শ এবং বহুমূল্য উপদেশ শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিত পথে বৈষ্ণব-সমাজকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। ইনি যখন শ্রীধাম বৃন্দাবন-দর্শনে গমন করেন, বৃন্দাবনস্থ শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডলী তখন বিশেষ ভক্তিসহকারে পরম সমাদরে ইঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর খেতরীর বৈষ্ণব-সম্মেলনে নেত্রীত্ব করিয়া যাজীগ্রাম যাইবার পথে জাহ্নবী দেবী একবার একচক্রায় আগমন করেন। সে সময় কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য, রঘুপতি বৈদ্য, মনোহর উপাধ্যায়, পরমেশ্বরী দাস, মুকুন্দ প্রভৃতি দেবীর অনুযাত্রী ছিলেন। পুত্র বীরচন্দ্র ইঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া—পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণে শ্রীচৈতন্যদেবের অভীপ্সিত কার্যসম্পাদনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বীরচন্দ্রের সে কার্যের সহায় ছিলেন ঠাকুর নরোত্তম, আচার্য শ্রীনিবাস এবং প্রভু শ্যামানন্দ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপুরীধামে কীর্তনীয়াগণ

(চতুর্থ খণ্ড)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপুরীধামে কীর্তনীয়াগণ

প্রথম সম্প্রদায়

এক

স্বরূপ দামোদর

শ্রীপুরুষোত্তম আচার্যের পিতার নাম পদ্মগর্ভাচার্য। শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভিটাদিয়া গ্রামে পিতৃনিবাস। নবদ্বীপের শ্রীজয়রাম চক্রবর্তী আপন কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়া পদ্মগর্ভকে নবদ্বীপে লইয়া আসেন। পুরুষোত্তম নবদ্বীপেই জন্মগ্রহণ করেন। পুরুষোত্তমের জন্মের পর পত্নী-পুত্রকে নবদ্বীপে রাখিয়া পদ্মগর্ভ অধ্যয়নের জন্য প্রথমে মিথিলা, পরে কাশীধামে উপস্থিত হন। শ্রীল মাধবেন্দ্রের গুরুদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পদ্মগর্ভ লক্ষ্মীপতির নিকট দীক্ষিত হইয়া ভিটাদিয়ায় ফিরিয়া যান। ভিটাদিয়ায় তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এই পত্নীর নাম কমলা। কমলার গর্ভে পদ্মগর্ভের যে পুত্র জন্মে তাঁহার নাম লক্ষ্মীনাথ। মনে হয়, গুরুদেব লক্ষ্মীপতির নাম অনুসারে লক্ষ্মীনাথ নাম রাখা হইয়াছিল। মাতামহের গৃহে প্রতিপালিত পুরুষোত্তম নিমাই পণ্ডিতের বাল্যবন্ধু। সেইজন্য পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে নিমাই পণ্ডিত পুরুষোত্তমের কনিষ্ঠ লক্ষ্মীনাথের গৃহে দুই-একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পুরুষোত্তম মনের দুঃখে কাশীধামে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় দীক্ষিত শিষ্যকে দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি আপন আপন গুরুর উপাধি গ্রহণ করিতে হয়। এই উপাধি গ্রহণের সময় স্ব স্ব সম্প্রদায়-প্রচলিত প্রথামত একখণ্ড বস্ত্র (যোগপট্ট) পৃথক্ পৃথক্ ছান্দে শিষ্যের দেহের উর্ধ্বাংশে কণ্ঠ বক্ষ ও পৃষ্ঠে বাঁধিবার বিধি আছে। যোগপট্ট গ্রহণের পর শিষ্য গুরুর উপাধি গ্রহণ করেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৎপূর্বে নহে। পুরীর শিষ্য পুরী, তীর্থের শিষ্য তীর্থই রহিবেন, ইহাই নিয়ম। পুরুষোত্তম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে—

সন্ন্যাস করিল শিখা সূত্র ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ॥

পুরুষোত্তম সন্ন্যাস লইলেন, নাম হইল দামোদর। কিন্তু যোগপট্ট না লওয়ায় স্বরূপ দামোদর নাম হইল। শ্রীপাদ নিত্যানন্দও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যোগপট্ট না লওয়ায় তিনিও নিত্যানন্দ স্বরূপ নামে অভিহিত হইতেন। নিত্যানন্দ অবধূত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, ভৈরবাধূত, শাক্তাবধূত, বৈষ্ণবাবধূত ইত্যাদি অবধূতের সম্প্রদায়ভেদ আছে।

কাশীধামের গুরু শ্রীচৈতন্যানন্দ স্বরূপকে বেদান্ত পড়াইতেছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ দামোদরকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। তিনি পুরীধামে শ্রীমহাপ্রভুর পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দামোদরের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ রস তত্ত্ব বেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥

আবাল্য পরিচিত বন্ধু, বন্ধুকে বড় মর্যাদার চক্ষে দেখেন না। একসঙ্গে খাওয়া-শোওয়া ওঠা-বসা—পরস্পর পরস্পরকে ভালভাবেই জানেন। এই জন্যই মর্যাদার কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু সেই বন্ধুই যদি অকপটে একজন আর একজনের মহত্ত্ব স্বীকার করেন —শুধু মহত্ত্ব স্বীকার নহে, পরমেশ্বরবুদ্ধিতে একেবারে পদপ্রান্তে প্রণত হন, তবে তাহার প্রামাণ্য যে শত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেও অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কোন স্বার্থ নাই, কোন অভিসন্ধি নাই ; কোন হেতু নাই, কোন প্ররোচনা বা প্রলোভন নাই, সুতরাং নিষ্কিঞ্চনের এই স্বীকৃতির মূল্য প্রচুর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরূপ দামোদর প্রকাণ্ড পণ্ডিত, অনন্যসাধারণ রসবেত্তা, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের তথ্য ও তত্ত্বে তাঁহার অসামান্য অধিকার। স্বরূপ দামোদর মহানুভব। যে ঋষি-সম্প্রদায় ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়া, মধু বলিয়া, ভূমা বলিয়া, আনন্দ বলিয়া জানিয়াছিলেন ও জানাইয়াছিলেন, স্বরূপ দামোদর সেই ঋষিকুলেরই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। এই সত্যদ্রষ্টা মহাপ্রভুর বিষয়ে বলিয়াছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

উদ্ধৃত শ্লোকে লক্ষ্য করিবার বিষয় দুইটি—শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা, আর শ্রীকৃষ্ণের মদীয় মধুরিমা। বুঝিতে কোন বাধা নাই যে, শ্রীরাধার প্রণয়মাধুর্য শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিয়াছিলেন শ্রীবৃন্দাবনে। ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই সেই প্রণয়ের মহিমার। শ্রীকৃষ্ণ আপন মাধুর্যের কথা আপনি জানেন না ; বরং স্বমহিমার কথাটা কিছু কিছু তাঁহার জানা আছে।

শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের পূর্বে এমন সুস্পষ্টভাবে গৌরাঙ্গাবতারের গূঢ় রহস্য কেহ ব্যক্ত করেন নাই। মহাপ্রভুকে ভূতলে অবতারিত করিবার একতম কারণ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য। আচার্যই তাঁহাকে আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে চিনাইয়াও দিয়াছেন। যে দিন সন্ন্যাসী গৌরহরি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রথম শান্তিপুরে শুভাগমন করিলেন শ্রীল অদ্বৈতমন্দিরে, অবতারের নব রঙ্গমঞ্চে অবতরণের নান্দীপাঠ করিলেন আচার্য—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

বৈকুণ্ঠের নারায়ণ নহেন, ইনি বৃন্দাবনের মাধব। শ্রীবাস অঙ্গনেরই নাটুয়া ইনি, কিন্তু এ নর্তকের এই নূতনতম লীলানাট্যের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিগূঢ় ইঙ্গিতটি আচার্য নিজ মন্দিরে নিজ মুখেই প্রকাশ করিলেন। তবে সে ইঙ্গিত বুঝিবার সামর্থ্য সকলের ছিল না। তাই স্বরূপ দামোদরকে এই পরিচয়ের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অতঃপর যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা স্বরূপ দামোদর-কথিত পরিচয়ের সূত্র ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। অবশ্য চিনিয়াছেন জানিয়াছেন আপন আপন অনুভূতির সহায়তায়, কিন্তু অনুভবের পথ-প্রদর্শক স্বরূপ দামোদর।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত অভিলাষ—শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কেমন, শ্রীরাধা আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন, সে মাধুর্য কেমন, আর সেই মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে আনন্দ পান সে আনন্দ কেমন—এই তিনটি বস্তু আস্বাদন করিবার জন্যই রাধা-ভাবাঢ্য—শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত, রাধাভাবে ধনী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধু হইতে সমুদিত হইয়াছেন। ব্রজে শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য তাঁহাকে যে ঋণে বন্দী করিয়াছিল, উক্ত তিন বস্তুর আস্বাদন সেই ঋণ-পরিশোধেরই নামান্তর। বিশ্বের ঋণভার নিজ মস্তকে গ্রহণপূর্বক সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধি বিশ্বেশ্বর আপনি এই ঋণ পরিশোধের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছেন। দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ পরিশোধের দায়িত্ব যাঁহাদের স্মরণে ছিল, তাঁহারাও এই আনন্দের ঋণের কথা জানিতেন না—এই অপরিশোধ্য ঋণপরিশোধের চেষ্টা না করিলে যে প্রত্যবায় আছে, সে কথা বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সেই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ও বিশ্ববাসীকে এই ঋণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, ঋণ-পরিশোধের পথ দেখাইয়াছিলেন, ইহাই মহাপ্রভুর চির-অনর্পিত বস্তু দানের মহাবদান।

কেমন করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, মহাপ্রভু তাহারও উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। এই ঋণ অপরিশোধ্য, পরিশোধিত হয় না। বিশ্বের নরনারীকে এই দায় গ্রহণ করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইবে। হয়তো তাহা হইলে এই ঋণের কিয়দংশ পরিশোধিত হইতে পারে।

দুই

দামোদর পণ্ডিত

ইনি মহাপ্রভুকে বাক্যদণ্ড দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া জননী শ্রীশচীদেবীর নিকট বাস করেন।

তিন

নারায়ণ

শ্রীঅদ্বৈত শাখায় নারায়ণ দাস। ইনি শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আবিষ্কৃত গোপাল দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ শাখায়—

নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর॥ (চৈ. চ.)

বৈষ্ণব-বন্দনায়—দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা—

বন্দো মহা নিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দো তার জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
বন্দো শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন॥ (বৈষ্ণববন্দনা)

ইহাদের মধ্যে কোন্ নারায়ণ পুরীতে কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন জানা যায় না।

চার

গোবিন্দ দত্ত

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত খড়দহ ও পাণিহাটির মাঝখানে সুখচর গ্রাম। এই গ্রামে ইনি শ্রীনিতাই ও শ্রীগৌর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্তনীয়া। "প্রভুর কীর্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত।" (চৈ. চ.)

পাঁচ

রাঘব পণ্ডিত

পাণিহাটিতে ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত। মহাপ্রভুর শাখা। মহাপ্রভু ইঁহার শ্রীবিগ্রহের সেবাপারিপাট্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ইঁহারই ভগিনী দময়ন্তী দেবী মহাপ্রভুর জন্য সংবৎসরের উপযোগী ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। রথযাত্রার সময়ে রাঘব তাহা পুরীধামে লইয়া যাইতেন। ভক্ষ্যদ্রব্যগুলি যাহাতে অবিকৃত থাকে, দময়ন্তী দেবী সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতেন। ইহাই 'রাঘবের ঝালি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই সম্প্রদায়ে আচার্য অদ্বৈত নৃত্য করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়

এক

গঙ্গাদাস পণ্ডিত

রাঢ়দেশের চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র। (চৈ. ভা.)

নিত্যানন্দ প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
পুর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥

(জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পুর্বে যার ঘরে ছিলা নিতানন্দ গোসাঞী॥ (চৈ. চ. আদি)

ইনিই পুরীধামে কীর্তনমণ্ডলীতে যোগ দিয়াছিলেন। ইনিই প্রভুর অধ্যাপক।

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাহার স্মরণে হয় ভববন্ধনাশ॥ (চৈ. চ. আদি)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুই
ছোট হরিদাস

হালিশহরের শতানন্দ খান একজন বিষয়ী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ; উপাধি দেখিয়া মনে হয় গৌড়-দরবারে ইঁহার প্রতিপত্তি ছিল। 'খান' ইঁহার সুলতান-দত্ত উপাধি। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীল ভগবান্ আচার্য, পণ্ডিত এবং ভক্ত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভুর সান্নিধ্যলাভের আশায় ইনি পুরীধামে আসিয়া বাস করেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে ভগবান্ আচার্যের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শতানন্দ খান বিষয়ী হইলেও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র গোপালকে তিনি বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য কাশীধামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেকালের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শ্রীভগবান্ আচার্য মাঝে মাঝে মহাপ্রভুকে ভিক্ষা-গ্রহণে আমন্ত্রণ করিতেন। একদিন এইরূপ আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। কিছু ভাল চাউলের প্রয়োজন। মহাপ্রভুকে মাঝে মাঝে কীর্তন শুনাইতেন সুকণ্ঠ ছোট হরিদাস। আচার্যের বিশেষ অনুগত তিনি। আচার্য ছোট হরিদাসকেই পাঠাইলেন শ্রীমতী মাধবী দেবীর নিকট চাউল আনিতে। মাধবী ছিলেন পুরীর সম্ভ্রান্ত সজ্জন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চিহ্নিত সেবক শ্রীশিখি মাহিতির ভগিনী। সেদিন মহাপ্রভুর 'গণ' মধ্যে সাড়ে তিনজনের সবিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। স্বরূপ দামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ ও শিখি মাহিতি এই তিনজন, আর রমণী বলিয়া মাধবী দেবী অর্ধজন। ছোট হরিদাস এ হেন একজন ভগবদ্ভজন-পরায়ণা বর্ষিয়সী মহিলার নিকট গিয়া চাউল আনিয়াছিলেন।

রন্ধনাদি শেষ হইয়াছে, আচার্য জগন্নাথদেবের কিছু মহাপ্রসাদও আনাইয়াছেন। মহাপ্রভু আসিয়া ভোজনে বসিলেন। উৎকৃষ্ট অন্নের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন সুন্দর চাউল কোথায় পাইলে? আচার্য বলিলেন—মাধবী দেবীর নিকট হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনাইয়াছি। মহাপ্রভুর প্রশ্ন, কে আনিয়াছে? আচার্য উত্তর করিলেন, ছোট হরিদাস। ভোজনান্তে গম্ভীরায় আসিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিলেন,—ছোট হরিদাসের 'দ্বারমানা', আজি হইতে তাহাকে আর এখানে আসিতে দিও না। বৈষ্ণব হইয়া প্রকৃতি সম্ভাষণকরে, আমি তাহার মুখদর্শন করিতে চাহি না। শুনিয়া ছোট হরিদাসের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তপস্বিনী-প্রধানা রমণী মাধবী দেবী, তাঁহার নিকট হইতে চাউল আনিয়াছি, তাহাতেই এত অপরাধ! তিনি প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তিন দিন উপবাসের পর স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট গিয়া মার্জনা ভিক্ষা চাহিলেন। এই প্রথম অপরাধ, না জানিয়া করিয়াছে, ক্ষমা কর। মহাপ্রভু কাহারও কথা শুনিলেন না। শেষে সকলে মিলিয়া শ্রীপরমানন্দ পুরীকে গিয়া ধরিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ শ্রীপরমানন্দ পুরীকে মহাপ্রভু বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। পরমানন্দকে দেখিয়া মহাপ্রভু স-সম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনার শুভাগমনের কারণ কি? কি আদেশ? পরমানন্দ জানাইলেন, ছোট হরিদাসের জন্য প্রসাদ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। মহাপ্রভু বলিলেন, আপনি সকলকে লইয়া এখানে থাকুন, আমি আলালনাথে চলিয়া যাইতেছি। তিনি যখন সত্যই গোবিন্দকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন, পরমানন্দ বিনয়-বচনে তাঁহাকে শান্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সকলকেই সমস্ত কথা জানাইলেন। তখন স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি হরিদাসের নিকট গিয়া বলিলেন, তুমি যদি এরূপভাবে উপবাস কর, প্রভুর জেদ চাপিয়া যাইবে। তুমি স্নান ভোজন কর, কিছুদিন গেলেই তাঁহার দয়া হইবে। হরিদাস স্নান ভোজন করিলেন।

বৎসর অতীত হইতে চলিল, কই মহাপ্রভুর তো কৃপা হইল না! দূর হইতে দর্শন হয়, কিন্তু ডাকিয়া তো কথা বলেন না,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্তন শোনেন না। মনোদুঃখে হরিদাস প্রয়াগে গিয়া দেহত্যাগ করিলেন। বৎসরান্তে মহাপ্রভু যখন হরিদাসকে মার্জনাপূর্বক কাছে ডাকিলেন, সকলেই জানাইলেন, এই তো কয়দিন পূর্বে হরিদাস কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে ছোট হরিদাসের দেহত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীবাস পুরীধামে আসিয়া মহাপ্রভুকে হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রয়াগে দেহত্যাগের সংবাদও জানাইলেন। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, 'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্'।

ব্রহ্ম হরিদাস হইতে পার্থক্যরক্ষার জন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই হরিদাস 'ছোট হরিদাস' নামে পরিচিত। দুর্জ্ঞেয় চরিত্র শ্রীমহাপ্রভুর। অন্তর্যামী তিনি, তিনিই জানেন কেন ছোট হরিদাসকেই উপলক্ষ্য রাখিয়া তিনি সমগ্র সম্প্রদায়কে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

তিন

শ্রীমান্ পণ্ডিত

শ্রীবাস অঙ্গনের কীর্তনেও ইনি উপস্থিত থাকিতেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥

ইনিই পুরীধামে কীর্তনমণ্ডলীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

চার

শুভানন্দ

মহাপ্রভুর শাখা। শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান, রথাগ্রে নাচিতে নাচিতে—মহাপ্রভুর—

কভু নেত্রে নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই ফেন লইয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেম রসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান ॥

ইঁহাকে খেতরীর মহোৎসবেও উপস্থিত দেখিতে পাই।

পাঁচ

শ্রীরাম পণ্ডিত

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা।

মহাপ্রভুর শাখা, লীলাসঙ্গী। শ্রীবাস অঙ্গনে সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন এবং চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর দেবীভাবে নৃত্যের সময়ও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ নর্তক।

তৃতীয় সম্প্রদায়

এক

মুকুন্দ দত্ত

মহাপ্রভুর শাখা। নবদ্বীপ হইতেই সঙ্গী। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ও উপস্থিত ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য-গৃহেও তাঁহাকে দেখি। একসঙ্গেই পুরী চলিয়া যান।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাহার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞী ॥

চট্টগ্রামে চক্রশালায় জন্ম। বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ। নবদ্বীপে মহাপ্রকাশের দিনে মহাপ্রভু বলিলেন—মুকুন্দ খড়জাঠিয়া। কখনো দন্তে তৃণ, কখনো হাতে জাঠা। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। কখনো বলে জ্ঞান বড়, কখনো বলে ভক্তি বড়। মুকুন্দকে দর্শন দিব না। মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—কখনো কি দর্শন পাইব না? মহাপ্রভু বলিলেন,—কোটি জন্মের পর পাইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুকুন্দ নাচিয়া উঠিলেন—পাইব তো! কোটি জন্মেও তো পাইব। মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন।

দুই
শ্রীবাসুদেব দত্ত

মহাপ্রভুর শাখা, গৃহস্থাশ্রমে বাস। শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস জননী নারায়ণী দেবীসহ ইঁহারই আশ্রমে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেন। ইনি মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—সমস্ত জগতের পাপভার আমাকে দাও, আমি নরকে বাস করি, জীবগণকে তুমি মুক্তি দাও। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—তুমি প্রহ্লাদ, তোমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু শ্রীভগবান তোমাকে কেন কষ্ট দিবেন। তুমি যাহাদের মঙ্গল কামনা কর, তাহারা অবশ্য মুক্ত হইবে। ইঁহার রচিত পদ আছে।

তিন
গোপীনাথ পণ্ডিত

বাসুদেব সার্বভৌমের ভগিনীপতি। গোপীনাথই সার্বভৌমের নিকট মহাপ্রভুর প্রথম পরিচয় দান করেন। নিবাস নবদ্বীপ। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর বহুদিন পুরীতে বাস করিয়াছিলেন।

চার
মুরারি গুপ্ত

স্বনামধন্য কবি। মহাপ্রভুর বাল্যলীলা লইয়া গ্রন্থ-রচয়িতা। নৈষ্ঠিক রামভক্ত। মহাপ্রভুর অনুরোধেও রামোপাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এইজন্যই মহাপ্রভু তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। মুরারি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, তথাপি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঠদ্দশায় মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রায়ই বলিতেন—তুমি লতাপাতা লইয়া চিকিৎসার কাজ কর গিয়া, তুমি ব্যাকরণের কি বুঝিবে ?

ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥

মুরারি রামোপাসনা ছাড়িতে পারিলেন না। অথচ মহাপ্রভুতে তাঁহার ভগবদ্‌বুদ্ধি জন্মিয়াছে। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা! উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া তিনি আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—মহাপ্রভু গিয়া তরবারীখানি কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

পাঁচ

শ্রীকান্ত

শ্রীকান্ত সেন, শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়। মহাপ্রভুর শাখা।

শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
প্রভুর কৃপায় তেঁহ মহাভাগ্যবান॥ (চৈ. চ. অন্ত্য)

একবার শ্রীকান্ত একাকী পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর নিকট দুই মাস ছিলেন। সেবার শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন মহাপ্রভু, তাই শ্রীকান্তকে গৌড়ে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, এ বৎসর যেন বাঙ্গালার কেহ পুরীতে না আসেন।

আর একবার শ্রীকান্ত মাতুলের সঙ্গে পুরী আসিতেছিলেন। পুরী-যাত্রায় যাত্রিগণের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিতেন সেন শিবানন্দ। এক স্থানে বাসার ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শিবানন্দের তিনটি পুত্রেরই মৃত্যু হউক বলিয়া অভিশাপ দিতেছিলেন। এমন সময় শিবানন্দকে আসিতে দেখিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তাঁহাকে লাথি মারেন। এইজন্য শ্রীকান্ত সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী পুরী চলিয়া যান। তিনি পেটাঙ্গি (জামা) গায়ে দিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে সেবক গোবিন্দ বলিলেন—'শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার', জামাটা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গা হইতে খুলিয়া ফেল। মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিলেন—মনের দুঃখেই শ্রীকান্ত একাকী আসিয়াছে। উহাকে কিছু বলিও না। যাহাতে আনন্দ হয় শ্রীকান্ত তাহাই করুক। শ্রীকান্ত বুঝিলেন, অন্তর্যামী ভগবান্ সমস্তই জানিয়াছেন। তাই তিনি আর পথের কথা কিছু বলিলেন না।

ছয়

বল্লভ সেন

শিবানন্দ সেনের আত্মীয়।

বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥

নর্তক ব্রহ্ম হরিদাস।

চতুর্থ সম্প্রদায়

এক

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ

অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। প্রসিদ্ধ গায়ক, পদকর্তা। শ্রীচৈতন্য শাখা।

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞী॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন বাঙ্গালায় আগমন করেন, তখন মহাপ্রভু মাধব ও বাসুদেব ঘোষকে নিতাইএর সঙ্গে দেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলেই থাকেন।

প্রভুসঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ। (চৈ. চ. আদি)

মনে হয়, সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু পুরী হইতে যখন বাঙ্গালায় শুভাগমন করেন, সেই সময় গোবিন্দও সঙ্গে আসেন। আর তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুরীধামে ফিরিয়া যান নাই। মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। অগ্রদ্বীপের শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দের তিরোভাব-তিথিতে আজিও অগ্রদ্বীপে মেলা বসে। আর গোপীনাথ-বিগ্রহের হাতে কুশ পরাইয়া পূজকগণ গোবিন্দের বাৎসরিক কৃত্যের অনুষ্ঠান করেন।

দুই
হরিদাস

আমার মনে হয়, পুরীধামে রথাগ্রে কীর্তন-গায়ক কাঞ্চন গড়িয়ার দ্বিজ হরিদাস। শ্রীচৈতন্য শাখা। ইহারই দুই পুত্র, শ্রীদাম ও শ্রীগোকুলানন্দ। শ্রীদাম শ্রীদাস নামেও খ্যাত। এই দুইজন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রধান দোহার। দ্বিজ হরিদাস বড় হরিদাস নামেও পরিচিত। ইনি পুরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন।

তিন
বিষ্ণুদাস

মহাপ্রভুর শাখা। নীলাচলে বাস করিতেন।

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস ॥

চার
শ্রীরাঘব

রাঘব গোস্বামী। দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভুর সঙ্গে পুরীধামে আসেন। পরে গোবর্ধনে গিয়া বাস করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সঙ্গে ইহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। ভক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমানন্দ মত্ত সদা রাঘব গোসাঞী।
রাঘবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র মহাকুলীন প্রচার।
পরম বৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্ণিবে তাঁর॥
দীনহীনে অনুগ্রহ সীমা দেখাইলা।
ভক্তিরত্ন প্রকাশ আদি গ্রন্থ যে বর্ণিলা॥

* * * *

যাঁহার সর্ব্বস্ব শ্রীপর্ব্বত গোবর্দ্ধন।
গোবর্দ্ধনে বাস সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে গমন করে রঙ্গে।
মধ্যে মধ্যে রহে দাস গোস্বামীর সঙ্গে॥
কভু কভু একযোগে আসি বৃন্দাবনে।
মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্র সদা গায়।
না ধরে ধৈরজ নেত্র জলে ভাসি যায়॥
ধূলায় ধূসর স্পৃহা নাহি ভক্ষণেতে।
প্রবল বৈরাগ্য চেষ্টা কে পারে বলিতে॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫।২০-২৫)

পাঁচ

মাধব ঘোষ

বিখ্যাত কীর্তনীয়া, পদকর্তা। গোবিন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষের ভাই।

ছয়

বাসুদেব ঘোষ

শ্রীগৌরলীলার সুবিখ্যাত পদকর্তা। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব তিন ভাই-ই শ্রীচৈতন্য শাখা। মাধব ও বাসুদেবের শ্রীনিত্যানন্দ শাখাতেও নাম আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাত

বক্রেশ্বর পণ্ডিত

শ্রীচৈতন্য শাখা। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নর্তক।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥ (চৈ. চ. আদি)

ইনি মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—আমাকে দশ সহস্র গন্ধর্ব দাও তাহারা গান করুক, আমি নাচিব। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—তুমি আমার এক পক্ষ শাখা। তোমার মত আর একটি পক্ষ পাইলে আকাশে উড়িয়া যাইতে পারি। নবদ্বীপ-লীলা হইতেই ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গী। রথযাত্রার সময় প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন। কখনো কখনো নীলাচলে কিছুদিন মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট অপরাধী ভাগবতী দেবানন্দ ইহার সঙ্গগুণেই মহাপ্রভুর তথা শ্রীবাসের কৃপা লাভ করেন।

পঞ্চম সম্প্রদায়

নর্তক সত্যরাজ খাঁন

কুলীনগ্রাম বর্ধমান জেলায়। এই গ্রামের শ্রীমালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তার মধ্যে বাক্য এক আছে রসময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু বসু বংশের হাত॥

কোন মুসলমান গৌড়েশ্বর মালাধরকে গুণরাজ খান উপাধি দিয়াছিলেন। মনে হয়, গৌড়-দরবারের সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। গুণরাজের পুত্র—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু, উপাধি সত্যরাজ খান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্যরাজের পুত্র রামানন্দ বসু, প্রসিদ্ধ পদকর্তা। একবার শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে তুলিবার সময় (পাণ্ডুবিজয়-যাত্রার) পট্টডোরী ছিঁড়িয়া যায়। মহাপ্রভু সেই ছিন্নডোর পিতাপুত্রের হাতে দিয়া বলেন—আজ হইতে তোমরা পট্টডোরীর যজমান হইলে, প্রতি বৎসর খুব শক্ত পট্টডোরী তৈয়ারী করিয়া লইয়া আসিও।

এক বৎসর পিতাপুত্র মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন—আমাদের করণীয় কি, আদেশ করুন। মহাপ্রভু বলিলেন—নামকীর্তন কর, বৈষ্ণবসেবা কর, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। প্রশ্ন হইল—বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে ? উত্তর—একবার মাত্র যাহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবে সেই বৈষ্ণব, তাহারই সেবা করিও। দ্বিতীয় বৎসর কে বৈষ্ণব এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন—যাহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনিবে সে-ই বৈষ্ণব। তৃতীয় বৎসর বলিলেন,—

যাহারে দেখিলে মুখে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥

যাহাকে দেখিবামাত্র আপনাআপনি মুখ দিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিতে প্রচুর আনন্দ হয়, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিও। ইহারা অর্থশালী ছিলেন, প্রতি বৎসর বহু লোকের সঙ্গে রথযাত্রার সময়ে পুরী যাইতেন এবং রথাগ্রে কীর্তন নর্তন করিতেন। কুলীনগ্রামের অন্ত্যজগণও কৃষ্ণনাম করিত।

কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় ॥

ষষ্ঠ সম্প্রদায়

নর্তক অচ্যুতানন্দ

শ্রীচৈতন্য শাখা। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পুত্র। শ্রীপাট শান্তিপুর। সীতাদেবীর গর্ভে জন্ম। ইনি শৈশব হইতেই শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্ত্বে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্বাস করিতেন। বহু দিন ইনি মহাপ্রভুর নিকট পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন। ইনি প্রতি বৎসর শান্তিপুর হইতে সঙ্কীর্তনের দল লইয়া পুরীধামে যাইতেন এবং রথের আগে কীর্তন গাহিতেন, নাচিতেন। অচ্যুত যখন বালক, এক সন্ন্যাসী অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুরু কে? অদ্বৈতাচার্য বলিয়াছিলেন,—কেশব ভারতী। অচ্যুত রাগিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—বাবা, একি তোমার অন্যায় কথা! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতের গুরু। তাঁহার আবার গুরু কে? তুমি যদি এইরূপ শিক্ষা দাও, লোক উৎসন্ন যাইবে।

সপ্তম সম্প্রদায়

নর্তক শ্রীরঘুনন্দন

শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী। ইনি পুরীধামে গিয়াও কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীমুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন। রঘুনন্দনকে বৈষ্ণবগণ গৌরব করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর মানসপুত্র বলিতেন। খ্রীষ্টাব্দের চৌদ্দ শত আশীর দিকে নরহরির আবির্ভাব। পিতা শ্রীনারায়ণ দেব, মাতা শ্রীগৌরী দেবী। মুকুন্দ গৌড়-সুলতানের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। মহাপ্রভু একবার পুরীধামে মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি পিতা, রঘুনাথ তোমার পুত্র? না, তুমি পুত্র, রঘুনন্দন তোমার পিতা? মুকুন্দ বলিয়াছিলেন—রঘুনাথ হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি, সুতরাং রঘুনন্দনই আমার পিতা। শ্রীখণ্ডে বহু ভক্ত, সাধক, পণ্ডিত, কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজিও অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে বড়ডাঙ্গা নামক স্থানে নরহরির তিরোভাব উপলক্ষে মেলা হয়। মেলায় লীলাকীর্তন এবং শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান উল্লেখযোগ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাঙ্গালার কীর্তনীয়া

(পঞ্চম খণ্ড)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

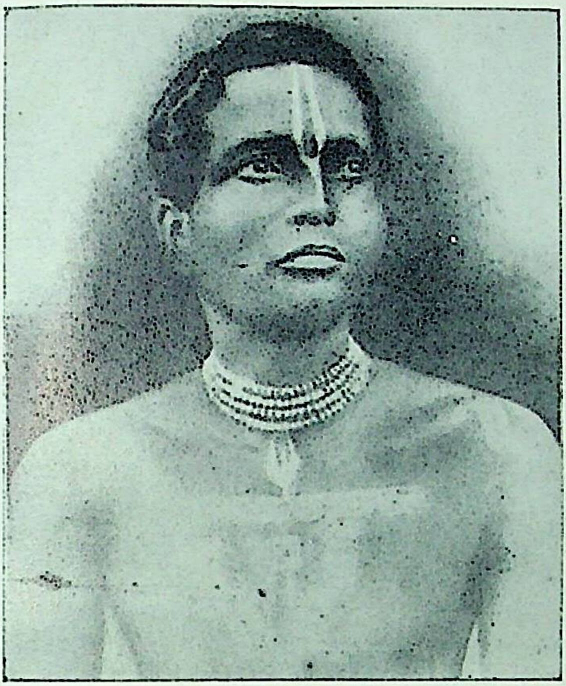

রসিক দাস

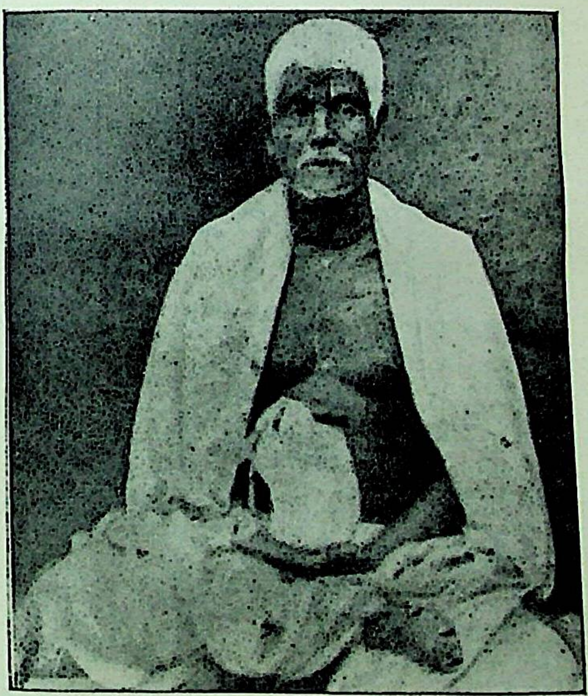

গণেশ দাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

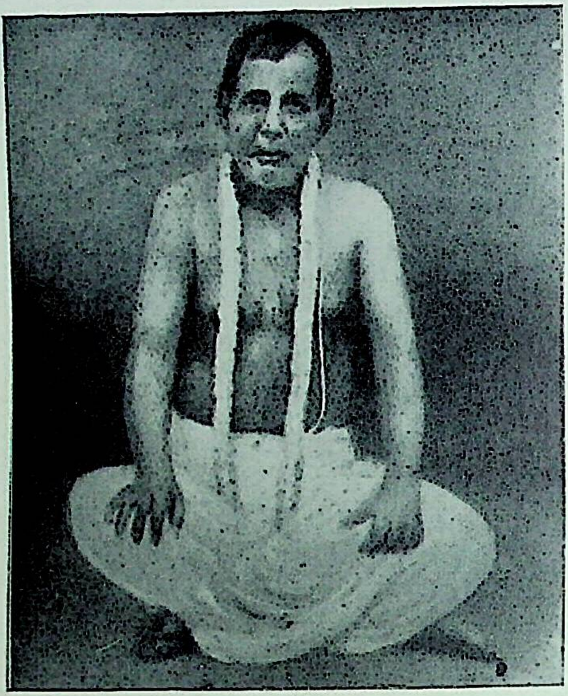

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়

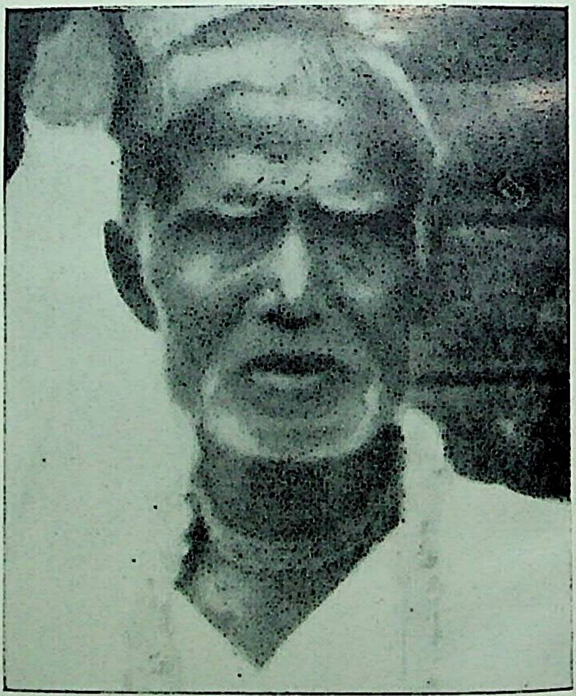

ফটিক চৌধুরী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

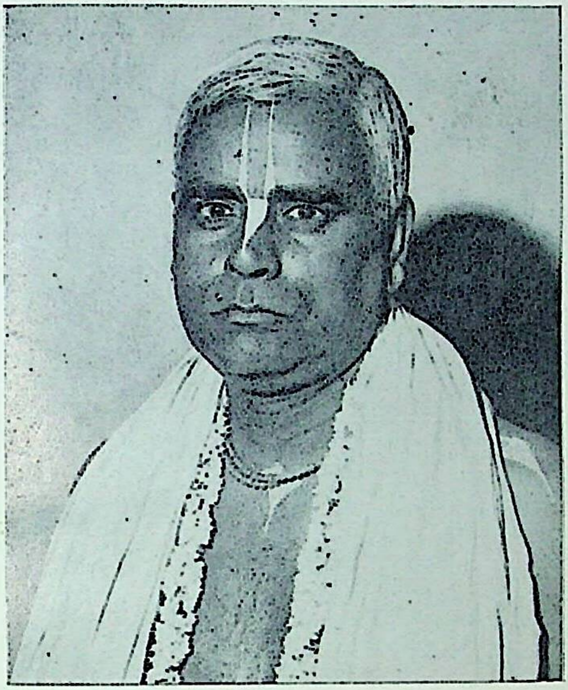

নন্দকিশোর দাস

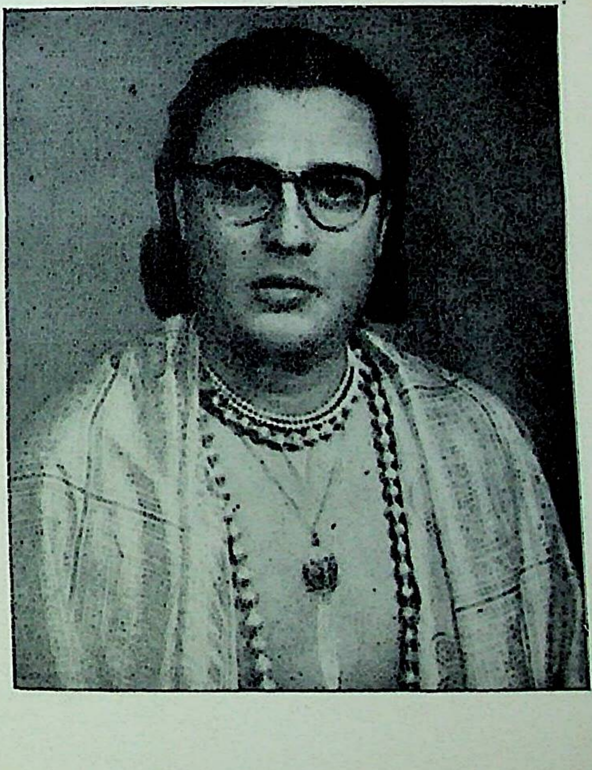

রথীন ঘোষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

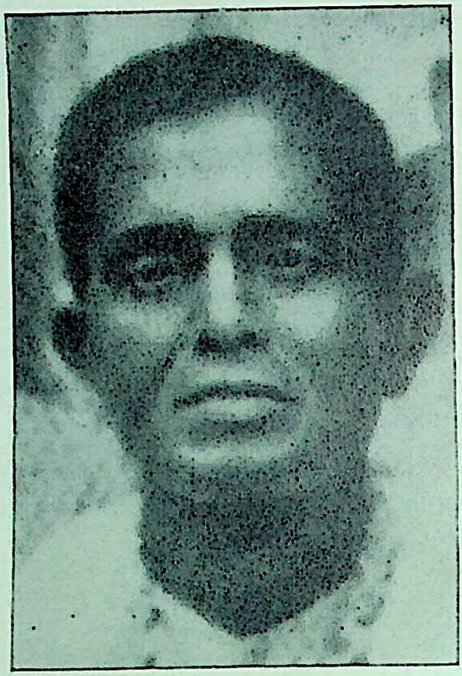

রাধাশ্যাম দাস

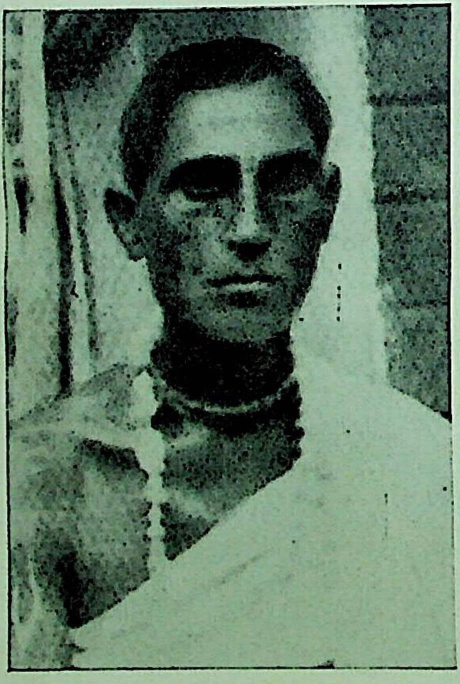

শচীনন্দন ঘোষ

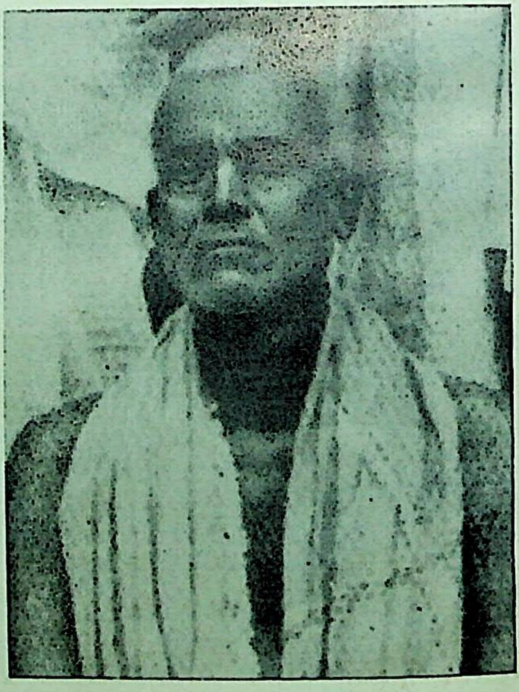

সুরেন আচার্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাঙ্গালার কীর্তনীয়া

ময়নাডাল

শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের চিহ্নিত সেবক মঙ্গল ঠাকুর, কবি জ্ঞানদাসের কান্দরায় আসিয়া বাস করেন। পণ্ডিতজীউর অনুমতি লইয়া মঙ্গল ঠাকুর মাত্র তিনজনকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। প্রথম, কাঁকড়া হুসমপুরের একজন চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়, নিকটবর্তী রাজুর গ্রামের নৃসিংহ মিত্র। গুরুর কৃপালাভপূর্বক 'মিত্র ঠাকুর' নামে পরিচিত হইয়া তিনি বীরভূমে ময়নাডাল গ্রামে গিয়া বাস করেন। তৃতীয়, ময়নাডাল-নিবাসী একজন অধিকারী ব্রাহ্মণ। প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পরে ইঁহারই কন্যাকে মঙ্গল ঠাকুর বিবাহ করিয়াছিলেন।

মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র। প্রথম রাধিকাপ্রসাদ, দ্বিতীয় গোপীরমণ, তৃতীয় শ্যামকিশোর। তিন পুত্রের বংশধরগণ বড় বাড়ির ঠাকুর, মধ্যম বাড়ির ও ছোট বাড়ির ঠাকুর নামে পরিচিত। বড় বাড়িতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র যুগল-বিগ্রহ, মধ্যম বাড়িতে শ্রীরাধাকান্ত যুগল-বিগ্রহ ও ছোট বাড়িতে মঙ্গল ঠাকুরের কুলদেবতা শ্রীনৃসিংহ দেব শালগ্রাম, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কৃপাদত্ত শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

প্রবাদ আছে, নৃসিংহের মাতার মৃতবৎসা দোষ ছিল। তিনি কাটোয়ায় গঙ্গাস্নানে গিয়া মঙ্গল ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। ঠাকুরের নিকট পুত্র কামনা করিলে ঠাকুর চর্বিত তাম্বুল দিয়া বলেন—এবার তুমি পুত্রসন্তান লাভ করিবে এবং সেই পুত্র দীর্ঘজীবী হইবে। রমণী ভাবী পুত্রকে ঠাকুরের চরণে সেবকরূপে সমর্পণের সঙ্কল্প করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পুত্র প্রাপ্ত হন, এই পুত্রই নৃসিংহ। পুত্র হইল, কিন্তু বোবা ক্ষ্যাপা পুত্র। কথা কহে না, যেখানে সেখানে ঘুরিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেড়ায়। কুলগুরু বলিলেন,—দীক্ষা দাও, সারিয়া যাইবে। দীক্ষার দিন স্থির হইল। দীক্ষার দিনে এগার বৎসরের বোবা পুত্র কথা কহিল। "মা তুমি যে কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে কথা দিয়া আসিয়াছ, আমাকে মঙ্গল ঠাকুরের পায়ে সঁপিয়া দিবে। একজনকে কয়জনের নিকট দান করিবে?" মা তো বোবা ছেলের কথা শুনিয়া অবাক্। তাহাও আবার কাটোয়ার ঘাটের গোপন মনের কথা!

এমন সময় খড়ম পায়ে মঙ্গল ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। তিনিই নৃসিংহকে দীক্ষা দান করিলেন। কুলগুরুও আনন্দিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। নৃসিংহের সাধন-ভজন আরম্ভ হইল। অতঃপর গুরুর আদেশে ময়নাডালে গিয়া অচিরকাল মধ্যেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ময়নাডালে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ আজিও নৃসিংহের বংশধরগণ-কর্তৃক পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

নৃসিংহের একমাত্র পুত্র হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণের তিন পুত্র, রাজবল্লভ আনন্দবল্লভ ও ভুবনবল্লভ। ময়নাডালে তিন পুত্রেরই বংশধর বর্তমান আছেন। এই বংশে বহু খ্যাতনামা কীর্তনগায়ক ও মৃদঙ্গবাদক আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ময়নাডালে কীর্তনের চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভপূর্বক বহু ব্যক্তি মৃদঙ্গবাদনে ও কীর্তনগানে খ্যাতিলাভ করেন। এমন একদিন ছিল যেদিন ময়নাডালে না আসিলে কীর্তনগায়ক ও মৃদঙ্গবাদকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। পায়র গ্রামের স্বনামধন্য মৃদঙ্গবাদক জটে কুঞ্জদাসের ছাত্র ইলামবাজার-নিবাসী নিকুঞ্জ বাইতি ও ময়নাডলের নিকুঞ্জ মিত্র ঠাকুর সমসাময়িক মৃদঙ্গবাদক। উভয়েই মৃদঙ্গবাদ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। রসিকানন্দ মিত্র ঠাকুর, বৈকুণ্ঠ মিত্র ঠাকুর প্রভৃতির নাম আজিও কীর্তনগায়কগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই সেদিনও কিশোরী মিত্র ঠাকুর, রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর ময়নাডালের মুখ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১২৭৫ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর জন্ম-গ্রহণ করেন। সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর ইহার কীর্তন শিক্ষার আদি গুরু। কিছুদিন বহরমপুরে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের বাড়িতে থাকিয়া ইনি সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক বৈষ্ণবচরণ ব্রজবাসী মহারাজের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কয়েকবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়াও পণ্ডিত বাবাজী প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আসেন। নৃসিংহ মিত্র ঠাকুর হইতে রাসবিহারী একাদশ অধস্তন পুরুষ। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কীর্তনগায়কগণের মধ্যে ইহাকে অন্যতমরূপে গণনা করা হইত। ১৩৫৪ সনের ৬ই ফাল্গুন ইনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। পুত্র শ্রীনবগোপাল মিত্র ঠাকুর গীতিসুধাকর ও শ্রীগোবিন্দগোপাল মিত্র ঠাকুর সুধাকণ্ঠ কলিকাতায় থাকিয়া পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্বক ময়নাডালের ধারা রক্ষা করিতেছেন। ময়নাডালের অন্য দুইজন সুগায়কের নাম শ্রীনদীয়ানন্দ ও শ্রীমাণিক মিত্র ঠাকুর।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ না করায় স্বরূপ আখ্যায় অভিহিত হইতেন। নিত্যানন্দ-জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগস্বীকার—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে দার-পরিগ্রহ। সন্ন্যাসী গৃহী হইলে লোকে তাহাকে বান্তাশী বলে। কুকুর যেমন বমিত দ্রব্য ভক্ষণ করে, সেইরূপ যিনি বিরজা হোম করিয়া নিজের পিণ্ড নিজে দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সমাজের চক্ষে তিনি মৃত। এ হেন সন্ন্যাসী গৃহী হইলে লোকে স্বভাবতঃই তাহাকে বান্তাশী বলিবে। এই অপবাদ শিরে ধারণপূর্বক সম্প্রদায়-রক্ষার জন্যই শ্রীমহাপ্রভুর নির্দেশে শ্রীনিত্যানন্দ গৃহী হইয়াছিলেন।

সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা, বসুধা ও জাহ্নবী। নিত্যানন্দ এই দুইজনকেই বিবাহ করেন। জাহ্নবী দেবীর সন্তান হয় নাই। বসুধার পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু। বসুধার একটি কন্যাও হইয়াছিল, নাম গঙ্গাদেবী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবীরচন্দ্র জাহ্নবী দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পরবর্তী বৈষ্ণব-সমাজের সর্বজনমান্য নেতা শ্রীবীরচন্দ্র। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বীরচন্দ্র প্রভুর আদেশ নতশিরে গ্রহণ করিতেন। পিতার মত বীরচন্দ্রও বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধি রক্ষার বিষয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টি এই প্রেমোদ্দাম আচার্য সারা বাঙ্গালায় এবং বাঙ্গালার বাহিরে অকুণ্ঠ কণ্ঠে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমমন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন।

মাধব আচার্যের সঙ্গে গঙ্গাদেবীর বিবাহ হয়। বীরচন্দ্র প্রভুর দুই পত্নী শ্রীমতী ও নারায়ণী। বীরচন্দ্রের তিন পুত্র—গোপীজন-বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। কন্যার নাম ভুবনমোহিনী। পার্বতীনাথ ফুলিয়ার মুখুটী ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন।

কান্দরার জয়গোপাল দাস নামক একজন কায়স্থকে বীরচন্দ্র বর্জন করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে বীরচন্দ্রের সেই আদেশপত্রের প্রতিলিপি পাওয়া যায়।

নামসঙ্কীর্তন ও লীলাকীর্তন-প্রচারে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর অক্লান্ত প্রয়াস বৈষ্ণব ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া আছে। লীলাকীর্তনে ইহার আবেগের কথা শ্রীনরোত্তমবিলাসে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। নরোত্তম লীলাকীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন—

চারি দিকে বৈষ্ণব মণ্ডলী মনোহর।
মধ্যে প্রভু বীরচন্দ্র শোভায় সুন্দর॥

*   *   *   *
*   *   *   *

সুচারু বদনে হরি হরিবোল বলে।
ভাসয়ে দীঘল দুটি নয়নের জলে॥

*   *   *   *
*   *   *   *

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভুবনমোহন নৃত্য করয়ে কীর্ত্তনে।
হরিষে কুসুম বরিষয়ে দেবগণে॥

* * * *

* * * *

মহাসিংহনাদ প্রভু করে বারে বারে।
নরোত্তমে কোলে করি ছাড়িতে না পারে॥
শ্রীদেবীদাসের কর লইয়া ধরে বক্ষে।
কি অপূর্ব বাক্য কহি ধারা বহে চক্ষে॥
গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।
কহিলা কতেক তারে অধৈর্য্য হইয়া॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি॥
তুমি সে জানহ নিত্যানন্দের মহিমা।
আচার্য্যের অনুগ্রহ তার এই সীমা॥
এত কহি গোকুলে কহয়ে বারে বার।
গাও গাও ওহে প্রাণ জুড়াও আমার॥
শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লসিত।
কিবা সে অপূর্ব কবিরাজকৃত গীত॥

কথিত আছে, শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু 'বার শত ন্যাড়া ও তের শত নেড়ী' নামে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের অনুষ্ঠাতা একটি বৃহত্তর দলকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা বাহিরে গৌর-নিতাইএর উপাসনা করে, কিন্তু নিজেদের পূর্ব প্রথা রমণীসাধনা আজিও পরিত্যাগ করে নাই। অনেকের মতে আউল, বাউল, সাঁই ও দরবেশ এই সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য

চাখন্দী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে তিনি উন্মাদ হইয়া উঠেন। মহাপ্রভুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্ন্যাস আশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই চৈতন্য নাম তাঁহার জপমালা হইয়া উঠিল। লোকে গঙ্গাধরের নাম দিল চৈতন্যদাস। সাধারণে গঙ্গাধর নামটা প্রায় ভুলিয়াই গেল।

গঙ্গাধর বিবাহ করিয়াছিলেন শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী যাজী গ্রামের বলরাম দেবশর্মার কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে। চৈতন্যদাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার পুণ্য গীর্বাণবল্লীর অমৃত ফল আচার্য শ্রীনিবাস।

আচার্য উপাধি শ্রীনিবাসকে দিয়াছিলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী। প্রথম যৌবনেই শ্রীনিবাস শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট কৃপা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের নিকট ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনাদি অধ্যয়নের পর শ্রীনিবাস শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন শ্রীল ভট্ট রঘুনাথের নিকট। ভট্ট রঘুনাথ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের যে ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসের কণ্ঠে তাহার সার্থক রূপায়ণ সমগ্র বঙ্গে এক নবভাবের প্লাবন আনিয়াছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—বেদান্ত দর্শন যাঁহার প্রণীত, তিনিই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালায় এই রহস্য গ্রন্থের প্রচারে সহায়ক হইয়া শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর আদেশই প্রতিপালন করেন।

সমগ্র বঙ্গদেশে শ্রীনিবাস আচার্যের অতুলনীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ মল্লভূমির অধীশ্বর রাঢ়ের স্বাধীন নরপতি শ্রীবীর হাম্বীর আচার্য শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজা বীর হাম্বীর যাজীগ্রামেও আগমন করিয়াছিলেন। অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অভিযোগ করেন, বিষ্ণুপুরের রাজা বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যুদ্ধবিদ্যা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, অর্থাৎ কাপুরুষে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিষ্ণুপুরের রাজসৈন্য-কর্তৃক দুর্ধর্ষ বর্গীদল দমনের কথা বিস্মৃত হইয়া থাকেন। রাজ-সৈন্যের অমিত পরাক্রমে বর্গীরা বিতাড়িত হইয়াছিল। বর্গীদের নৃশংস অত্যাচার হইতে অগণিত নরনারীকে রক্ষা করিয়াছিল বিষ্ণুপুরের পরাক্রান্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৈন্যবাহিনী। বিষ্ণুপুর-প্রসঙ্গে একটী উপাখ্যান আছে—শ্রীবৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালায় বিবিধ গ্রন্থ পাঠাইয়াছিলেন শ্রীপাদ জীব গোস্বামী। বহুমূল্য অলঙ্কার অথবা প্রচুর অর্থসম্ভার মনে করিয়া বীর হাম্বীর-প্রেরিত সৈন্যদল পেটিকাগুলি লুণ্ঠন করিয়াছিল। আমরা এই কাহিনী বিশ্বাস করি না। এই পেটিকার অনুসন্ধানে শ্রীনিবাস আচার্য যখন বীর হাম্বীরের রাজসভায় প্রবেশ করেন, তখন রাজসভার পণ্ডিত ব্যাসাচার্য সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। রাজা ভাগবত-কথা শ্রবণ করিতেছেন, অথচ দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এরূপ কপটাচার বীর হাম্বীরের ছিল না। তিনি ক্ষত্রিয়োচিত রাজমর্যাদাতেই প্রজা-পালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে দস্যুতার স্থান ছিল না। কথিত হয়, প্রেরিত গ্রন্থরাজির মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও ছিল। গ্রন্থ চুরির সংবাদ শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলে কবিরাজ গোস্বামী শোকে যমুনায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। কোন্ পাষণ্ড কোন্ উদ্দেশ্যে এই জঘন্য অলীক আষাঢ়ে গল্প রচনা করিয়াছিল জানি না। নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার পরও দীর্ঘদিন মর্ত্যধামে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার পক্ষে কোন কারণেই আত্মহত্যা সম্ভবপর ছিল না। 'কর্ণানন্দ' নামে একখানি জাল পুস্তক আমি দেখিয়াছি। এই ধরনের জাল পুস্তক কয়েকখানি বাজারে চলিতেছে। রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা-প্রচারের উদ্দেশ্যেই কর্ণানন্দ রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আচার্য শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের অনুরোধেই স্বনামধন্য পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজও শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আজিকালিকার তথাকথিত সন্ন্যাসী গুরুগণের অনেকেই কাহাকেও বা শক্তি-মন্ত্রে কাহাকেও বা বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষাদান করেন। ইহা অশাস্ত্রীয় বিধি। পঞ্চকূট শেখরভূমির রাজা

কী—১৪

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হরিনারায়ণ শ্রীনিবাসের নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের প্রার্থনা নিবেদন করিলে আচার্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীগোপাল ভট্টের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাঙ্গালায় আনাইয়াছিলেন। গোপাল ভট্টের ভ্রাতুষ্পুত্রই রাজা হরিনারায়ণকে রামমন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। এই একটি মাত্র ঘটনা হইতে শ্রীনিবাসের ঔদার্য ও নির্লোভতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শেখরভূমির রাজাকে শিষ্যরূপে পাইলে তাঁহার প্রতিপত্তি আকাশস্পর্শী হইত, আর্থিক সঙ্গতি সর্বোচ্চ শিখরে উঠিত। সে লোভ শ্রীনিবাস অনায়াসে দমন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাসের বংশে বহু সাধক, ভক্ত, সুপণ্ডিত, কবি আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালা দেশকে ধন্য করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্যপরম্পরা বাঙ্গালার আদর্শ গৃহস্থরূপে লোক কল্যাণসাধনায় ব্রতী ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরগণ আজিও বাঙ্গালায় বর্তমান আছেন। বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি এই বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের নাম চিরস্মরণীয়। বাঙ্গালার গভর্নমেণ্ট, বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ, বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ সকলেরই কর্তব্য এই পুণ্যশ্লোক আচার্যের পদাঙ্কপূত যাজীগ্রামে কোনরূপ স্মারকচিহ্ন স্থাপন করা ও যাজীগ্রামের উন্নতি সাধন করা।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

রাজসাহী জেলায় রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে পদ্মানদীর তীরে প্রেমস্থলী নামক স্থান। প্রেমস্থলীর উত্তর-পূর্ব লাগাও খেতরী। কৃষ্ণানন্দ দত্তের রাজধানী ছিল খেতরী। সর্বসাধারণে তিনি রাজা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণানন্দের পত্নীর নাম নারায়ণী। এই রাজদম্পতীর পুত্র নরোত্তম। বাল্য হইতেই নরোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। আদরের পুত্র হইলেও পিতা পুত্রের শিক্ষাদানে কার্পণ্য করেন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নরোত্তমের বয়স প্রায় বিংশতি বৎসর। পিতা রাজকার্যোপলক্ষে গৌড়-দরবারে গমন করিয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া নরোত্তম গৃহত্যাগ করেন এবং অতি কষ্টেই শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ব্রজভূমির মণ্ডলেশ্বর শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর যত্নে নরোত্তম বৈষ্ণবশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। আরো তুইজন বাঙ্গালী যুবক সে সময় শিক্ষালাভার্থ শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের এক জন শ্রীনিবাস, অন্য জন শ্রীশ্যামানন্দ। তিনজনেই বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

শ্রীনিবাস শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ ছয় গোস্বামীর অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। যশোহর জেলায় তালখড়ি গ্রামে পদ্মনাভ চক্রবর্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহার পত্নীর নাম সীতা। পদ্মনাভ মাঝে মাঝে নবদ্বীপে সস্ত্রীক আসিয়াও থাকিতেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সূত্রেই পদ্মনাভ আচার্য শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সূত্র ধরিয়াই অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর সঙ্গে পদ্মনাভ-পত্নী সীতাদেবীর সখীত্ব স্থাপিত হয়। শ্রীলোকনাথ এই পদ্মনাভ চক্রবর্তীর পুত্র। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন জানিয়া তিনি শোকে অধীর হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক দাক্ষিণাত্যে গিয়াছেন শুনিয়া তিনি দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন। দক্ষিণে গিয়া শুনিলেন মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিয়াছেন এবং তথা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। লোকনাথ ব্রজধামে ফিরিলেন। শুনিলেন তিনি কয়দিন পূর্বে বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে গিয়াছেন। লোকনাথ প্রয়াগগমনে উদ্যত হইলে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে লোকনাথের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। ইঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল জীবনে কাহাকেও দীক্ষা দান করিবেন না। নরোত্তম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্কল্প করিলেন ইঁহারই নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। লোকনাথের অলক্ষ্যে শৌচস্থান পরিষ্করণপূর্বক নরোত্তম ইঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নরোত্তমের দৈন্যে আকৃষ্ট হইয়া লোকনাথ কৃপাপূর্বক তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার জন্য লোকনাথের অনুমতি প্রার্থনা করিলে লোকনাথ অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থে তাঁহার বিষয়ে কোন কথা লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইজন্য এই নিষ্কিঞ্চন ব্রহ্মচারীর কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না।

দীক্ষালাভ এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর আজন্ম সঙ্গীতানুরাগী নরোত্তম সঙ্গীতশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় গীতপারঙ্গম সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহরিদাস স্বামী সে সময় ব্রজধামে বাস করিতেছিলেন।

মুলতানের অন্তর্গত উছা গ্রাম হরিদাসের জন্মভূমি। শ্রীবৃন্দাবনের পার্শ্বস্থিত রায়পুর গ্রামের গঙ্গাধর নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহপূর্বক হরিদাস শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। কিছুদিন পরে পূর্বজন্মের সুকৃতিবশে কৃষ্ণদত্ত গন্ধর্ব নামক এক সিদ্ধ গায়কের নিকট তিনি নাদবিদ্যা প্রাপ্ত হন। নাদবিদ্যায় সিদ্ধিলাভে জীবনে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই সময়েই বিশাখাকুণ্ড হইতে তিনি শ্রীবঙ্কিমরায় বিগ্রহ (বাঁকে বিহারিজী) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহ লইয়া বৃন্দাবনের অদূরে মানস সরোবরের তীরে তিনি ভজন করিতে থাকেন। দিল্লীর ধনকুবের দয়াল দাস ক্ষেত্রী শ্রীবঙ্কিম-রায়ের শ্রীমন্দির নির্মাণ ও সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে শুভাগমন করিলে হরিদাস স্বামী বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। সম্রাট্ আকবরের বিখ্যাত সভাগায়ক তানসেন হরিদাস স্বামীর অন্যতম ছাত্র। দ্বিতীয় ছাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। একজন ধ্রুপদের ধারাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, অন্যজন বাঙ্গালার কীর্তনে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রূপান্তর আনিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণানন্দের অগ্রজের নাম পুরুষোত্তম দত্ত। পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম সন্তোষ। নরোত্তম খেতরীতে ফিরিয়া সন্তোষের হস্তেই রাজ্য-ভার অর্পণ করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মতিথি ফাল্গুন পৌর্ণমাসীতে নরোত্তম খেতরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধামোহন ও শ্রীরাধাকান্ত এই ছয়টি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। এই উপলক্ষে খেতরীতে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আমন্ত্রিত হন। সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় আচার্যগণ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের জ্ঞানী গুণী গায়ক বাদক বহু ব্যক্তি এই উপলক্ষে খেতরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্যে এই উৎসব খেতরীর মহোৎসব নামে পরিচিত। নরোত্তমের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা সন্তোষ এই উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এই উৎসবেই নরোত্তম কীর্তনের যে ধারায় গান করিয়াছিলেন, সেই ধারার নাম গড়ের হাটী বা গড়ানহাটীর ধারা। প্রথমে তদুচিত গৌরচন্দ্র গান করিয়া পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস-গানের পদ্ধতি খেতরীর মহোৎসবেই প্রবর্তিত হয়।

শ্রীশ্যামানন্দ

শ্রীবৃন্দাবনের বনবীথি। অতি প্রত্যূষেই প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক যুবক বনপরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। কিন্তু ব্রজে বনপথমধ্যে ও কি? মণিভূষিত সর্প কি কুণ্ডলী রচিয়া পড়িয়া আছে। কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন একগাছি মণিময় নূপুর। কিন্তু এত সুরভি কেন? কোথা হইতে আসিতেছে? সুবর্ণে সৌগন্ধ, রত্নে সৌরভ—এ তো অবিশ্বাস্য কথা। যুবক নূপুর পাইয়া নত হইয়া ললাটে স্পর্শ করাইলেন। জানিতেও পারিলেন না যে, ললাটের ললাটিকা নূপুরাকৃতি ধারণ করিল। পরে নূপুর বক্ষোদেশে রাখিয়া চাপিয়া ধরিলেন। উত্তরীয়াবৃত বক্ষ-সন্নদ্ধ দুটি কর। সহসা মনে হইল এক অতি স্নিগ্ধ চলমান আলোকপুঞ্জ যেন তাঁহারই দিকে প্রবাহ রচনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছে। বিস্ময়ের পর বিস্ময়, আজ অদৃষ্টপূর্ব যত অলৌকিক ঘটনা কি পথে তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল! এ কি চিন্ময়ধাম ব্রজবনের ভূমিদর্পণে প্রতিবিম্বিত শশধরবিম্ব, না নবোদিত তরুণ অরুণের ব্রজরেণু-স্পর্শ-কুতূহলী কিঞ্জল্কমালা। সহসা সেই দ্যুতি-মণ্ডল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এক লাবণ্যময়ী প্রতিমা। কিশোরীর পথলগ্ন যুগল খঞ্জন নয়ন কি যেন অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। ভদ্রে, আপনি কি কিছু অনুসন্ধান করিতেছেন? যুবকের প্রশ্নে বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণীর সংক্ষিপ্ত উত্তর—একগাছি নূপুর। নৃত্য-পরিশ্রান্তা সখীর পথচারণে ক্লান্ত শ্লথ চরণ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। 'এই কি?' যুবক নূপুরগাছি বক্ষতল হইতে বাহির করিয়াছেন। কিশোরী ত্রাস্ত ব্যস্ত হস্তে যেন কাড়িয়াই লইলেন। কিন্তু কোথায় কিশোরী, এ কি কাহারও অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল, না দৃষ্টিবিভ্রম? যুবক মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন চেতনা হইল, দেখিলেন শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর কোরে পড়িয়া আছেন। শ্রীজীব বলিলেন, ভাগ্যবান্ তুমি, শ্রীমতীর চরণভূষণ মণিমঞ্জীরের স্পর্শ পাইয়াছ। সখী ললিতা তোমায় কৃপা করিয়া দর্শন দিয়া নূপুর লইয়া গিয়াছেন। ললাট তোমার সেই পুণ্য-রেখাঙ্কণে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। ঐ নূপুরাকৃতি তিলক আজি হইতে তোমার ললাটভূষণ হউক। তুমি রাধাশ্যামের আনন্দবর্ধন করিয়াছ। তোমার নাম রাখিলাম শ্যামানন্দ।

মেদিনীপুর জেলায় ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রাম। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। বহু পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিল। তাই জনক-জননী নাম রাখিয়াছিলেন দুঃখী। এই দুঃখীই শ্যামানন্দ নামে পরিচিত হন। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল পরে দণ্ডেশ্বরে আসিয়া বাস করেন। পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া দুঃখী কালনায় আসেন এবং হৃদয়ানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্বক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। হৃদয়ানন্দ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন কৃষ্ণদাস। কিছু দিন পরে হৃদয়ানন্দের সম্মতিক্রমে শ্রীজীবের নিকট শিক্ষালাভার্থ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন গিয়া উপস্থিত হন। বৃন্দাবনেই তিনি আচার্য শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্গে সৌহৃদ্যে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীরাধারাণীর নূপুরপ্রাপ্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

শিক্ষা সমাপনান্তে শ্যামানন্দ কালনায় ফিরিলেন। বৈষ্ণবগণের বহু শাখা-প্রতিশাখায় তিলকচিহ্নের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীনিবাসাচার্য-সম্প্রদায়ের তিলকের আকার বংশপত্রের মত। নরোত্তম শাখার তিলক যেন চম্পক-কলিকা, আর শ্যামানন্দ হইতে এই সম্প্রদায়ের তিলক হইয়াছে নূপুরাকৃতি। হৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দের নূপুরাকৃতি তিলক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং গুরুর আদেশলঙ্ঘনে—গুরু-নির্দেশিত তিলকের অপহ্নব-সাধনে শ্যামানন্দকে আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিলেন। শ্যামানন্দ মনের দুঃখে গঙ্গাতীরে গিয়া পড়িয়া রহিলেন। ত্রিরাত্র গত হইলে হৃদয়ানন্দ স্বপ্ন দেখিলেন, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অভুক্ত রহিয়াছেন। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলেন—শ্রীমতী ললিতাজীর কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীমতী রাধারাণীর চিহ্নিত সেবক শ্যামানন্দ আজ তিন দিন তিন রাত্রি উপবাসী আছেন। হৃদয়ানন্দ নিজে গিয়া গঙ্গাতীর হইতে শ্যামানন্দকে বুকে তুলিয়া লইলেন। গুরু-শিষ্যের মিলন ঘটিল।

শ্যামানন্দ জাতিতে ছিলেন সদ্‌গোপ। বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দ গোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবনে তিনি উড়িষ্যার নৃসিংহপুরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীশ্যামানন্দ শাখাভুক্ত। শ্যামানন্দের শিষ্যগণ মধ্যে রসিক মুরারিই সর্বপ্রধান। অন্যান্য প্রধানগণের নাম—

রাধানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম মনোহর।
চিন্তামণি বলভদ্র শ্রীজগদীশ্বর॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উদ্ধব অক্রূর মধুবন শ্রীগোবিন্দ।
জগন্নাথ গদাধর শ্রীআনন্দানন্দ॥
শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ সঙ্গে।
সদাভাসে সঙ্কীর্তন সুখের তরঙ্গে॥ (ভক্তিরত্নাকর)

কৃষ্ণদয়াল চন্দ

কৃষ্ণদয়াল চন্দ—আবির্ভাব ১২০১ সাল, তিরোধান ১২৮৮ সাল।

মুর্শিদাবাদ জেলার সমৃদ্ধ জনপদ পাঁচথুপি। বহু সাধু, ভক্ত, পণ্ডিত এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি আপন আপন কীর্তি-গৌরবে রাঢ়ে এই জনপদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদয়াল চন্দ এই পাঁচথুপির অন্যতম অলঙ্কার। জাতিতে সুবর্ণবণিক, পিতার নাম দীনবন্ধু চন্দ। কৃষ্ণদয়াল সাধারণের নিকট চান্দজী নামে পরিচিত ছিলেন। ভক্তরা বলিতেন চান্দজী মহাশয়।

অপরাপর বালকের সঙ্গে পাঁচথুপির পাঠশালাতেই চান্দজী মহাশয়ের হাতেখড়ি হয়। পরে কৈশোরে তিনি নিকটস্থ মুনিয়াডিহির স্বনামখ্যাত পণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হন। এই উদার ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদয়ালকে অকপটে শিক্ষা দান করেন। কৃষ্ণদয়াল ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারে কৃতিত্ব অর্জনপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অধ্যয়নশেষে রাঢ়ের পণ্ডিতসমাজে তিনি একজন পণ্ডিত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষজ্ঞরূপে সুপরিচিত হন। বীরভূমের তুনোবড়া গ্রামে সেকালে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন—নাম রামসুন্দর তর্কবাগীশ। এই দুর্ধর্ষ পণ্ডিত কৃষ্ণদয়ালের বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমকালেই রাঢ়দেশ পদাবলী-কীর্তনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাঢ়দেশেই কীর্তনের মনোহরসাহী সুরের সৃষ্টি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছিল। শ্রীখণ্ড, কান্দরা ও ময়নাডালের নাম মনোহরসাহী সুরের সঙ্গে অমর হইয়া আছে। পরবর্তী কালে বীরভূমের ইলামবাজার, মুলুক প্রভৃতি গ্রাম মনোহরসাহী কীর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া ওঠে। পাঁচথুপির কৃষ্ণহরি হাজরা মনোহরসাহী সুরের একজন সুবিখ্যাত কীর্তনগায়ক ছিলেন। কৃষ্ণহরির কীর্তনের দল ছিল না। ইনি ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। কৃষ্ণদয়াল কৃষ্ণহরির নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন। বিষয়ী সজ্জনগণের এবং বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে চান্দজী যেমন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন, তেমনই কীর্তন গানও করিতেন। চান্দজী মনোহরসাহী সুরের একজন দেশবিখ্যাত কীর্তনীয়ারূপে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ আচণ্ডাল নরনারীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। দেশ-বিদেশের বহু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এবং অপরাপর জাতির শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকট কীর্তন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত-বংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীল নীলমণি গোস্বামী শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল। সুপণ্ডিত, রসিক, ভাবুক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম ব্যাখ্যাতারূপে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে পরম আদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। অদ্বৈত দাস বৃন্দাবনে গমন করিলে নীলমণি প্রভু তাঁহাকে কীর্তন শিখিবার জন্য রাঢ়দেশে পাঁচথুপিতে কৃষ্ণদয়াল চন্দের নিকট পাঠাইয়া দেন। অদ্বৈত দাস কয়েকবারই পাঁচথুপিতে আসিয়াছেন এবং এক একবার মাসাবধি কাল থাকিয়া কীর্তন শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। নীলমণি প্রভু সুকবি এবং সুগায়ক ছিলেন। তিনি অদ্বৈত দাসের নিকট কীর্তন শিক্ষা করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের পূর্বে তিনি স্বরচিত সংস্কৃত পদ গান করিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন। পাঠের মাঝে মাঝে দুই একটা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পদও গাহিতেন।

একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল নীলমণি প্রভু শ্রীগোবিন্দজীউর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণানুরাগের পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি এই পদটি গান করিলেন—

রূপে ভরল দিঠি স্মঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরল
না শুনে আন পরসঙ্গ॥

পাঠশেষে একজন প্রবীণ বৈষ্ণব নীলমণি প্রভুর পাদবন্দনাপূর্বক বলিলেন—"প্রভু আমি মূর্খ, আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনার কথা কি বলিব, জীবন ধন্য হইয়া গেল। আর এই পদাবলী গান"—নীলমণি প্রভু বৈষ্ণবকে কোন কথা বলিতে না দিয়া উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"মহাশয়, এ আমাদের চান্দজীর ঘরের গান"। বৈষ্ণব পুনরায় পাদবন্দনাপূর্বক অত্যন্ত দীনভাবে স-সঙ্কোচে নিবেদন করিলেন—এই অধমের নাম কৃষ্ণদয়াল চন্দ। নীলমণি প্রভু ব্যাসাসন হইতে নামিয়া সসম্ভ্রমে চান্দজীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। চান্দজী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন মাত্র সেই দিন। কাহাকেও কোন পরিচয় দেন নাই। আর দৈবক্রমে পণ্ডিত বাবাজী সে সময় শ্রীধামে উপস্থিত ছিলেন না। বলা বাহুল্য, চান্দজীকে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন-মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও লীলা-কীর্তন শুনাইতে হইয়াছিল।

কৃষ্ণদয়াল চন্দ আপন চরিত্র-গৌরব এবং বৈষ্ণবোচিত আচার-ব্যবহারে ও বহু সৎকার্যের অনুষ্ঠানে রাঢ়দেশে এক নবভাবের জোয়ার আনিয়াছিলেন। বহু ছাত্র তাঁহার নিকট কীর্তন শিখিয়া জীবিকার সংস্থান ও সুযশ লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান ছাত্র অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী। পণ্ডিত বাবাজীর নিকট কীর্তন শিখিয়া যাঁহারা চান্দজীর ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নীলমণি প্রভুর সুযোগ্য পুত্র প্রভুপাদ গৌরগোপাল ভাগবত-ভূষণ, শ্রীল গদাধর দাস বাবাজী, শ্রীত্রিভঙ্গ দাস ও শ্রীভক্তিভূষণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দাস বাবাজী এবং শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

মনোহর চক্রবর্তী

বীরভূম জেলায় ইলামবাজার গ্রাম। পূর্বে গ্রামে নীলকুঠী ছিল; কুঠিয়াল সাহেবদের সন-তারিখ-ওয়ালা কবরখানায় কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। ইলামবাজারের গালার কারবার এখন লোপ পাইয়াছে। এক সময় এখানকার গালার খেলনা, গালার পান, আম, আতা, কলা আদির জামাই ঠকাইবার জন্য খুবই সমাদর ছিল। জামাতা শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছেন সন্ধ্যায়। জলযোগ করিয়া শ্যালিকা-ব্যূহমধ্যে বসিয়াছেন, একজন শ্যালিকা একখানি রেকাবে দুই খিলি পান আনিয়া দিল, সুন্দর লবঙ্গ-আঁটা খিলি। জামাইবাবু তুলিতে গিয়া দেখেন পান উঠে না, ভয়ানক শক্ত পান। হাসির হর্‌রা উঠিল, হতভম্ব জামাতা বসিয়া রহিলেন—হংসিনীসমাজে বক। বীরভূম হইতে লাক্ষার চাষ উঠিয়া গিয়াছে। ইলামবাজারের নুরী জাতি, যাহারা গালার খেলনা আদি তৈয়ারী করিত, তাহারা নির্বংশ হইয়াছে। নুরী-বংশের সবেধন নীলমণি শিবরাত্রির সলিতা গোপাল মাত্র বাঁচিয়া আছে। এই কুটিরশিল্পে কত লোকেরই না অন্নসংস্থান হইত।

ইলামবাজারের লাগাও পশ্চিমে শ্রীপাট পায়ের, বীরভূমের অন্যতম সংস্কৃতি-কেন্দ্র। এই গ্রামের কাশীশ্বর পরিবারভুক্ত গোস্বামীগণ বীরভূমের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। বংশবৃদ্ধির সহিত গোস্বামীগণের পূর্বপুরুষ তিন ভ্রাতা পৃথক্ হইয়া বড়, মধ্যম ও ছোট বাড়ির গোস্বামী নামে পরিচিত হন। বড়বাড়ি, মধ্যমবাড়ি ও ছোট-বাড়ি এই তিন বাড়িতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শুধু পায়েরেই নহে, ইলামবাজারেও শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ আজিও পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। পায়ের গ্রামে মধ্ব-সম্প্রদায়ের একটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আখড়া আছে। এই আখড়াতেও শ্রীগৌর, নিতাই, অদ্বৈত ও সীতা দেবীর বিগ্রহের পূজা হয়। পায়েরের দুই শত বৎসরের ইতিহাস পাইয়াছি। তাহারও বহু পূর্বে কাশীশ্বর পরিবারের গোস্বামীগণ পায়েরে আসিয়া বাস করিয়াছেন। বড় বাড়ির শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী ১১৫৫ সালের ৩১শে বৈশাখ তারিখে রাজনগরের রাজা-সাহেবের নিকট একখানি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার অবিকল নকল তুলিয়া দিলাম।

"হুকুম শ্রীযুক্ত রাজা সাহেব জিউ—

ইজ্জত আগার আনন্দীরাম হাজরা সিকদার ও গোলাম সরকার সুচরিতেষু, আগে পাএড়ের জাহির করিল যে মৌজে মজকুরের বাবুরায় আপন বাড়ি ঘর ও বাহির বাড়ি ও পুষ্করিণী দিগর এবং পুষ্করিণীতে গাছ আছে ইহা আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার সনদ ১১৫৪ সালে আপন আহেলাতে দিয়াছেন, তাহা বর্গীর হেমগামে খোওয়া গিয়াছে, এখন সনদ হুকুম হয় তবে আমি করি, ইহার যেমত হুকুম হয়। অতএব বাবুরায় আপন বাড়ীঘর ও বাহিরবাড়ী ও পুষ্করিণী দিগর ও গাছ দিগর দিয়াছে ইহার সনদ ১১৫৪ সাল আপন আহেলাতে দেওয়া গিয়াছে, তাহা খোয়া গিয়াছে। এসবের পুনশ্চ পরোয়ানা করিয়া দেওয়া গেল। রায় মজুকুরের বাড়ীঘর পুষ্করিণী গাছ সকল ইহো ভোগ করিবেন, তোমরা কেহ মোজাহেম না হবে। ইতি সন ১১৫৫, ৩১ বৈশাখ।"

নকলকারক সনন্দের বানান ঠিক রাখেন নাই। পূর্ণচ্ছেদাদি চিহ্ন আমি ব্যবহার করিয়াছি। পরমানন্দ গোস্বামীর পুত্র বিনোদচন্দ্র গোস্বামী। ইনি ১১৬৫ সালের ৫ই মাঘ রাজনগরের রাজার নিকট নালিশ করেন যে, আমার খুড়া বাবুরায়ের বাড়িঘর আদির অংশ দাবি করিতেছেন। রাজাসাহেব হুকুম দেন—"ঐ সমস্ত গাছ আদি যদি একত্র থাকিতে দেয় নাই, বুদা হইলে দিয়া থাকে, তবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মানা করিয়া দিও গাছের দাওয়া না করে। বাবুরায় গোস্বামী বাড়ির শিষ্য ছিলেন, কিন্তু ঐ বংশের যতুরায় গাছপালা কাটিয়া লওয়ায় পুনরায় বিনোদচন্দ্র রাজনগর-দরবারে নালিশ করিতে বাধ্য হন। তাহাতে দরবার হইতে হকুম হয়—"অতএব যতুরায়কে ডাঁটিয়া দিহ গোঁসাই মজকুরের পুষ্করিণীর বৃক্ষাদির তসরূপ না করে"। এই সনন্দের তারিখ ১১৭৩ সাল তাং ১০ জ্যৈষ্ঠ। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি, পায়েরের বড় বাড়িতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ, মধ্যম বাড়িতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জীউ এবং ছোট বাড়ীতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। পায়েরের চট্টরাজ-বাড়িতে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর এবং ষড়্ভুজ মহাপ্রভুর বিগ্রহ আছেন।

বিনোদচন্দ্র গোস্বামীর পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি আপন বংশের পতিতপাবনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। পোষ্যপুত্র-গ্রহণের দলিলখানিও প্রকাশ করিয়া দিলাম।

শ্রীশ্রী ৺শ্রীকৃষ্ণ সহায়

পিতা গোস্বামী—

সেবা যাত্রা মহোৎসবাদি স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত পতিত পাবন গোস্বামী বরাবরেষু—

কস্য পুষ্যপুত্র মিদং ১১৯৭ সাল লিখনং কার্যঞ্চাগে আমার পুত্র পৌত্রাদি কেহ নাই। এ কারণ তোমাকে পুষ্যপুত্র রাখিয়া আপন গাদী সমর্পণ করিলাম। আমার অংশ শ্রী·শ্রী ৺সেবক পুষ্করিণী স্থাবর আদী এবং বৃক্ষাদি যে কিছু·আছে সমস্ত তোমাকে দিলাম। তুমিই গাদীতে থাকিয়া এবং আমাদের প্রতিপালন ও সেবাদি সমস্ত করিবে। ইহার মধ্যে আমার শ্রীযুত আমার ২ ভগ্নিকে জমি ও নগদ তন্‌খা যে দিয়াছেন তাহা বাহাল রাখিবে। নগদ তন্‌খার জায় আমার অংশ জায় তন্‌খা করিয়া সন বসন দিবে। এবং আমিই শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ মুখোপাধ্যায়কে মণ্ডলঘাটের জমি এবং পরগণে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপভূমের ভগবানপুরের জমি যে দিলাম তাহা জায় মাফিক বাহাল রাখিবে। এই সকল বিষয় অন্যথা করিবে না এবং আমরা তুইজনে যদবধি বর্তমান থাকিব তদবধি আমরা এই সকল বৃক্ষাদি ইচ্ছাপূর্বক ভোগাদি এবং পুণ্যাদি কর্মন করিব। আমরা তুইজন অবর্তমান হইলে এই সমস্ত তোমার থাকিবে। ইহাতে ভাই ভায়াদ অন্য কেহ দাওয়া করে সে দাওয়া নাস্তি। এতদর্থে পুষ্যপুত্র পত্র দিল ইতি সন সদর তারিখ ১৯ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীমাণিকচন্দ্র দেবশর্মন সাং পায়ের মোং মাধবপুর।

ব্রাহ্মণ শ্রীকাশীশ্বর ব্রহ্মচারী এবং শূদ্র শ্রীগোবিন্দ শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ছিলেন। সুতরাং ইহারা শ্রীমান্ মহাপ্রভুর গুরুভ্রাতা। গুরুদেবের তিরোধানের পর আদেশানুসারে পুরীধামে আসিয়া গোবিন্দ শ্রীমান্ মহাপ্রভুর পরিচর্যাভার গ্রহণ করেন। তীর্থ-পর্যটনান্তে কিছু দিন পরে শ্রীকাশীশ্বরও পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। মহাপ্রভু অতি সমাদরেই তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। কবিরাজ কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে যাইবার সময়—

অপরশ যান প্রভু মনুষ্য গহনে।
লোক ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে॥

সেকালের বহু সজ্জন কাশীশ্বরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিষ্যগণ কাশীশ্বর পরিবার নামে পরিচিত।

পায়ের বড়বাড়ির পরমানন্দ গোস্বামীর দৌহিত্র নিমাই চক্রবর্তী বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন। মাতামহের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন ও কীর্তনগান শিক্ষা করিয়া তিনি সারা বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ইলামবাজারের বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি—

নিমাই চাঁদের বাজলো খোল।
তাঁতি ভাতি চরকা তোল॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইলামবাজার অঞ্চলে বহু তাঁতির বাস ছিল। নিমাই চক্রবর্তী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ইলামবাজারেরই একটি পাড়া ভগবতী-বাজারে। শ্বশুরালয়ের সম্পত্তি পাইয়া তিনি ভগবতীবাজারে আসিয়া বাস করেন। নিমাই-এর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র দীনদয়াল। দীনদয়ালও কীর্তনগানে খ্যাতি অর্জন করেন। দীনদয়ালের পুত্রের নাম মনোহর চক্রবর্তী। কীর্তনগানের নৈপুণ্যে ইনি পিতা-পিতামহকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ১২২৫ সালে মনোহরের জন্ম হয়। মনোহর পিতার নিকট শিক্ষা শুরু করিয়া কান্দরার ঠাকুরবাড়িতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। সেকালের বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক জটেকুঞ্জ মনোহর চক্রবর্তীর ডাহিনের বাদক ছিলেন। কীর্তনীয়া গণেশ দাস কৈশোরে মনোহরের কীর্তন শুনিয়াছিলেন। মনোহর দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার রূপার করতাল ছিল, তাহাতে পাঁচরঙ্গের রেশমের থোপনা ঝুলিত। উত্তরীয় চাদরখানি তিনি কোমরে বাঁধিতেন না। চাদর তাঁহার বক্ষের উপর ঢেঁড়ার চিহ্ন আঁকিয়া দুই স্কন্ধ বাহিয়া পৃষ্ঠের দিকে ঝুলিয়া থাকিত। মেরেলা কোঙারপুরের হারাধন সূত্রধর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কীর্তনীয়াগণ মনোহরকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং রাসিকদাস বেণীদাস প্রভৃতি তরুণেরা তাঁহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন।

দীনদয়ালের সহোদর ভ্রাতা আনন্দচাঁদ ও বেণীমাধবও সুগায়ক ছিলেন। আনন্দ চাঁদ ও বেণীমাধব দীনদয়ালের দোহারী করিতেন। নিমাই-এর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান দীনদয়ালের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম উদয়চান্দ। উদয়চান্দ পৃথক্ সম্প্রদায় গঠনপূর্বক কীর্তনগানে প্রায় পিতার মতই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি দীনদয়াল অপেক্ষাও তাহার গানের খ্যাতি ছিল। উদয়চান্দের পুত্র অখিল। অখিলেরও কীর্তনের প্রশংসা শুনিয়াছি, তবে মনোহরের সুযশের প্রভায় অখিলের নাম ঢাকা পড়িয়াছিল। মনোহরের জীবদ্দশাতেই অখিলের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। মনোহরের সন্তানাদি ছিল না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনি অখিলের পুত্র নবীনকে যত্নপূর্বক গান শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনোহরের তিরোধানের অল্পদিন পরেই নবীন পরলোক গমন করেন। তিনি অধিক দিন দল চালাইতে পারেন নাই। নবীনের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গৌর, কনিষ্ঠ কেশব। জটেকুঞ্জের শিষ্য খ্যাতনামা মৃদঙ্গবাদক নিকুঞ্জ বাইতি কেশবকে কীর্তন-শিক্ষা দিয়া দল গঠন করেন। বড় বংশের সন্তান বলিয়া সকলেই কেশবকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে জয়দেব কেন্দুবিল্বের মেলায় পৌষ-সংক্রান্তি হইতে তিন দিন শ্রীরাধাবিনোদের আঙ্গিনায় লীলাকীর্তন গাহিতেন। ধুলোটের দিন মোহান্ত আসিয়া মূল গায়ককে একখণ্ড উষ্ণীবস্ত্র মাথায় বান্ধিয়া দিয়া আশীর্বাদ করিতেন। কেশব পর্যন্ত এই ধারা বজায় ছিল। কেশব কুড়মিঠা গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই কেশবের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

অদ্বৈত দাস (পণ্ডিত বাবাজী)

জন্ম ১২৪৪ সাল। নাম ব্রজকিশোর রক্ষিত, পিতার নাম ভীমকিশোর রক্ষিত। জাতি বারেন্দ্র কায়স্থ। জন্মস্থান পাবনা জেলার উল্লাপাড়া স্টেশনের নিকটস্থ একটি গ্রামে। শৈশবেই পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়ায় এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। বাঙ্গালা ও পার্সী ভাষায় সামান্য শিক্ষালাভপূর্বক স্থানীয় এক জমিদার-বাড়ীতে চাকুরী লইয়াছিলেন। সেই সময়ে পাবনা জেলাতেই তাঁহার বিবাহ হয় ; পত্নীর নাম ব্রজসুন্দরী।

এই সময়ে ব্রজকিশোর চাকুরী ছাড়িয়া এবং পত্নীকে ত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় চলিয়া আসেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ কোন গোস্বামী-সন্তানের উপদেশে তিনি চৈতন্য-চরিতামৃতপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাঠ করেন, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারেন না। কাটোয়ায় আসিয়া হরিনামামৃত-ব্যাকরণ পাঠের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে জনৈক আচার্যসন্তান তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্মে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দীক্ষাদান করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি ভেকাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। যেজন্যই হউক দীক্ষাগ্রহণের পর ব্রজকিশোরের নাম হয় অদ্বৈতদাস।

ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি কাটোয়া হইতে শ্রীধামবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে অবস্থানপূর্বক অদ্বৈতদাস কিছুদিন সাধনভজন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীঅদ্বৈত কুলভূষণ প্রভুপাদ শ্রীনীলমণি গোস্বামী মহোদয়ের নিকট অদ্বৈতদাস শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নীলমণি প্রভু সুগায়ক ছিলেন, লীলাকীর্তনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অদ্বৈতদাস কীর্তন শিখিতে উৎসুক জানিয়া নীলমণি প্রভু তাঁহাকে রাঢ়দেশে পাঠাইয়া দেন। অদ্বৈতদাস নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব, এইজন্য তাঁহার বাঙ্গালায় যাতায়াতের ব্যয়ভার নীলমণি প্রভুই বহন করিতেন।

সে সময়ে রাঢ়দেশে পাঁচথুপিতে স্বনামধন্য কীর্তনাচার্য কৃষ্ণদয়াল চন্দ বর্তমান ছিলেন। চন্দজীর অসাধারণ খ্যাতি। শ্রীমদ্ভাগবত এবং উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে চন্দজীর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সে সময় লীলাকীর্তনের তিনি একজন স্বনামধন্য গায়ক এবং শিক্ষাদাতা। অদ্বৈতদাস চন্দজীর নিকটেই কীর্তনগান শিক্ষা করিয়াছিলেন। কান্দীর খ্যাতনামা কীর্তনাচার্য দামোদর কুণ্ডুও তাঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু। শুনিয়াছি, ময়নাডালের সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুরও অদ্বৈতদাসকে সযত্নে কীর্তনগান শিক্ষা দিয়াছিলেন।

অদ্বৈতদাস এক-একবার শ্রীবৃন্দাবন হইতে রাঢ়ে আসিতেন; কয়েক মাস থাকিয়া সঙ্গীত-শিক্ষাপূর্বক পুনরায় শ্রীধামে ফিরিয়া যাইতেন। যে যে গান তিনি রাঢ়ে শিখিতেন, সেই সেই গান শ্রীধামে ফিরিয়া নীলমণি প্রভুকে শিখাইতেন। রাঢ়দেশ হইতে একবার তিনি পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন। কীর্তনশিক্ষা সমাপ্ত হইলে দীক্ষাগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে কীর্তন গাহিবার অভিপ্রায়ে অদ্বৈতদাস কাটোয়ায় আসিলে পত্নী ব্রজসুন্দরীর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। ব্রজসুন্দরী মাতা ও ভ্রাতা রামলাল গুণকে লইয়া পতির অনুসন্ধানে রাঢ়দেশে আসিয়াছিলেন। রাঢ়ে দেখা না পাইলে তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন পর্যন্ত গমন করিতেন। গুরুর আদেশে, কাটোয়ার বৈষ্ণবমণ্ডলীর অনুরোধে অদ্বৈতদাস পত্নীকে গ্রহণ করেন।

সস্ত্রীক অদ্বৈতদাস কাটোয়া হইতে নবদ্বীপে আসিয়া গোরা-চান্দের আখড়ায় বাস করিতে থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁহার 'পণ্ডিত বাবাজী' নামে খ্যাতি রটিয়াছিল। নবদ্বীপেও তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্তের অভাব ঘটিল না। সুতরাং ব্রজসুন্দরীর সন্তানসম্ভাবনা হইলে ভক্তবৃন্দ একখানি বাড়ি খরিদ করিয়া দিলেন। অদ্বৈতদাস, স্ত্রী ও কয়েকমাসের কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়াসহ সেই বাড়িতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। নবদ্বীপে থাকাকালে তিনি কীর্তনগান করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন। নয় বৎসর বয়সে কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়ার বিবাহ হয়। কন্যার বিবাহের পর অদ্বৈতদাস কাশিম-বাজারের বদান্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কীর্তনের টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে পাবনার তাড়াসের জমিদার রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের অনুরোধে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। রাজর্ষির কুঞ্জে তিনি নিয়মিত কীর্তনগান করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষাদানও চলিত। ১৩২০ সালে পত্নী ব্রজসুন্দরী দেহ রক্ষা করেন। ১৩২৮ সালে কন্যা কৃষ্ণ-প্রিয়ার মৃত্যু হয়। পত্নীর দেহত্যাগের পরে পণ্ডিত বাবাজী কন্যার নিকট আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। কন্যা লোকান্তরিতা হইলে পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া যান। ১৩৩৭ সালে এই স্বনামধন্য সুপণ্ডিত এবং রসজ্ঞ গায়ক নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বহু ছাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। স্বনামধন্য সাহিত্যসাধক ডক্টর ৺বিমানবিহারী মজুমদার পণ্ডিত বাবাজীর দৌহিত্র।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসিক দাস

মুর্শিদাবাদ জেলায় যজান গ্রাম। এই গ্রামের চৈতন্য দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান করিতেন। পুত্র অনুরাগী দাস মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। পদ্মাপারে গান করিতে গিয়া মূল গায়কের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর হওয়ায় তিনি গ্রামে ফিরিয়া কীর্তন শিক্ষা করেন। অনুরাগী দাস কীর্তনে খুব নাম করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণখণ্ডে বিবাহ করেন। পত্নীর নাম ক্ষুতুমণি দাসী। এক পুত্র ও দুই কন্যার জননী ক্ষুতুমণি লোকান্তরিতা হইলে অনুরাগী স্বগ্রামে যজানেই পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। অনুরাগীর প্রথম পক্ষের পুত্র রসিক দাস। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র রতন দাস ও গৌর দাস। রতন দাস রসিক দাসের দলের শির দোহার ও দলের কর্তা ছিলেন। গৌর দাস কলিকাতায় বাস করেন। কলিকাতার বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন গৌর দাস। রসিক দাসের তিরোধানে গৌর দাস সম্প্রদায়-সহ দক্ষিণখণ্ডে গান করিতে আসেন। রসিক দাস দক্ষিণখণ্ডে মাতুলালয়ে বাস করিয়াছিলেন।

অনুরাগী দাস রসিক দাসকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি ছাত্রগণকে এবং রতন ও গৌরকে গান শিখাইতেন; কিন্তু রসিক সেখানে গেলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। শ্রুতিধর বালক রসিক আড়ালে দাঁড়াইয়া গান শিখিত এবং দূর হইতে পিতাকে শুনাইয়া সেই গান গাহিত। পিতা জ্বলিয়া উঠিতেন। এই অবস্থা বেশীদিন চলিল না। রসিকের মাতুল তাহাকে দক্ষিণখণ্ডে লইয়া আসিলেন এবং সোনারুন্দীর রাজবাড়ির কীর্তনগায়কের নিকট গান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রসিক দাস কীর্তনের দল করিলেন, বয়স বোধ হয় তখন চৌদ্দ-পনর বৎসর।

রাঢ়দেশে কান্দরা গ্রাম। মুর্শিদাবাদ জেলার কীরীটকোনার পালধি-বংশীয় মঙ্গল ঠাকুর ভগবৎপ্রেমে আকুল হইয়া গৃহ ছাড়িয়া এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরিতে ঘুরিতে কান্দরায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গদাধর পণ্ডিতজীউ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্মৃতিরক্ষাকল্পে আশ্বিনের নবম্যাদি কল্পারম্ভের দিন হইতে শুক্লা প্রতিপদ পর্যন্ত কান্দরায় একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, নাম সাঁজি উৎসব। কৃষ্ণা নবমীতে সন্ধ্যায় অধিবাস, শুক্লা প্রতিপদে ধূলোট। এই উৎসব উপলক্ষে কান্দরায় সেদিনে রাঢ়ের বহু প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া গান করিতে আসিতেন। উৎসবের দিন নিকট হইয়া আসিল, পনের বৎসরের কিশোর রসিক দাস দল লইয়া কীর্তন গাহিবার জন্য কান্দরায় উপস্থিত হইলেন।

কান্দরায় দেশবিখ্যাত কীর্তনীয়াগণ উপস্থিত হইয়াছেন। মানকর হইতে নন্দ দাস আসিয়াছেন। বীরভূম তাঁতিপাড়ার নিতাই দাস, ইলামবাজারের মনোহর চক্রবর্তী ও ময়নাডালের বৈকুণ্ঠ মিত্র ঠাকুর আসিয়াছেন। গঙ্গা নাপিত, কালহৃদয় ও জামাই হৃদয় আসিয়াছেন। আর আসিয়াছেন বন্দীপুরের আখুরে গোপালের ভাগিনেয়, হুগলী-বাসুদেবপুরের তরুণ গায়ক বেণী দাস। অনুরাগী দাসও আসিয়াছেন। কান্দরার মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর বনমালী ঠাকুর তখন যুবক, তিনিও তরুণ বয়সেই কীর্তনগানে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বনমালী ঠাকুর অনুরাগী দাসের পরেই রসিকের আসর নির্দিষ্ট করিলেন। তখনকার দিনে একই আসরে বড় বড় কীর্তনীয়াগণের গান হইলে শ্রীমতীর পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রসপর্যায় অনুসারে গান চলিত। কোন কোন কীর্তনীয়া পরবর্তী কীর্তনীয়াকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য এমন অবস্থায় গান রাখিতেন, যাহার গৌরচন্দ্র গান স্থির করাই একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। শ্রীমতীর পূর্বরাগেরও স্বপ্নদর্শন, বংশীধ্বনি-শ্রবণ, নাম-শ্রবণ, চিত্রপট-দর্শন প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ আছে। এই ধরনের আসরেই কীর্তনীয়াগণের রসজ্ঞতার পরীক্ষা হইত। এই সমস্ত গানে হঠাৎ কেহ মিলন গাহিতে পারিতেন না। দুই পংক্তি পয়ার গাহিয়া গান রাখিতে হইত, ইহার নাম ছিল ঝুমুর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুরাগী দাস কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন কি-না শ্রীমহাপ্রভুই জানেন, তিনি এমন অবস্থায় গানের বিরাম দিলেন যাহার গৌরচন্দ্র স্থির করিতে অভিজ্ঞ কীর্তনীয়াকেই ধান্ধায় পড়িতে হয়। বড় বড় কীর্তনীয়া সকলেই আসরে আসিয়া বসিলেন। বনমালী ঠাকুর এবং বেণী দাস উৎসাহ দিতেছেন, রসিক গান আরম্ভ করিলেন। রসিকের তত্ত্বচিত গৌরচন্দ্র, রসপর্যায়-নির্দিষ্ট পালাগান, ভাবপূর্ণ সুমিষ্ট কণ্ঠ এবং বিশুদ্ধ তান-লয়ে যেমন অভিজ্ঞ কীর্তনীয়াগণ, তেমনই সাধারণ নর-নারীও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনুরাগী দাসও আড়ালে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। পিতাপুত্রের চোখের জলে বহুদিনের ব্যবধান ভাসিয়া গেল। উভয়েরই হৃদয় বিষাদমুক্ত হইল। পিতাপুত্রের মিলনে সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

বীরভূম ইলামবাজারের নিকটবর্তী পায়র গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ বংশোদ্ভব এবং শ্রীকাশীশ্বর পরিবারভুক্ত বহু আচার্য সন্তানের বাস ছিল। এতদ্ভিন্ন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সংখ্যাও কম ছিল না। বিভিন্ন জাতির সম্পন্ন গৃহস্থও অনেক ছিলেন। গোস্বামিগণের গৃহে, অপর ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থ-গৃহে বহু বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলার সেবা-পূজা হইত। গ্রামে মৃদঙ্গবাদ্য ও কীর্তনগানের চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত-শিক্ষার চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্র শিক্ষালাভ করিত। পায়রে কুঞ্জ দাস নামে একজন দেশবিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। মস্তকে জটা ছিল, এইজন্য সকলেই তাঁহাকে জটে কুঞ্জ দাস বলিত। তিনি একজন ভাল কীর্তন-গায়কও ছিলেন, কিন্তু কীর্তন গাহিতেন না; কীর্তনের দলে মৃদঙ্গ বাজাইতেন এবং ছাত্রগণকে মৃদঙ্গবাদ্যই শিক্ষা দিতেন। কাটোয়ার নিকটবর্তী বিরাহিমপুর বা বিরমপুরে সেকালে প্রতি বৎসরই লীলা-কীর্তনের নবরাত্র উৎসব হইত। দেশ-বিদেশের কীর্তনীয়াগণ আসিয়া পর্যায়ক্রমে লীলাকীর্তন গান করিতেন। এক বৎসর এইরূপ সম্মেলনে নবরাত্র-শেষে মোহান্ত বিদায় গান হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাত্র মূল গায়কগণই গান করিতেছেন। মনোহর চক্রবর্তীর দলে ছিলেন জটে কুঞ্জ দাস। তিনিই ছিলেন প্রধান বাদক। গায়কগণকে সুযোগ দিয়া মনোহর চক্রবর্তী কুঞ্জ দাসকে ইঙ্গিত করিলেন। কুঞ্জ দাস লহর আরম্ভ করিলে তাঁহার সঙ্গতের সমতালে সঙ্গীতে লয় দিতে অসমর্থ হইয়া প্রায় সকল মূল গায়কই পিছাইয়া পড়িলেন। একমাত্র রসিক দাসই কিছুক্ষণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছিলেন। বাজনার শেষে কুঞ্জ দাস রসিককে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, কালে তুমি বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক হইবে। মনোহর চক্রবর্তী প্রভৃতির তিরোধানের পর কুঞ্জ দাসের আশীর্বাণী সত্য হইয়াছিল। রসিকের সমকালে তিনিই বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন।

দীর্ঘায়তদেহ এই গায়কের কণ্ঠস্বর উচ্চ, মধুর ও গম্ভীর ছিল। বড় তালের গানে তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। এই সমস্ত গুণ এবং গানের পরিবেশন-ভঙ্গী ও আখরের পারিপাট্য তাঁহাকে 'বড় মূল গায়েন' নামে পরিচিত করিয়াছিল। কীর্তনের 'কাটাধরা' তাল রসিকের সৃষ্ট। সেকালে রসিকের গানের দক্ষিণা ছিল প্রতি পালায় একশত এক টাকা। তখনকার দিনে ট্রেন ছিল না। তিনি প্রায়ই পাল্‌কিতে যাতায়াত করিতেন। মঙ্গলডিহির ঠাকুর-বাড়িতে এবং নিকটবর্তী বাতিকার গ্রামের জমিদার বাড়িতে আমি বহুবার তাঁহার গান শুনিয়াছি। রসিক স্থায়িভাবে দক্ষিণখণ্ডেই বাস করিয়াছিলেন। রসিকের পুত্র নন্দ দাস ও রাধাশ্যাম দাসও কীর্তন-গানে সুযশ অর্জন করিয়াছিলেন। ১৩২০ সালের ১০ই চৈত্র মহাবারুণীর দিন বাঙ্গালার সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই সুরসিক গায়ক নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

বর্ধমান জেলায় বহরান স্টেশনের নিকট ঝামটপুর গ্রাম। এই গ্রামে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিত্য পাঠ্যগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আশ্বিনের দুর্গোৎসবের পর শারদ শুক্লা একাদশী তিথি কবিরাজ গোস্বামীর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিরোভাব তিথি। রসিক দাস এই তিথিতে ঝামটপুরে উৎসবের প্রবর্তন করেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন নিজে স্বদলে ঝামটপুরে উপস্থিত হইয়া লীলাকীর্তন গান করিতেন। তাঁহার নির্দেশে বহু কীর্তনীয়া ঐ উৎসবে গান করিতে আসিতেন। আজিও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙ্গালার শ্রীনন্দকিশোর দাস প্রমুখ কীর্তনীয়াগণ রসিক দাসের প্রবর্তিত ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

অখিল দাস

মুর্শিদাবাদ জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরে রামনগর বিখ্যাত গ্রাম। নিকটবর্তী গ্রাম স্যাওড়ার সহিত যুক্ত করিয়া অন্য রামনগর হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্য লোকে বলে রামনগর-স্যাওড়া। নিকটেই ঝেলেরা গ্রাম। এই গ্রামের গন্ধবণিক জাতীয় বহুবল্লভ সাধু এক স্বর্ণকার কন্যার প্রেমে পড়িয়া ভেকাশ্রয় গ্রহণপূর্বক বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন। বহুবল্লভ সাধু বহুবল্লভ দাস-রূপে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া বীরভূমের কান্দরকুলো গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বহুবল্লভ গান ও বাজনা দুই-ই জানিতেন। কীর্তনগান ও খোলের বাজনায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া কান্দরকুলোতে অচিরে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিলেন।

কান্দরকুলো গ্রামের রাজারাম (জাতিতে সূত্রধর) চৈতন্যমঙ্গল গান করিতেন। অখিল দাস রাজারামের পুত্র। ১২৬০ সালে অখিলের জন্ম হয়। অখিলের পাঁচ বৎসর বয়সে মাতা পরলোকগমন করিলে গ্রামের বিহারী মণ্ডলের মাতা অখিলকে পুত্রের মত যত্নে প্রতিপালন করেন। সাত বৎসর বয়সে অখিল পিতৃহারা হন। অখিল ও বিহারী সমবয়সী। দুইজনের বয়স যখন দশ-বার বৎসর, তখন তাঁহারা ওস্তাদ বহুবল্লভের নিকট কীর্তন শিখিতে লাগিলেন। অখিল খোলের বাজনাও শিখিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিকটবর্তী ঠিবা গ্রামের অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় বোলপুরে লেখাপড়া শিখিতে গিয়া ইলামবাজারের জটে কুঞ্জর ছাত্র রাম-শরণ বাইতির নিকট খোলের বাজনা শিখিয়া গৃহে ফিরিলেন। লেখাপড়া আর অগ্রসর হইল না। অবধূতের মামার বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায় কেঁচুনে গ্রামে। মামার নাম ভূষণ চক্রবর্তী। তিনিও একজন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। অবধূত বোলপুরে যাইবার পূর্বেই তাঁহার পিতা পরলোকগমন করেন। মাতুল ভূষণ অভিভাবকরূপে ঠিবায় আগমন করিলেন। মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটিল। বহুবল্লভ ও ভূষণের নিকট অবধূতের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল। বীরভূম বর্ধমান-মুর্শিদাবাদে অবধূত বহু ছাত্রকে মৃদঙ্গ শিক্ষা দিয়া-ছিলেন। তাঁহার বহু ছাত্র বিখ্যাত বাদকরূপে বর্তমানে সসম্মানে জীবিকানির্বাহ করিতেছেন। অবধূত খোলের বাজনার নূতন নূতন 'বোল' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ময়নাডালের নিকুঞ্জ মিত্র ঠাকুর, ইলামবাজারের বৈষ্ণব বাইতি, নিকুঞ্জ বাইতি, উমেশ বাইতি ও রামশরণ বাইতির পর অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। তাহার পর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট নবদ্বীপ ব্রজবাসীর নাম করিতে হয়।

বহুবল্লভের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অখিল দক্ষিণখণ্ডে রসিক দাসের নিকটে গান শিখিতে যান। রসিক পরম যত্নে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিছুদিন শিক্ষাদানের পর রসিক দাস অখিলকে কীর্তনের দল করিতে উপদেশ দেন। গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করিয়া অখিল কান্দরকুলো গ্রামে ফিরিয়া দল তৈয়ারী করিলেন। ভূষণ চক্রবর্তী ডাহিনের মৃদঙ্গবাদক, সোদরপ্রতিম বন্ধু বিহারী মণ্ডল ডাহিনের দোহার। এই সুগঠিত দল লইয়া অখিল দাস কীর্তন গাহিতে বাহির হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অখিলের নাম হইয়া গেল। খ্যাতনামা কীর্তন-গায়করূপে তিনি সারা বাঙ্গালায় খ্যাতি অর্জন করিলেন। অখিলের পরবর্তী নামকরা দোহার দ্বারিকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দাস,—নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার গড্ডাসিংড়ি। ভূষণ চক্রবর্তীর নিকট বাজনা শিখিয়া দত্তবকতোড়-নিবাসী হরেকৃষ্ণ দাস পরে অখিলের দলে খোল বাজাইয়া খুব নাম কিনিয়াছিলেন।

বীরভূমের বহু স্থানে চব্বিশ প্রহর এবং নবরাত্র নাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। কোথাও কোথাও সে ব্যবস্থা এখনো বজায় আছে। উদাহরণস্বরূপ দুবরাজপুরের নাম করিতে পারি। গৌরদাস মোহান্ত, ফুলচাঁদ কবিরাজ এবং রামকল্প মোদী এই তিনজন নেতা দুবরাজপুরের নামসংকীর্তনের আসর বহুদিন সুশৃঙ্খলে পরিচালন করিয়াছিলেন। আরম্ভ হইত চব্বিশ প্রহর; তাহার পর বাহির হইতেন গৌরদাস মোহান্ত। এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের এমনই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে, কোন গৃহে, দোকানে বা গদিতে তাঁহার পদধূলি পড়িলেই লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য দান করিত। কোন ধনী মহাজন একদিনের সমগ্র খরচই নির্বাহ করিতেন। এইরূপ নামসংকীর্তনের আসরে একজন, দুইজন, তিনজন, এমনকি চারিজন পর্যন্ত লীলাকীর্তন-গায়ক আমন্ত্রিত হইতেন। এই শ্রেণীর আসরে অখিল দাস প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। অনেক স্থানে তাঁহার বাঁধা আসর ছিল। দুবরাজপুরে আমি বহুবার অখিল দাসের গান শুনিয়াছি। দুবরাজপুরেও যেমন অন্যান্য আসরেও তেমনই দেখিয়াছি; অখিলের গান শুনিয়া নরনারী মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। ১৩৩৩ সালে ৬ই আষাঢ় অখিল সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। অখিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিতাইপদ একজন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক। কনিষ্ঠ পুত্র হরিপদ দাস কলিকাতা বাগবাজারে শ্রীমদনমোহন মন্দিরের কীর্তনগায়ক।

শচীনন্দন দাস

মুর্শিদাবাদ জেলায় ফতেসিংহ পরগনার মাণিক্যহার গ্রাম। কীর্তনীয়া শচীনন্দন মাণিক্যহারের অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রাম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বনামধন্য মহারাজা নন্দকুমারের গুরুদেব সুবিখ্যাত পদকর্তা পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীভুবনমোহন ঠাকুর। ভুবনমোহনের পুত্র কৃষ্ণরাও ঠাকুর গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য মালিহাটী হইতে আসিয়া মাণিক্যহারে বাস করেন। মাণিক্যহারের প্রান্ত দিয়াই সুরধুনী আজিও প্রবাহিতা রহিয়াছেন। মাণিক্যহারে সে সময় সিংহ উপাধিধারী কায়স্থ জমিদারগণের প্রাধান্য ছিল। কৃষ্ণরাও গঙ্গাস্নানে আসিলে জমিদার-গণ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরপূর্বক মাণিক্যহারে বাস করিতে অনুরোধ করেন। সেই অবধি ভুবনমোহনের বংশধরগণ মাণিক্য-হারেই বাস করিতেছেন। কৃষ্ণরাও-এর পুত্র চৈতন্যহরি মাণিক্য-হারে বহু ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। ইনি বাসের জন্য অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। একটি বাসগৃহে ১১৮৩ সাল খোদিত আছে। চৈতন্যহরির পুত্র গৌরসুন্দর। আবির্ভাব ১১৯৮ সাল; তিরোভাব ১২৩৯ সালের ২২শে চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী। গৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থে ইঁহার রচিত পদ আছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোবর্ধন গিরিতটে ভজন করিতে গিয়া ইনি স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন এবং তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণাঙ্কিত শিলাখণ্ড লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন-যুক্ত শিলা আজিও মাণিক্যহারে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

সোনারুন্দী বনোয়ারীবাদের রাজপরিবার চৈতন্যহরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৩০৮ সালে বনোয়ারীবাদের রানী মনোমোহিনী মাণিক্যহারে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপূর্বক সেবাপূজা পরিচালন জন্য কিছু দেবত্র সম্পত্তি দান করিয়াছেন। গরিফার প্রসিদ্ধ সেন-বংশ গৌরসুন্দর ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। ইঁহাদের কেহ কেহ কলিকাতা কলুটোলায় আসিয়া বাস করেন। স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র সেন গরিফার সেন-বংশের সন্তান। মাণিক্যহারের ঠাকুর মহাশয়গণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১২০৮ সালে রাজসাহী জেলায় চাঁদপুর প্রভৃতি গ্রামের এবং ১২৩৭ সালে বীরভূমের বোলপুরের নিকট বাঁধগড়া বিনুরিয়া প্রভৃতি গ্রামের জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন।

গৌরসুন্দরের তিন পুত্র—প্রথম রাধাসুন্দর, দ্বিতীয় কৃষ্ণসুন্দর, তৃতীয় গিরিধারীলাল। রাধাসুন্দর সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণসুন্দর সংস্কৃতশাস্ত্রে এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার অর্জন করেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর ছিল এবং তিনি কীর্তনগানে পারদর্শী ছিলেন। শচীনন্দন কৃষ্ণসুন্দরের নিকটেই কীর্তনগান শিক্ষা করেন। শচীনন্দনের পিতার নাম বনমালী দাস। বনমালী মৃদঙ্গবাদ্যে সুদক্ষ ছিলেন। বাছরা গ্রামের দীনবন্ধু দাস কীর্তনীয়ার দলে তিনি মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতেন। বনমালী পুত্র শচীনন্দনকেও অতি যত্নে মৃদঙ্গ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বনমালীর একমাত্র কন্যার বিবাহ হইয়াছিল বাছরা গ্রামে। জামাতা রাধাবল্লভ দাসও কীর্তন গান করিতেন। শচীনন্দন ভগিনীপতি রাধাবল্লভের দলে মৃদঙ্গ বাজাইতেন।

রাধাবল্লভ দাস স্বগ্রাম বাছরায় কীর্তন গাহিবেন। শ্যালক শচীনন্দনকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, ঐ সঙ্গে শ্বশুর মহাশয়কেও গান শুনিবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। গান খুব জমিয়াছে, কিশোর শচীনন্দনের খোলের বাজনা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া একজন শ্রোতা শচীনন্দনের হাতে একটি টাকা দিলেন। রাধাবল্লভের পিতা আসরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখনো আসরে কিছু পড়ল না—আগে ভাগে ডোমের পরব।" বনমালী দাস তখন আর বৈবাহিককে কিছু বলিলেন না। কীর্তন-শেষে বলিলেন, "দলের দোহার বাদক যে জনই পুরস্কৃত হউক তাহাতে মূল গায়কেরই গৌরব। শচীনন্দন ছেলেমানুষ, সে রাধাবল্লভের আত্মীয়; তাহাকে যদি দয়া করিয়া কেহ কিছু দিয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে এবং আপনার এত ক্রোধের কারণই বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কি ঘটিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাধাবল্লভের পিতা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং বনমালীকে কটূক্তি করেন। বনমালী আর কিছু না বলিয়া শচীনন্দনের খোলখানি ভাঙ্গিয়া দিয়া বলেন, "শচীনন্দন জীবনে আর খোল ধরিবে না। তাহাকে যদি কীর্তনীয়া তৈয়ার করিতে পারি, তবেই সে লোকসমাজে মুখ দেখাইবে, অন্যথায় সে আর বাড়ির বাহির হইবে না।" বাড়ি ফিরিয়া বনমালী শচীনন্দনকে মাণিক্যহারের শ্রীল কৃষ্ণসুন্দর ঠাকুরের হাতে সঁপিয়া দেন।

কৃষ্ণসুন্দর ঠাকুর মহাশয় অতি যত্নে শচীনন্দনকে কীর্তন শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনোহরশাহী গীতি-পদ্ধতির সহিত বিশুদ্ধ রসপর্যায় এবং বিবিধ পদ ও উহাদের উপযোগী আখর প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা-দানে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে যে-সমস্ত গান শচীনন্দন শিখিয়া আসিতেন, বনমালী দাস সেই গানগুলি নিজে সঙ্গত করিয়া পুত্রের অনুশীলনে পুনঃ পুনঃ সাহায্য করিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই শচীনন্দনের শিক্ষা সমাপ্ত হইল এবং পিতার সাহায্যে উপযুক্ত দোহারবাদক সংগ্রহপূর্বক তিনি একটি সম্প্রদায় গঠন করিলেন। বনমালী দাস বহুদিন পুত্রের দলে মৃদঙ্গ বাজাইয়াছিলেন। পরে সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নন্দকিশোর দাসের পিতা রাধাকৃষ্ণ দাস শচীনন্দনের মৃদঙ্গবাদক নিযুক্ত হন।

বনমালী যখন বাছরার দীনবন্ধু দাসের দলে খোল বাজাইতেন, সেই সময় কিশোর গণেশ দাস দীনবন্ধুর দলে দোহারি করিতেন। গণেশের উপর অবিচার হওয়ায় বনমালী তাঁহাকে দীনবন্ধুর দল হইতে লইয়া আসেন এবং নিজের বাড়িতে রাখিয়া পুত্রের মত যত্নে শচীনন্দনের সঙ্গে কীর্তনশিক্ষা দান করেন। গণেশকে দীনবন্ধুর দল হইতে ছাড়াইয়া লইবার সময় বনমালী নিজেও দীনবন্ধুর দল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১২৬৩ সালের কার্ত্তিক মাসে শচীনন্দনের জন্ম হয়। ১৩৩৩ সালে বৈশাখ মাসে ষট্‌পঞ্চমীর দিন তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শচীনন্দন সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিবার পর, তাঁহার পত্নী যতদিন জীবিত ছিলেন গণেশ দাস প্রতি মাসে তাঁহার নিকট কয়েকটি টাকা প্রণামীস্বরূপ পাঠাইয়া দিতেন। গণেশ দাস কিছুদিন শচীনন্দনের দলেও দোহারী করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার বিখ্যাত কীর্তনগায়কগণের মধ্যে শচীনন্দন অন্যতম। অনেকেই তাঁহাকে বড় মূল গায়ক রসিক দাসের পরেই স্থান দিতেন। আমি সর্বপ্রথম কাশিমবাজার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনে তাঁহার গান শুনি। তাহার পর কয়েকবার মাত্র তাঁহার গান শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমার প্রিয় গায়কগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

গণেশ দাস

নদীয়া জেলায় ধাওয়াপাড়া গ্রাম। এই গ্রামের নয়নানন্দ দাসের পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবার হইতে মণ্ডল উপাধি প্রাপ্ত হন। নয়নের (পুত্রের নাম আনন্দ) পৌত্র শালগ্রাম বাল্যে বড় দুর্দান্ত ছিলেন। লোকের গাছে চড়িয়া ফল পাড়িয়া আনিতেন, পাখির ছানা ধরিতেন। আবার মাঝে মাঝে গাছের ডালে বসিয়াই গলা ছাড়িয়া গান করিতেন। একদিন এক সন্ন্যাসী দূর হইতে তাহার গান শুনিয়া তাহাকে আপন আশ্রমে লইয়া যান। দূরে বনের মধ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। তিনি আশ্রমে শালগ্রামকে কিছুদিন রাখিয়া লীলাকীর্তনের রূপ, গোষ্ঠ, দান, কলহান্তরিতা ও মাথুর এই পাঁচ-পালা গান শিক্ষা দেন। এদিকে বাড়িতে মহা দুর্ভাবনা। ধাওয়াপাড়ার চারিদিকেই নিবিড় জঙ্গল ছিল, আর জঙ্গলে বাঘের ভয় ছিল। নানাস্থানে খোঁজ করিয়া সকলেই যখন আশা ছাড়িয়া দিয়াছে, এমনি সময় একদিন বাড়ি ফিরিয়া শালগ্রাম সকলকে জানাইলেন—আমি কীর্তন শিখিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যায় সকলকেই গান শুনাইলেন এবং দুই-চারিদিনের মধ্যেই তিনি একটি কীর্তনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দল বাঁধিয়া ফেলিলেন। দল চলিতে লাগিল, একদিন বারুইপাড়ায় শালগ্রাম বিশ্বাসের পিতার শ্রাদ্ধে গান করিতে গিয়া উভয়ের একই নাম বলিয়া তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া আসিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে জ্ঞাতিবিরোধে বিরক্ত হইয়া শালগ্রামের পিতা আনন্দরাম তাঁহার পুত্রের বন্ধু উক্ত শালগ্রাম বিশ্বাসের নিকট গিয়া বাসবাড়ির বন্দোবস্ত করেন এবং বারুইপাড়ায় উঠিয়া যান। তদবধি তাঁহারা বারুইপাড়ার অধিবাসী।

শালগ্রামের পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ কানাই গান শিখিয়া মূল গায়ক হন। তৃতীয় শ্রীদাম শির দোহার ও চতুর্থ সুবল মৃদঙ্গবাদক হইয়া দল গঠন করেন। সুবলের পুত্র মহেশ। মহেশ প্রথমে বাজনা শিখিয়া পরে গান শেখেন এবং মূল গায়ক হইয়া দল চালাইতে থাকেন। মহেশের পুত্র গণেশ দাস। ১২৬৭ সালে ৬ই অগ্রহায়ণ গণেশ দাস ভূমিষ্ঠ হন।

বাছরা গ্রামের দীনবন্ধু দাস একজন নামকরা কীর্তনীয়া ছিলেন। গণেশ এই দলে দোহারি করিতেন। সাত-আট বৎসরের বালক গণেশ গ্রামের যাত্রার দলে গান শিখিত। পরে পিতার নিকট দুই-একটি কীর্তনের গানও শিখিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর দলে খোল বাজাইতেন মাণিক্যহারের বনমালী দাস। কীর্তনের দলে দোহার বাজিয়েদের এক পোয়া, দেড়টা, পাঁচটা এই রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশ নির্দিষ্ট আছে। দক্ষিণার টাকার এইরূপ একটা অংশ মূল গায়ককেও লইতে হয়। দীনবন্ধু আপন পুত্রকে অধিক অংশ দিলে বনমালী দাস প্রতিবাদ করেন। তিনি দীনবন্ধুকে বলেন, তোমার পুত্র অপেক্ষা গণেশের গলা ভাল, গণেশ পরিশ্রম করে খুব, সুতরাং তোমার পুত্রের অপেক্ষা গণেশেরই বেশী অংশ প্রাপ্য। দীনবন্ধু এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলে বনমালী দল ত্যাগ করেন এবং গণেশকে নিজ বাড়িতে লইয়া আসেন। পুত্র শচীনন্দনের সঙ্গে অতি যত্নেই তিনি গণেশকে কীর্তন শিক্ষা দিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গণেশ কিছুদিন শচীনন্দনের দলে দোহারি করিয়াছিলেন। কোন গ্রামে শচীনন্দন গান করিতে গেলে শচীনন্দন ও গণেশকে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়া গান শুনাইয়া আসিতে হইত। ১২৭৯ সালে ১০ই চৈত্র গণেশের মাতা পরলোকগমন করেন। ১২৮১ সালে গুরু বনমালী দাসের গোলোকপ্রাপ্তি ঘটে। গণেশ বাড়ি ফিরিয়া কীর্তনের দল গঠনে উদ্যোগী হন।

গণেশ দাস শ্রীধাম নবদ্বীপের বড় আখড়ায় গান করিতে আসিলেন। কলিকাতার মাধব দত্তের প্রবর্তিত গানের ব্যবস্থা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যকুলের কুণ্ডুবাবুরা বড় আখড়ার গানের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। বড় আখড়ার মোহান্ত কমল দাসের সহিত মনান্তর হওয়ায় কীর্তনীয়া বেণী দাস বড় আখড়া ছাড়িয়া লছমন দাসের আখড়ায় শ্রীবাসঅঙ্গনে গান করিতে গিয়াছেন। এইজন্যই বড় আখড়ায় গণেশের বায়না হইয়াছে। মান্দার বাটীর বিপিন দাস, ইলামবাজারের মনোহর চক্রবর্তী, সোনারুন্দীর চাঁদ বনোয়ারী, মানকরের নন্দ দাস, নবদ্বীপের হরিদাস, তাঁতিপাড়ার নিতাই দাস, দক্ষিণখণ্ডের রসিক দাস, বাসুদেবপুরের বেণী দাস প্রভৃতি কীর্তনীয়াগণের নবদ্বীপে তখন খুব নাম। গণেশ গান করিলেন, শ্রোতৃগণের নিকট প্রশংসা হইল। নবদ্বীপে গণেশের বাঁধা আসর হইয়া গেল। নবদ্বীপেই রসিক দাস গণেশকে ধর্মপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। গণেশের বয়স যখন উনিশ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতৃবিয়োগের পর গণেশ নবদ্বীপে গান করিতে আসিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া বেণী দাস তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রসিকের সহিত গণেশের ধর্মপিতা-পুত্র সম্বন্ধ শুনিয়া বেণী দাসও তাঁহাকে পুত্ররূপেই গ্রহণ করিলেন। পিতা নাই, শিক্ষার পথ বন্ধ হইয়াছে, অতএব এখন দল ভাঙ্গিয়া দিয়া কিছুদিন গান শিক্ষা করিব, গণেশ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বেণী দাস নিষেধ করিলেন। গণেশ বেণী দাসের গান শুনিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গিয়া আসরে বসিয়াই গান শিখিয়া আসিতেন। মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণখণ্ডে রসিকের বাড়িতে গিয়াও গান শিখিতেন। তিনি কিছু-দিন পণ্ডিত বাবাজীর নিকটেও শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন, গয়াধাম, কাশীধাম, প্রয়াগ, পুরী, সুদূর মণিপুর প্রভৃতি দেশবিদেশের নানা স্থানে গণেশ গান করিয়াছেন। অগণিত নরনারী তাঁহার কণ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলাকীর্তন শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। গণেশের কণ্ঠ বড় মধুর ছিল। কিন্তু মাত্র মধুর ছিল বলিলেই সব কথা বলা হইল না। বিশেষ বড় তালের গান গণেশের কাছে শুনি নাই। সাধারণতঃ সাদাসিধা গানই গণেশ গাহিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বরমাধুর্য একটা অনাস্বাদিতপূর্ব চমৎকারিতার সৃষ্টি করিত। যে শুনিত সে-ই মুগ্ধ হইত। কীর্তনীয়া প্রেম দাসের কণ্ঠও সুমিষ্ট ছিল। কিন্তু সে মিষ্টতা পৃথক্ জাতের, এই জাতিভেদ ভাষায় বুঝানো যায় না।

কলিকাতা হইতে ৺পুরীধামে যাইবার পূর্বে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গণেশের গান শুনিয়া আশীর্বাদ করিয়া যান। প্রভুপাদের তিরোভাব উৎসবে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী গণেশের কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র ও স্বনামধন্য চিত্তরঞ্জন সেই উৎসবে গণেশের গান শুনিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন গণেশ দাসকে রসা রোডের বাড়ীতে লইয়া গিয়া প্রায় একমাস তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন। বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার এবং আই.সি.এস-গণ কেহ কেহ অতঃপর চিত্তরঞ্জনের অনুসরণে কীর্তনগান এবং পদাবলী-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া-ছিলেন। বলিতে গেলে গণেশের গানই কীর্তনকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। খালি 'গা' দেখিয়া দেশীয়া মেমসাহেবারা যে মূর্ছা যান না, রসা রোডের আসরে সেটা প্রমাণিত হইয়া গেল।

১৩৪৪ সালে ৩১শে আশ্বিন রাত্রি আট ঘটিকায় এই মধুকণ্ঠ গায়ক নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূম জেলার বোলপুরের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বে বরা গ্রাম। এই বরাকে লোকে অপর বরা হইতে চিহ্নিত করিয়াছে বরা-ডোংরা নামে। লক্ষ্মণ সেনের শক্তিপুর তাম্রশাসনে দামর-বরার উল্লেখ আছে। কাহারো কাহারো মতে ডুনো-বরাই দামর-বরা। আমার সন্দেহ হয় ডোংরা-বরাই দামর-বরা। এই গ্রামের রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্যমঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। রামলালের পিতাও রামায়ণ, চৈতন্যমঙ্গল এবং কীর্তনগান করিতেন। রামলালের পুত্র অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অবধূতের জন্মের বৎসরেই রামলাল পরলোকগত হন। বীরভূমের চাকটা গ্রাম-নিবাসী অবধূতের মাতুল বিপিনবিহারী ঠাকুর মহাশয় ভাগিনেয়কে নিজবাটীতে লইয়া গিয়া লালনপালন করেন। অবধূতের বয়স তখন দশ বৎসর। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে কান্দী রাজবাটীতে নটবর গোস্বামী মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করিয়া দেন। সেই সময় কান্দীতে একজন বিখ্যাত কীর্তনগায়ক ছিলেন—দামোদর কুণ্ডু। পাঁচথুপির কৃষ্ণদয়াল চন্দের মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত না হইলেও মনোহরসাহী সুরের কীর্তন-গায়কগণের মধ্যে কুণ্ডু মহাশয় সেকালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়করূপে পরিচিত ছিলেন। অবধূত টোলে সংস্কৃত শিখিতেন, দামোদর কুণ্ডুর নিকট কীর্তনের শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। রাজবাটীর কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহের মন্দিরে প্রসাদের ব্যবস্থা এবং বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকায় অবধূতকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। মাতুল বিপিন-বিহারীও খ্যাতনামা কীর্তনগায়ক ছিলেন। তিনিও অবসর সময়ে ভাগিনেয়কে শিক্ষাদান করিতেন।

ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পর ১২৮৮ সালের মাঘ মাসে সর্বপ্রথম তিনি নবদ্বীপে গান করিতে আসেন। সেই বয়সেই তাঁহার পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা, তাঁহার সুর ও তালের সহজাত মাত্রাবোধ নবদ্বীপের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈষ্ণব ও পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কীর্তনীয়াগণের মধ্যে সেকালে লেখাপড়া জানা গায়কের সংখ্যা খুবই কম ছিল। যাঁহারা বংশপরম্পরায় কীর্তন গাহিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা বাড়ির ছেলেদের জীবিকার্জনের অবলম্বনস্বরূপ হয় কীর্তন, না হয় খোলের বাজনা শিক্ষা দিতেন। বংশগত ধারার প্রবণতা উত্তরাধিকারিগণকে আকৃষ্ট করিত। কেহ শিখিত, ভালই শিখিত, কেহ বা অল্পস্বল্প শিখিয়া পূর্বপুরুষের গৌরবে তরিয়া যাইত। আবার কাহারো কিছুই হইত না। ইহারা লেখাপড়া প্রায় শিখিত না, কোন রকমে পদাবলীটা আবৃত্তি করিতে পারিলেই খুব শিক্ষা হইয়াছে মনে করিত। এমন কীর্তনীয়াও দেখিয়াছি, ভাল গায়ক অথচ সমস্ত পদের অর্থ ভালরূপে জানে না। লিপিকর-প্রমাদে একটা পুথিতে কোন পদের পাঠ বিকৃত ছিল, গায়ক সেই পাঠই মুখস্থ করিয়াছে। এখন শুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিতে বলিলে উত্তর করে, 'আমার গুরুদেব এই পাঠই শিখাইয়াছেন; তিনি এই পদ এই পাঠ ধরিয়াই গান করিতেন, সুতরাং আপনার কথা মানিতে হইলে গুরুর অসম্মান করা হইবে, কি করিব বলুন', ইত্যাদি।

কীর্তনীয়াগণের মধ্যে খেসর মাড়গাঁয়ের রাধিকা সরকার মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন। পায়র গ্রাম-নিবাসী অক্ষয় দাস পরিণত বয়সে ঘুড়িসার মহামহোপাধ্যায় রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নপূর্বক উজ্জ্বলনীলমণি আদি অধিগত করিয়াছিলেন। ন্যায়তীর্থ মহাশয় প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। অক্ষয় দাসকে তিনি অতি যত্নে শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করাইয়াছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অনেক শ্লোক অক্ষয় দাস মুখস্থ বলিতে পারিতেন। অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অল্প বয়সেই দল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষার আগ্রহ ছিল প্রচুর। তিনি নিজের চেষ্টায় শ্রীমদ্ভাগবত ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা এতই বলবতী ছিল, জানিবার কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা এতই প্রবল ছিল যে, পদের বিশুদ্ধ পাঠ অথবা প্রকৃত অর্থগ্রহণে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার দিনে পরিণত বয়সেও তিনি কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিও পরিমার্জিত এবং উচ্চস্তরের ছিল।

বিদ্যাপতির একটি পদের প্রচলিত পাঠ—'কবরী ভয়ে চমরী গেয় গিরিকন্দরে মুখ ভয়ে চান্দ আকাশে'। শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব-উৎসবে বড়ডাঙ্গার মেলায় তিনি গান করিতে আসিয়াছেন। শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুরের ছাউনীতে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেছি। কথায় কথায় বলিলাম—পদের চমরী পাঠ ভুল। এলো চুলের সঙ্গে চমরীর চামরের তুলনা চলিতে পারে। কিন্তু কবরী তো খোঁপা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, ভুলই তো, প্রকৃত পাঠ—শিখি গেয় গিরি-কন্দরে, কলাপীর কলাপের সঙ্গেই বিচিত্র মণিরত্ন-খচিত খোঁপার তুলনা হয়। বলিলাম, 'ও ধনী কে কহ বটে। গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে'। এই পদটি চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে, আমার কিন্তু সন্দেহ হয়। তিনি বলিলেন, ও পদ চণ্ডীদাসের নয়। জগন্নাথ দাসের ও লোচন দাসের দুইটি পদকে একসঙ্গে জুড়িয়া চণ্ডীদাসের নামে চালানো হইয়াছে। তিনি আমাকে শ্রীখণ্ডের গ্রামের মধ্যে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন এবং একটি পুঁথির মধ্যে জগন্নাথ দাসের ও লোচন দাসের পদ দুইটি দেখাইয়া দিলেন। একটি পদ-সংগ্রহের পুঁথি তিনি সর্বদাই সঙ্গে রাখিতেন। এই পুঁথিখানিতে বহু পদের বিশুদ্ধ পাঠ ও রসপর্যায়-গ্রথিত গানের পালা সাজানো ছিল। তাঁহার লোকান্তরের পর তাঁহার পুত্র সুধাকরের নিকট হইতে এই পুঁথিখানি কোন তথাকথিত ধনী-সন্তানের দালাল মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গিয়াছে। আর ফেরত দিতেছে না। অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুঁথিখানি ছাপাইবার সঙ্কল্প ছিল। তাঁহার নিত্যধামে গমনের পর তাঁহার কৃতী ছাত্র বাঙ্গালার বিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীমান্ নন্দকিশোর দাস গুরুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই পুঁথিখানি ছাপাইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু পুঁথিখানি ফেরত পাওয়া যাইতেছে না।

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় রসিক দাসের নিকটেও গান শিখিয়াছিলেন। এই জন্য রসিকের পুত্র রাধাশ্যামকে তিনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কথায় কথায় রসিক দাসের ঋণ স্বীকার করিতেন। কথা দিয়া কথা রক্ষার জন্য তিনি সাধ্যেরও অতিরিক্ত প্রয়াস পাইতেন। কাটোয়ার নিকটস্থ এক বৈষ্ণবের আখড়ায় তাঁহার বার্ষিক গানের ব্যবস্থা ছিল। এক বৎসর গানের বায়না লইয়া তিনি সাত আট ক্রোশ দূরে এক গ্রামে গিয়াছিলেন। রাত্রি হইতে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। তিনি কিন্তু সেই দুর্যোগেই সদলে পায়ে হাঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। মধ্যাহ্নে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন কোন আয়োজন নাই। আখড়াধারী বৈষ্ণব কি করিয়া জানিবেন যে এই দুর্যোগে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত একজন খ্যাতনামা কীর্তনীয়া এই বিনা দক্ষিণার গানের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবেন। সেদিন প্রসাদ গ্রহণ করিতে অপরাহ্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুড়মিঠা গ্রামে বীরভূম সাহিত্য-সম্মেলনে আমি তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তিনি যথাসময়ে সদলে উপস্থিত হইয়া রূপানুরাগ গানে সকলকেই আনন্দ দান করিয়াছিলেন। যৎসামান্য পাথেয় ভিন্ন এক কপর্দকও তিনি গ্রহণ করেন নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গানে রস যেন মূর্ত হইয়া উঠিত। বাঙ্গালার বহু বৈষ্ণব, বহু পণ্ডিত, বহু নরনারী তাঁহার একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। রসজ্ঞ শ্রোতৃসমাজে তাঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ছিল। এই সদালাপী নিরভিমান রসজ্ঞ ও ভাবুক গায়ক বাঙ্গালার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অলঙ্কার ছিলেন। বহু দিন হইতে চাকটা ত্যাগ করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শক্তিপুরে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন। বহু ছাত্র শক্তিপুরে তাঁহার নিকট কীর্তন শিক্ষা করিয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৩৫১ সালের ২৩শে বৈশাখ শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশীর দিনে এই বহুজনপূজ্য গায়ক নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। বাঙ্গালার স্বনামপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীমান্ নন্দকিশোর দাস তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছেন। অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের ধারা নন্দকিশোর অব্যাহত রাখিয়াছেন।

ফটিক চৌধুরী

পিতা-মাতার দেওয়া নাম কৃষ্ণবন্ধু চৌধুরী। শৈশবে মাতৃহীন হইলে পিসীমাতা তাঁহাকে রাজসাহী জেলার ব্যাঙ্গারী গ্রামে নিজের বাড়িতে লইয়া যান। তিনিই ফটিক বলিয়া ডাকিতেন। কৃষ্ণবন্ধু ফটিক নামেই পরিচিত ছিলেন। কীর্তনীয়া ফটিক চৌধুরী বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তনগায়ক। পিতার নাম বিহারীলাল চৌধুরী। জাতিতে মাহিষ্য। নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার হাসনপুর, ডাকঘর দৌলতাবাদ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপিনবন্ধু, তৃতীয় প্রাণবন্ধু, চতুর্থ জগবন্ধু—এই ভাইদের লইয়া মূলগায়ক সাজিয়া মধ্যম কৃষ্ণবন্ধু শৈশবে গান করিতেন—

সাপ খেলাইতে গিয়াছিলাম
তেঁতুলের বাজারে।
কেউ দিলে চালকলা কেউ ধরে মারে॥
লখাইকে দংশিল রে
কাল নাগিনীতে॥

এই গান গাহিয়া তাঁহারা গ্রামের বাড়ি বাড়িও ঘুরিতেন।

ফটিকের জন্ম হইয়াছিল ১২৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা গঙ্গাপূজার দিনে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদ্যারম্ভ হইল রাজসাহীতে পাঠশালায়। সেকালের ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। সেইখানেই একজন বড় ওস্তাদের নিকট সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয়। সা রে গা মা সাধিয়া দুই-এক পদ ধ্রুপদ ও দুই-চারিটি খেয়াল গান শিখিয়াছিলেন। মোটামুটি অন্যান্য গানও কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পিতা ছোটখাট জমিদার ছিলেন, বাড়ির অবস্থা ভালই ছিল। নানা স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসায় বাড়ি ফিরিতে হয়। সতের আঠার বৎসর বয়সে বাড়ি ফেরেন। উনিশ বৎসর বয়সে বগুড়া জেলার পার্বতীপুরের জমিদার বাড়িতে বিবাহ হয়।

পিতা বৈঠকী গান পছন্দ করিতেন না, ভালবাসিতেন কীর্তন। এইজন্য কীর্তন শিখিবার আগ্রহ হয়। মুর্শিদাবাদ বরোঁয়া থানার কুঁকড়োজোল-নিবাসী জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন উঁচুদরের কথক ছিলেন। তিনি উচ্চাঙ্গের কীর্তনও জানিতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উলাসপুরে শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা করিতে আসেন। সংবাদ পাইয়া ফটিক উলাসপুরে গিয়া উপস্থিত হন। কথকতা একমাস চলিয়াছিল। এই এক মাস ফটিক উলাসপুরে থাকিয়া কীর্তন শিখিলেন। পদাবলীর ভাষা, ভাব ও সুরমাধুর্য তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিল, তাঁহার নেশা জন্মিয়া গেল। কথকতার শেষে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ি চলিয়া গেলেন। দুই-চারি দিন পরেই পত্নীর হাতের সোনার নারিকেল ফুল এগার টাকায় বন্ধক দিয়া ফটিক গৃহত্যাগ করিলেন। ভোরে উঠিয়া একদিনে বাইশ ক্রোশ হাঁটিয়া উপস্থিত হইলেন কুঁকড়োজোলে। ফটিকের শিখিবার আগ্রহ, একাগ্রতা এবং প্রতিভা দর্শনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তাঁহার উপর একটা মমতা জন্মিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাদরে ফটিককে গ্রহণ করিলেন। ফটিক চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেই রহিয়া গেলেন। খাইতেন, গান শিখিতেন এবং গোরু চরাইতেন। বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গেল, আরো কতদিন হয়তো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাটিত কে জানে! পিতা চারিধারে তল্লাসী চালাইয়া না পাইয়া শেষে থানায় খবর দিয়া হুলিয়া করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনাইলেন। ফটিক কিছুদিন গৃহে থাকিয়া পিতার সম্মতি লইয়া এবার বীরভূম জেলার ময়নাডালে গান শিখিতে গেলেন। ময়নাডাল রাঢ়ের অন্যতম বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ। সেখানে কীর্তন ও মৃদঙ্গ-শিক্ষার চতুষ্পাঠী ছিল। বহু ছাত্র সেই চতুষ্পাঠী হইতে কীর্তন ও মৃদঙ্গে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। ময়নাডালের মিত্রঠাকুরগণ বিদ্যাদানের মত অন্নদানেও অকৃপণ ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ময়নাডালের ভাণ্ডার চিরপূর্ণ ছিল।

ফটিকের গান শুনিয়া শ্রীল সুধাকৃষ্ণ মিত্রঠাকুর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অতি যত্নে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধনীর তুলাল ফটিক এমনই নিরভিমান ছিলেন যে, তাঁহার আচারে ব্যবহারে চালচলনে ঘুণাক্ষরেও কেহ কোনদিন সন্দেহ করিতে পারেন নাই তিনি অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তান। তিনি কুঁকড়োজোলে গোরু চরাইতেন। ময়নাডালেও তুই ক্রোশ দূরবর্তী তুবরাজপুরের হাট হইতে শ্রীমহাপ্রভুর ভোগের তরিতরকারী কিনিয়া মাথায় তুলিয়া বহিয়া আনিতেন। ময়নাডালে ফটিক বৎসারাধিক কাল ছিলেন। সুধাকৃষ্ণ মিত্রঠাকুর একবার ফটিকের নিমন্ত্রণে হাসনপুর গিয়াছিলেন। বাড়ির অবস্থা দেখিয়া ফটিকের বাজার-হাট এবং মাথায় তরকারীর বোঝা বহনের জন্য তুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণা দেবী একবার রাঢ়দেশের কয়েকজন কীর্তনীয়াকে কলিকাতায় আনাইয়াছিলেন; সেইবার মহামহোপাধ্যায় শ্রীল প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং শ্রীখণ্ডের শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুরের নেতৃত্বে তাঁহাদিগকে গুণানুসারে উপাধিও বিতরণ করিয়াছিলেন। দেখিলাম ময়নাডালের বিখ্যাত কীর্তনীয়া রাসবিহারী মিত্রঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ফটিক চৌধুরী আলাপ করিতেছেন। শুনিলাম, রাসবিহারী বলিতেছেন, আমার হাতে কত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মার খেয়েছিস্ মনে আছে? ফটিক উত্তর করিতেছেন,—তা আর মনে নেই! কীর্তনীয়া হলে কি হয় তোদের সব খোলপিটানো শক্ত হাত। তোর কিলে আমার পিঠে এখনো ব্যথা ধরে আছে। তবে কি জানিস্, আমারো জোর কম ছিল না। কিন্তু কি জানি গুরুগোষ্ঠী, বেশী মারলে যদি অপরাধ হয়, তাই অল্পেই রেহাই দিতাম।

রাসবিহারী—সেই রোদে কাঁকরের পথে তুবরাজপুরের হাটে যাওয়া? ফটিক—সে তো ভাই তোদের জন্যে নয়, শ্রীমহাপ্রভুর ভোগের জন্যে তরিতরকারী আনতে যাওয়া, তাতে আর দুঃখ কি? রাসবিহারীর সঙ্গে ফটিকের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব প্রৌঢ় বয়সেও অটুট ছিল।

সুধাকর মিত্র ঠাকুর মহাশয় পুনরায় ফটিককে ময়নাডালে যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আর তাঁহার যাওয়া ঘটে নাই। বাড়িতে থাকিয়াই গ্রামের ছেলেদের লইয়া তিনি প্রতি সন্ধ্যায় কীর্তন গান গাহিতেন। সংবাদ পাইলে বিভিন্ন স্থানে ভক্তদের বাড়িতে গান গাহিতে যাইতেন। মুর্শিদাবাদ শ্রীরামপুরের ভক্তপ্রবর দেবকীনন্দন সেন ফটিকের গান শুনিয়া তাঁহাকে কীর্তনের দল করিতে আদেশ দেন। পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া ফটিককে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন।

অন্য কোন বিদ্যা জানা নাই। কতকটা জীবিকার জন্যও ফটিক সেন মহাশয়ের আদেশ মাথা পাতিয়া লইলেন। সেন মহাশয়ের আশীর্বাদ সম্বল করিয়া ফটিক কীর্তনের দল গঠন করিলেন। সদলে প্রথম গান করিতে গেলেন গ্রামের নিকটবর্তী ছুটিপুরে হরি মণ্ডলের বাড়িতে। গান শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। ফটিক প্রবল উৎসাহে দল চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ফটিকের দল চলিতে লাগিল। সুনামও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইতে ক্রমে প্রশস্ততর হইয়া উঠিল। সালটা মনে নাই। শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গার উৎসবে গিয়াছি। সঙ্গে আছেন শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বলিলাম, চলুন একটু কীর্তন শুনিয়া আসি, ফটিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চৌধুরীর গান হইতেছে। ইতিপূর্বে আমি কাশিমবাজারে বৈষ্ণব সম্মেলনে ফটিকের ও মান্দারবাটীর বিপিন দাসের গান শুনিয়াছিলাম। আমরা আসরের দিকে অগ্রসর হইতেছি। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বলিলেন, এখানে কোন ফটোগ্রাফার নাই ? জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন ? তিনি বলিলেন—এই কীর্তনদলের একটা ছবি তুলিয়া লইত। ফটিক চৌধুরী গান করিতেছেন, "বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে তাহে শোভে বিন্দু বিন্দু ঘাম"। তাঁহার ডাহিনে বাজাইতেছেন বিখ্যাত বাদক ফণী মণ্ডল। বামে বাজাইতেছেন চণ্ডীচরণ নান ও লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী। ডাহিনে দোহারী করিতেছেন রজনীকান্ত রাণু ও বিজয়কৃষ্ণ দাস, বামে আছেন হরিদাস বাবাজী। সমগ্র দল গানের তালে হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে। সারা আসরে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলিতেছে। সুর মূর্ত, ভাব মূর্ত, চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে—"বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে"—কান প্রাণ ভরিয়া গেল। আজিও সে সুর ভুলিতে পারি নাই, সে ছবি ভুলিতে পারি নাই। কলিকাতায় আসিয়া অপর্ণা দেবীর নিকট শ্রীখণ্ডের গানের গল্প করিলাম। বৎসর-দুই পরে অপর্ণা দেবী ফটিক চৌধুরীকে কলিকাতায় আনাইলেন। সে-যাত্রায় তিনি মাসাবধি কাল কলিকাতায় ছিলেন। গান শুনিয়া কলিকাতার শ্রোতৃমণ্ডলী একবাক্যে ফটিকের প্রশংসা করিয়াছিলেন। অপর্ণা দেবীর উপাধিদানের আসরেও ফটিক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই শেষবার তাঁহার গান শুনিয়াছি।

ফটিক গানে আখর খুব কমই দিতেন। গানের ব্যাকরণে তাঁহার প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। রাগালাপে, সুরমূর্ছনায়, আবৃত্তির মাধুর্যে তিনি সমগ্র আসর মাতাইয়া রাখিতেন। গানের ধারা মনোহরসাহীর সঙ্গে রেণেটী মিশানো। ভঙ্গীটি নূতন বলিয়াই মনে হইত। 'ধনী—চলিল রে' অভিসারের এই পদটির সুর ফটিক চৌধুরীর নিকট হইতেই অপর্ণা দেবী শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাদক ফণী মণ্ডল এখন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নন্দকিশোরের দলে সঙ্গত করিতেছেন। এই গান তিনি নন্দকিশোরকেও শিখাইয়াছেন। "না যাইও যমুনাজলে তরুয়া কদম্ব-তলে চিকণ কালা করিয়াছে থানা"। এই গান ফটিক চৌধুরীর মুখে যেমন শুনিয়াছিলাম তেমনটি আর কোথাও শুনিলাম না। বহুবার শুনিয়াছি এমন গানও তাঁহার কণ্ঠে নূতন বলিয়া মনে হইয়াছিল। ১৩৪৪ সালের ৫ই ফাল্গুন খাগড়ায় গঙ্গাতীরে আপন জামাতার গৃহে রাত্রি বারটা ত্রিশ মিনিটের সময় শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা স্মরণ করিতে করিতে এই শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত গায়ক সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

যত্নুনন্দন দাস

কীর্তনীয়া যত্নুনন্দন দাস বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী বিরাহিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন ১২৭৯ সালের ৪ঠা মাঘ। পিতার নাম নবদ্বীপচন্দ্র দাস; মাতার নাম চিন্তামণি দাসী। বিরাহিমপুর কায়স্থপ্রধান গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ লোকই বৈষ্ণবধর্মে অনুরক্ত। শ্রীরামরসায়ণ-প্রণেতা মাড়োর বিখ্যাত শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামীর বংশধর শ্রীমদনগোপাল প্রভু অনেকের ইষ্টদেব ছিলেন। কৈশোরে গ্রামের পাঠশালায় তাঁহার হাতেখড়ি হয়। গ্রামের সুজন মৌলিক, নিতাইসুন্দর মজুমদার মনোহরসাহী কীর্তনগানের অধ্যাপক ছিলেন। যত্নুনন্দনের পিতাও কীর্তনের বড় বড় তালের গান জানিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই পিতার নিকট এবং মৌলিক ও মজুমদার মহাশয়ের নিকট যত্নুনন্দন কীর্তনগান শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা নিত্যধামে গমন করিলে যত্নুনন্দন দক্ষিণখণ্ডের সুবিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীরসিক দাস্ মহাশয়ের কীর্তনের দলে প্রায় সাত বৎসরকাল দোহারি করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসেন এবং একটি সম্প্রদায় গঠনপূর্বক মূল গায়করূপে গান করিতে থাকেন। বিরাহিমপুরের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সদলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনি মহাপ্রভুকেই প্রথম গান শুনাইয়াছিলেন। দল চলিতে লাগিল, কিন্তু উপার্জনের দিক্ দিয়া তেমন সুবিধা হইল না। সুযোগ পাইয়া যতুনন্দন শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণদাস, বলরাম দাস ও প্রেমদাস প্রভৃতি কয়েকজন বৈষ্ণব গায়ককে সঙ্গে লইয়া একটি কীর্তনের দল গঠনপূর্বক শ্রীমন্দিরে, কুঞ্জে এবং নানা স্থানে গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দলের বেশ নাম হইল। আনন্দেই তুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

কান্দীর রাজকুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বৃন্দাবনে লালাবাবুর কুঞ্জে যতুনন্দনকে আনাইয়া রাস-গান শুনিলেন। গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তিনি যতুনন্দনকে কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং কাশীপুর রাজবাড়িতে শ্রীগোপাল-বিগ্রহের গায়ক নিযুক্ত করেন। একজন মৃদঙ্গবাদক ও তুইজন দোহার সঙ্গে থাকিত; যতুনন্দন সকালে মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় গোপাল জীউকে গান শুনাইতেন। কুমার বাহাতুর গুণগ্রাহী ছিলেন। কুমার বাহাতুরের অর্থসাহায্যে তিনি গ্রামে কিছু ধানের জমি কিনিয়াছিলেন। কুমার বাহাতুর যতুনন্দনের বিবাহের ব্যয়ও নির্বাহ করিয়াছিলেন।

কাশীপুরে প্রায় ছয় বৎসর তিনি ছিলেন। কুমার বাহাতুরের পরলোকগমনের পর যতুনন্দন এবার বিরাহিমপুরে আসিয়া দল গঠন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দলের খুব সুনাম হইল। যতুনন্দন প্রায় শতায়ু লাভ করিয়াছিলেন। পরলোকপ্রাপ্তির এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দল চালাইয়া গিয়াছেন। সারা বাঙ্গালায় কীর্তনগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। যতুনন্দন দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। মূল গায়করূপে আসরে দাঁড়াইলেই শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেন। তাঁহার কণ্ঠও মধুর ছিল। কীর্তন পরিবেশনের ভঙ্গিও ছিল সুন্দর। তিনি মনোহরসাহী সুরের সুনিপুণ গায়ক ছিলেন। এই রসজ্ঞ গায়ক ১৩৭৩ সালের ২০শে চৈত্র নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধারমণ দাস

বাঙ্গালার স্বনামধন্য কীর্তনীয়া পণ্ডিত বাবাজীর (অদ্বৈত দাসের) ছাত্র রাধারমণ দাস ১২৯০ সালের আশ্বিন মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান বর্ধমান জেলায় অজয় নদের তীরবর্তী লাখুরিয়া গ্রামে। পিতার নাম রসিক দাস, জাতিতে বৈষ্ণব। রসিকের দুইজন জ্যেষ্ঠ ও একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইহারা বা ইহাদের পূর্বপুরুষ কেহ কীর্তনগান জানিতেন না; কেহ কেহ বেহালা, কেহ বা সারঙ্গ বাজাইতে পারিতেন। রাধারমণের কণ্ঠ বড় মধুর ছিল, তিনি কীর্তন শিখিবার চেষ্টা করেন।

বর্ধমান জেলার নিরোল গ্রামের রাম-হৃষী নামে বিখ্যাত রামানন্দ ও হৃষীকেশ দুই ভাই-এর কীর্তনগানের তখন খুব চলতি। দুই ভাই-ই সুকণ্ঠ ছিলেন। দুই ভাই একত্রে দল করিয়াছিলেন; এক সঙ্গেই গাহিতেন এবং জাত গানই গাহিতেন। রাধারমণ প্রথম যৌবনে এই দুই ভাইয়ের নিকটেই গান শিক্ষা করিয়াছিলেন।

রাধারমণ গান শিখিলেন, দলও করিলেন। আশ-পাশের গ্রামে গাহিয়া কিছু কিছু যশ এবং অর্থও পাইতে লাগিলেন। রাধারমণদের জোতজমা ছিল। বর্ষায় চাষের সময় বাবা-জ্যেঠার সঙ্গে মাঠে খাটিতেও হইত। একবার বর্ষায় চাষে খাটিয়া গায়ে কাদা মাখিয়া ঘরে ফিরিতেছেন, পথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। রাধারমণ কিছুদিন পূর্বেই সেই গ্রামে গান করিয়া আসিয়াছেন। ভদ্রলোক বলিলেন, "কি মূল গায়েন, গায়ে এত কাদা কেন?" যুবক রাধারমণের মনে বড় লজ্জা হইল। তিনি গ্রাম ছাড়িলেন, কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন। কলিকাতায় তখন কীর্তনগায়ক কোথায়? কে শিক্ষা দিবে? রাধারমণ সংবাদ পাইলেন—মুর্শিদাবাদ জেলার খর গ্রামের বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক অখিল দাস গোয়াবাগানে বাসা করিয়া আছেন। তিনি কীর্তনও জানিতেন। গান জানিতেন, কিন্তু বিখ্যাত কীর্তনওয়ালী পান্না দাসীকে হালকা সুরের ঢপ কীর্তন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিখাইতে গিয়া মনোহরসাহী ধারার গান, দাগী গান, চর্চার অভাবে প্রায় ভুলিয়াই বসিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাধারমণ তাঁহার নিকট গান শিখিলেন। কিন্তু কলিকাতায় উপার্জন হয় কই? অর্থ না হইলে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে কিরূপে? পিতা দরিদ্র, এক পয়সাও সাহায্য করিতে পারেন না। রাধারমণ বিবাহ করিয়াছেন, অথচ উপার্জন নাই। পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য দেখা দিল। রাধারমণ শ্রীমহাপ্রভুকে স্মরণ করিয়া একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাবনা তারাসের জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় শ্রীধাম-বৃন্দাবনে কীর্তন শিক্ষাদানের জন্য একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। আপন ধর্মানুরাগ ও চরিত্র-মাধুর্যে এই ধনকুবের জনসাধারণের নিকট রাজর্ষি-খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কীর্তনের টোলের অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত বাবাজী। ছাত্রদের বৃত্তি ছিল মাসিক ছয় টাকা। তখনকার দিনে তাহাতে একজন মানুষের বেশ চলিত। রাধারমণ পণ্ডিত বাবাজীর শরণ লইলেন। তিনিও রাধা-রমণের কণ্ঠমাধুর্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে টোলে ভর্তি করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে রাধারমণের নিকট সমস্ত শুনিয়া তিনি লাখুরিয়ায় রসিক দাসকে সংবাদ দিলেন, এমন কি কিছুদিন পরে রাধারমণকে গৃহে পাঠাইয়া তাঁহার তরুণী পত্নীকেও শ্রীধামে আনাইলেন।

অদ্বৈত দাস বাবাজীকে যিনি খরচপত্র দিয়া রাঢ়দেশে কীর্তন শিখাইতে পাঠাইতেন এবং অদ্বৈত দাস শ্রীধামে ফিরিলে তাঁহার নিকট সেইসব গান শিখিতেন, তিনি বাঙ্গালীকুলতিলক অদ্বৈত বংশ-বিভূষণ সাধকশিরোমণি প্রভুপাদ শ্রীনীলমণি গোস্বামী মহোদয়। প্রভুপাদের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার রসজ্ঞতায় ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মধ্যভারতের ছতর-পুরাধিপতি বিশ্বনাথ সিংহ বাহাদুর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জন্মার্জিত সুকৃতির বলে রাধারমণ শ্রীনীলমণি প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হন। রাধারমণ পণ্ডিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাবাজীর নিকট হরিনামামৃত ব্যাকরণ ও কীর্তন শিক্ষা করিতেন এবং শ্রীনীলমণি প্রভুর নিকট শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারহস্যের গূঢ়মর্ম অবগত হইতেন। দীর্ঘ আঠার বৎসর শিক্ষালাভের পর রাধারমণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

রাধারমণ কলিকাতায় আসিয়া রায় বাহাতুর রসময় মিত্রের সুনজরে পড়েন। মিত্র মহাশয় কীর্তন গাহিতেন এবং কীর্তন ভাল জানিতেন। তাঁহারই সুপারিসে রাধারমণ রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর গায়করূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাধারমণের সঙ্গে সঙ্গত করিবে কে? অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার কয়শ-নিবাসী কোপা হরিদাসকে পাওয়া যায়। তিনি দেহরক্ষা করিলে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীর গোষ্ঠ দাস রাধা-রমণের সঙ্গে সঙ্গত করিতেন। হরিদাস জাতিতে ছিলেন সূত্রধর, আর গোষ্ঠ ছিলেন বাইতি। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটির বাঁধা গায়ক বলিয়া ইনি অপর কোন স্থানে কীর্তন গাহিবার সুযোগ পান নাই। তাই বাঙ্গালার পল্লীর লোক ইঁহার নাম জানে না। পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে একাধিকবার রাধারমণকে কীর্তন গানের সুযোগ দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১৩৫৩ সালে (ইং ১৯৪৭ খ্রীঃ) মিনার্ভা থিয়েটারে যে সঙ্গীত-সম্মেলন হয় আমি সেইখানে প্রথম তাঁহার গান শুনি। তাঁহার শেষ গান শুনিয়াছি ১৩৬০ সালে বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে। এই তুইবারই তিনি প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে তাঁহার কণ্ঠের "উজোর হার উর পীত বসন ধর" গান আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই।

রাধামণের একটি পুত্র ছিল, তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তুইটি কন্যা বর্তমান আছেন। গত ১৩৬৩ সালের ১১ই চৈত্র এই সুগায়ক সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবধৌত দাস

বাঙ্গালায় এক সময় মঙ্গল-গানের খুব সমাদর ছিল। মঙ্গলচণ্ডীর গান, মনসামঙ্গল গান, ধর্মমঙ্গল গান এবং শিবের গান খুব পুরানো। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই এই সমস্ত গান জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দও মঙ্গলগান। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তো ঝুমুরের ধারায় রচিত মঙ্গলগানের পুঁথি। কৃষ্ণকীর্তন একেবারে যাহাকে বলে খাঁটী মঙ্গলকাব্য। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কবি। মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী আর একজন কবি মালাধর বসু, যাঁহার উপাধি ছিল গুণরাজ খান। কবির রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও কৃষ্ণমঙ্গল; গায়কেরা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পদ গান করিতেন। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণও রামমঙ্গল-গান। শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন। কৃষ্ণমঙ্গল গান করিতেন গায়কগণ। মাধবের উপাধি ছিল কবিবল্লভ। শ্রীমহাপ্রভুর তিরোধানের পর মহাপ্রভুর জীবন-কথা লইয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেন শ্রীবৃন্দাবন দাস। ইহার পরেই কবি লোচন দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। লোচনের নিবাস ছিল মঙ্গলকোটের সন্নিহিত কোগ্রাম। লোচন শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। এক সময় চৈতন্যমঙ্গল গানের বহুল প্রচলন ছিল। চৈতন্যমঙ্গলের সিদ্ধ গায়ক ছিলেন অবধৌত দাস। আমি বহুবার তাঁহার গান শুনিয়াছি। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথা বলিতেছি।

বীরভূম জেলায় কীর্নাহারের নিকট মধুডাঙ্গা গ্রাম। এই গ্রামে ১২৬৬ সালে অবধৌত দাসের আবির্ভাব। পিতার নাম নীলকমল দাস। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে কেহ বা চৈতন্যমঙ্গল গান করিতেন, কেহ বা মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। অবধৌত প্রথম যৌবনেই বীরভূমের কীর্তন ও মৃদঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্র ময়নাডাল গ্রামে গিয়া তদানীন্তন স্বনামধন্য মৃদঙ্গাচার্য শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মিত্রঠাকুরের নিকট মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিখ্যাত গায়ক রসিক দাসের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দলে কয়েক বৎসর এবং পরে রাধিকাপ্রসাদ সরকারের দলে কিছুদিন মৃদঙ্গ সঙ্গত করিয়া অবধৌত যখন একজন গণনীয় বাদকরূপে সুযশ অর্জন করিতেছেন, সেই সময় অকস্মাৎ তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। বয়স তখন ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। বহুবিধ চিকিৎসায় ফল না পাইয়া নিকটবর্তী জুবুটিয়া গ্রামে জম্পেশ্বর শিবের মন্দিরে গিয়া তিনি ধরনা দেন। জীবনের কোন আশা নাই মনে করিয়া আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া শিব-মন্দিরেই অবধৌত পড়িয়া রহিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় সপ্তম দিনের রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলেন, দেবাদিদেব মহাদেব কৃপা-পূর্বক সদয় হইয়া বলিতেছেন, "কোন ভয় নাই। তুমি রোগমুক্ত হইয়াছ। গৃহে গিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান শিক্ষা কর, শ্রীচৈতন্য-গুণগানই তোমার এই ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। এই গানই তোমার জীবিকার অবলম্বন হইবে এবং এই গানেই তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে।" শিববাক্য ব্যর্থ হয় নাই। প্রায় নিরক্ষর অবধৌত চৈতন্যমঙ্গল গানে খ্যাতি ও অর্থের সঙ্গে বহু গুণী জ্ঞানী ও ভক্তের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মহিমায় তাঁহার সাধনা সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার গান শুনিয়া একদিকে যেমন সেকালের বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক রসিক দাস, স্বনামধন্য গায়ক গণেশ দাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন, অন্য-দিকে ভগবদ্ভক্ত শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ, বাবাজী মহারাজের শিষ্য ত্রিভঙ্গ দাস বাবাজী, শ্রীখণ্ডের শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী, কীর্তনাচার্য শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর প্রভৃতিও তেমনই তাঁহার গানে প্রীত হইয়াছেন। প্রবাদ আছে, ময়নাডালে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে মহাপ্রভুর বিবাহোৎসব গানের সময় শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের উত্তরীয় সিক্ত হইয়াছিল। শ্রীধাম নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, কান্দরা প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থের সর্বত্রই তিনি সমাদৃত হইয়াছেন, ভক্তগণের কৃপা লাভ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিরাশি বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে ১৩৪৯ সালের গোষ্ঠাষ্টমীর মাত্র চারিদিন পূর্বে এই ভক্ত গায়ক নিত্যধামে গমন করেন। শ্রীগোপালপুরে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের প্রাঙ্গণে গান করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে একটি ক্ষ্যাপা কুকুর তাঁহাকে দংশন করে। এই দংশনজনিত জ্বর লইয়া গৃহে ফিরিয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। ইহার পর মাত্র তিনটি দিন তিনি ইহধামে ছিলেন। কিন্তু এই কয়দিন ক্ষণেকের তরেও তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয় নাই।

চোঙ্গাধারী বাবাজী ও ত্রিভঙ্গদাস

সেই যে ভিষকবর কবিরাজ গঙ্গাধর
শমন সভয়ে যাঁরে ছিল কৃতাঞ্জলি।
ভারতে সুখ্যাতি যাঁর চরকের টীকাকার
সে আমার সুখ-স্বপ্ন প্রিয়পুত্র বলি।

সে আজ বহুদিনের কথা। যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে গিয়াছিলাম। শুনিলাম মহাকবি মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু যশোহর-প্রশস্তি পাঠ করিতেছেন। তাহারই দুই ছত্র আজও মনে আছে, উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ধন্বন্তরীর দ্বিতীয় অবতার ঋষিকল্প কবিরাজ গঙ্গাধর যশোহর হইতে বহরমপুরে আসিয়া বাস করেন। ইহার কৃতী ছাত্রদিগের অন্যতম ছিলেন মুর্শিদাবাদ পারুলিয়ার বিখ্যাত কবিরাজ গয়ানাথ সেন। ইনি বীরভূম রামপুরহাটে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন। গয়ানাথের তিন পুত্র—কেদারনাথ, সীতানাথ ও রমানাথ। ন্যায়শাস্ত্র পাঠ না করিলে 'চরক' অধিগত হয় না। চক্রদত্ত-কৃত চরকের টীকা পাওয়া যায় না। চরকের গঙ্গাধর-কৃত টীকার নাম 'জল্প কল্পতরু'। জল্প কল্পতরু বুঝিবার জন্যই নব্যন্যায় অধ্যয়ন আবশ্যক। গয়ানাথের তিন পুত্রই বিদ্বান্ ছিলেন, তবে রমানাথের পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেও বিস্মিত করিত। রমানাথ এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চোঙ্গাধারী 'বাবাজীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণায়ামের প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ঘটায় রমানাথ মূর্ছারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রমানাথের নিকটেই বাবাজীর মহিমার কথা শুনিয়াছিলাম। বাবাজী মহারাজ শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আবির্ভাবভূমি একচক্রায় আসিয়া বাস করেন।

রমানাথ বলিতেন, বাবাজী মহোদয়ের পূর্বনিবাস শান্তিপুর, তিনি আচার্য অদ্বৈতের বংশধর। কেহ কেহ বলিতেন, রাজসাহী জেলার কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাবাজী টাকা-পয়সা স্পর্শ করিতেন না, এমন কি কোন ধাতুপাত্রও ব্যবহার করিতেন না। একটি বাঁশের চোঙ্গা সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তাই নাম হইয়াছিল চোঙ্গাধারী। ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান-পূর্বক পুষ্করিণীর যে ঘাটে সাধারণে স্নান করেন না, তিনি সেই পুষ্করিণীর আঘাটায় স্নান সারিয়া এক চোঙ্গা জল লইয়া আসিতেন। কোথাও ভিক্ষায় বাহির হইতেন না; কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেন না, অযাচিতভাবে যাহা পাওয়া যাইত তাহাই অভীষ্ট-দেবকে নিবেদনপূর্বক প্রসাদ পাইতেন। রন্ধন করিতেন মৃৎপাত্রে এবং সেই রান্না হইত সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে 'এক পাকে'। অতিথি অভ্যাগত এবং প্রার্থীকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। প্রসাদ যাঁহারা গ্রহণ করিতেন, বলিতেন সে এক অপূর্ব বস্তু, অনাস্বাদিত স্বাদু।

তিনি বিশ্বাস করিতেন, জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণ এই এক-চক্রায় আসিয়াছিলেন। একটি স্থানকে তিনি 'পাণ্ডবতলা' নামে অভিহিত করেন। পাণ্ডবতলায় একটি নিমগাছের তলায় তিনি শ্রীগিরিধারী মূর্তি পাইয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ এই গিরিধারীর সেবা এবং পূজা করিতেন। গিরিধারী প্রাপ্তির পূর্বে তাঁহার সেব্য কোন শালগ্রামাদির সংবাদ পাওয়া যায় না। প্রতিদিন বৈকালে তিনি গিরিধারী জীউকে একটি দোলায় রাখিয়া দোলাইতেন। কেহ কখনো তাঁহাকে কাহারো বাড়ি যাইতে দেখেন নাই। দিনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেলায় তিনি পাণ্ডবতলাতেই সাধন-ভজন করিতেন। সন্ধ্যার পর অদূরবর্তী গর্ভবাসের আশ্রম-কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইতেন, কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না। সারারাত্রি তাঁহার সাধন-ভজনেই অতিবাহিত হইত। তাঁহার বিগ্রহপূজার কিংবা সাধন-ভজনের কোন আড়ম্বর ছিল না। রমানাথ বলিয়াছিলেন, বাবাজী নাকি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের এক ভাগিনেয়ের বিবাহে বরযাত্রী গিয়াছিলেন। বাবাজীর বয়স কেহ অনুমান করিতে পারিতেন না। তিনি সুদীর্ঘজীবী ছিলেন। বরযাত্রী যাইবার প্রসঙ্গেই রাজসাহী জেলায় তাঁহার জন্মের কথা উঠে।

একচক্রার সীমানা পূর্বে বহুবিস্তৃত ছিল। মৌড়েশ্বর কোটাসুর প্রভৃতি স্থান পূর্বে একচক্রার নামেই পরিচিত হইত। একচক্রায় যমুনা নাম্নী অতি ক্ষুদ্র একটি নদী আছে। তাহার এক পার্শ্বে বীরচন্দ্রপুর, অপর পার্শ্বে গর্ভবাস। প্রবাদ আছে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ-পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর নামেই একচক্রার এই অংশ বীরচন্দ্রপুর নামে পরিচিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবভূমিই গর্ভবাস নামে অভিহিত। একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে নিত্যানন্দের সূতিকা-গাররূপে চিহ্নিত করা হইত। একটি প্রাচীন ইষ্টক স্তূপকে লোকে বলিত হাড়াই পণ্ডিতের বাসভবনের লুপ্তাবশেষ। চোঙ্গাধারী বাবাজী মহারাজের সময় এই সমস্ত স্থানের কোনরূপ সংস্কার সাধিত না হইলেও বাবাজী মহারাজের প্রভাবে ধীরে ধীরে এ দিকে বহুলোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

বীরভূম-বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্কলনের সময় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলাম বীরচন্দ্রপুরে বঙ্কিম রায় যুগলবিগ্রহ। বিশ্রাম-তলায় শ্রীরামকৃষ্ণ, কদম্বখণ্ডীতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ, গর্ভবাসে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ, বকুলতলায় শ্রীরাধাকান্ত ও গর্ভবাসের অদূরে চোঙ্গাধারী বাবাজীর আশ্রমে শ্রীগিরিধারী জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এক একজন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ভিক্ষার দ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই সমস্ত বিগ্রহের সেবা-পূজা নির্বাহ করিতেন। অবশ্য শ্রীবঙ্কিম রায় বিগ্রহের সেবা নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামীদের দ্বারা নির্বাহিত হইত। চোঙ্গাধারী বাবাজীর তিরোধান ঘটে ১৩২০ সনের ৩রা আষাঢ় শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে। বাবাজী মহারাজ কখনো কোন অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেন নাই। তথাপি বহু আর্ত আতুর, রোগগ্রস্ত, আত্মীয়-বিয়োগকাতর নরনারী তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন—রোগমুক্ত হইয়াছেন, শোকমুক্ত হইয়াছেন। বাবাজীর তিরোধানের চৌদ্দ বৎসর পর ত্রিভঙ্গদাস বাবাজী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একচক্রায় আসিয়া বাস করেন এবং মন্দিরাদির সংস্কার ও সেবা-পূজার পারিপাট্যবিধানে অগ্রসর হন ১৩৩৪ সালে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কীর্তিপুর গ্রাম। এই গ্রামে সৎশূদ্র বংশে ত্রিভঙ্গদাসের জন্ম। পিতার নাম ছবিলাল, মাতার নাম গরবিনী। বাল্যকাল হইতেই ত্রিভঙ্গের ভগবদ্‌ভক্তি এতই প্রবল ছিল যে মাঠে চাষের কাজ করিবার সময়ও একটি ক্ষুদ্র ভাণ্ডে রোপিত তুলসী বৃক্ষ লইয়া যাইতেন। তুলসীমূলে জল দিয়া পরে জল গ্রহণ করিতেন। প্রথমত ইনি ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের কৃপা লাভ করেন। মণ্ডল মহাশয় ত্রিভঙ্গকে কীর্তিপুর হইতে আনিয়া আপন গুরু-পরিবারে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই সময় ইনি কীর্তনীয়া দীনু দাসের নিকট কীর্তন শিক্ষা করিতেন। পরে তিনি পাঁচথুপির স্বনামধন্য বনওয়ারীলাল সিংহের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। বনওয়ারীলাল তাঁহাকে নিজ হরিবাসরে বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করেন। পাঁচথুপিতে থাকিবার সময় প্রসিদ্ধ কীর্তন-শিক্ষক কৃষ্ণদয়াল চন্দের (চান্দজীর) সুযোগ্য শিষ্য অদ্বৈত দাসের কাশিমবাজার কীর্তন চতুষ্পাঠীতে ত্রিভঙ্গদাস কীর্তনশিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মনোহরসাহী সুরের তিনি একজন সুদক্ষ গায়ক ছিলেন। শ্রীখণ্ডের উৎসবে পর পর কয়েক বৎসরই আমি তাঁহার 'রাস' গান শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। কীর্তনগানের স্বনামধন্য শিক্ষক শ্রীগৌর গুণানন্দ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঠাকুর ত্রিভঙ্গদাসের গানে দোহারি করিতেন। প্রসিদ্ধ সাধক আচার্য শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর ত্রিভঙ্গদাসের রাসগানের প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন।

সিংহজীর আজ্ঞাক্রমে পাঁচথুপি হইতে ত্রিভঙ্গদাস মাত্র চারি আনা পয়সা লইয়া পদব্রজে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন এবং মাসান্তে পায়ে হাটিয়াই পাঁচথুপি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সিংহজীর অনুমতি লইয়া শ্রীধাম নীলাচলে গিয়া ত্রিভঙ্গদাস শ্রীরাধারমণ চরণ দাসের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। বড় বাবাজী তাঁহাকে বেষাশ্রয় দিয়া নাম রাখেন বনওয়ারীদাস। কিন্তু সাধারণে তাঁহাকে ত্রিভঙ্গদাস বলিয়াই জানিত। পুরীধামে ঝাঁজপেটা মঠে রাধারমণের (বড় বাবাজীর) আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই আদেশে ত্রিভঙ্গ পাঁচথুপিতে ফিরিয়া আসেন।

স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ১৩৩৪ সালে ত্রিভঙ্গদাস একচক্রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরু হইল আশ্রমের পারিপাট্য-বিধান, সেবা-পরিচর্যার অনলস সাধনা। দেশ-বিদেশে ভিক্ষা করিতেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শ্রদ্ধার দান যেখানে যাহা-কিছু পাইতেন, একচক্রায় আনিয়া নিতাই-এর পাদমূলে সমর্পণ করিতেন। নিতাইগত প্রাণ ত্রিভঙ্গদাসের মধুর ব্যবহারে একচক্রা তীর্থে সমাগত যাত্রিগণও পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-জগতের প্রতিভূ ছিলেন ত্রিভঙ্গদাস। বাঙ্গালার কীর্তনীয়াগণও সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। মহারাস-নৃত্যের পর রসালসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলকে কুসুমশয্যায় সুখ-শয়নে নিদ্রার ক্রোড়ে সমর্পণপূর্বক ত্রিভঙ্গদাস যখন গাহিতেন—"ধীরে ধীরে কও গো কথা রাই যেন জাগে না"—শ্রোতৃ-বৃন্দ সুরমাধুর্যে অনাস্বাদিত ভাবাবেশে যেন এক অদৃষ্ট কল্পলোকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেন। এই গান যিনি বারেক শুনিয়াছেন, তিনি আমরণ স্মরণে রাখিবেন।

বাঙ্গালার নানা গ্রামে, বাঙ্গালার বাহিরে কত স্থানেই না তাঁহাকে দেখিয়াছি। একবারের কথা মনে আছে। পাটনায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সোদরপ্রতিম সুহৃৎ ডঃ শ্রীমান্ শম্ভুশরণ চৌধুরীর বাড়িতে তাঁহাকে পাইয়া আমরা কত আনন্দিত হইয়াছিলাম। শম্ভুশরণের ধর্মপ্রাণা সহধর্মিণী তাঁহাকে অকপট ভক্তিতে সমাদর করিতেন। একদিন তাঁহাকে লইয়া মনীষী প্রফুল্লরঞ্জনের (পি. আর. দাশের) আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দাশ মহাশয় তাঁহাকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। মনে হইল আমি যেন ত্রিভঙ্গদাসের সঙ্গগুণে দাশ মহাশয়ের নিকট নূতন ভাবে পরিচিত হইলাম।

১৩৩৬ সাল হইতেই ভিক্ষালব্ধ অর্থে একচক্রায় শ্রীপাদ নিত্যানন্দের শুভ আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে ত্রিভঙ্গদাস নবরাত্রব্যাপী অখণ্ড শ্রীহরিনাম-কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে নয় দিন তিনি সমাগত ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকল নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। নয় দিন ধরিয়া একচক্রায় আনন্দের প্লাবন বহিয়া যাইত। একাধিক্রমে ষোল বৎসর ধরিয়া তিনি সমানভাবে এই উৎসব পরিনির্বাহ করেন। ১৩৫১ সালের ১৪ই মাঘ এই উৎসবের সমাপ্তি হইয়াছে। সমাপ্তিদিনে উৎসব-অঙ্গনেই তিনি চিরপ্রস্থান করেন।

নন্দকিশোর দাস

মুর্শিদাবাদ জেলায় দোপুখুরিয়া-বাজার গ্রাম। এই গ্রামে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব-পরিবারে ১৩১৭ সালে ১২ই অগ্রহায়ণ নন্দকিশোর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাধাকৃষ্ণ দাস একজন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক। বহু ছাত্র ইঁহার নিকট মৃদঙ্গ শিক্ষা করিয়া খ্যাতিমান হইয়াছেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে মধ্য ইংরাজী পর্যন্ত অধ্যয়নপূর্বক নন্দকিশোর শক্তিপুরের রামচাঁদ দত্তের নিকট কিছুদিন হরিনামামৃত ব্যাকরণ পাঠ করেন। পঠদ্দশাতেই পিতার নিকট এবং কীর্তনের আসরে গান শুনিয়া তিনি 'গোষ্ঠ' ও 'দান' গান শিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বিখ্যাত কীর্তনীয়া অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দকিশোরের কণ্ঠমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া গোষ্ঠ ও দানের এক একটি পদ শুনিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহাকে আপন দলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষোল বৎসরকাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে নন্দকিশোর দোহারি করেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রিয় ছাত্র মৃদঙ্গবাদক বিষ্ণু দাসের নিকট নন্দকিশোর বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

শক্তিপুরের নিকট গৌরীপুরে গুরুদেব শ্রীললিতমোহন গোস্বামীর শ্রীপাটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গনে ষোল বৎসরের বালক নন্দকিশোর প্রথম কীর্তনগান করেন ১৩৩৩ সালে। নন্দকিশোরের বয়স যখন সাতাশ বৎসর, তিনি দল লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে গান করিতে গেলেন প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর বাড়িতে। নবদ্বীপে এই তাঁহার প্রথম গান।

প্রথম দিনের গানেই তখনকার দিনের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ববেত্তা প্রাণগোপাল অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া নন্দকিশোরকে 'লীলাগীতিসুধাকর' উপাধি দান করিলেন। সেই দিন হইতে নবদ্বীপে তাঁহার বাঁধা আসর হইয়া গেল। প্রভু-পাদের বাড়িতে এবং ধুলোট-মহোৎসবে গিয়া তিনি নবদ্বীপে বেশ কয়েক দিন লীলাকীর্তন পরিবেশনপূর্বক আপামর সাধারণকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভুবনেশ্বর সাধু-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ-বাড়িতে নন্দ-কিশোরের গান শুনিয়া দেশবিদেশের বহু লোক পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

নন্দকিশোর এখন বাঙ্গালার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গান করিতে গিয়া তিনি বহু বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিয়াছেন। দিল্লী শহরেও গানে তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রায় সর্বত্রই নন্দকিশোর পরিচিত। সুমিষ্ট কণ্ঠ, পরিবেশনের পারিপাট্য, তালমানে সাবলীল অধিকার, পদাবলীর উচ্চারণ-মাধুর্য এবং রসবোধ তাঁহাকে কীর্তনীয়া-মহলে উচ্চ স্থান দিয়াছে। আমরা এই জনপ্রিয় গায়কের নিরাময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরথীন ঘোষ

বিখ্যাত কীর্তনগায়ক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ যেন কীর্তন গাহিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পিতা স্বর্গগত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আকস্মিকভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। একজন লোক এই অষ্টধাতু-নির্মিত বিগ্রহ দুইটি বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। তিনি মূর্তি দুইটি কিনিয়া পত্নী শ্রীমতী বীণাপাণির হাতে দেন। বীণাপাণি মূর্তিযুগলের পাদপদ্মে চন্দনের প্রলেপ দেখিয়া বুঝিতে পারেন ইহা কাহারো পূজিত বিগ্রহ। স্বামীকে সে-কথা জানাইলে বীরেন্দ্রনাথ মূর্তি দুইটি স্বগৃহে প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন—নামকরণ করেন শ্রীরাধারমণ। বীরেন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু রথীন্দ্র-জননী বীণাপাণির নিষ্ঠায় ভক্তিতে আদরে যত্নে বিগ্রহযুগল আজিও পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। রথীন্দ্রনাথ এই পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৩২৮ সালের ১৫ই আশ্বিন মহালয়ার পুণ্যদিনে। এই বাতাবরণেই রথীন্দ্রনাথ লালিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালায় বার মাসে তের পার্বণ। বিভিন্ন পর্বদিনে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে লীলাকীর্তন হইত। রথীন্দ্রনাথ আগ্রহভরে তাহা শুনিতেন। মন্তাবাবুর গান শুনিয়া শুনিয়া নয়-দশ বৎসরের বালক পিতৃপ্রদত্ত একটি ছোট হারমোনিয়ামে তাহা অভ্যাস করিতেন। মন্তাবাবু (গ্রামোফোন-খ্যাত এম. এন. ঘোষ) তাঁহার দিদিকে গান শিক্ষা দিতে আসিতেন। বালকের গান শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। বালকের গানে হাতেখড়ি হইল মন্তাবাবুর নিকট। বীরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে কনিষ্ঠ রথীন্দ্রের মন্তাবাবুর নিকট গান শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চৌদ্দপনের বৎসর বয়সের রথীন্দ্রনাথ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নিকট শিখিতে লাগিলেন খেয়াল ঠুংরী টপ্পা। সেইসঙ্গে ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাকে তবলাও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ভট্টাচার্য রথীনকে তবলা ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাখোয়াজ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার তবলা-শিক্ষা সমাপ্ত হয় বিখ্যাত তবলাবাদক ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁর নিকট। রথীনের বয়স সে সময় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে অনেকের মত বীরেন্দ্রনাথও সপরিবারে কলিকাতা ছাড়িয়া যান এবং নবদ্বীপধামে গিয়া বাস করেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ গায়ক (শিবা) পশুপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র একই কারণে নবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রথীন্দ্র এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশ্র রথীনকে প্রায় বৎসর-কাল ধরিয়া গান শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই মধুপুরে রথীনের পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনের পর রথীন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জিলিঙ চলিয়া যান।

দার্জিলিঙে গিয়া দিন যেন কাটিতে চাহে না। কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে স্থির হইল কলিকাতা হইতে দুই-একজন গায়ককে আনিতে পারিলে দিন কাটাইবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। রথীনকে এখন তবলা বাজাইবার নেশায় ধরিয়াছে। পিতৃশোক ভুলিবার জন্য তিনি এই একটা নেশাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গতের সঙ্গে সঙ্গীতে লয় রাখিতে পারে, দার্জিলিঙে সে-সময় তেমন গায়ক কেহ ছিলেন না। বন্ধুরা চাঁদা তুলিয়া (শিবা) পশুপতির কনিষ্ঠ পুত্র বিষ্ণু মিশ্র, শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী ও ওস্তাদ মোস্তাক আলি খাঁকে দার্জিলিঙে উপস্থিত করিলেন। পালা করিয়া এক-একদিন এক-একজনের বাড়িতে সঙ্গীতের বৈঠক বসিতে লাগিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতুষ্পুত্রী মায়া বসু এই বৈঠকের নিয়মিত শ্রোত্রী ছিলেন। একদিন হ্যাভলক ভিলায় তাঁহার বাড়িতে বৈঠক। তিনি বলিলেন, দেখ রোজ রোজ এসব গান ভাল লাগে না। তোমরা কেউ কীর্তন গাহিতে জান? রথীন বলিলেন—আমি জানি। রথীন গাহিলেন চুটকী তালের পদাবলী রেকর্ড শুনিয়া শেখা—কৃষ্ণচন্দ্র দে, পান্না কীর্তনওয়ালী প্রভৃতির সুরের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গান। সেই হইল রথীন্দ্রনাথের কীর্তনগানের বর্ণপরিচয়। দুই-এক দিন পরে মায়া বসুর অনুরোধে কীর্তনের মূল গায়কদের মত তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াও গান করেন। অতঃপর পিতার পরলোকগমনের বৎসরান্তে সপিণ্ডকরণ উপলক্ষে কীর্তনীয়া শ্রীরেণুপদ অধিকারীকে রথীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ লইয়া যান। রেণুপদ তিন দিন মাত্র ছিলেন। এই তিন দিনেই তাঁহার নিকট রথীন্দ্রনাথ নৌকাবিলাস ও মাথুর পালা শিক্ষা করেন। দার্জিলিঙে তিনি বহু বৈঠকে এই দুইটি পালাগান করিয়াছিলেন।

কলিকাতা ফিরিয়া রেণুপদ অধিকারীর নিকট কীর্তন ও সুখেন্দু গোস্বামীর নিকট মার্গসঙ্গীত শিক্ষা চলিতে লাগিল। তারপরে একদিন আসিল শুভ সুযোগ। ১৩৫৮ সালে রাঢ়ের স্বনামধন্য কীর্তনগায়ক শ্রীনন্দকিশোর দাশ লীলাগীতিসুধাকর কলিকাতায় কীর্তন গাহিতে আসিলেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর পুত্র যদুগোপালের জামাতা রথীন্দ্রনাথের ময়দা-কলের সরকারী পরিদর্শক শ্রীসুধাকর সরখেল রথীনকে বলিলেন, চলুন,—নন্দকিশোরের কীর্তন শুনিয়া আসি। রথীন্দ্রনাথ তখনও নন্দকিশোরের নাম পর্যন্ত জানিতেন না। সরখেলের নির্বন্ধাতিশয্যে রথীন্দ্রনাথ নন্দকিশোরের গান শুনিলেন। শুনিয়াই বুঝিলেন এই গানের ধারা পৃথক্। ইহা বাঙ্গালার এক অপূর্ব সম্পদ্। ইহা তাঁহার শেখা চটুল গান নহে। পর পর দুই দিন গান শুনিয়া তিনি নন্দকিশোরকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিবার প্রতিশ্রুতিতে নিজ বাড়িতে দুই দিন গানের আমন্ত্রণ জানাইলেন। ইহার পর আরও তিন-চার দিন নন্দকিশোরের গান শুনিয়া তাঁহাকে তিনি কীর্তন-শিক্ষার গুরুপদে বরণ করেন। নন্দকিশোরের নিকট কয়েকটি পালাগান শিখিয়া তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, আর কাহার নিকট কীর্তনগান শিক্ষা করা যায়। শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীগৌরগোপাল ভাগবতভূষণ হাওড়ায় আসিয়া বাস করিলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রথীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট কয়েকটি গান শিক্ষা করেন। পরে বিখ্যাত কীর্তনীয়া রাম ও হৃষী দুই ভাইয়ের মধ্যে হৃষীর নিকট এবং বড় মূল গায়েন রসিক দাসের পুত্র রাধাশ্যামের নিকট দু-চারিটি গান শিখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন ধরিয়া রথীনকে নিয়মিত কীর্তন শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্বধামগত কীর্তনীয়া যামিনীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নিকটও তিনি দুই-চারিটি পদ শিখিয়াছেন। সুবিখ্যাত কীর্তনগায়ক নিত্যধামগত অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র কীর্তনীয়া শ্রীপঞ্চানন দাসকে তিনি নিজ বাড়িতে রাখিয়া প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া কীর্তনের বহু পদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কীর্তন শিখিতে গিয়া রথীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন বাঙ্গালার কীর্তনীয়াগণ কর্মসিদ্ধ। তাঁহারা গুরুমুখে গান শিখিয়াছেন, গান পরিবেশনের সময় বুঝিতে পারেন না, কি অপূর্ব রসাবেশে শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করে তাঁহাদের গান। কিন্তু স্বরগ্রামের অভ্যাস না থাকায় বিশুদ্ধ স্বরালাপ হইতে তাঁহারা যেন মাঝে মাঝে স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। অথচ পদাবলীর অনেক পদের উপর রাগ ও তাল লেখা আছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে তানসেনের সঙ্গীতগুরু শ্রীল হরিদাস স্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত লীলাগান কখনও বেসুরো বেতালা হইতে পারে না। বহু কীর্তন-গায়ক তালের দিকে দক্ষতার পরিচয় দেন, কিন্তু গান গাহিবার সময় পর্দা ঠিক রাখিতে পারেন না। এইজন্য রথীন্দ্রনাথ কীর্তন লইয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি চেষ্টা করিতেছেন, প্রভাতের গান খণ্ডিতা, কুঞ্জভঙ্গ, গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি গান তিনি প্রভাতের উপযোগী সুরেই গাহিবেন। উত্তর-গোষ্ঠ বৈকালিক সুরেই গাহিতে হইবে। অবশ্য রাত্রিকালের গানে সকল সময় সময়োচিত সুর সংযোগ করা যায় না এবং তাহাতে দোষ হয় না। কারণ সঙ্গীতশাস্ত্র বলিতেছেন, "রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞায়াং কালদোষো ন বিদ্যতে"। আমরা আশা করি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই নিরলস সাধনায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। সুমিষ্ট কণ্ঠ, বিশুদ্ধ সুর-তালের দিকে সতর্ক দৃষ্টি, পদাবলীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায় ও লীলাগানের রসপর্যায় অনুসরণে নিষ্ঠা, সেই সঙ্গে আখরের পারিপাট্য রথীন্দ্রনাথকে স্বনামপ্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে শতায়ু দান করুন।

কয়েকটি ছায়াচিত্রেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে বৃন্দাবনলীলা, নিত্যানন্দ প্রভু, নৃত্যেরি তালে তালে, মিস্টার ও মিসেস চৌধুরী, নদের নিমাই, শেষ চিহ্ন, রাধাকৃষ্ণ, রূপ সনাতন, মহাতীর্থ কালিঘাট প্রভৃতির নাম করিতে পারি। রথীন্দ্রনাথ একজন বিখ্যাত রেডিও-গায়ক। প্রাচীন সঙ্গীত, শ্যামা-সঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত প্রভৃতির সুরকার ও গায়করূপেও তাঁহার সুনাম আছে। তিনি কীর্তনগান গাহিতে গিয়া নানা স্থান হইতে বহু উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিশিষ্ট

(১)

পঞ্চতত্ত্ব

ভক্ত রূপ শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্ত স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত। ভক্ত শ্রীশ্রীবাস ও ভক্ত শক্তি শ্রীগদাধর।

ছয় গোস্বামী

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস; অপর দুই গোস্বামী শ্রীভূগর্ভ ও শ্রীলোকনাথ।

ছয় চক্রবর্ত্তী

শ্রীব্যাস, শ্রীদাম, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামদাস, শ্রীগোবিন্দ (ভাবক চক্রবর্ত্তী) ও শ্রীরামচরণ।

অষ্ট কবিরাজ

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকর্ণপুর, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীভগবান্, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীগোপীরমণ ও শ্রীগোকুল।

অষ্ট প্রধান মোহান্ত

শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীগোবিন্দানন্দ, শ্রীবসু রামানন্দ, শ্রীসেন শিবানন্দ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ (মতান্তরে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত) ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ।

দ্বাদশ গোপাল

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীকমলাকর পিপলাই, শ্রীকালা কৃষ্ণদাস, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, শ্রীনাগর পুরুষোত্তম, শ্রীপুরুষোত্তম দাস, শ্রীমহেশ পণ্ডিত, শ্রীশ্রীধর (খোলাবেচা) ও শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর।

দ্বাদশ উপগোপাল

শ্রীহলায়ুধ ঠাকুর (রামচন্দ্রপুর), শ্রীরুদ্র পণ্ডিত (বল্লভপুর), শ্রীমুকুন্দানন্দ (নবদ্বীপ), শ্রীকাশীশ্বর (বল্লভপুর), শ্রীওঝা বনমালী (কুল্যাপাড়া) শ্রীমন্ত ঠাকুর (রুকুনপুর), শ্রীমুরারি মাইতি (বংশীটোটা), শ্রীগঙ্গাদাস (নৈহাটী), শ্রীগোপাল ঠাকুর (গৌরাঙ্গপুর), শ্রীশিবাই (বেলুন), শ্রীনন্দাই (শালিগ্রাম), শ্রীবিষ্ণাই (ঝামটপুর)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চৌষট্টি মোহান্ত

শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রধান

রত্নগর্ভ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, ভূগর্ভ ঠাকুর, রাঘব গোস্বামী দামোদর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর।

শ্রীরায় রামানন্দ প্রধান

মাধব সঞ্জয়, নীলাম্বর ঠাকুর, রামচন্দ্র দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নন্দন আচার্য, শঙ্কর ঠাকুর, সুদর্শন ঠাকুর ও সুবুদ্ধি মিশ্র।

শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুর প্রধান

শ্রীমান্ পণ্ডিত, ঠাকুর জগন্নাথ দাস, জগদীশ ঠাকুর, সদাশিব ঠাকুর, রায় মুকুন্দ, মুকুন্দানন্দ, পুরন্দর আচার্য ও নারায়ণ বাচস্পতি।

শ্রীবসু রামানন্দ প্রধান

পরমানন্দ ঠাকুর, বল্লভ ঠাকুর, জগদীশ ঠাকুর, বনমালী দাস, শ্রীকর পণ্ডিত, শ্রীনিধি পণ্ডিত, লক্ষ্মণ আচার্য ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

শ্রীসেন শিবানন্দ প্রধান

মকরধ্বজ দত্ত, রঘুনাথ দত্ত, মধু পণ্ডিত, বিষ্ণুদাস আচার্য, পুরন্দর মিশ্র, গোবিন্দ ঠাকুর, পরমানন্দ গুপ্ত ও বলরাম দাস।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ প্রধান

কাশী মিশ্র, শিখি মাহিতি, শ্রীরাম পণ্ডিত, বড় হরিদাস[১], কবিচন্দ্র, হিরণ্যগর্ভ, জগন্নাথ সেন ও দ্বিজ পীতাম্বর।

শ্রীমাধব ঘোষ প্রধান[২]

মকরধ্বজ সেন, বিদ্যাবাচস্পতি, গোবিন্দ ঠাকুর, মহেশ ঠাকুর, শ্রীকান্ত, মাধব পণ্ডিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও বলভদ্র ভট্টাচার্য।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রধান

রাঘব পণ্ডিত, মুরারি চৈতন্য দাস, মকরধ্বজ পণ্ডিত, কংসারি সেন, শ্রীজীব পণ্ডিত, মুকুন্দ কবিরাজ, ছোট হরিদাস ও কবিচন্দ্র গুপ্ত।

---

১ কোন কোন মতে বড় হরিদাস (ব্রহ্ম হরিদাসের) পরিবর্তে রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাসের নাম উল্লিখিত হয়।

২ মতান্তরে মাধব ঘোষের পরিবর্তে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উল্লেখ দেখিতে পাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(২)

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে' বইএর 'রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী' (পৃঃ ৩৩-৩৪) হইতে উদ্ধৃত :—

২। শিবনাথ সাহা—এঁর বাড়ি ঠাকুর জমিদারীর কমলাপুর গ্রামে বিখ্যাত গঞ্জ জানিপুরের (খোক্‌সা ষ্টেসন নদীয়া) পুর্বে গোরাই নদীর তীরে। এক কালে মনোহরসাহী কীর্তনগানে ইনি ঐ অঞ্চল মাতিয়ে তুলেছিলেন। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ জানিপুর মহাল পরিদর্শনে গেলে স্থানীয় জনসাধারণ মহাসমারোহে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। ঐ সভায় প্রশস্তিপাঠ, বক্তৃতাদি ছাড়াও 'শিবুসা'র কীর্তন হয়। তখনই রবীন্দ্রনাথ শিবুসার কীর্তনে আকৃষ্ট হন। সে সময় বামাচরণ বসু ঠাকুর এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত পরম বৈষ্ণব ও বিচক্ষণ ম্যানেজার। ঐ দিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথ বামাচরণ বাবু ও শিবুসার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও ভক্তিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। জানিপুরে গেলেই রবীন্দ্রনাথ শিবুসাকে ডেকে আনিয়ে কীর্তন শুনতেন। শিলাইদহ কাছারিতে প্রতি বৎসর পুণ্যাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে শিবুসার কীর্তনগান হত। রবীন্দ্রনাথ এঁকে বিনা নজরে অনেক জমি বন্দোবস্ত দেন। শিবুসার কীর্তন সে সময়ে হিন্দুদের যাবতীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে দেশময় কীর্তনানন্দ বিতরণ করে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ সদলবলে শিবু সাহাকে কলকাতা ঠাকুরভবনে নিয়ে আসেন। গগনেন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের সকলেই শিবু সার কীর্তনগানে মুগ্ধ হন। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে শিবু সাহা বহুবার কীর্তনগান করেন। তার পরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর গৃহে, আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহে, নাটোর ও পাইক-পাড়া রাজবাড়িতে কীর্তন গেয়ে শিবু সাহা কলিকাতাবাসী অভিজাতবর্গকে মুগ্ধ করেন। সমস্ত বঙ্গদেশে এঁর খ্যাতি রটে যায়। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন দশবারো বছর পুর্বেকার আনন্দবাজার পত্রিকায় (পুজা সংখ্যা) 'কলিকাতায় কীর্তনের আদর' নামে এক প্রবন্ধে এঁর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'মুক্তাচুরি' গ্রন্থেও এঁর উল্লেখ আছে। এমন একদিন ছিল যেদিন অপুর্ব কীতনানন্দে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হত। এঁর ফুলমালা-শোভিত সুঠাম দেহে কীর্তনানন্দের যে সুমধুর অভিব্যক্তি প্রকাশিত হত, তা এখনও আমাদের কানের ও চোখের ভিতর দিয়ে রসপ্রবাহের সৃষ্টি করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রসঙ্গত কৌতূহলী-পাঠকের কাছে আর একজন মরমীয়া সাধকের প্রসঙ্গ নিবেদন করি।

১০। অধরচাঁদ সন্ন্যাসী—ইনি প্রথমে ছিলেন বৈষ্ণব। পরে হয়ে যান সহজিয়াভাবের ভাবুক। এঁর গৃহস্থাশ্রমের নাম সতীশচন্দ্র সরকার। বিভিন্ন মত নিয়ে ইনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে বহুবার তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন। "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়"—রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কবিতায় এঁর ধর্মবিশ্বাস এক নূতন খাতে বইতে থাকে। ইনি পল্লীতে ও কলকাতাতেও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে কীর্তন শিক্ষার নানা আয়োজন করেন। 'রসরাজ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও ইনি বহুদিন পরিচালনা করেন। ইনি বহু দেশ পর্যটন করে ধর্মমত সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। শেষে এঁর ধর্মমতের কোন স্থিরতা ছিল না। আশ্রম চালাবার জন্য অর্থভিক্ষায় ইনি বাংলার নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান। এঁর শেষ জীবনের কোন সংবাদই আমাদের জানা নেই।

যৌবনে শিলাইদহে বাসকালীন ঐরকমের আরও বহু বৈষ্ণব, ফকির, বাউলদের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। কবির 'বোষ্টমী' গল্প (গল্পগুচ্ছ ২য় খণ্ড) সেই কথারই প্রমাণ। 'বোষ্টমী' সত্যকাহিনী।

—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

(৩)

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী

ইঁহার পিতৃদত্ত নাম পুরণচন্দ্র ব্রজবাসী। জন্ম ১৯২৫ সংবতে বৃন্দাবন-ধামে। পিতা প্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী। ৭ বৎসর বয়সে ইনি পিতার নিকট খোল-বাজনা শিক্ষা আরম্ভ করেন। কৈশোরে একদিন প্রভু জগদ্বন্ধু ইঁহার কাঁধে খোল তুলিয়া দিয়াছিলেন। পরে পণ্ডিত বাবাজীর নিকট ইনি গরাণহাটি ও মনোহরসাহী কীর্তন অভ্যাস করেন। প্রেমানন্দ গোস্বামী ইঁহার দীক্ষাগুরু। ১৩২০ সালে ইনি কলিকাতায় আগমন করিলে ইঁহার গীত-বাদ্যে মুগ্ধ হইয়া রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত সমাজে কীর্তনের প্রবর্তন করেন। ইনি ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে প্রতিষ্ঠিত কীর্তন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণা দেবী ব্রজবাসীর নিকট কীর্তন শিখিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৪)

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র

[পিতা ৺দীননাথ মিত্র। জন্ম : ১১ মাঘ, ১২৮৭
প্রয়াণ : দেবী পক্ষ ব্রাহ্মমুহূর্ত ২৩ আশ্বিন ১৩৬৮]

খগেন্দ্রনাথের কর্মময় জীবনের পরিচয় কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে নিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর কর্মের ক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। বৃত্তি হিসাবে তিনি অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী তিনি অধ্যাপনা করেছেন, কিন্তু নিছক অধ্যাপনার গণ্ডীর মধ্যে তিনি নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখেন নি, নিজের কর্মক্ষমতাকে তিনি প্রসারিত করেছিলেন বৃহত্তর জগতে। যেখানেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সেখানেই তিনি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যশোহর জেলার ধুলগ্রামে বিখ্যাত মিত্র-বংশে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে খগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। নড়াইলের নর্ম্যাল স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষায় দর্শন-শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার পর সুরু হয় তাঁর অধ্যাপক জীবন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে রাজসাহী ও তার পরে কৃষ্ণনগর কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পর তিনি ১৯০৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেন এবং সেখানে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সময়ে তিনি বহু গুণী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, সংগঠনে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। নীলাম্বরী, কানের দুল, বিবি বউ, মুদ্রাদোষ, সারি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করে তিনি অচিরেই সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লেখা গল্প 'প্রেমের ঠাকুর' সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের পর ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। তার সংগঠন-ক্ষমতায় ইনষ্টিটিউট উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। এইজন্য তিনি বাংলার তদানীন্তন গবর্নর লর্ড কারমাইকেলের সংস্পর্শে আসেন। লর্ড

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারমাইকেল তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ প্রীত হন এবং তাঁকে তাঁর প্রচেষ্টায় সাহায্য করেন। ইনষ্টিটিউটের সকল সদস্যই খগেন্দ্রনাথকে শুধু যে শ্রদ্ধা করতেন তা নয়, তাঁকে ভালবাসতেন। এই সময়ের বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে নাম করা যায় ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির।

ইনিষ্টিটিউটের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার সময় বাংলার গভর্নর লর্ড রোন্যাল্ডশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়ের ফলে পরে লর্ড রোন্যাল্ডশে তাঁকে সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় বিধান পরিষদে এবং পরে কাউন্সিল অফ ষ্টেটে সদস্যরূপে মনোনীত করেন।

তাঁর সংগঠনক্ষমতার আর একটি নিদর্শন 'রাণী ভবানী' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে উত্তর কলিকাতায় তিনি এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় এটি একটি বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ব্যতীত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এর কারণ ছিল একাধিক। তিনি সুবক্তা ছিলেন, সুগায়ক ছিলেন, তাঁর রুচিবোধ ছিল তীক্ষ্ণ, তিনি সকলকে প্রেরণা দিতেন এবং সর্বোপরি ছিল তাঁর অমিত সৌজন্য ও অমায়িকতা। তাঁর সংস্পর্শে যে কেউ একবার আসত, তাঁর কাছে তাকে আসতে হত আবার। তাঁর ব্যবহার নম্র ও মধুর হলেও তিনি প্রয়োজন হলে বজ্রাদপি কঠোরও হতে পারতেন। ব্যক্তিত্ববোধ ছিল তাঁর অসামান্য। কোন কারণেই তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করেন নি।

সরকারী চাকুরীর শেষ চার বছর তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিদ্যালয়ের পরিদর্শক হিসাবে কাজ করেন এবং ১৯৩২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

সেই বছরই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভূত উন্নতি করেন। তাঁর অধীনে গবেষণা করে বহু ছাত্র ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর একটি ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁর মনীষার স্বীকৃতি হিসাবে অবসরগ্রহণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'এমেরিটাস অধ্যাপক' করে তাঁকে সম্মানিত করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক শুধু তাঁর অধ্যাপনার কালেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বহুদিন যাবৎ সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করে গেছেন। এখানকার সভায় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত অধিকাংশ স্থলেই গৃহীত হত। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে তিনি কেম্ব্রিজে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন ও কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত ভাষা-বিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালের শেষে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Comparative Religionএর উপর ষ্টিফানোস নির্মলেন্দু বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতামালা বিভিন্ন ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচায়ক। এগুলি Dynamics of Faith নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫১ সনে মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেনেট-কর্তৃক পর্ষতের সভ্য নির্বাচিত হন এবং পর্ষতের সভ্যগণ-কর্তৃক প্রথম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি অসংখ্য সাহিত্যসভার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি একাধিকবার সভাপতিত্ব করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি সম্পাদক ও সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান 'রবিবাসরে'র তিনি সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন আমরণ। খগেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট পরিচয় তাঁর বৈষ্ণবসাহিত্যে জ্ঞান ও অনুরাগ এবং কীর্তনসঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি। বস্তুত বাংলাদেশে শিক্ষিত এমন লোক খুব কম আছেন যাঁরা খগেন্দ্রনাথের এই পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ। আজীবন তিনি এই দুটি জিনিষের চর্চা করেছেন।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর সহযোগিতায় খগেন্দ্রনাথ 'পদামৃতমাধুরী' নামে খ্যাত বৈষ্ণব-পদাবলীর যে সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন বৈষ্ণবসাহিত্যে তা মূল্যবান বলেই বিবেচিত হয়েছে। 'বৈষ্ণব-রসসাহিত্য' নামক সমালোচনাগ্রন্থ এবং বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' পুস্তক-মালার অন্তর্ভুক্ত খগেন্দ্রনাথের লিখিত 'কীর্তন' নামক পুস্তক আছে।

(৫)

বহু কীর্তনীয়ার নাম জানি। কাটোয়ার নিকট মেরেলা কোঙার পুরের হারাধন সূত্রধর। মান করের (বর্ধমান) নন্দ দাস। বীরভূম তাঁতিপাড়ার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নন্দ দাস ও নিতাই দাস। দক্ষিণ খণ্ডের বনওয়ারী দাস। লাহার পাড়ার বিষ্ণুদাস। ইহাদের কোন পরিচয় পাই নাই। বনওয়ারী দাসের ও বিষ্ণুদাসের গান শুনিয়াছি। সুগায়ক ছিলেন। হারাধন সূত্রধর সেকালের বহু বিখ্যাত কীর্তনীয়া। গঙ্গা নাপিত, কালহৃদয়, জামাই হৃদয়, কানা গৌর দাস, নকুড় দাস, ইহাদের বাস গ্রামের নামও জানিনা। বীরভূম মুলুকের মহানন্দ দাস একজন বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন। আখুরে হরিদাস ও তাহার পুত্র গোপাল দাস দুইজনেরই গান শুনিয়াছি। পরিচয় বিশেষ জানিনা।

(৬)

কীর্তনীয়া প্রেমদাস। পিতা নিতাই দাস। বাড়ী ছিল সিজ গ্রামে। নিতাই মালিহাটিতে বিবাহ করিয়া সেখানেই বাস করেন। ১২৫০ সালের ফাল্গুন মাসে প্রেমদাসের জন্ম হয়। ভেকাশ্রিত বৈষ্ণব। ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি নিত্যধামে প্রস্থান করেন। সুধাস্রাবী কণ্ঠ ছিল প্রেমদাসের। সুবিখ্যাত কীর্তনীয়া। বর্ধমান অষ্টম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে প্রথম তাঁহার গান শুনি। পরে বহুবার তাঁহার কীর্তন গান শুনিয়াছি।

(৭)

কীর্তনীয়া শ্রীসুরেন্দ্রনাথ আচার্য। পিতার নাম প্রিয়নাথ আচার্য, মুর্শিদাবাদ জিলায় বরোয়াঁ গ্রামে নিবাস। সন ১২৭৮ সালে ১২ অগ্রহায়ণ পিত্রালয়েই ভূমিষ্ঠ হন। পিতার নিকট এবং শ্রীবিশ্বম্ভর মোহান্ত নামক একজন কীর্তনাচার্যের নিকট গান শিক্ষা করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং বীরভূমের বহুগ্রামে তাঁহার কীর্তন শুনিয়াছি। কণ্ঠস্বর ছিল উচ্চ, তীব্র অথচ সুরেলা। সুগায়ক বলিয়া সুনাম ছিল। সন ১৩৪৫ সালের ১৯শে চৈত্র তিনি নিত্যধামে গমন করেন। এই বংশে গোপীরমন আচার্য একজন কীর্তনীয়া ছিলেন। ইঁহারা গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণ। সুরেন আচার্যের চিত্র প্রকাশিত হইল।

(৮)

কীর্তনীয়া রাধাশ্যামদাস। বড় মূল গায়ক রসিক দাসের পুত্র। জন্ম সন ১২৮৮ সালের ৩০শে আশ্বিন। পিতার যোগ্য পুত্র। সুগায়ক ছিলেন। বহুবার তাঁহার কীর্তন শুনিয়াছি নানা স্থানে। রাধাশ্যাম ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, স্বর্ণকারের কাজ এবং রাজমিস্ত্রীর কাজ ভালই জানিতেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খোল, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, তবলা আদি বাজনায় সুদক্ষ ছিলেন। ভাল রকম ধ্রুপদ ও খেয়াল গান জানিতেন। এই প্রতিভাধর পুরুষ কীর্তন গানে পিতার সুনাম রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতিকৃতি দিলাম। রাধাশ্যাম দাস সন ১৩৬২ সালের ২রা চৈত্র নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

রসিক দাসের বৈমাত্রেয় ভাই রতন রসিক দাসের দলের শির দোহার ও দলের কর্তা ছিলেন। রতনের ছোটভাই গৌরদাস কলিকাতায় কীর্তন গানে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বঙ্গভাষাও সাহিত্যের লেখক দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট গৌরদাসের বিশেষ প্রশংসা শুনিয়াছিলাম।

রসিক দাসের কনিষ্ঠা কন্যার নাম হেমলতা দাসী। স্বামীর নাম নিত্যানন্দ দাস কাব্যতীর্থ। নিত্যানন্দের পুত্র রাধাশ্যামের ভাগিনেয় শ্রীমান্ যশোদানন্দন দাস দক্ষিণ খণ্ডেই বাস করিতেছেন। যশোদানন্দন রসিক দাস ও রাধাশ্যামের ধারার একজন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া।

(৯)

কীর্তনীয়া শ্রীযামিনী মুখোপাধ্যায়। পিতা নৃসিংহনন্দন মুখোপাধ্যায়। নিবাস দক্ষিণ খণ্ড (মুর্শিদাবাদ)। ১২৯৪ সালের ১৮ই বৈশাখ জন্ম। দক্ষিণ খণ্ডের বড় রসিক দাসের দোহার ছিলেন ছয় বৎসর। পরে অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৩২৮ সালে স্বাধীনভাবে সম্প্রদায় গঠন করিয়া বনওয়ারীবাদ রাজবাড়িতে প্রথম গান করেন। জনপ্রিয় কীর্তনীয়া ছিলেন। সন ১৩৭২, ১১ই আশ্বিন ইঁহার তিরোধান ঘটে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নিকট দক্ষিণ খণ্ডে বারবার পত্র লিখিয়াও প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

(১০)

স্বর্ণহাটির শচীনন্দন দাস নামকরা কীর্তনীয়া ছিলেন। শ্রীখণ্ডের কীর্তনাচার্য শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুরের নিকট কীর্তন শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের বড় ডাঙ্গার উৎসবে তাঁহার বাঁধা আসর ছিল। বহুবার তাঁহার গান শুনিয়াছি। প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। শচীনন্দনের পুত্র কমলাকান্ত দাসও কীর্তন গানে সুযশ অর্জন করিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi